প্রথম প্রকাশ [জুন, ১৯৫৮]

প্রকাশক :

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ৭৩

৯৪ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১

১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪

৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : দরিয়াগঞ্জ : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

মুদ্রক :

বংশীধর সিংহ

বাণী মুদ্রণ

১২ নরেন সেন স্কোয়ার : কলকাতা ৭০০ ০০৯

দ্রষ্টব্য : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের সমগ্র নাট্যগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে যদি কারও কোন জ্ঞাতব্য থাকে তাহলে ৪/২ ডি রাজেন্দ্র লালা স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

মুখবন্ধ

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আমার খুব কাছের মানুষ। নিজস্ব প্রতিভায় তিনি আমার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁকে জানতাম এক নিরপেক্ষ নাট্যকার হিসাবে—নিত্য নতুন দিগন্তে ছিল তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অজিত তথাকথিত জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন বলে আমার মনে হয় না—তবে যে বিদগ্ধ নাট্যকার ছিলেন তা সর্বাংশে সত্য। এক কথায় বলতে পারি তিনি ছিলেন নাট্যকারদের নাট্যকার।

অজিতের নাট্য-রচনা শুধু উত্তেজক নাট্য-মুহূর্তের সমাহার নয়, নয় তা নিছক ঘটনাসর্বস্ব গল্পরূপ। প্রাচ্যের হৃদয়াবেগ ও পাশ্চাত্যের আত্ম-সচেতন বুদ্ধি-নির্ভরতা—এই দুয়ের মেলবন্ধনে তাঁর নাটকের চরিত্ররা নিরন্তর বুদ্ধি-জগতের দূরত্ব থেকে হৃদ-জগতের ঘনিষ্ঠতায় চলা-ফেরা করেছে। গভীর জীবনবোধ, কাব্যময় সংলাপ, ভাষার ঐশ্বর্য, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বাস্তব-মনস্তত্ত্বের চুলচেরা বিচার তাঁর প্রত্যেক নাট্যকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

সমস্ত নাট্যজগৎ জানে বিদেশী নাটকের ব্যাসবাক্যে স্বদেশী বহুব্রীহি রচনায় অজিতের পারমঙ্গমতার কথা। তিনি ইবসেনের হেড্ডা গ্যাব-লারকে শাড়ী পরিয়ে আমাদের চেনা চরিত্র শকুন্তলা রায় উপহার দিয়েছেন, ডস্টয়েভ্‌স্কির প্রিন্স মিশিকিনকে দিয়ে বলিয়েছেন ঃ

> 'এ নির্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
> নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
> নিখিল বিস্মৃত। ওগো বন্ধু, আমি জানি
> রহস্য তোমার।'

তাঁর সার্থক রূপান্তরে চেখভের কন্‌স্টানটিন্ ত্রেপলেভের মুখে উচ্ছসিত আবেগ—

'সূর্যের আলো এখনও তোমার কাছে এসে পৌঁছয়নি সূর্যমুখী, কিন্তু

সম্ভাবনা তোমায় কত উজ্জ্বল করে তুলেছে।' তাঁর হাতে ব্রেখটের সার্থক রূপায়ণ হয়েছে সাম্প্রতিক ব্রেখট্-বন্যায় নয়, সুদূর ১৯৬৯ সালে (প্রথম অভিনয় চতুর্মুখ কর্তৃক, পরে নিয়মিত অভিনয় এপিক এ্যাক্-টরস্ ওয়ার্কশপ কর্তৃক) 'মালবাজারের মা-মালতী'তে যেখানে সেবাদল সঙ্ঘের মেয়ে মালতী ক্রমশ উপলব্ধি করে—'এ পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে শুধু নিজেরা ভাল থাকলে চলবে না, সুন্দর ভাল একটি পৃথিবীকে পিছনে রেখে যেতে হবে।' এসব বহুবিদিত—সর্বজনলভ্য সত্য। কিন্তু বিদেশী নাটকের অনুকরণে নাটকের ডালি সাজানো,—এটাই অজিতের নাট্যরচনার প্রকৃত পরিচয় নয়, তাঁর নাট্যসত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সফল মৌল নাটকে যাকে বলা যায় 'নিকষিত-হেম'।

নচিকেতা থেকে মৃত্যু। জীবনের নাটকে শুরু—মৃত্যুর নাটকে শেষ। শুরুতে আলোয় আলোময়—অন্তিমে আঁধারে আলো। কল্পপথে অনেকদূর এগিয়েছেন অজিত—দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে স্বপ্ন-বাস্তব ব্যক্তিতত্ত্বে। নিজে যেমন বদ্‌লেছেন—বদ্‌লেছে তাঁর সৃষ্টি—অবিরাম অন্বেষণের অণুবীক্ষণ আলোকে।

কঠোপনিষদের নচিকেতা জিজ্ঞাসুমনা। ব্রহ্মের স্বরূপ কি—এই তার প্রশ্ন। অজিতের নচিকেতা আত্মপ্রত্যয়ে সুদৃঢ়। নিজের পথ সে নিজেই খুঁজে পেয়েছে—ব্রহ্মের অস্তিত্বে সে অবিশ্বাসী। শোষণমুখী সমাজের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ-যুক্তি তার অস্ত্র। আর্য-অনার্য শ্রেণী-সংগ্রামের অবহেলিতের নিজস্ব নেতা নচিকেতা। উপনিষদের নচিকেতা মৃত্যুজয়ী অমর—অজিতের নচিকেতা মৃত্যুপথগামী—কিন্তু মৃত্যু-জিৎ, কারণ সে জানে—নচিকেতার পর মানুষ আছে, তাই জীবনের বিনাশ নেই—তাই নচিকেতার বিলুপ্তি নেই। বিদ্রোহী অজিতের মন অমৃত-কণ্ঠ মানুষের বজ্রগম্ভীর আহ্বান ঘোষণা করে—জীবনের পর কিছু নেই, জীবনের জয় জীবনে। এ সামগান মার্কসীয় দর্শনের দৃশ্য-কাব্যিক রূপ—এঙ্গেলসের সুরে বাঁধা।

জীবনের শেষদিকের মৌল নাটক 'মৃত্যু'। এ এক অন্য সুরে বাঁধা—মৃত্যুছন্দে ছন্দিত। এর নায়ক একাকীত্বের মধ্যে নিজেকে

হারায়ে খোঁজে—সাফল্যের উচ্চশিখরে পৌঁছে তার ফিরে দেখা। আশে-পাশে কত নরনারী—কত বিক্ষুব্ধ সংক্ষেপ, অদূরে সমুদ্রের অতল আহ্বান। জীবনের শেষ পর্বে তাই সাহিত্যিক অবনী রায় সমুদ্রের সফেন শুভ্রতায় নীচের রূপ দেখতে চান—চান তাঁর নিজস্ব নচিকেতা-ভানকে অতিক্রম করতে। তাই তো প্রৌঢ় অবনী তন্বী টুম্নুর মধ্যে খুঁজে পান যৌবনের হাস্নুকে—নির্মেঘ মৃত্যুর মধ্যে খুঁজে পান নিজের চকিত স্তব্ধ বাগধারা—বলতে চান: 'কে গো আমার সাঁঝগগনে গোধূলির রঙ ছড়ালে'! কত বাস মিস্ হয়ে যায়—তবু শেষের বাস ধরার জন্য মানুষ বসে থাকে। যৌবনের অহঙ্কার স্পর্ধিত তাচ্ছিল্যে মত্ত—সম্মুখের অন্ধকার তখনো তার অনায়াত্ত। কিন্তু ওকি! আঁধারে কোথা হতে উদয়-রবি এল? ও কার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়?

'যদিও এগিয়ে আসা অরণ্যের অন্ধকারে আজ ঈশ্বর-ভানের প্রভুত্ব—
যদিও অধিকৃত সড়কে আজ মৃত্যুর অধিকার—
তবুও তুমি সূর্যের মতই উত্তপ্ত
নতুন-ওঠা ধানের শীষের মতই উজ্জ্বল সবুজ।'

অজিতের আর এক অবাক নাটক 'পোষ্ট মাস্টারের বউ'। অবাক নাটক এই জন্য যে এমন নতুন আঙ্গিকে বাংলা নাটকের অবতারণা এর আগে হয়নি। এ নাটকের স্থান—অনুপমা নামে একটি মেয়ের মন। সে মনের প্রথম পট মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা—আর সে পটের গল্প 'সে যদি থাকত'। পট যখন পালটে হয় স্টেশন—প্ল্যাটফর্মের আভাস—তখন নতুন গল্প 'পরিচ্ছন্ন পৃথিবী'। পটের পর পট পালটাতে থাকে কলেজ লন্ থেকে অনুপমাদের বাড়ী হয়ে তার শ্বশুরবাড়ী। গল্পও অনেক 'অতীত দিনের স্মৃতি', 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে', 'ওগো শুন্‌ছো', 'আজ কাল আর পরশু'। ফিরে ফিরে উঁকি মারে মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা। একদিকে অনুপমার মনের জগৎ পরিচ্ছন্ন পৃথিবী আর অন্য দিকে তার আশে-পাশের অপরিচ্ছন্নতা। এ দুয়ের নির্মম অমেলতায় গড়ে দেওয়া ঘর ভেঙে ফেলে অনুপমা—শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচারে নয়, স্বামীর মাতলামিতে নয়, পুরোনো প্রেমের সুখ রোমন্থনেও নয়—নিছকই

রুচির খাতিরে। এ অনেক ভবিষ্যতের নাটক, আজকের নারী-প্রগতির বুলি-সর্বস্বতার মাঝে এ এক অপরিমিত নারী-মুখী দর্শন। এরই মধ্যে অন্য একটি স্বরও সিম্‌ফনির দ্বিতীয় থিমের মত বেজে ওঠে—পরিচ্ছন্ন পৃথিবীর চিন্তা, সেখানে দৈনন্দিন গ্লানি তার মালিন্য নিয়ে ফুটে ওঠে না —প্রাত্যহিক অভ্যাসে পাওয়া যায় সংস্কৃত রুচির পরিচয়। সেখানে তৃপ্ত মন নিজস্ব আত্মপ্রত্যয়ে নীরবে মুখর।—হয়ত যোগবালিয়া গ্রামের কোন এক পোষ্ট-অফিসই সেই স্বপ্নরাজ্য—'সে যদি থাকত' এই নিরুদ্যম বাণী সেখানে চির-অশ্রুত। অজিত সৃষ্ট নারী-চরিত্রের মাঝে অনুপমা নিঃসন্দেহে অনন্যা।

সঙ্কলনের শেষ নাটক 'রাজা তৃতীয় রিচার্ড' শেক্‌স্‌পীয়রের KING RICHARD THE THIRD-এর বঙ্গানুবাদ। অজিতের 'Swan Song'। অনুবাদক অজিত সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। অজিত কৃত হ্যামলেটের বঙ্গানুবাদকে সুধীজন বরিস্‌ পাস্তেরনাকের কাব্যময় রুশ অনুবাদের সাথে তুলনা করেছেন। স্বাভাবিক কৌতূহল হয় যাঁর হাত দিয়ে to be or not to be হয়ে দাঁড়ায় 'অস্তিত্বে যাপন কিংবা নাস্তিত্বে বিলোপ' তিনি Richard the Third-এর Rhetorical Sarcasm কি ভাষায় রূপান্তর করবেন। এ বিষয়ে নতুন পরীক্ষা করেছেন অজিত—গুরুচণ্ডালির সার্থক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। অজিতের রিচার্ড আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ব্যঙ্গ করে :

> 'কিন্তু আমি ব্যসনের চটুল কৌশল সব—
> আমি তো গঠিত নই এদের স্বপক্ষে,
> কামাতুর দর্পণের স্তুতির জন্য আমি তো নির্মিত নই,
> আমি—রূঢ়-ছাপে ছাপ-ধরা আমার আকৃতি,
> আর বঞ্চিত আমি প্রেমের মহিমায়,
> না হলে, কামাতুরা মন্থরা কামিনী-সম্মুখে
> আমি তো সদর্প পদক্ষেপে দৃপ্ত হতাম।'

অজিতের এই সব পঙক্তি ভবিষ্যতের কোন বড়-মাপের অভিনেতার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

শেষের কথা। নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের মত পড়ুয়া আজকের যুগে খুবই কম।- বেশ কয়েকটি ভাষা জানতেন তিনি। ফরাসীতে কথা বলতে পারতেন প্রায় মাতৃভাষারই মত। অর্থনীতির ভালো ছাত্র এই মানুষটি ছিলেন সাম্প্রতিকতম নাটক ও রাজনৈতিক চিন্তার চলন্ত অভিধান। একাধারে নাটক, কথাসাহিত্য, কাব্য-জগৎ, তিলোত্তমা শিল্প, চলচ্চিত্রলোক, পাশ্চত্য-সঙ্গীত, দর্শন-চিন্তা, ইতিহাসচর্চা—জ্ঞানলোকের প্রতিটি পর্যায়েই তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি তাঁর সতীর্থদের নানাভাবে নন্দিত করেছে। আলোচনায় বহুমুখী হওয়া ছিল তাঁর পক্ষে অনায়াস। এই বহুমুখী মননের পরিচয় তাঁর স্বকৃত সাহিত্যে সুপরিস্ফুট। তাই তা এমন সর্বরসে পরিপূর্ণ আর এই জন্যই আজকের অনেক নাট্যকারের মূল্যায়ন হয়ত এখনই করে ফেলা যায় কিন্তু অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্য-সৃষ্টির মূল্যায়নের জন্য আমাদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

মন্মথ রায়

ভূমিকা

বাংলা নাটক তার নিজস্ব চেহারা উপলব্ধি করবার যে চেষ্টা করছে তার অস্থিরতা আজ স্পষ্ট। সংস্কৃত বা ইউরোপীয় নাটকের অনুকরণে নয়, আমাদের নিজেদের রূপে নিজেদের কথা। মানুষের চিরন্তন কথার সঙ্গে আমাদের আজকের কথা, ও আজকের কথার সঙ্গে আমাদের আগামী দিনের কথা। এই তিনটে যতো ভালো করে মিলবে, রূপটাও ততো বিশিষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠতে থাকবে। একজন বলেছেন, শিল্প মানে বাস্তব ও স্বপ্নের মিশ্রণ। আমাদের শিল্পকর্মের মধ্যে সেই মিল এমন ক'রে যেন ঘটে যাতে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন খুঁটিনাটি থেকে লাফ দিয়ে উঁচু হয়ে আকাশের ঠোঁটে ঠোঁট রাখা পর্যন্ত একই স্বচ্ছন্দ ব্যাপ্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। সেই বিস্তৃতি চাই আমাদের।

খালি গ্লানি নয়, খালি নোংরার উদ্ঘাটন নয়, আবার খালি ছেলে-মানুষি সমস্যার স্যাকারিণ-মিষ্টি প্রদোষের আবছায়া নয়। আমাদের দিন চাই, প্রখর সূর্যালোকে দীপ্ত পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির দিন। আমাদের রাত চাই, জোয়ারের সমুদ্রের ফুলে ফুলে ওঠা অস্থির অন্ধকার আবেগের রাত।

আজকের কথা চাই। আজকের। মুখে মুখে যে মরা ভাষা ঘষা পয়সার মতো বাজারে চলে, কেবল তার অনুকার নয়। আমাদের চিন্তার ভাষা, আমাদের অনুভবের ভাষা। চিন্তার বর্ণাঢ্যতা যেন প্রকাশ পায় কথ্য ভাষার ছন্দের মধ্যে।

আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্যের কথা বলা আমাদের উচিত নয়, খালি অভিনেতার সংলাপ বলা পর্যন্ত যতোটুকু সাহিত্য ততোটুকুই আমার ক্ষেত্র। তার মধ্যে জানি, realityকে বোঝাতে distortion-এর প্রয়োজন। প্রত্যেক শিল্পেই distortion আছে। শিল্পী distortion করে তার বক্তব্যকে আলাদা ক'রে প্রগাঢ় ক'রে দেখাবার জন্যে। কিন্তু অক্ষম শিল্পীর হাতে distortion convention, একটা সীমাবদ্ধ

finite জিনিস। আর, শিল্পী যে, সে একটা finite রেখা, বা finite শব্দের মধ্যে হঠাৎ infiniteকে ডেকে তোলে। ভাষা তাই কাপড়ের দোকানের রেডিমেড জামা নয়, বাচনভঙ্গীও তাই রেডিমেড নয়। ভাষা লেখবার বা ভাষা বলবার আগে নিজের অধিকার অর্জন করতে হয়।

কাঁদবার জায়গায় finite কান্না, হাসবার জায়গায় finite হাসি শিল্পকর্ম নয়। একটা গাছ এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যে এটা একটা অশথ গাছ, শিল্পকর্ম নয়। ঠিক যেমন একটা চালু মতকে কোনও রকমে উপাখ্যানে প্রমাণ ক'রে দেওয়া শিল্পকর্ম নয়। যেমন, ২ + ২ = ৪ হয় এটা বলাটা শিল্পকর্ম নয়।

যদি বলি, একটা ল্যাম্প-পোস্ট আর একটা ডাস্টবিন, তখনি একটা ছবি তৈরি হয় যার মানেটা ঐ দুটো জিনিসের চেয়ে বড়ো হ'য়ে যায়, আমরা কল্পনায় রাত্রি দেখি, গোমরানি শুনি। অর্থাৎ আজকের বর্তমান হঠাৎ ছবির বাঁধ ভেঙে যেন স্পন্দন তোলে।

প্রত্যেক শিল্পকর্মের অন্তরে একটা কাব্যময়তা আছে। সেটা প্রকাশ পায় হঠাৎ আশ্চর্য shadesএ, আওয়াজের শ্রুতিতে। শিল্পে, বিশেষ ক'রে থিয়েটার সিনেমার মতো শিল্পে, তাই বার বার চেষ্টা হয়েছে বুদ্ধিকে বন্ধ করে কেবল অনুভূতিকে জাগাবার। সাহিত্যেও হয়েছে। এর গালভরা নাম দেওয়া হ'তো শুনেছি, Impressionism, কিন্তু মহৎ শিল্পীর বুদ্ধি ও হৃদয় যে সুসামঞ্জস্যে বাঁধা তাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

এইসব আকাঙ্ক্ষার অনুরণন থাকতে বাধ্য। আকাশ যদি গোল হয়, এবং আলোকরশ্মি যদি সমস্ত আকাশকে বেষ্টন ক'রে আবার ফিরে আসে, তাহলে আমাদের এই চিন্তা, এই কথা, এই আকাঙ্ক্ষা—এরাও অবিনশ্বর। আমাদের অনেকের এই মিলিত গভীর আবেগ সমস্ত আকাশের বুককে নিশ্চয়ই উত্তাল ক'রে তুলছে, এবং প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমরা এক পা এক পা ক'রে সেই আসন্ন সম্ভবের দিকে এগোচ্ছি।

এবং নচিকেতার মতো যেন আমরা বলতে পারি :

যোহয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥

'নচিকেতা' প্রসঙ্গেঃ

'নচিকেতা' নাটকটি গ্রন্থকারের মৌলিক রচনা। আর্য-অনার্য, অভিজাত ও শূদ্র—ক্ষমতালোলুপ শাসক ও শোষিত ইত্যাদির সঙ্ঘাতের মধ্যেও আছে ভাববাদী দর্শন আর বস্তুবাদী দর্শনের কিম্বা হাল আমলের শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের নিদর্শন।…লেখকের প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায় নাটকটিতে। —যুগান্তর

নাটকে সাহিত্যরস সঞ্চারিত করার কাজে অজিত ছিলেন বর্তমান নাট্যজগতে এক অনন্য প্রতিভা। প্রতিটি বাক্যের ব্যাকরণগত সঠিকতার সঙ্গে যুক্ত হতো ধ্বনিগত মাধুর্য। গ্রীক নাট্যশৈলীকে খাঁটি দেশজ ভাবের বাহন করেছে 'নচিকেতা'। নাটকটি অভিনয় করলে 'ইফিজেনিয়া'র দুর্বোধ্যতা কলকাতায় আমদানী করে দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করার আর প্রয়োজন হবে না। —উৎপল দত্ত

মৃত্যুকে জয় না করেই জয় করতে হয়, নাটকীয় রূপকে এই তথ্যই প্রকাশিত হয়েছে, চিন্তার বর্ণাঢ্যতা রূপ পেয়েছে কথা-ভাষার ছন্দে।

—আনান্দবাজার

'পোষ্ট-মাস্টারের বউ' প্রসঙ্গেঃ

An interesting play. Conceived bassically in terms of film technique—action going back in the past and marching ahead of time, inner thoughts projected through the sound track and super-imposition of words— the play is an interesting example of the possible adaptation of the stage to suit the needs of the film medium. —*The Statesman*

॥ সূচী ॥

নচিকেতা

"......the more modest productions of the working-hand retreated into the background, the more so since the mind that planned the labour already at a very early stage of development of society......was able to have the labour that had been planned carried out by other hands than its own...... and so there arose in the course of time that idealistic outlook on the World which, especially since the end of the ancient World, has dominated men's mind......"

Engels

।। চরিত্রলিপি ।।

অন্তরালবর্তী বহুকণ্ঠে মিলিত একতান

সুচেতা। নচিকেতা। প্রথম ঋত্বিক। দ্বিতীয় ঋত্বিক। তৃতীয় ঋত্বিক

ঋত্বিক একতান। উগ্রপ্রতাপ

প্রথম আর্য। দ্বিতীয় আর্য। তৃতীয় আর্য

আর্য একতান

বাজশ্রবস। হয়গ্রীব

প্রথম শূদ্র—লোহিতাক্ষ। দ্বিতীয় শূদ্র—বীরুধক

তৃতীয় শূদ্র—গুহক

প্রথম আর্যরক্ষী—রুদ্রপীড়। দ্বিতীয় আর্যরক্ষী—বসুমিত্র

আর্যচরগণের একতান

সৈন্য বিভাগীয় প্রধান অমাত্য—অশ্বপতি

সেনানায়ক—বৃহদবল

মৃত্যু

ঘোষক একতান

প্রথম আর্য অমাত্য। দ্বিতীয় আর্য অমাত্য

তৃতীয় আর্য অমাত্য। চতুর্থ আর্য অমাত্য। পঞ্চম আর্য অমাত্য

বন্দী একতান

প্রথম অঙ্ক

ঋষি বাজশ্রবসের আশ্রম-সন্নিধান। পথপ্রান্তে শমীবৃক্ষ। দূরে গম্ভীর বাদ্যধ্বনি। বাদ্যধ্বনির তালে তালে মিলিত কণ্ঠের একতানের মৃদু আভাস। শমীবৃক্ষের অন্তরালে নচিকেতা।

সুচেতা : (পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) আর্য নচিকেতা—আর্য নচিকেতা—নচিকেতা।

নচিকেতা : (বৃক্ষান্তরাল হইতে সম্মুখে আসিয়া) সুচেতা।

সুচেতা : নচিকেতা—(নিকটে আসিয়া) সাড়া দিচ্ছিলে না যে বড় ?

নচিকেতা : নচিকেতা তো সাড়া দিয়েছে সুচেতা।

সুচেতা : ও! আর্য বলে ডেকেছি তাই ? কিন্তু এ যে আশ্রম-সন্নিধান নচিকেতা ?

নচিকেতা : নচিকেতা তো পাপ নয় সুচেতা যে আশ্রমে বারণ।

সুচেতা : নচিকেতা যে সুচেতার প্রিয়তম। তাই তো আর্য ডাকের আড়াল দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।

নচিকেতা : (মৃদু হাসিয়া) আর কাছে কে এল সুচেতা ?

সুচেতা : কেন ? পরম চেতনা। সৃষ্টির মূলে যিনি তাঁকে খুঁজে পাওয়াই তো আমার সাধনা।

নচিকেতা : আর এতদিনে যা খুঁজে পেলে ? আমাকে ? তোমাকে ? বেঁচে থাকার আনন্দকে ? এরা কি কিছু নয় সুচেতা ?

সুচেতা : না নচিকেতা, এরা কিছু নয়। এরা মিথ্যা, মায়া। সত্য পিতৃষদ সুচেতা, আর্যা সুচেতা, উপাধ্যায়া সুচেতা। যে সুচেতার উপাস্য ব্রহ্ম, যে সুচেতা যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, যজ্ঞে আহুতি দেন, যজ্ঞ সম্পাদন করেন, যে সুচেতা ঋত্বিক।

নচিকেতা : আর নচিকেতার সুচেতা ?

সুচেতা : ওটা বিস্মরণ আর্য। তাই তো বিস্মরণ থেকে স্মরণে আসছি : ছায়াপথ থেকে আলোপথ।

নচিকেতা : কিন্তু পথ তো ভুলে গিয়েছিলে। নতুন করে ঠিকানা কে দিলে ?

সুচেতা : মহর্ষি বাজশ্রবস।

নচিকেতা : পিতা বাজশ্রবস ?

সুচেতা : তাঁর সঙ্গে যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহে এসেছিলাম। পথে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমি ব্রহ্মোপাসিকা। ব্রহ্মকে লাভ করব বলে আমি পিতৃষদ। জড়ের বন্ধনে আবদ্ধ হব না বলে আমার প্রতিজ্ঞা।

নচিকেতা : কিন্তু সুচেতা, যে প্রতিজ্ঞার ভিত্তি মিথ্যা, সে প্রতিজ্ঞার সার্থকতা কি ?

সুচেতা : মিথ্যা ?

নচিকেতা : মিথ্যা সুচেতা। দেহ, রক্ত-মাংস, ইন্দ্রিয়, এই নিয়ে ব্যক্তি-চেতনা। এর বাইরে তো পরম বলে কিছু নেই।

সুচেতা : এ কি বলছ নচিকেতা ?

নচিকেতা। আমি ঠিকই বলছি সুচেতা। আছে শুধু জীবন, আর এই পৃথিবী। মানুষের পর মানুষ, আর তাদের কামনা। প্রকৃতিকে কর জয়, পৃথিবীকে কর কর্মমুখর, জীবনকে কর সুন্দর।

সুচেতা : কিন্তু জীবনের মূলে যা আছে ? জীবনকে ছাড়িয়ে যা আছে ?

নচিকেতা : জীবনের মূলে যা আছে জীবনে তার শেষ, মৃত্যুতে তার বিলয়। জীবনকে ছাড়িয়ে কিছু নেই সুচেতা।

সুচেতা : আমি তোমায় সব কথা বলিনি নচিকেতা। আর্যনায়ক উগ্রপ্রতাপ মহর্ষিকে সাবধান করে দিতে এসেছিলেন।

নচিকেতা। উগ্রপ্রতাপ ?

সুচেতা : হ্যাঁ। তিনি বলেন আর্যধর্মকে তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছ। অনার্যনায়ক হয়গ্রীবের সঙ্গে তোমার যোগসাজস রয়েছে।

নচিকেতা : কিন্তু এতে দোষের কি ? আমি আর্য ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক। ধর্মনীতি রচনা করবার, সমালোচনা করার অধিকার আমার আছে।

সুচেতা : আর অনার্যনায়ক হয়গ্রীব ?

নচিকেতা : হয়গ্রীবকে আমি শ্রদ্ধা করি সুচেতা। তাঁদের নিঃশ্রেণীক সমাজ আমার কাছে আদর্শ।

সুচেতা ঃ তাহলে তো ব্রাহ্মণ নচিকেতাকে রাষ্ট্রের কর্ণধার হতে হয়। উগ্রপ্রতাপ কিন্তু সেই প্রস্তাব নিয়েই মহর্ষির কাছে এসেছিলেন।

নচিকেতা : অর্থাৎ ?

সুচেতা : তাঁর একমাত্র কন্যা আর্যা অম্বার সঙ্গে তোমার বিবাহ।

নচিকেতা : কিন্তু আমি তো পণ্য নই সুচেতা। আমাকে দাম দিয়ে কেনা যায় না, ভালবাসা দিয়ে পাওয়া যায়। যেমন তুমি আমাকে পেয়েছ, আমি তোমাকে পেয়েছি।

সুচেতা : আমি মহর্ষিকে কথা দিয়েছি আর্য।

নচিকেতা : কী কথা সুচেতা ? জীবনকে এড়িয়ে যাবার ?

সুচেতা : পরমকে খুঁজে পাবার। জীবনে যার আরম্ভ মৃত্যুতে যার শেষ নেই।

নচিকেতা : আর আমি সুচেতা ? জীবনে যার আরম্ভ, মৃত্যুতে যার শেষ ? তোমার মাটির কাছাকাছির মানুষ ? তোমার প্রিয়তম নচিকেতা ?

সুচেতা : মহর্ষি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আর্য। তাঁর বিশ্বজিত যজ্ঞে আহুতি দান শেষ হয়েছে।

নচিকেতা : মাটি তোমায় ডাক দিয়েছে সুচেতা। পরশ্রমনির্ভর সমাজের ব্রহ্মোপলব্ধির দিন শেষ হয়েছে।

সুচেতা : মহর্ষির সর্বস্ব-দান আরম্ভ হয়েছে আর্য। দান গ্রহণ করে ঋত্বিকগণ ঘরে ফিরে যাচ্ছেন। ঐ দেখ তাঁদের সন্তোষ।

নচিকেতা : দারিদ্র্য পিতাকে শীর্ণ গাভী দান করতে বাধ্য করেছে সুচেতা। ক্ষুব্ধ ঋত্বিকগণ ঘরে ফিরে যাচ্ছেন। ঐ দেখ তাঁদের অসন্তোষ।

প্রথম ঋত্বিক : ঈশ্বরের আবাসস্থল এই বিশ্ব। ইনিই ইহাতে নিত্য বস্তু। বাজশ্রবস-প্রদত্ত গাভীগুলি কিন্তু শীর্ণ।

প্রথম আর্য : ভুল ব্রাহ্মণ। শ্রেণীবিভাগ কর্মবিভাগ। চিন্তা ব্রাহ্মণের, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের, আর বাণিজ্য বৈশ্যের।

নচিকেতা : শুধুই সান্ত্বনা আর্য, কেবলই আত্মবঞ্চনা। ব্রাহ্মণের চিন্তা কর্মবিমুখ, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ক্ষমতালোলুপ, বৈশ্যের কেবল বাণিজ্য সম্পদলোভী।

দ্বিতীয় আর্য : চিন্তা বিশুদ্ধ ঋত্বিক। তাই ব্রাহ্মণ সমাজ-শিরোমণি।

নচিকেতা : তাই মূঢ় জনতা কাজ করে, মূর্খ জনতা ফল ব্রহ্মে অর্পণ করে। তাই ব্রাহ্মণ বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের প্রিয়, তাই ব্রাহ্মণ বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের চাটুকার।

তৃতীয় আর্য : মূর্খ ঋত্বিক, বৈশ্য বাণিজ্য করে কিন্তু বাণিজ্য ফল ব্রহ্মে অর্পণ করে।

নচিকেতা : কিন্তু স্মিতহাস্যে জনতাকে করে বঞ্চনা, আর বাণিজ্যলব্ধ সম্পদ উপভোগ করে।

উগ্রপ্রতাপ : উদ্ধত ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে। যুদ্ধফল অর্পণ করে ব্রহ্মে।

নচিকেতা : কিন্তু জনতার কর্মলব্ধ ফল প্রসারিত হস্তে গ্রহণ করে।

আর্য একতান : নচিকেতা তুমি স্তব্ধ হও। মহানায়ক উগ্রপ্রতাপ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হয়েছে। তিনি রাজচক্রবর্তী।

তাই ব্রাহ্মণ সমাজ-শিরোমণি
ক্ষত্রিয় করে শাসন
আর বৈশ্যের সম্পদ-আহরণ।

নচিকেতা : আমি অক্রোধ আর্য। ক্রোধে আমার ভয় নেই। আমি সত্যাশ্রয়ী আর্য। ভ্রু-কুঞ্চনে আমার কণ্ঠ স্তব্ধ হয় না। তাই আমি দেখি ব্রাহ্মণ বঞ্চনা করে ব্রাহ্মণকে। তাই আমি ঘোষণা করি ক্ষত্রিয় বঞ্চিত করছে ক্ষত্রিয়কে। তাই আমার আক্ষেপ বৈশ্য যন্ত্রণা দেয় বৈশ্যকে।

উগ্রপ্রতাপ : স্বধর্মচ্যুত আর্য, তুমি অসত্য। আর্যধর্ম অসত্যকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, তাকে বিনাশ করে।

নচিকেতা : আর্য আমি মানুষ, তাই আমার ধর্ম নেই। আমি সত্য, তাই আমার বিনাশ নেই। আমি অমৃত, তাই আমার মৃত্যু নেই।

সুচেতা : নায়ক উগ্রপ্রতাপ ক্রুদ্ধ হয়েছেন ঋত্বিক। তুমি আর্য-মহত্ব স্বীকার কর। বল আর্যধর্ম মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

নচিকেতা : জীবনে আমার আরম্ভ সুচেতা, জীবনেই আমার শেষ। আমি মানুষ সুচেতা, আমার পরেও মানুষ আছে। তাই মৃত্যুকে আমি স্বীকার করি না সুচেতা, নায়কের ক্রোধ আমাকে স্পর্শ করে না। (নাটকারম্ভের অস্পষ্ট একতান হঠাৎ স্পষ্ট হইয়া উঠে) কিসের মৃত্যুভয় সুচেতা ? ঐ শোন জীবনের জয়গান।

(দূরের মিলিত কণ্ঠের একতানের আভাস)

আমাদের কর্ষণ আরম্ভ হয়েছে
বর্ষা তার জলধারায় আমাদের ক্ষেত্রসমূহ সিক্ত করুক।
নদীকে আমাদের প্রয়োজন
নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করুক।
সংহতি আমাদের শক্তি দিক
ঐক্য আমাদের মুক্তি আনুক।
জীবন আমাদের হোক।
জয় আমাদের হোক।

(একতান মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে হইতে পূর্বের ন্যায় বাদ্যধ্বনির তালে তালে মিলিত কণ্ঠের মৃদু আভাসে পরিণত হয়)

সুচেতা : কিন্তু ও তো অনার্য-ইন্দ্রজাল। আমি দূর থেকে দেখেছি। ওরা গান গায় আর তালে তালে নৃত্য করে। ওরা দেবশক্তির অনুকরণ করে।

নচিকেতা : ভুল সুচেতা। ওরা বহুজনে মিলিত হয়, বহুকণ্ঠ মিলিত করে প্রেরণা পায়। ওদের মিলিত প্রেরণা একদিন বাস্তব রূপ নেবেই। আজ ওরা প্রকৃতিকে অনুকরণ করে, প্রকৃতি একদিন ওদের অনুকরণ করতে বাধ্য হবে সুচেতা।

উগ্রপ্রতাপ : ওরা মূর্খ ঋত্বিক, তাই ওরা দাবি করে। দেবশক্তির কাছে দাবি চলে না ব্রাহ্মণ।

নচিকেতা : আমরা ভিক্ষুক আর্য, তাই প্রার্থনা করি। দাবি করে সংহত চেষ্টায় প্রকৃতিকে বশে আনতে হয়, তার কাছে ভিক্ষা চলে না নায়ক।

প্রথম আর্য : রবিকরোজ্জ্বল দ্যৌঃ আমাদের দেবতা নচিকেতা। তিনি আমাদের আকাশ আছন্ন করে থাকেন, তাই আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি।

নচিকেতা : অনার্যমুষ্টি আকাশে উত্তোলিত হয়। আকাশ একদিন ওদের আদেশে মর্ত্যসীমায় নেমে আসবে আর্য।

দ্বিতীয় আর্য : দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের বৃষ্টি দান করেন ঋত্বিক। তাই আমরা তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ করি।

নচিকেতা : ব্রাত্যের হলকর্ষণ ক্ষেত্রকে ফলবতী করে। ওদের আদেশে নির্মেঘ আকাশে মেঘ সৃষ্টি হবে আর্য।

তৃতীয় আর্য : জলদেবতা বরুণ আমাদের নদীপথ শাসন করেন ঋত্বিক। তাই আমরা তাঁর কাছে প্রণত হই।

নচিকেতা : ব্রাত্য-শূদ্র-বঞ্চিতের প্রয়াস একদিন ঐ নদীপথকে নিয়ন্ত্রিত করবে আর্য। তাই আমি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

(দূরের একতান)

সংহতি আমাদের শক্তি দিক।
ঐক্য আমাদের মুক্তি আনুক।
জীবন আমাদের হোক।
জয় আমাদের হোক।

নচিকেতা : শোন উগ্রপ্রতাপ, জীবনের জয়গান।

উগ্রপ্রতাপ : সেনানায়ককে সংবাদ দাও আর্যগণ। অনার্যকণ্ঠ স্তব্ধ হোক। হয়গ্রীব যেন জীবন্ত ধৃত হয়।

প্রথম আর্য : চল আর্য, আমরা সেনানায়ককে সংবাদ দিই।

দ্বিতীয় আর্য : সৈন্যগণ যুদ্ধযাত্রা করুক। মৃত্যু অনার্যদের অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করুন।

তৃতীয় আর্য : চল আর্য, আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করি। মৃত্যু-অধিপতি যম যেন আমাদের প্রতি প্রীত হন।

(আর্যগণের প্রস্থান)

আর্য একতান :

আমাদের যজ্ঞ যেন সফল হয়।

দ্যৌঃ যেন আমাদের প্রতি প্রীত হন।

ইন্দ্র যেন আমাদের বৃষ্টিদান করেন।

বায়ু যেন আমাদের প্রতি স্নেহাবিষ্ট হন।

বরুণ যেন আমাদের জলভাগ ধারণ করেন।

অগ্নি আমাদের যজ্ঞ সফল করুন।

নাসত্য আমাদের রোগ দূর করুন।

যম যেন আমাদের অনার্য অর্ঘ্য গ্রহণ করেন।

(একতানের প্রস্থান)

সুচেতা : ওরা নিরস্ত্র আর্যনায়ক। এ যুদ্ধ নয়, এ হত্যা।

উগ্রপ্রতাপ : ওরা মুক্তিকামী আর্যা। ওরা রাষ্ট্রদ্রোহী।

সুচেতা : মুক্তিকামী তো আপনিও নায়ক। আপনাকে হত্যাই কি বিধেয় ?

উগ্রপ্রতাপ : আমি আর্য ঋত্বিক। অনার্য-শাসনই আমার ধর্ম।

সুচেতা : কিন্তু ওরা মানুষ নায়ক। বন্ধন-মুক্তিতে তো ওদের জন্মগত অধিকার।

উগ্রপ্রতাপ : আপনি উপাধ্যায় আর্যা। আপনার স্থান আশ্রম। আপনি যজ্ঞোপবীত-ধারিণী ঋত্বিক। আপনার উপযুক্ত স্থান যজ্ঞস্থল।

সুচেতা : আমি উপাধ্যায় আর্য। অশিক্ষা আমি দূর করি। আমি ঋত্বিক নায়ক। অন্যায়কে আমি আহুতি দিই।

উগ্রপ্রতাপ : ভুলে যেও না নারী, আমি রাষ্ট্রাধিনায়ক, আর অনার্য-ব্রাত্য-শূদ্র এরা দাস। দাসকে দাসরূপে শাসন করাই আর্যনীতি।

নচিকেতা। কিন্তু মানুষকে দাস বলে চিহ্নিত করার কোন অধিকারই তোমার নেই উগ্রপ্রতাপ।

উগ্রপ্রতাপ : কিন্তু ভুলে যাচ্ছ ব্রাহ্মণ, তোমার যে কণ্ঠ বিদ্রোহকে প্রশয় দিচ্ছে, তাকে মৃত্যু দিয়ে স্তব্ধ করে দেবার অধিকার আমার আছে।

নচিকেতা : তুমি স্বার্থান্বেষী উগ্রপ্রতাপ। তাই শ্রমের মর্যাদার দাবিকে বলছ বিদ্রোহ। তুমি কূপমণ্ডুক, তাই জ্ঞানের আলোতে তোমার ভয়। আর মৃত্যু ? আমি তো বলেছি উদ্ধত, মৃত্যুতে আমার ভয় নেই।

বাজশ্রবস : বিশ্বজিত যজ্ঞ শেষ নচিকেতা, মৃত্যুতে আর আমার ভয় নেই। স্বর্গ কামনায় আহুতি দিয়েছি পুত্র, স্বর্গ আমার নিশ্চিত। নায়ক উগ্রপ্রতাপ শত বিশ্বজিত যজ্ঞের ব্যয় বহন করবেন নচিকেতা। আমি বীতস্পৃহ চিত্তে মহান মৃত্যুর প্রতীক্ষা করব।

উগ্রপ্রতাপ : কিন্তু ব্যয়বহনে আমার শর্ত ছিল আর্য।

বাজশ্রবস : সে শর্ত আমি পালন করব নায়ক। আর্য নচিকেতা, নায়ক-কন্যা অম্বাকে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ কর।

উগ্রপ্রতাপ : ঋত্বিক নচিকেতা, আপনি আমাকে কৃতার্থ করুন।

নচিকেতা : প্রদত্তকে নূতন করে দান করা যায় না নায়ক। প্রণয়ে আমি আমাকে দান করেছি আর্য। সুচেতা সে দান গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

বাজশ্রবস : কিন্তু আর্যা সুচেতা পিতৃষদ। তিনি যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছেন। তিনি ব্রহ্মোপলব্ধির প্রতীজ্ঞা করেছেন। বিবাহ তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ নচিকেতা।

নচিকেতা : জীবন কারও কাছে নিষিদ্ধ নয় পিতা। সে সকলকে দিয়ে নিজেকে স্বীকার করিয়ে নেয়।

বাজশ্রবস : আমার স্বর্গকামনা কি সফল হবে না সুচেতা ?

সুচেতা : অনেক চেষ্টা করেও আমি জীবনকে অস্বীকার করতে পারিনি মহর্ষি।

বাজশ্রবস : আমার চিত্তের প্রশান্তি বিলুপ্ত হচ্ছে নচিকেতা। তুমি আমার চিত্তক্ষোভ শান্ত কর। আর্যা অম্বাকে তুমি গ্রহণ কর।

নচিকেতা : পরশ্রমনির্ভর জীবন আপনাকে ভীত করে তুলেছে পিতা। দারিদ্র্য আপনাকে ক্ষুব্ধ করেছে মহর্ষি।

বাজশ্রবস : আমি শাকান্নভোজী ঋত্বিক। দারিদ্র্যে আমার ভয় নেই পুত্র, আমি যজ্ঞকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করি। স্বর্গকামনায় আমার বিশ্বজিত যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে আর্য।

নচিকেতা : কিন্তু শীর্ণ গাভী দান ঋত্বিকদের ক্ষুব্ধ করেছে পিতা। তাঁরা আপনার জন্য আনন্দনামক দুঃখময়লোকের নির্দেশ দিয়েছেন মহর্ষি।

বাজশ্রবস : তাঁদের নির্দেশে আমি ভীত নচিকেতা। তুমি আর্যা অম্বাকে গ্রহণ কর। আমি শত বিশ্বজিত যজ্ঞে আহুতি অর্পণ করি। শতবার সর্বস্বদানে ক্ষুব্ধ ঋত্বিকদের ক্ষোভের প্রশমন হোক।

নচিকেতা : সর্বস্বের মধ্যে আপনি আমাকেও গণনা করেন পিতা। আপনি আমাকে দান করুন।

বাজশ্রবস : সর্বস্ব হলেও তুমি পুত্র নচিকেতা। তোমাকে দান করলে পিতৃলোকে পিতৃগণ ক্ষুব্ধ হবেন আর্য।

নচিকেতা : আপনি আছেন পিতা। আপনার ক্ষোভে আমি ক্ষুব্ধ। পিতৃগণ বহুকাল মৃত মহর্ষি, তাই আমি তাঁদের প্রতি বিগত-শোক। আপনি আমাকে দান করুন পিতা, আমি প্রদত্তে পরিণত হই।

বাজশ্রবস : তুমি মহৎ আর্য, তাই তুমি বিগত-শোক। আমি বাজশ্রবার পুত্র ঋত্বিক, তাই তাঁর জন্য আমার চিন্তার শেষ নেই। পিতৃগণ তোমার অপেক্ষায় রয়েছেন আর্য, তোমার কৃতকর্মে তাঁদের পিতৃযান থেকে দেবযানে উত্তরণ। তাই তুমি আমার প্রদত্ত নও পুত্র, তোমাকে প্রদান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

নচিকেতা : মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগণের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে পিতা। তাঁরা শূন্য মহর্ষি, শূন্যের কল্যাণ কামনায় আমার আসক্তি নেই। কিন্তু আপনি আছেন পিতা, আপনার দুশ্চিন্তায় আমি অস্থির। আপনি আমাকে দান করুন আর্য, আমি ঋত্বিকদের সেবা করি।

বাজশ্রবস : নচিকেতা তুমি ধর্মচ্যুত। তোমার উদ্ধত স্পর্ধা আমায় বিস্মিত করেছে। তোমার চ্যুতি আমায় ব্যথিত করে তুলেছে।

নচিকেতা : হে মহর্ষি আমি তুচ্ছ। তবু আমাতে আপনার অধিকার, আপনি আমাকে দান করুন। কর্মবিমুখ চেতনায় আপনি বিভ্রান্ত পিতা, আপনি আমাকে দান করুন। আমি ঋত্বিকদের সেবা করি, তাঁদের গোধন রক্ষা করি, তাঁদের ভূমিতে হলকর্ষণ করি। সুচেতো আমায় সাহায্য করুক। শ্রমলব্ধ শস্য আমি আপনাকে অর্পণ করি, আপনি গৃহরক্ষা করে অবসর জীবন যাপন করুন। আর্য, আপনি আমাকে দান করুন।

বাজশ্রবস : মূর্খ নচিকেতা, তুমি আর্যধর্ম বিস্মৃত। তুমি অব্রাহ্মণ মূঢ়, তুমি ব্রাত্য। আমার ক্ষুব্ধচিত্তের ক্রোধ তোমায় স্পর্শ করুক অন্ধ। তুমি প্রদত্তে পরিণত হতে চাও মূঢ়, আমি তোমায় যমকে প্রদান করি। মৃত্যু-অধিপতি যম তোমায় গ্রহণ করুন মূর্খ, যম-সারমেয় তোমার দেবযানে উত্তরণের পথ রোধ করে রাখুক। মূঢ় তোমার আত্মার অধোগতি হোক, তুমি নরকস্থ হও।

উগ্রপ্রতাপ : আজ আমার উল্লাস নচিকেতা, মহর্ষি তোমায় মৃত্যুকে দান করেছেন। আনন্দে আমি অধীর ব্রাত্য, তুমি যমকে প্রদত্ত হয়েছ।

প্রথম আর্য : হয়গ্রীব জীবন্ত ধৃত হয়েছে নায়ক।

উগ্রপ্রতাপ : শুনেছ আর্য, স্বধর্মচ্যুত নচিকেতা আর জীবিত নেই। সে জীবিত থেকেও মৃত। মহর্ষি তাকে মৃত্যুকে দান করেছেন।

দ্বিতীয় আর্য : অনার্য একতান আমরা স্তব্ধ করে দিয়েছি নায়ক। তাদের আমরা জীবন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছি।

প্রথম আর্য : ব্রাহ্মণ নচিকেতা ব্রাত্যে পরিণত হয়েছে আর্য। মহর্ষি তাকে যমকে প্রদান করেছেন। নায়ক তাকে মৃতজ্ঞান করেন। এস আর্য, আমরা যমের নিকট প্রার্থনা করি। যম তাকে গ্রহণ করুন।

তৃতীয় আর্য : রক্ষীদল অনার্য হয়গ্রীবকে এখানে নিয়ে আসছে নায়ক। আপনি তার শাস্তিবিধান করুন।

দ্বিতীয় আর্য : নায়ক বর্ণাশ্রমকে সুরক্ষিত করেছেন আর্য, এস আমরা আনন্দ করি। মহর্ষি নচিকেতাকে যমকে প্রদান করেছেন আর্য, চল আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করি।

আর্য একতান :

শ্বেতদ্বীপ-অধিপতি যম আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন
আর্যধর্ম সুরক্ষিত হোক।
সূর্যপুত্র যম নচিকেতাকে অর্ঘ্যস্বরূপ গ্রহণ করুন
বর্ণাশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।
যম যমীর সহিত সুপণ্ডিত সোমরস পান করুন
যজ্ঞার্ঘ্য প্রদত্ত হোক।

নচিকেতা : মানুষের মৃত্যু হয় পিতা, মানুষকে মৃত্যুকে দান করা যায় না। আপনি অসম্ভব কল্পনা করেছেন মহর্ষি। আমি নিজেই নিজেকে হত্যা করতে পারি না।

সুচেতা : নচিকেতা আপনার পুত্র মহর্ষি, আপনি তাঁকে ক্ষমা করুন। নচিকেতা আমার প্রিয় আর্য। আপনি তাঁকে আমাকে দান করুন।

বাজশ্রবস : নচিকেতা, তুমি পুত্র হলেও স্বধর্মচ্যুত। আমি শোকাকুল হলেও ব্রাহ্মণ। যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করে আমি তোমায় দান করেছি। তুমি যমের নিকট গমন কর। সূর্যপুত্র তোমাকে গ্রহণ করুন।

নচিকেতা : যম নক্ষত্র পিতা, তিনি আকাশে উদিত হন। পিতৃযান তারাপথ মহর্ষি, আকাশে তার অবস্থান। মৃত্যুতে জীবনের শেষ আর্য, তবু জীবন নিজেকে মৃত্যুকে দান করে না। মৃত্যু তাকে অধিকার করে পিতা, তবু মৃত্যুকে ছাড়িয়ে তার অভিযান।

বাজশ্রবস : হে আদিত্য-তনয়, তুমি নচিকেতাকে গ্রহণ কর। আমি মূঢ়! মূর্তিমান অশিক্ষাকে দান করেছি। হে মৃত্যু-অধিপতি, তুমি তাকে বিশুদ্ধ কর, সংশোধিত কর।

উগ্রপ্রতাপ : মূর্খ ঋত্বিক, তুমি আকাশে পিতৃযান লক্ষ্য করে দূরপথে অগ্রসর হও। কঠোর-হৃদয় মৃত্যু তাঁর নক্ষত্রময় আবাস থেকে অবতীর্ণ হয়ে তোমাকে গ্রহণ করুন।

বাজশ্রবস : হে মৃত্যু-অধিপতি, তুমি নচিকেতাকে গ্রহণ কর।

প্রথম আর্য : মূঢ়, তুমি যমকে প্রদত্ত হয়েছ, জীবনে তোমার অধিকার নেই।

বাজশ্রবস : হে আদিত্যপুত্র, তুমি নচিকেতাকে গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় আর্য : আর্যরাজ্যে তোমার স্থান নেই মূর্খ, তুমি নির্বাসিত। মৃত্যুরাজ্যে তোমার অধিষ্ঠান, তুমি সেখানে গমন কর।

বাজশ্রবস : দেব, তুমি তাকে বিশুদ্ধ কর, তুমি তাকে বিলীন কর।

তৃতীয় আর্য : তুমি অশান্তি মূর্খ, তুমি দূর হও। তুমি অনার্য নচিকেতা, যম তোমায় অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করুন।

বাজশ্রবস : আমার ক্ষোভ দূর কর—হে শ্বেতদ্বীপ-অধিপতি, নচিকেতাকে তুমি গ্রহণ কর।

নচিকেতা : পিতা আমি দূরপথে অগ্রসর, আপনার ক্ষোভ দূর হোক। মৃত্যুকে স্বীকার করি না মহর্ষি, তবু আমার অদর্শনে আপনি মৃত্যু কল্পনা করুন। যমকে আমি অস্বীকার করি আর্য, কিন্তু আপনার ভ্রান্ত কল্পনা তাকে দেবতা বলে স্বীকার করে, আপনার কর্ম-বিমুখ চেতনা তাকে প্রাণবান আদিত্যপুত্র বলে অভিহিত করে। আপনি সান্ত্বনা লাভ করুন পিতা, আমি আপনার কল্পনার মৃত্যুকে আহ্বান করি—হে মৃত্যু, মহর্ষির কল্পনায় তুমি আমাকে গ্রহণ কর। পিতা আমাকে দান করেছেন, যম তুমি আমাকে স্বীকার কর।

সুচেতা : ফিরে এস নচিকেতা। মৃত্যু বড় ভীষণ।

নচিকেতা : অপেক্ষায় থাক সুচেতা। মৃত্যুকে আমি জয় করে আসি।

সুচেতা : ফিরে এস নচিকেতা, আমার জীবন তুমি সার্থক কর। জীবনে আমার আনন্দ আর্য, মৃত্যুকে আমার ভয়।

নচিকেতা : তাইতো আমার অভিযান সুচেতা। জীবনকে আমি নিঃশঙ্ক করে আসি।

বাজশ্রবস : ফিরে এস আর্য। আমি প্রমত্ত, তাই তোমায় মৃত্যুকে দান করেছি।

নচিকেতা : আপনি আশীর্বাদ করুন পিতা, মৃত্যুকে আমি আহ্বান করি। মৃত্যু আমাকে আচ্ছন্ন করুক আর্য, জীবন দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করি। আপনি আশীর্বাদ করুন মহর্ষি, আমি আত্মজ্ঞান লাভ করি। জীবনের জয় ঘোষিত হোক ঋত্বিক, আমি অমৃতের সন্তানকে প্রতিষ্ঠা করি। (দূর অন্ধকারে নচিকেতার মূর্তি মিলাইয়া যায়)

উগ্রপ্রতাপ : ঘোষককে সংবাদ দাও আর্য, নচিকেতার মৃত্যু ঘোষিত হোক। (প্রথম আর্যের প্রস্থান) পর্যবেক্ষককে সংবাদ দাও আর্য, যমকে প্রদত্ত নচিকেতার গতিপথ নিরীক্ষণ করুক। (দ্বিতীয় আর্যের প্রস্থান) পঞ্চ সৈন্য নিযুক্ত কর আর্য, তারা নচিকেতার পথ রোধ করুক। (তৃতীয় আর্যের প্রস্থান) যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন কর আর্যগণ। মৃতু-অধিপতি যম যেন প্রদত্ত নচিকেতাকে গ্রহণ করেন। আদিত্যপুত্র যেন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন।

আর্য একতান :

আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করি সূর্যপুত্র
তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।
প্রদত্ত নচিকেতার মৃত্যু ঘোষিত হোক আদিত্যপুত্র
তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।
হে শান্ত, হে কঠোর, হে নিশ্চয়, হে নিষ্ঠুর.
তুমি আমাদের সমৃদ্ধি দান কর।
হে মৃত্যু-আধিপতি
তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

(আর্য একতানের প্রস্থান)

রক্ষী-পরিবেষ্টিত হয়গ্রীব : তবু নচিকেতার মৃত্যু নেই। উগ্রপ্রতাপ, সে অমৃত।

উগ্রপ্রতাপ : তোমার কিন্তু মৃত্যু আছে হয়গ্রীব। তোমাকে যজ্ঞাহুতি দান করব। তুমি জীবন্ত দগ্ধ হবে অনার্য।

হয়গ্রীব : তবু আমার মৃত্যু নেই উগ্রপ্রতাপ। জীবনের বহমান ধারা আমায় ভবিষ্যতে প্রবাহিত করবে।

উগ্রপ্রতাপ : বদ্ধ জলাশয়ে প্রবাহ থাকে না মূর্খ। তোমাদের ইন্দ্রজাল শুধুই জীবনকে স্বীকার করে মূঢ়, তাই মৃত্যুতে সে নিঃশেষ। আমাদের ধর্ম জীবনকে মনে করে মায়া, তাই মৃত্যুতে তার উত্তরণ।

হয়গ্রীব : আমরা নিজশ্রমে জীবন যাপন করি মূর্খ, তাই আমরা নিঃশ্রেণীক। পরশ্রমলব্ধ জীবন তোমাদের যজ্ঞবিলাসে অতিবাহিত হয় মূঢ়, তাই তোমাদের শ্রেণীবিভাগ। আমরা প্রকৃতির কাছে দাবি করি, প্রচেষ্টা আমাদের দাবি সফল করে। তোমাদের রাত্রি নর্তকীবিলাসে অতিবাহিত হয়, তাই জীবনকে তোমরা মায়া বলে প্রচার কর।

উগ্রপ্রতাপ : তোমরা প্রকৃতির কাছে দাবি কর মূর্খ। প্রকৃতি সে দাবি অস্বীকার করে।

হয়গ্রীব : পাথরের কাছে আমাদের অস্ত্রের দাবি অজ্ঞ। পাথর সে দাবি পূর্ণ করে।

উগ্রপ্রতাপ : নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা কর মূর্খ। আমি তোমায় জীবন দান করি।

হয়গ্রীব : শ্রমলব্ধ জীবন গ্রহণ কর অজ্ঞ। আমি দূর করি তোমাদের শ্রেণীশোষণ।

উগ্রপ্রতাপ : মূর্খকে কশাঘাতে জর্জরিত কর রক্ষী, জীবন্ত নিক্ষেপ কর যজ্ঞানলে। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু তোমার হোক মূঢ়, তুমি নচিকেতার অনুগমন কর।

হয়গ্রীব : আমাকে তুমি হত্যা কর মুর্খ, তবু বিপ্লবের মৃত্যু নেই। তুমি নচিকেতার মৃত্যু ঘোষণা করেছ মূঢ়, তবু সত্যের বিনাশ নেই। মূর্খ উগ্রপ্রতাপ, তুমি মৃত্যুকে ভয় কর, মৃত্যু দিয়ে মানুষকে শাসন কর। কিন্তু মানুষ নচিকেতা মৃত্যুকে ভয় করে না মূঢ়, জীবন দিয়ে সে মৃত্যুকে শাসন করে। মানুষকে দাস বলে চিহ্নিত করেছ উগ্রপ্রতাপ, নচিকেতারা তাকে মানুষ বলে প্রতিষ্ঠা করে। তোমরা যুগে যুগে নচিকেতার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা কর মূঢ়, তারা যুগে যুগে তাকে প্রতিহত করে।

উগ্রপ্রতাপ : মৃত্যুর মুখে তুমি তোমার প্রলাপ 'শেষ কর মুর্খ। সর্বগ্রাসী বৈশ্বানর তোমায় গ্রাস করুন।

রক্ষীদলবেষ্টিত হয়গ্রীব : তবু দিকে দিকে নচিকেতার আহ্বান মূঢ়।

ফিরে এস নচিকেতা। উগ্রপ্রতাপ স্তব্ধ হোক। জীবনের জয়গান ঘোষিত হোক। (হয়গ্রীবসহ রক্ষীদলের প্রস্থান)

উগ্রপ্রতাপ : আহ্বান? কোথায় সে আহ্বান? মৃত্যু তাকে স্তব্ধ করুক।

সুচেতা : ফিরে এস নচিকেতা। জীবনের জয়গান ঘোষিত হোক।

উগ্রপ্রতাপ : তুমি নারী সুচেতা। আমার করুণা তোমায় মার্জনা করুক।

বাজশ্রবস : কোথায় নচিকেতা? উগ্রপ্রতাপ স্তব্ধ হোক।

উগ্রপ্রতাপ : তুমি অন্ধ ব্রাহ্মণ। আমার উপেক্ষা তোমায় তুচ্ছ করুক।

চারিদিক হইতে মিলিত কণ্ঠস্বর : আমরা তোমার প্রতীক্ষায় নচিকেতা। উগ্রপ্রতাপ স্তব্ধ হোক। জীবনের জয়গান ঘোষিত হোক।

উগ্রপ্রতাপ : আমি নায়ক উগ্রপ্রতাপ, আমি তোমাদের আদেশ করছি। আমি সম্রাট উগ্রপ্রতাপ, মূঢ় তোমরা স্তব্ধ হও।

মিলিত কণ্ঠস্বর : তবু নচিকেতার মৃত্যু নেই। নচিকেতা—নচিকেতা—নচিকেতা—(চারিদিক হইতে মিলিত কণ্ঠস্বর নচিকেতাকে আহ্বান করিতে থাকে।)

উগ্রপ্রতাপ : আর্য সৈন্য তোমাদের স্তব্ধ করে দেবে মূঢ়। পশুর মত হত্যা করবে তোমাদের।

মিলিত কণ্ঠস্বর : তবু মানুষের শেষ নেই, ঋত্বিক নচিকেতার বিনাশ নেই। নচিকেতা—নচিকেতা—নচিকেতা—

ভীত ও ক্ষিপ্তপ্রায় উগ্রপ্রতাপ : নচিকেতার মৃত্যু ঘোষিত হয়েছে। হে মৃত্যু-অধিপতি, তুমি নচিকেতাকে গ্রহণ কর।

মিলিত কণ্ঠস্বর : নচিকেতা—নচিকেতা—নচিকেতা—

উগ্রপ্রতাপ : আমি চর নিযুক্ত করেছি যম, তুমি তার মৃত্যুর পথ সুগম কর।

মিলিত কণ্ঠস্বর : নচিকেতা—নচিকেতা—নচিকেতা—

উগ্রপ্রতাপ : হে কঠোর, তুমি প্রসন্ন হও। হে আদিত্যপুত্র, নচিকেতাকে তুমি গ্রহণ কর।

মিলিত কণ্ঠস্বর : মানুষ তোমায় আকাঙ্ক্ষা করে নচিকেতা। ঋত্বিক, তুমি অমৃতের সন্তানকে প্রতিষ্ঠা কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

সম্মুখে সমতল প্রান্তর। পিছনে পথ, বক্ররেখাকারে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। রাত্রির আকাশ। আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল। সপ্তর্ষি মণ্ডলের কিছু উপরে শিংশুমার। এগারটি নক্ষত্রে শিংশুমার মৎস্যাকারে অবস্থিত। প্রথম সারিতে ত্রুইটি, দ্বিতীয়ে তিনটি, চতুর্থে ত্রুইটি, তাহার পর প্রত্যেক সারিতে এক একটি করিয়া চারটি। দ্বিতীয় সারির মধ্যমটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ইনিই যম।

প্রথম শূদ্র : নচিকেতাকে দেখেছ বীরুধক ?

দ্বিতীয় শূদ্র : দেখেছি লোহিতাক্ষ। সৌম্য শান্ত সে মূর্তি। একা তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন।

তৃতীয় শূদ্র : মৃত্যুর দিকে ? কী বলছ বীরুধক ?

দ্বিতীয় শূদ্র : ঠিকই বলছি গুহক। দিনের পর দিন পায়ে চলা পথ। আহার নেই, পানীয় নেই। এ তো নিশ্চিত মৃত্যু।

প্রথম শূদ্র : চল বীরুধক, আমরা তাঁর জন্য পানীয় নিয়ে যাই। তাঁকে আহার্য দিয়ে আসি।

দ্বিতীয় শূদ্র : কোন উপায় নেই লোহিতাক্ষ! আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

তৃতীয় শূদ্র : ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে ?

দ্বিতীয় শূদ্র : হ্যাঁ গুহক। দিকে দিকে উগ্রপ্রতাপের চর। পথে পথে আর্য সৈন্য। তাদের উদ্যত ভল্লে মৃত্যুর প্রতিরোধ।

প্রথম শূদ্র : জীবন দিয়ে মৃত্যুর প্রতিরোধ তুচ্ছ করব বীরুধক।

দ্বিতীয় শূদ্র : সে প্রতিরোধ আমি তুচ্ছ করতাম লোহিতাক্ষ। কিন্তু নচিকেতার নিষেধ ? তাকে কি করে অগ্রাহ্য করি বল ?

তৃতীয় শূদ্র : নচিকেতার নিষেধ ?

দ্বিতীয় শূদ্র : হ্যাঁ গুহক। দূর থেকে আমায় দেখলেন। আমি আহার্যের ইঙ্গিত করলাম। বললেন ফিরে যাও ভদ্র, বৃথা এ প্রাণের অপচয়। মৃত্যুর মৃত্যু হয়েছে ভদ্র, মৃত্যুতে মানুষের বিনাশ নেই।

প্রথম শূদ্র : মৃত্যুতে মানুষের বিনাশ নেই ?

দ্বিতীয় শূদ্র : না, নেই লোহিতাক্ষ। হয়গ্রীবকে এরা জীবন্ত দগ্ধ করেছে লোহিতাক্ষ, তবু হয়গ্রীবের মৃত্যু নেই। আজ আমি ব্যাকুল হয়ে আহার্য নিয়ে ছুটে গেছি লোহিতাক্ষ, আজ আমিও হয়গ্রীব। তুমি জীবন দিয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে চাও, আজ তুমিও হয়গ্রীব। আমার ব্যর্থতায় গুহকের চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠেছে, আজ তো গুহকও হয়গ্রীব। তাই আজ মৃত্যুর মৃত্যু হয়েছে লোহিতাক্ষ, তবু হয়গ্রীবের বিনাশ নেই।

আর্য রক্ষী : দূর হও ব্রাত্যের দল। এ পথ মৃত্যুকে 'প্রদত্ত নচিকেতার পথ।

প্রথম শূদ্র : কিন্তু মৃত্যুর যে মৃত্যু হয়েছে প্রহরী।

আর্য রক্ষী : তোমার মৃত্যু কিন্তু এই ভল্লমুখে নিবদ্ধ আছে মূর্খ।

দ্বিতীয় শূদ্র : কিন্তু নচিকেতা মৃত্যুকে জয় করে প্রহরী, তাই মানুষের মৃত্যু নেই।

আর্য রক্ষী : নির্মম মৃত্যুর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখনি মূর্খ। হয়গ্রীবকে আমরা জীবন্ত দগ্ধ করেছি।

তৃতীয় শূদ্র : হয়গ্রীব মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে প্রহরী, তাই হয়গ্রীবের বিনাশ নেই।

আর্য রক্ষী : মৃত্যুর মৃত্যু হয়েছে ? কিন্তু হয়গ্রীবের মৃত্যু ? জীবনের এই ক্লান্তি ? এই অবসরবিহীন পরিশ্রম ? না না—এ মিথ্যা, এ অসম্ভব ! তোমাদের প্রলাপ শোনবার অবসর নেই মূর্খ। নায়কের আদেশ। প্রদত্ত নচিকেতার পথ জনহীন থাকবে মূঢ়। তোমরা এ স্থান ত্যাগ কর।

প্রথম শূদ্র : আমরা এ স্থান ত্যাগ করছি প্রহরী। কিন্তু তুমি তোমার জীবনের এই ক্লান্তির কথা স্মরণ রেখ। (প্রথম শূদ্রের প্রস্থান)

দ্বিতীয় শূদ্র : স্মরণ রেখ প্রহরী, তোমার এই অবসরবিহীন পরিশ্রম। তোমার এই বিনিদ্র প্রহরা, কিন্তু উগ্রপ্রতাপের ক্লান্তিহীন নর্তকীবিলাস। (দ্বিতীয় শূদ্রের প্রস্থান)

তৃতীয় শূদ্র : স্মরণ রেখ প্রহরী, ক্ষত্রিয়ের আগে তুমি মানুষ, তাই তোমার

মৃত্যু নেই। নচিকেতার পর তুমি আছ প্রহরী, তাই নচিকেতার বিনাশ নেই। (তৃতীয় শূদ্রের প্রস্থান)

দ্বিতীয় রক্ষী : শুনেছ রুদ্রপীড়, মৃত্যুর মৃত্যু হয়েছে ?

প্রথম রক্ষী : মিথ্যা কথা। হয়গ্রীব জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে বসুমিত্র। যমকে প্রদত্ত হয়েছে নচিকেতা।

দ্বিতীয় রক্ষী : তুমি শোননি রুদ্রপীড় ? হয়গ্রীবের পর তুমি আছ, তাই বিনাশ নেই। নচিকেতার পর আমি আছি, তাই নচিকেতার মৃত্যু নেই।

প্রথম রক্ষী : কিন্তু তুমি সহ্য করতে পারবে তো বসুমিত্র ? অনন্তকাল ধরে অন্তহীন এই বাঁচা ?

দ্বিতীয় রক্ষী : কি বলছ রুদ্রপীড় ? কল্পনা করতে পার—অন্তহীন জীবনের অনন্ত সেই উল্লাস ?

প্রথম রক্ষী : কোন্ উল্লাস বসুমিত্র ? রাতের পর রাত এই বিনিদ্র প্রহরা, না দিনের পর দিন অবসরহীন এই পরিশ্রম ?

দ্বিতীয় রক্ষী : অনন্ত জীবনের শেষ নেই রুদ্রপীড়, কিন্তু বেদনার শেষ তো থাকতেও পারে ?

প্রথম রক্ষী : না, পারে না বসুমিত্র। উগ্রপ্রতাপেরা অনন্তকাল ধরে নায়ক, তোমার আমার প্রহরার কিন্তু শেষ নেই।

দ্বিতীয় রক্ষী : কিন্তু অনন্তকালের শেষ নেই রুদ্রপীড়। ধর উগ্রপ্রতাপ যদি বসুমিত্র হয়, আর তুমি রুদ্রপীড় যদি উগ্রপ্রতাপ হও ?

প্রথম রক্ষী : তখন উগ্রপ্রতাপের দুঃখের শেষ নেই বসুমিত্র, কিন্তু তোমার আমার সেই ক্লান্তিহীন নর্তকীবিলাস।

দ্বিতীয় রক্ষী : কিন্তু তোমার আমার তো আনন্দ রুদ্রপীড়, আর সে আনন্দের শেষ নেই।

প্রথম রক্ষী : ভুলে যাচ্ছ বসুমিত্র, অনন্তকালের অন্ত নেই। আমার পরেও রুদ্রপীড় আছে, আর তোমাতে তুমি শেষ নও। তারা একদিন উগ্রপ্রতাপ হবে বসুমিত্র, তখন তুমি, আমি, উগ্রপ্রতাপ আবার এক হয়ে যাব।

দ্বিতীয় রক্ষী : তবে উপায় রুদ্রপীড় ?

প্রথম রক্ষী : উপায় আছে বসুমিত্র। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য মিলিয়ে একাকার করতে পার ? তোমরা দাস হতে পার বসুমিত্র ? দাসের সঙ্গে মিলে ব্রাহ্মণ হতে পার ?

দ্বিতীয় রক্ষী : এ ধর্মদ্রোহ রুদ্রপীড়, এ রাজদ্রোহ।

প্রথম রক্ষী : আমি তা জানি বসুমিত্র। তাই তো হয়গ্রীবের মৃত্যুতে আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি বসুমিত্র, নচিকেতা যমকে প্রদত্ত হয়েছেন, সুপণ্ডিত যম তাঁকে গ্রহণ করবেন। (ভেরীবাদন)

দ্বিতীয় রক্ষী : নচিকেতার আগমন সূচিত হয়েছে রুদ্রপীড়।

প্রথম রক্ষী : চল বসুমিত্র, এখন আমরা প্রান্তরের দূরপ্রান্ত রক্ষা করি।

(রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান)

চরগণের একতান : জীবন-মৃত্যুর প্রভেদ নেই আর্য, তাই মৃত্যুর মৃত্যু নেই। এ পৃথিবী মায়া আর্য, তাই জীবনের মূল্য নেই।

নচিকেতার মৃত্যু সুনিশ্চিত করেছি আর্য, উগ্রপ্রতাপ আমাদের পুরস্কৃত করুন।

বিষয়ে আমাদের স্পৃহা নেই আর্য, যম নচিকেতাকে গ্রহণ করুন।

জীবনের মৃত্যু ঘোষণা করি যম, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

উগ্রপ্রতাপের জয় ঘোষিত হয়েছে মৃত্যু তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। (প্রস্থান)

প্রধান অমাত্য : শুনেছ বৃহদবল, ব্রাত্যের প্রলাপ ? বলে নাকি মৃত্যুর মৃত্যু হয়েছে।

সেনানায়ক : তুমি মন্ত্রণা দাও অমাত্য। আমার শরক্ষেপণ মৃত্যুকে তাদের কাছে মূর্ত করে দিক। আমার ভল্ল তাদের প্রলাপ স্তব্ধ করে দিক।

প্রধান অমাত্য : ব্রাত্যকণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে আমারও ইচ্ছা করে বৃহদবল।

সেনানায়ক : তবে তুমি মন্ত্রণা দাও অশ্বপতি। হত্যায় আমার বড় আনন্দ অমাত্য, কিন্তু আর্যহত্যা নিষিদ্ধ। বল অশ্বপতি, আমি কিছু ব্রাত্যহত্যা করে আনন্দ পাই।

প্রধান অমাত্য : হয়তো দিতাম বৃহদবল। ব্রাত্যের প্রতি আমার অসীম ঘৃণা। কিন্তু উগ্রপ্রতাপের আদেশ।

সেনানায়ক : হোক আদেশ অশ্বপতি। তবু তুমি মন্ত্রণা দাও, আমি কিছু ব্রাত্যহত্যা করি। মূঢ়ের দল শবদেহের শিক্ষা লাভ করুক। মৃত্যু তাদের কাছে মূর্ত হয়ে উঠুক।

প্রধান অমাত্য : আমার সে সাহস নেই বৃহদবল। নায়ক উগ্রপ্রতাপ ব্রাত্যহত্যা নিষিদ্ধ করেছেন।

সেনানায়ক : কিন্তু কেন এই নিষেধ ?

প্রধান অমাত্য : দাস নিহত হলে শ্রমদান করবে কে বৃহদবল ?

সেনানায়ক : তোমার ধারণা ভ্রান্ত অশ্বপতি। নচিকেতার মৃত্যুর পর উগ্রপ্রতাপ ব্রাত্যদের পশুর মত হত্যা করবে। সে বড় কৃপণ অশ্বপতি। ব্রাত্যহত্যার সমস্ত আনন্দ সে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে চায়।

প্রধান অমাত্য : তোমাকে কিন্তু কেউ কৃপণ বলতে পারবে না বৃহদবল। তোমার রাজত্বে হত্যার আনন্দে সকলের অবাধ অধিকার।

সেনানায়ক : আমি যখন নায়ক হব অশ্বপতি···। না না অশ্বপতি, আমি ভ্রান্ত। আমি ভবিষ্যৎ কল্পনা করছি, আমি মূঢ়। নাসত্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন অশ্বপতি, আমি যে কোন মুহূর্তে পীড়িত হতে পারি। যম আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন অশ্বপতি, আমার যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে! মানুষকে আমার বড় ভয় অশ্বপতি, মৃত্যুতে আমার বড় ভয়।

প্রধান অমাত্য : মানুষকে ভয় তো তাদের হত্যা কর। মৃত্যুতে ভয় তো নচিকেতাকে বিশ্বাস কর।

সেনানায়ক : নচিকেতা তো উন্মত্ত অশ্বপতি। বলে মৃত্যুতে তার বিশ্বাস নেই।

প্রধান অমাত্য : কিন্তু আজ দিনের পর দিন ক্ষুধায় তার আহার্য নেই, তৃষ্ণায় তার পানীয় নেই।

সেনানায়ক : ভুলে যেও না অশ্বপতি, নচিকেতা ব্রাহ্মণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয়ের মন্ত্র হয়তো সে আয়ত্ত করেছে। কিন্তু সে কি বলে জানো ?

বলে—জীবনের হাসি দিয়ে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য কর, মৃত্যুতে মানুষের বিনাশ নেই। আদিত্যপুত্র তার এই সীমাহীন স্পর্ধা কখনো ক্ষমা করবেন না অশ্বপতি। মৃত্যু তার নিশ্চিত। আমি ভল্লমুখে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে দিতাম অশ্বপতি। কিন্তু পারিনি কেন জানো? তোমাদের নায়ক উগ্রপ্রতাপ নচিকেতাকে ভয় করে অশ্বপতি।

প্রধান অমাত্য : কিন্তু উগ্রপ্রতাপ যাকে ভয় করে বৃহদবল, সে বিনিষ্ট হয়।

সেনানায়ক : বিনাশ তার নিশ্চিত অশ্বপতি, সূর্যপুত্র যম তাঁকে গ্রহণ করবেন। তবু উগ্রপ্রতাপের ভয় অশ্বপতি, নচিকেতা যদি মৃত্যুকে জয় করে। কিন্তু অশ্বপতি, সত্যই যদি নচিকেতা মৃত্যুকে জয় করে? যদি উগ্রপ্রতাপ তার কাছ থেকে মন্ত্র আয়ত্ত করে নেয়? যদি উগ্রপ্রতাপের কখনও মৃত্যু না হয়?

প্রধান অমাত্য : উগ্রপ্রতাপ বৃদ্ধ বৃহদবল। নচিকেতা যমকে প্রদত্ত হয়েছে সেনানায়ক, তুমি আর্যা অম্বার পাণিগ্রহণ কর।

সেনানায়ক : কিন্তু নচিকেতা যদি যমকে পরাস্ত করে মূর্খ? নায়ক উগ্রপ্রতাপ যদি অমর হয়?

প্রধান অমাত্য : তুমি নচিকেতাকে হত্যা কর মূঢ়, নিজের পথ নিঃসংশয় কর।

সেনানায়ক : কিন্তু নচিকেতা যে যমকে প্রদত্ত হয়েছে অশ্বপতি?

প্রধান অমাত্য : যমের গ্রহণে সংশয় থাকতে পারে বৃহদবল, কিন্তু তোমার ভল্লক্ষেপণ নিসংশয়। তুমি বলেছিলে বৃহদবল, নচিকেতাকে তুমি তুচ্ছ কর, কিন্তু আমি দেখি সেনানায়ক, নচিকেতাকে তুমি ভয় কর।

সেনানায়ক : শুধু নচিকেতাকে নয় অশ্বপতি, তোমাকেও আমি ভয় করি। আর শুধু তোমাকে নয় অশ্বপতি, প্রত্যেক জীবিত মানুষকে আমি ভয় করি। জীবনকে আমার বড় ভয় অমাত্য, তাই মৃত্যু দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করি।

প্রধান অমাত্য : তবে ভয়কে তুচ্ছ কর মূর্খ, নচিকেতাকে স্বাগত কর।

সেনানায়ক : কিন্তু নচিকেতা মৃত্যুকে অস্বীকার করে মূঢ়, তাই যুগে যুগে আমি তাকে হত্যা করি। না না, আমি ভ্রান্ত। নচিকেতা যমকে

প্রদত্ত হয়েছে অশ্বপতি। সূর্যপুত্র তাকে গ্রহণ করুন, প্রসন্নমনে অবলোকন করি আমি।

নচিকেতা : সার্থক আমার পরিক্রমা। দিকে দিকে মানুষের অঙ্গীকার, দিকে দিকে মৃত্যুকে অস্বীকার।

সেনানায়ক : নিশ্চিত মৃত্যুকে স্বীকার কর মূর্খ, ভল্লমুখে মৃত্যুকে নিক্ষেপ করি।

প্রধান অমাত্য : উগ্রপ্রতাপের আদেশ বিস্মৃত হচ্ছ বৃহদবল। নচিকেতা যমকে প্রদত্ত হয়েছে। দেখছ না, অনশনক্লিষ্ট নচিকেতার মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই।

সেনানায়ক : আমি ভীত আর্য, আপনি আমার ভ্রান্তি মার্জনা করুন। আপনি যমকে প্রদত্ত হয়েছেন আর্য, যম আপনাকে গ্রহণ করুন।

নচিকেতা : ভয় নেই মানুষ, সমস্ত ভ্রান্তির আজ শেষ। তাই দিকে দিকে মৃত্যুর মৃত্যু ঘোষণা, দিকে দিকে জীবনের পদক্ষেপ। কোথায় মৃত্যু তোমার দম্ভ আজ শেষ কর। মানুষ তোমাকে অস্বীকার করে মূর্খ, তুমি তাকে স্বীকার কর। দাম্ভিক, তুমি অনশনক্লিষ্ট নচিকেতাকে আচ্ছন্ন কর, আমি তোমাকে আনন্দ দিয়ে প্রতিরোধ করি।

দূরে বহুকণ্ঠের মিলিত একতান :
সংহতি আমাদের শক্তি দিক।
ঐক্য আমাদের মুক্তি আনুক।
জীবন আমাদের হোক।
জয় আমাদের হোক।

নচিকেতা : অমৃতের সন্তানকে প্রতিষ্ঠা কর মৃত্যু, আমি জীবনের জয় ঘোষণা করি।

সেনানায়ক : নচিকেতা কি মূর্ছিত অশ্বপতি ?

প্রধান অমাত্য : আদিত্যপুত্র যম নচিকেতাকে গ্রহণ করেছেন বৃহদবল।

সেনানায়ক : অশ্বপতি !

প্রধান অমাত্য : তুমি নিশ্চিন্ত হও বৃহদবল, মৃত্যুকে চিনতে আমার ভুল হয় না।

সেনানায়ক : তবে চল অশ্বপতি। ঘোষককে সংবাদ দিই। নচিকেতার মৃত্যু ঘোষিত হোক। (প্রস্থান)

নচিকেতার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর : কে তুমি ?

মৃত্যু : নচিকেতা।

নচিকেতা : কে তুমি ?

মৃত্যু : আমি মৃত্যু নচিকেতা। আমি তোমার শেষ।

নচিকেতা : মৃত্যু নেই। শোননি ? মানুষের দৃপ্তকণ্ঠ মৃত্যুর মৃত্যু ঘোষণা করেছে।

মৃত্যু : তবু আমি আছি নচিকেতা। এস তোমাকে আচ্ছন্ন করি।

নচিকেতা : তুমি আমার অন্ধকার, আমি আনন্দ দিয়ে তোমায় দূর করি।

মৃত্যু : তবু তোমার মৃত্যুতে এ আনন্দের শেষ নচিকেতা।

নচিকেতা : আমার মৃত্যুতে আমি শেষ মূঢ়, কিন্তু নচিকেতার বিনাশ নেই। আমার পরেও মানুষ আছে অন্ধকার, তাই এ আনন্দের শেষ নেই।

মৃত্যু : তোমার পরেও মানুষ আছে নচিকেতা। তাদের জীবন আছে, তাদের আনন্দ আছে। তবু তোমার মৃত্যুতে তুমি শেষ। তুমি আমাকে স্বীকার কর নচিকেতা, আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠা দান করি।

নচিকেতা : কিসের প্রতিষ্ঠা, অন্ধকার ?

মৃত্যু : জীবনের প্রতিষ্ঠা নচিকেতা। পৃথিবীকে মায়া বলে স্বীকার কর নচিকেতা, ব্রাহ্মণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করবেন। ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার কর ঋত্বিক, নায়ক তোমাকে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করবেন।

নচিকেতা : একা আমি স্বীকৃত হব অন্ধকার, মানুষের পর মানুষ ব্রাত্য বলে ঘৃণিত হবে। আমি ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করব অজ্ঞ, নায়কের শোষণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মৃত্যু : নায়কের অবিদ্যা নায়ককে স্পর্শ করুক আর্য, তুমি প্রচার কর নিরাসক্তি। মৃত্যুতে নায়কের উত্তরণ নেই, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি কর।

নচিকেতা : কিন্তু ব্রহ্মোপলব্ধি জীবনের বঞ্চনাকে দূর করতে পারে না মূঢ়।

নিরাসক্ত ব্রহ্মজ্ঞ জীবনকে অস্বীকার করে, আসক্ত নায়ক তাই তাকে প্রশয় দেয়। মানুষকে সে দাস বলে চিহ্নিত করে।

মৃত্যু : মোহগ্রস্ত মানুষ জীবনকে স্বীকার করে আর্য। তারা লোকাতীত নয়, তাই বঞ্চিতের দুঃখ অনুভব করে। অবিদ্যা নায়ককে চালিত করে প্রাজ্ঞ, সে ক্ষণিকের সুখ উপভোগ করে।

নচিকেতা : আর ব্রহ্মে হাহাকারের শেষ নেই অন্ধকার, তাই ব্রহ্মজ্ঞ জীবনকে অস্বীকার করে। জীবনে উদাসীন ব্রহ্ম শোষণেও উদাসীন মূঢ়, তাই ধূর্ত নায়ক নির্বোধ ব্রহ্মজ্ঞকে পোষণ করে।

মৃত্যু : তুমি ভ্রান্ত নচিকেতা। একই অগ্নি পৃথিবীতে প্রবেশ করে। দাহ্যবস্তুর রূপভেদে বিচিত্র রূপ ধারণ করে। ব্রহ্ম নিজেকে নায়কের মধ্যে প্রকাশ করেন। তোমার মধ্যেও তাঁর প্রকাশ নচিকেতা, বঞ্চিতের মধ্যে তিনি অবস্থান করেন। কিন্তু অহং-সর্বস্ব নায়ক নিজেকে শোষণ করে। মোহাবিষ্ট তুমি নিজেকে অস্বীকার কর। মায়ায় আবদ্ধ বঞ্চিত বঞ্চনার দুঃখ অনুভব করে।

নচিকেতা ঃ তবে নায়ক ব্রহ্মকে স্বীকার করুক অন্ধকার, শোষণ দূর হোক। বঞ্চক ব্রহ্মকে উপলব্ধি করুক মূঢ়, বঞ্চনার শেষ হোক।

মৃত্যু : ব্রহ্মের আদি নেই মূর্খ, অনন্তের তাই অন্ত নেই। বিশ্বের মধ্যে তিনি ব্যাপ্ত মূঢ়, তাই বিশ্বকে ছাড়িয়ে তাঁর অবস্থান। তিনি সীমার মধ্যে অসীম, তাই তাঁর স্বীকার নেই। তিনি ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত, তাই তাঁর প্রকাশ নেই। মানুষ তাঁকে স্বীকার করে না মূর্খ, যুগে যুগে তিনি নিজে স্বীকৃত হন।

নচিকেতা : তোমার ভ্রান্তির নিরসন হোক মূঢ়। ব্রহ্ম নেই, তাই তাকে স্বীকার করার পদ্ধতি নেই। সে নিজেই নিজের স্বীকার মূঢ়, তাই শ্রেণী-শোষণের শেষ নেই। তুমি বলেছ তার আদি নেই মূঢ়, কিন্তু নিঃশ্রেণী সমাজে তার অস্তিত্ব নেই। জীবনমুখী চিন্তায় ব্রহ্মের অবকাশ কই মূর্খ, শ্রেণীবিভক্ত আর্যসমাজ তাকে প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুর চিন্তায় মানুষের স্বীকার মূঢ়, পরশ্রমজীবীর অবসর ব্রহ্মকে কল্পনা করে।

মৃত্যু : নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মের অন্ত নেই মূঢ়, তুমি তাঁকে স্বীকার কর।

নচিকেতা : নিঃশ্রেণীক সমাজে ব্রহ্মের শেষ মূর্খ, তুমি পরাভব স্বীকার কর।

প্রস্থানোদ্যত মৃত্যু : তুমি তাঁকে স্বীকার কর নচিকেতা, তুমি তাকে স্বীকার কর—

নচিকেতা : আমি অমৃতের সন্তানকে প্রতিষ্ঠা করি মৃত্যু, তুমি জীবনের জয় ঘোষণা কর।

প্রস্থানোদ্যত মৃত্যু : স্বীকার কর নচিকেতা, স্বীকার কর— (মৃত্যুর কণ্ঠ ক্ষীণতর হইতে হইতে স্তব্ধতায় বিলীন হইয়া যায়)

নচিকেতা : কোথায় মানুষ, আমাকে আহার্য দান কর, আমি ক্ষুধা নিবৃত্তি করি। কে কোথায় আছ, আমাকে পানীয় দান কর, আমি তৃষ্ণা দূর করি।

প্রথম অনার্য : আপনি আহার্য গ্রহণ করুন নচিকেতা, মৃত্যুর মৃত্যু ঘোষিত হোক।

দ্বিতীয় অনার্য : আপনি তৃষ্ণা দূর করুন আচার্য, জীবনের তৃষ্ণা বর্ধিত হোক।

তৃতীয় অনার্য : মৃত্যুর তুষারে উত্তাপের স্পর্শ আর্য, অমৃত মানুষ প্রতিষ্ঠিত হোক।

দ্বিতীয় রক্ষী : আপনি করুণা করুন দেব, আমাদের বিনিদ্র প্রহরার শেষ হোক।

প্রথম রক্ষী : ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য মিলে এক হোক আর্য, দাস ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হোক।

চরগণের একতান : সুপণ্ডিত আদিত্যপুত্র আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন আর্য, আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

আপনি ফিরে আসুন আর্য, স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হোন,

আর্যা অম্বার পাণিগ্রহণ করুন আর্য,

আমরা আপনাকে ভক্তি-অর্ঘ্য অর্পণ করি।

আর্য-ঋত্বিক একতান :

স্বর্গকামনার যজ্ঞাগ্নি তোমার নামে অভিহিত হোক ঋত্বিক,

হে অগ্নিস্বরূপ নচিকেতা, তুমি আমাদের ধন্য কর।
বীতশোক নগরস্বামী তোমার কাছে প্রকাশমান আর্য;
তুমি আমাদের আত্মজ্ঞান দান কর।
অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ আমাদের দেহে বর্তমান আর্য,
তুমি তাঁকে পৃথক কর।
আমরা নিত্য-শাশ্বতকে অবগত হই আর্য
তুমি আমাদের কৃতকৃতার্থ কর।

অনার্য একতান :

মৃত্যুকে এরা গ্রহণ করে শ্রেয়, জীবনকে এরা প্রতিরোধ করে।
শোষণে এদের প্রতিষ্ঠা ঋত্বিক, তাই মানুষকে এরা ভয় করে।
ভয়ই এদের জীবন নচিকেতা, সে ভয় তুমি গ্রহণ কর।
জীবন মানুষের হোক নচিকেতা, মৃত্যুর পূজা তুমি নিষিদ্ধ কর।

সেনানায়ক : রটনা মিথ্যা নয় অশ্বপতি।

প্রধান অমাত্য : দেখেছ বৃহদবল। কি ভীষণ, মৃত্যুর চেয়ে কত ভয়ানক! নচিকেতা মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে বৃহদবল।

সেনানায়ক : হোক ভয়ানক। তবু আমি তাকে বধ করি। ভল্লমুখে তার মৃত্যু নিশ্চিত অশ্বপতি।

নচিকেতা : কিন্তু মৃত্যুর যে মৃত্যু হয়েছে সেনানায়ক।

সেনানায়ক : মিথ্যা কথা! মৃত্যুর মৃত্যু নেই মূর্খ! না না, আমি উদ্ধত, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। যম আপনাকে কৃপা করেছেন আর্য, আপনি আমাকে আশ্বাস দান করুন। মৃত্যুর যদি মৃত্যু হয়েছে ঋত্বিক, তবে হত্যাতে কেন আমার এত আনন্দ? মৃত্যু ছায়ার মত আমার অনুসরণ করে আর্য, ভৃত্যের মত নিঃশব্দে আমার আজ্ঞা পালন করে। আমার একান্ত রাজসভায় সে বিদূষকের মত আমাকে আনন্দ দান করে। সে আনন্দ থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না ঋত্বিক, আপনি আমাকে আশ্বাস দান করুন।

নচিকেতা : নিজে নিজের বিদূষক হও আর্য। তোমার একান্ত রাজসভায় মানুষ বৃহদবল সেনানায়ক বৃহদবলকে উপহাস করুক।

সেনানায়ক : বিদূষকের বিদূষণ আমার প্রিয় ঋত্বিক, কিন্তু উপহাস নয়।
সেনানায়ক বৃহদবল মানুষ বৃহদবলকে বহুকাল হত্যা করেছে আর্য, তাই হত্যায় আমার আনন্দ।

নচিকেতা : শোষণে তোমার প্রতিষ্ঠা বৃহদবল, তাই মানুষকে তোমার এত ভয়। জীবন তোমাকে উপহাস করে সেনানায়ক, তাই হত্যায় তোমার এত আনন্দ।

সেনানায়ক : আমার আকাঙ্ক্ষা আছে আর্য। আপনি আমায় আশ্বাস দিন। বলুন আর্য, মৃত্যুর মৃত্যু নেই।

নচিকেতা : তোমার পরেও মানুষ আছে বৃহদবল, জীবনকে আকাঙ্ক্ষা করে তারা। তোমার আকাঙ্ক্ষা তাদের সঙ্গে মিলিত হোক বৃহদবল, সমষ্টি মানুষকে অমৃত করুক।

সেনানায়ক : আমি বীর্যবান আর্য, বীর্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করি। আমি ব্রহ্মের বাহুস্বরূপ ঋত্বিক, শক্তির মধ্যে ব্রহ্মকে প্রকাশ করি। দুর্বল-মূঢ়-সমষ্টি আমাকে অবিশ্বাস করে আর্য, আমি তাদের ঘৃণা করি। নির্বোধ মানুষ আমার বীর্যে সন্দেহ করে ঋত্বিক, আমি নির্বিচারে তাদের হত্যা করি।

নচিকেতা : শ্রেণী-শোষণে তোমার প্রতিষ্ঠা বৃহদবল, তাই নিঃশ্রেণীক মানুষ তোমাকে অবিশ্বাস করে। অসাম্য তোমাকে ঐশ্বর্য দেয় সেনানায়ক, তাই মানুষের হাহাকার তোমাকে সন্দেহ করে। ক্ষমতায় অলস অবসর সৃষ্টি করতে চাও বৃহদবল, তাই কর্মমুখী মানুষ প্রতিরোধ করে তোমাকে।

সেনানায়ক : আমি বীর্যবান আর্য। মৃত্যু দিয়ে সে প্রতিরোধ চূর্ণ করি।

নচিকেতা : তুমি বীর্যহীন বৃহদবল, মানুষকে তুমি ভয় কর। মানুষ বার বার তোমার মূঢ়তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তুমি নির্বিচারে তাদের হত্যা কর।

সেনানায়ক : আপনার প্রতি আমি বিচারবিহীন নই আর্য, আপনাকে আমি স্বীকার করি। ব্রহ্মকে আপনি উপলব্ধি করেছেন আর্য। আপনি শ্রেয় ঋত্বিক, আদিত্যপুত্র মৃত্যু আপনাকে করুণা করেছেন।

আমি তুচ্ছ বৃহদবল আর্য, আপনি আমাকে শিষ্য বলে স্বীকার করুন। হে ঋত্বিক, আপনি উজ্জীবনের মন্ত্র আয়ত্ত করেছেন। আমি নতজানু হয়ে ভিক্ষা করি আর্য, আপনি সেই মন্ত্র আমাকে দান করুন।

নচিকেতা : শ্রেণী-শোষণ তোমাকে বিশিষ্ট করেছে বৃহদবল, তাই মৃত্যুতে তোমার এত ভয়। ক্ষমতায় তুমি লোলুপ সেনানায়ক, তাই মানুষকে তোমার এত ঘৃণা। তুমি জীবিত মানুষ বলে নিজেকে ঘোষণা কর সেনানায়ক, ব্রহ্ম-বিলাস দূর হোক। জীবনবোধ অট্টহাসি হেসে মৃত্যুকে উপহাস করুক আর্য, তোমার তুচ্ছতার শেষ হোক।

সেনানায়ক : কিন্তু আর্য, নায়কের বধমঞ্চ আপনার প্রতীক্ষায়। যম আপনাকে প্রত্যর্পণ করেছেন ঋত্বিক, কিন্তু ক্রুদ্ধ বৈশ্বানর আপনাকে গ্রাস করবেন। উগ্রপ্রতাপ আপনাকে জীবন্ত দগ্ধ করবে আর্য, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। নায়কের স্বেচ্ছাচার আমি দূর করি ঋত্বিক, আপনি নিজেকে জয়যুক্ত করুন।

নচিকেতা : তুমি একা তাই তুমি অসহায় বৃহদবল। উগ্রপ্রতাপও একা তাই সে ভীত সেনানায়ক। জীবনের মঞ্চে তোমাদের অভিনয় নায়ক, শূন্য রঙ্গস্থল তোমাদের উপহাস করে। শোষণে তোমাদের অসাম্যের প্রতিষ্ঠা নায়ক, মানুষ সে অসাম্যকে অস্বীকার করে। লোভ তোমাদের অস্ত্র নায়ক, মানুষকে তোমরা লুব্ধ কর। ব্রহ্মে তোমাদের আশ্রয় আর্য, জীবনবোধকে তোমরা হত্যা কর। দিকে দিকে আমার মানুষ নায়ক, বৈশ্বানরে আমার মৃত্যু নেই। মৃত্যুর মৃত্যু ঘোষিত হয়েছে আর্য, বধমঞ্চে আমার বিনাশ নেই।

অনার্য একতান : মৃত্যুকে এরা গ্রহণ করে শ্রেয়, জীবনকে এরা প্রতিরোধ করে। শোষণে এদের প্রতিষ্ঠা ঋত্বিক, তাই মানুষকে এরা ভয় করে।

সেনানায়ক : এই মূঢ় একতান স্তব্ধ করে দাও রক্ষী. নির্বিচারে এদের হত্যা কর।

রক্ষীদ্বয় ও অনার্য একতান :

ভয়ই এদের জীবন নচিকেতা, সে ভয় তুমি গ্রহণ কর।

জীবন মানুষের হোক নচিকেতা, মৃত্যুর পূজা তুমি নিষিদ্ধ কর।

সেনানায়ক : আর্য সৈন্য আহ্বান কর চরগণ, ব্রাত্যকণ্ঠ নিস্তব্ধ হোক্।
আমার অনুসরণ কর মুর্খ ঋত্বিক, বধমঞ্চে তোমার জীবনের অবসান হোক্।

প্রস্থানোদ্যত বন্দী নচিকেতা : বলেছি তো মূর্খ, আমার জীবনের অবসান নেই। শতলক্ষ নচিকেতার কণ্ঠ শোনা যায় মূঢ়, অগ্নিদগ্ধ নচিকেতার বিনাশ নেই। (আর্য সৈন্য ও সহচরগণের প্রবেশ। নচিকেতা, সেনানায়ক, ও প্রধান অমাত্যের প্রস্থান।)

আর্য একতান :

হে সূর্যস্বরূপ অগ্নি, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।
হে জাতবেদ অগ্নি, তুমি নচিকেতাকে গ্রহণ কর।
পাবক আমরা তোমাকে অর্ঘ্য দান করি, তুমি এ পাপাচার দূর কর।
আর্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হোক হে বৈশ্বানর, তুমি নচিকেতাকে বিনষ্ট কর।

বন্দী রক্ষীদ্বয় ও অনার্য একতান : তবু নচিকেতার মৃত্যু নেই। শতলক্ষ নচিকেতার কণ্ঠ শোনা যায় মূঢ়, অগ্নিদগ্ধ নচিকেতার বিনাশ নেই।

তৃতীয় অঙ্ক

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আর্য শাসন-পরিষদ।

ঘোষক একতান :

মহান আর্যমহিমা ঘোষণা করি।

আর্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।

হে অমাত্যবর্গ, আপনারা নচিকেতার বিচার করুন,

পরিষদ জয়যুক্ত হোক।

সেনানায়ক : এখনও সময় আছে নচিকেতা। তুমি আমাকে মৃত্যুমন্ত্র দান কর, আমি তোমাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা করি। নচিকেতা···আর্য নচিকেতা···! মূর্খ, তবে বধমঞ্চে আরোহণ কর, আমি সুপণ্ডিত সোমরস পান করি।

প্রথম আর্য অমাত্য : লক্ষ্য করেছ আর্য, নচিকেতার সর্বাঙ্গে জ্যোতির আবির্ভাব ?

দ্বিতীয় আর্য অমাত্য : দেখেছি আর্য। ও অনার্য-সংসর্গের ফল। অনার্য ইন্দ্রজাল।

তৃতীয় আর্য অমাত্য : না আর্য। দীর্ঘকাল অনশনের ফল। রক্তাল্পতায় বর্ণ কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল, কিঞ্চিৎ গৌর।

চতুর্থ আর্য অমাত্য : কিন্তু আমরা এখানে কিসের অপেক্ষায় ?

প্রথম আর্য অমাত্য : চরমুখে সংবাদ পেলাম, নায়কের আদেশে আজ পরিষদের অধিবেশন।

তৃতীয় আর্য অমাত্য : কিন্তু একি অধিবেশনের সময় ? এখন তো ঋতুরাজ বসন্ত।

পঞ্চম আর্য অমাত্য : সত্য আর্য। এখন তো ঋতুরাজ বসন্ত। নর্তকীর নৃত্যবিলাসে রাত্রি আমাদের মনোরম। এখন তো শুধুই সোমরস পান, আর কেবলই আনন্দ। তবে কেন এই অধিবেশন !

দ্বিতীয় আর্য অমাত্য : কেন, ঘোষকের ঘোষণা শোননি—নচিকেতার বিচার ?

প্রথম আর্য অমাত্য : কিন্তু নচিকেতা তো বিচার্য নয় আর্য।

পঞ্চম আর্য অমাত্য : হ্যাঁ, নচিকেতা তো যমকে প্রদত্ত। যম তাঁকে প্রত্যর্পণ করেছেন।

চতুর্থ আর্য অমাত্য : শুনেছি তিনি ঋত্বিক। মৃত্যুকে তিনি জয় করেছেন।

পঞ্চম আর্য অমাত্য : তবে আমাদের নৃত্য-গীত কেন বন্ধ হয়। আহা সেই মনোরম রাত্রি! আসুন আর্য, আমরা সুপণ্ডিত সোমরস পান করি।

তৃতীয় আর্য অমাত্য : শুনেছি নচিকেতাকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হবে।

চতুর্থ আর্য অমাত্য : তবে? দণ্ড যখন ঠিক, তখন আর এ বিচার কেন?

পঞ্চম আর্য অমাত্য : যথার্থ। এ তো বিচারের প্রহসন। তবে আর আমরা এখানে কেন? আহা, সেই মনোরম রাত্রি!

প্রথম আর্য অমাত্য : কিন্তু আর্য নচিকেতার ওপর মৃত্যুর আশীর্বাদ। বৈশ্বানর যদি তাঁকে প্রত্যর্পণ করেন?

দ্বিতীয় আর্য অমাত্য : দেবতা মানুষের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন না আর্য।

প্রথম আর্য অমাত্য : যম কিন্তু হস্তক্ষেপ করেছিলেন আর্য।

তৃতীয় আর্য অমাত্য : না না, হস্তক্ষেপ নয়। যম নচিকেতাকে স্নেহ করেন, অগ্নি নায়ককে।

চতুর্থ আর্য অমাত্য : কিছুমাত্র অসম্ভব নয় আর্য। নায়ক বহু ব্রাত্যকে অগ্নিতে আহুতি দিয়েছেন। তারা সকলেই জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে! অগ্নি হয়তো নায়ককে বিশেষভাবে স্নেহ করেন।

দ্বিতীয় আর্য অমাত্য : কিন্তু আমার ধারণা ঘোষকের ঘোষণা ভুল।

চতুর্থ আর্য অমাত্য : আমিও তাই শুনেছি আর্য। নির্বিচারে ব্রাত্য বন্দীদের হত্যা করা হবে। নায়ক ঋত্বিককে মৃত্যুর অংশরূপে প্রতিষ্ঠা করবেন।

পঞ্চম আর্য অমাত্য : আর আমরা প্রসন্নমনে তাই অবলোকন করব। এ তো আনন্দ আর্য। আসুন, আমরা সুপণ্ডিত সোমরস পান করি। আহা সেই রাত্রি!

প্রথম আর্য অমাত্য : ঠিকই বলেছ আর্য। সেই রাত্রিই বটে। তুমি, আমি, সব কাপুরুষ, বীর্যহীন আর্যের সমষ্টি। আর্যত্ব তো এখন রাত্রির বিকার।

দ্বিতীয় আর্য অমাত্য : আর্য, এই হীনম্মন্যতার কি সত্যই কোন প্রয়োজন আছে ?

প্রথম আর্য অমাত্য : তর্কের প্রয়োজন নেই আর্য। যদি বন্দী-হত্যাই আদেশ হয়, তবে আমরা এখানে কিসের অপেক্ষায় ?

তৃতীয় আর্য অমাত্য : নায়কের আদেশ আর্য।

প্রথম আর্য অমাত্য : নায়ক ! সে তো বায়ুগ্রস্ত উন্মাদ ! ক্ষমতার লোভ তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

পঞ্চম আর্য অমাত্য : নায়ক সমাজের শীর্ষে আর্য। আপনি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন।

তৃতীয় আর্য অমাত্য : আর সে ইচ্ছা যদি না হয় তবে কিঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করুন।

দ্বিতীয় আর্য অমাত্য : কারণ চরমুখে একথা নায়কের কর্ণগোচর হতে পারে আর্য।

প্রথম আর্য : আমি জানি আর্য, সম্পদের লোভে আপনিই এ কথা নায়কের কর্ণগোচর করতে পারেন। কিন্তু আপনার সে আশাও পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সোমরস আর ব্রাত্যরমণীতে আমার বিত্ত নিঃশেষিতপ্রায়। উগ্রপ্রতাপ আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আর আমার মৃত্যুতে আপনার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হবার কোন আশা নেই আর্য, কারণ আমি একান্ত মনে মৃত্যুর কামনা করি।

তৃতীয় আর্য অমাত্য : সম্প্রতি আপনার কি রক্তাতিসার হয়েছিল আর্য !

প্রথম আর্য অমাত্য : যুগের রক্তাতিসার হয়েছে আর্য। তাই মহাকাল আমাদের ন্যায় রক্তবিষ্ঠা ত্যাগ করেছেন।

পঞ্চম আর্য অমাত্য : আপনার রক্তাতিসার হয়েছিল আর্য.? ও, তাই এই পূতিগন্ধ ! কিন্তু কালকের রাত্রি কী মনোরম ! আহা সেই রাত্রি !

প্রথম আর্য অমাত্য : ওঃ, কী যন্ত্রণাদায়ক এই প্রলাপ! আসুন আর্য, আমরা ঋত্বিককে প্রশ্ন করি।

তৃতীয় আর্য অমাত্য : সেই ভালো। হয়তো সত্যই নচিকেতা পুনর্জীবনের মন্ত্র আয়ত্ত করেছে আর্য।

প্রথম আর্য অমাত্য : আর্য নচিকেতা—আর্য নচিকেতা······

তৃতীয় আর্য অমাত্য : ঋত্বিক নচিকেতা—নচিকেতা······

দ্বিতীয় আর্য অমাত্য : নচিকেতা! পরিষদের আদেশ, তুমি অমাত্যদের প্রশ্নের উত্তর দাও।

সেনানায়ক : তোমাদের রাসভকণ্ঠ স্তব্ধ কর মূর্খের দল। কে দিয়েছে তোমাদের প্রশ্ন করবার অধিকার?

প্রথম আর্য অমাত্য : অধিকারের প্রশ্ন তো আমরা করিনি সেনানায়ক। আমাদের কিঞ্চিৎ কালক্ষেপণের প্রয়োজন। জীবনের বিস্ময় আমাদের শেষ আর্য। দেখছিলাম উজ্জীবিত শব যদি মৃত্যুর কোন তথ্য আমাদের দিতে পারে।

সেনানায়ক : মৃত্যুর জন্য তুমি বড় ব্যাকুল, না অমাত্য? কিন্তু কোন উপায় নেই, আমি শুধুই সেনানায়ক আর্য। যদি নায়ক হতাম, তবে এতদিন তুমি মৃত্যুর জন্য চিৎকার করে প্রার্থনা করতে।

প্রথম আর্য অমাত্য : আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন আর্য, আমি কৃতজ্ঞ। সেনানায়ক, আপনি নায়ক হবার পূর্বেই আমি মৃত্যুর জন্য সচেষ্ট হব। ক্ষিপ্তের শাসন হয়তো সহ্য করতে পারি সেনানায়ক, কিন্তু নির্বোধের শাসন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে।

সেনানায়ক : তুমি আত্মহত্যা করবে অমাত্য! অসম্ভব! তুমি জানো না আর্য তোমার মত কাপুরুষ সংখ্যায় কত অল্প! শুনেছেন সোমরস, অমাত্য নাকি আত্মহত্যা করবে। সোমরস আপনি তো সুপণ্ডিত। তবু তো আমার দুশ্চিন্তা দূর হয় না? আমি পাত্রের পর পাত্র আপনাকে পান করে চলেছি, তবু তো আমার অন্ধকারের শেষ নেই। নচিকেতার মূঢ়তা আপনাকেও আচ্ছন্ন করেছে সোমরস। আপনাতে আমার প্রয়োজন নেই সুপণ্ডিত, আপনাকে আমি দূরে নিক্ষেপ করি।

আর্য নচিকেতা, আমার সৈন্যগণ আমার আদেশের অপেক্ষায়। নায়কের আদেশে তারা আপনার অনুচরদের পশুর মত হত্যা করবে আর্য ! এখনও উপায় আছে আর্য। আপনি আমাকে মৃত্যুজয়ের মন্ত্র প্রদান করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করি।

সুচেতা : জীবন ওদের আনন্দ আর্য। আপনি দয়া করুন সেনানায়ক। আপনি ওদের প্রাণরক্ষা করুন।

সেনানায়ক : সেই আনন্দই তো আমার নেই আর্যা, তাই তো আমার এই প্রতিশোধ। আর দয়া ? নচিকেতার কথা তুমি শোননি নারী ? মৃত্যুর মৃত্যু হয়েছে। ওরা ওদের শোষিত বলে ঘোষণা করে আর্যা, মৃত্যুই তো ওদের কাছে পরম দয়া ! আর তোমারই বা ওদের জন্য এত ব্যাকুল হবার কারণ কি আর্যা ? ওদের অধিকাংশই তো অনার্য। বলতে পার, দু-একটা শুষ্ক তৃণ যদি দগ্ধই হয়, তবে প্রান্তরের কি ?

সুচেতা : ওরা সকলেই মানুষ আর্য। দেখনি আর্য, দু-একটা শুষ্ক তৃণ তার দাহের জ্বালা সমস্ত প্রান্তরে ব্যাপ্ত করে দেয় ? দগ্ধতাম্র-প্রান্তরের সে হাহাকার কি শোননি আর্য ?

সেনানায়ক : তুমি স্তব্ধ হও নারী। তোমার স্পর্ধিত উত্তর আমার কর্ণকে বধির করে তুলেছে। নচিকেতা ! আর্য নচিকেতা। আমি তোমার অনুগতদের হত্যার আদেশ দিচ্ছি নচিকেতা, তুমি প্রস্তুত হও।

নচিকেতা : বলেছি তো উদ্ধত, ওদের মৃত্যু নেই। তুমি ওদের হত্যা কর মূঢ়, যুগ যুগ ধরে মানুষ ওদের অনুগমন করে। মৃত্যুকে তুমি ভয় কর নির্বোধ, জীবনের রুদ্ররূপকে ওরা প্রতিষ্ঠা করে। রুদ্রের সে অট্টহাসি তুমি শোননি আর্য। ওরা নিরস্ত্র বন্দী তবু তুমি হত্যার আদেশ দিয়ে দেখ মূঢ়, ওরা অট্টহাসি হেসে সে মৃত্যুকে অস্বীকার করে।

সেনানায়ক : তবে তাই হোক নচিকেতা। শোন দৌবারিক, নায়কের আদেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়। মূঢ় বিদ্রোহীরা যেন পশুর মত নিহত হয়। (দৌবারিকের প্রস্থান)

নচিকেতা : কাকে বধ করবে সেনানায়ক ? মানুষকে ?

সেনানায়ক : ব্রাত্য-বন্দীদের নিঃশেষ করে দেব নচিকেতা।

নচিকেতা : তুমি ভ্রান্ত সেনানায়ক। ওরা ব্রাত্য নয়, ওরা মানুষ। ওরা কোনদিন নিহত হয় না।

সেনানায়ক : ওই শোন ওদের আর্তনাদ !

নচিকেতা : তুমি শোন সেনানায়ক, ওদের অট্টহাসি ! ওদের জীবনের রুদ্ররূপের প্রতিষ্ঠা দেখ মূঢ়, ওরা হাসি দিয়ে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে।

অন্তরালের বন্দী একতান :

মৃত্যু ! মৃত্যু নেই মূঢ় হা-হা-হা—(অট্টহাসি)

ভয় ! ভয় নেই মূর্খ হা-হা-হা—(অট্টহাসি)

নচিকেতা : ওই শোন নির্বোধের দল, যুগ-যুগান্তরের মানুষের লক্ষ-কণ্ঠের মিলিত একতান।

বন্দী-একতান : মানুষ শোষণের শেষ ঘোষণা করে, তাই মানুষের মৃত্যু নেই। হা-হা-হা—(অট্টহাসি)

নচিকেতা : ওদের পরেও মানুষ আছে মূর্খ। তারা অসাম্যের শেষ ঘোষণা করে।

বন্দী একতান : তাই নচিকেতার বিনাশ নেই—হা-হা-হা—(অট্টহাসি)

মৃত্যু ! মৃত্যু নেই—হা-হা-হা—(অট্টহাসি)

ভয় ! ভয় নেই—হা-হা-হা—(অট্টহাসি)

সেনানায়ক : মূর্খ সৈন্যের দল—ওদের বধ কর—ওদের জিহ্বা উৎপাটিত কর।

বন্দী একতান : তবু আমাদের মৃত্যু নেই—হা-হা-হা—(অট্টহাসি)

সেনানায়ক : ওঃ অসহ্য ! কে কোথায় আছ—নায়কের আদেশ ! ধর্মের নামে ওদের স্তব্ধ কর !

নচিকেতা : শোষণে ধর্মের প্রতিষ্ঠা সেনানায়ক, তাই ধর্মকে ওরা অস্বীকার করে।

বন্দী একতান : মৃত্যু ! মৃত্যু কই ?

আমরা শোষণের শেষ ঘোষণা করি, তাই জীবন মৃত্যুকে পরাস্ত করে। হা-হা-হা—(অট্টহাসি)

সেনানায়ক : বধ কর ! বধ কর !

বন্দী একতান : হা-হা-হা—(অট্টহাসির শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসে)

দৌবারিক : ব্রাত্যকণ্ঠ আমরা স্তব্ধ করে দিয়েছি সেনানায়ক।

সুচেতা : নচিকেতা!

সেনানায়ক : কিন্তু ওরা যে বলে মৃত্যুর মৃত্যু হয়েছে! ওরা বাধা দেয়নি দৌবারিক?

দৌবারিক : বাধা! আক্রমণ তো ওরা করেছিল সেনানায়ক। উদ্যত ভল্লে আমরা মৃত্যুকে নিক্ষেপ করব, ওরা অট্টহাসি হেসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে কী ভীষণ অট্টহাসি আর্য। জীবন যেন মূর্ত হয়ে আমাদের আক্রমণ করল সেনানায়ক, আমরা মৃত্যু দিয়ে প্রতিরোধ করলাম তাকে। সব যখন শেষ আর্য, তখনও সে অট্টহাসির যেন শেষ নেই। হা-হা করে সে যেন ঘোষণা করছে—'কই তোমরা তো আমাদের হত্যা করনি। জীবন দিয়ে মৃত্যুকে আমরা স্তব্ধ করে দিলাম'।

সুচেতা : এত প্রাণ নচিকেতা—তবু এত অপচয়?

নচিকেতা : অপচয় কই সুচেতা, এ তো সঞ্চয়। দেখলে না, হাসিতে ওদের উজ্জীবনের স্বাক্ষর। আগামী দিনের মানুষ এ সঞ্চয়কে স্বীকার করে নেবে সুচেতা।

সুচেতা : কিন্তু হাসি তো স্তব্ধ হয়ে গেল নচিকেতা। তুমি বীতশোক প্রিয়, তাই মৃত্যুর শোক তোমাকে স্পর্শ করে না।

নচিকেতা : শোক? কিসের শোক সুচেতা? মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রুদ্রের হাসি হাসছে প্রিয়, তাই তো আমি বীতশোক।

সুচেতা : কিন্তু এত প্রাণ যে স্তব্ধ হয়ে গেল নচিকেতা। এ সীমাহীন স্তব্ধতার শেষ কই?

নচিকেতা : এ ক্ষণিকের স্তব্ধতা সুচেতা। নিঃশ্রেণীক মানুষের কণ্ঠ কোন দিন স্তব্ধ হয় না। দিকে দিকে তাই জীবনের অট্টহাসি, যুগে যুগে তাই মৃত্যুকে অস্বীকার।

অন্তরালবর্তী বহুকণ্ঠের মিলিত একতান : মৃত্যু? মৃত্যু নেই। আমরা শোষণের শেষ ঘোষণা করি, তাই জীবনের বিনাশ নেই।

(অট্টহাসি)

সেনানায়ক : আবার সেই হা হা করে হাসি দৌবারিক ! ও কি ? ও কাদের কণ্ঠস্বর ?

দৌবারিক : এ তো আর্য সৈন্যের কণ্ঠস্বর ! বন্দী-হত্যার সময়েই কিছু সৈন্যের সংশয় ছিল সেনানায়ক—এ তাদেরই মিলিত একতান !

অন্তরালবর্তী একতান : আমরা মৃত্যুর মৃত্যু ঘোষণা করি,
জীবন মৃত্যুকে অস্বীকার করে। (অট্টহাসি)

সেনানায়ক : ওঃ অসহ্য ! বন্ধ কর—বন্ধ কর ঐ অট্টহাসি ! নায়কের আদেশ, ঐ অট্টহাসিকে বধ কর ! (অন্তরালবর্তী একতানের অট্টহাসি) নায়ককে যারা অগ্রাহ্য করে, তাদের নির্বিচারে হত্যা কর ! (অন্তরালবর্তী একতানের অট্টহাসি, দৌবারিকের প্রস্থান) মৃত্যুকে যারা অস্বীকার করে তোমরা তাদের বধ কর ! (অন্তরালবর্তী একতানের অট্টহাসি) আমার প্রতি করুণা কর !···তোমরা ওদের হত্যা কর !··· বধ কর···বধ কর···বধ কর···

উগ্রপ্রতাপ : কে আছ—এই উন্মাদটাকে দূরে নিক্ষেপ কর !

বাজশ্রবস : আর তোমাকে যদি কেউ দূরে নিক্ষেপ করে উগ্রপ্রতাপ।

উগ্রপ্রতাপ : আমাকে অস্বীকার করবে ? সে কে মহর্ষি ?

বাজশ্রবস : মানুষ উগ্রপ্রতাপ। যাদের তুমি নির্বিচারে হত্যা করছ।

উগ্রপ্রতাপ : কে মানুষ মহর্ষি ? ঐ ব্রাত্যের দল ?

বাজশ্রবস : আজ আমারও সেই প্রশ্ন নায়ক। কে মানুষ উগ্রপ্রতাপ ? ঐ নিহত বন্দী. ঐ অমৃতকণ্ঠ মানুষ—না এই ব্রাত্যের দল ?

উগ্রপ্রতাপ : তুমি বুদ্ধিভ্রংশ মহর্ষি। তুমি বিস্মৃত হয়েছ—আমি ক্ষত্রিয়, আমি ব্রহ্মের বাহুস্বরূপ !

বাজশ্রবস : যে ব্রহ্ম তোমাকে বাহু বলে স্বীকার করে মূঢ় সে ব্রহ্মকে আমি অস্বীকার করি। তুমি নিজেকে ক্ষত্রিয় বল মূর্খ, তোমার ক্ষত্রিয়ত্বে আমি অবিশ্বাস করি।

উগ্রপ্রতাপ : আমার ক্ষত্রতেজের পরিচয় তুমি পাওনি মহর্ষি, সে বড় ভীষণ ?

বাজশ্রবস : তোমার রূঢ়তার পরিচয় আমি পেয়েছি মূঢ়। দেখেছি সে

সত্যকে অস্বীকার করে, মানুষকে সে জীবন্ত দগ্ধ করে, অমৃতের কণ্ঠ রোধ করে।

উগ্রপ্রতাপ : কিন্তু তোমার অমৃত যে আর্যধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মহর্ষি!

বাজশ্রবস : ওরা জীবিত, তাই জীবনকে আকাঙ্ক্ষা করে। উগ্রপ্রতাপ তোমার আর্যধর্মে জীবনের স্বীকৃতি কই?

উগ্রপ্রতাপ : তুমি ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। ধর্ম জীবনের চেয়ে মহত্তরকে স্বীকার করে।

বাজশ্রবস : সে মহত্তর কি উগ্রপ্রতাপ? ব্রহ্ম? কিন্তু মানুষই তো তাকে মহত্বের মূল্য দিয়েছে উগ্রপ্রতাপ।

উগ্রপ্রতাপ : মিথ্যা! ব্রহ্ম কারও স্বীকারের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি নিজেই নিজের স্বীকার ব্রাহ্মণ!

বাজশ্রবস : মিথ্যার বিকৃত কাহিনী স্তব্ধ কর মূঢ়! মানুষ সুন্দরকে কামনা করে, সঞ্চিতবিত্তের অলস-অবসর তাকে ব্রহ্ম-কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত করে। ব্রাত্যের হলকর্ষণে তোমাদের অন্নলাভ। ব্রাত্যের ক্ষেত্ররচনায় তোমাদের সোমরস পান। শোষিতের পরিশ্রমে তোমাদের পৃথিবী সুন্দর মূঢ়, জীবনকে তোমরা উপভোগ কর। মানুষ জীবনের অধিকার দাবি করে নির্বোধ, তোমরা ব্রহ্ম দিয়ে সে দাবি অস্বীকার কর।

উগ্রপ্রতাপ : তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে ব্রাহ্মণ, তুমি আর্যধর্মকে অস্বীকার করছ।

বাজশ্রবস : বস্তুময় বিশ্বকে ধর্ম বলে স্বীকার করে নাও মূঢ়, ধর্মের নামে তুমি মানুষকে শোষণ করছ।

উগ্রপ্রতাপ : পুত্রের অদর্শন তোমাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল ব্রাহ্মণ। কিন্তু এখন কিসের ক্ষোভ? নচিকেতা মৃত্যুজয়ের মন্ত্র লাভ করেছেন মহর্ষি। তুমি প্রসন্ন মনে তাকে অবলোকন কর।

বাজশ্রবস : পুত্রের অদর্শন আমাকে প্রকৃতিস্থ করেছে উগ্রপ্রতাপ। দিকে দিকে আমি নচিকেতাকে অন্বেষণ করেছি। দেখেছি শত-সহস্র মানুষের মধ্যে শতলক্ষ নচিকেতার স্বাক্ষর।

উগ্রপ্রতাপ : কিন্তু ব্রাহ্মণ, যদি তোমার এই এক নচিকেতা জীবন্ত দগ্ধ হয় ?

নচিকেতা : আপনি ব্যাকুল হবেন না পিতা। আমাতে মানুষের শেষ নেই, তাই অগ্নিতে আমার বিনাশ নেই।

বাজশ্রবস : আমি জানি পুত্র, তোমার মধ্যে লক্ষ মানুষের পদক্ষেপ, তাই মৃত্যুতে তোমার ক্ষয় নেই।

ঋত্বিক একতান : হে মূঢ় ব্রাহ্মণ, তুমি বিনাশশীল বস্তুর উপাসনা কর, অন্ধকার তোমার গতি হোক।

উগ্রপ্রতাপ : তুমি আর্যধর্মকে অস্বীকার কর নির্বোধ, নির্বাসন তোমার দণ্ড হোক।

বাজশ্রবস : সে নির্বাসন আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি মূর্খ, নচিকেতার জয় হোক। (প্রস্থান)

নচিকেতা : বিশ্বের মানুষ আপনার আশ্রয় পিতা, আপনি সর্বব্যাপী। জ্ঞানের আলোয় আপনি আলোকিত মহর্ষি, আপনি জ্যোতির্ময়। ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন ঋত্বিক, আমি বার বার আপনাকে প্রণাম করি।

উগ্রপ্রতাপ : তুমি আমাকে মৃত্যুজয়ের মন্ত্র দান কর নচিকেতা, আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠা করি।

নচিকেতা : বলেছি তো আর্য, মানুষকে স্বীকার কর, মৃত্যুর মৃত্যু ঘোষণা কর।

উগ্রপ্রতাপ : আমি তোমাকে বার বার অনুরোধ করি নচিকেতা, তুমি আমাকে মন্ত্র দান কর। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব নচিকেতা, ঋত্বিক-শ্রেষ্ঠ বলে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করব।

নচিকেতা : কিন্তু মৃত্যুকে জয় করার প্রয়োজন কি নায়ক ? মৃত্যু তো নেই।

উগ্রপ্রতাপ : কেন আমাকে বঞ্চনা করছ আর্য। তোমার পিতা তোমাকে যমকে প্রদান করেছিলেন। ঋত্বিকেরা যজ্ঞার্ঘ্য দান করেছিলেন। তবু যম তোমাকে প্রত্যর্পণ করেছেন আর্য, তিনি তোমাকে মৃত্যুমন্ত্র দান করেছেন।

নচিকেতা : মৃত্যুকে তোমার এত ভয় উগ্রপ্রতাপ ?

উগ্রপ্রতাপ : ভয় ! ভয় আমি কাউকে করি না ঋত্বিক । আমি সৈনিক । আমি রাষ্ট্রনায়ক উগ্রপ্রতাপ । মৃত্যুতে আমার কিসের ভয় !

নচিকেতা : তবে মন্ত্রের জন্য এত ব্যাকুল কেন উগ্রপ্রতাপ ?

উগ্রপ্রতাপ : কেন তুমি বোঝ না ঋত্বিক । তুমি আমাকে মৃত্যুমন্ত্র দান কর, আমার শাসন অমর হোক । রাষ্ট্র তোমাকে ত্রাতা বলে স্বীকার করুক আর্য, হে ব্রহ্মজ্ঞ, তোমার প্রতিষ্ঠা মৃত্যুহীন হোক ।

নচিকেতা : কিন্তু দিকে দিকে মানুষের হাহাকার উগ্রপ্রতাপ, তোমার শাসনে তো তার শেষ নেই ।

উগ্রপ্রতাপ : তুমি ভ্রান্ত আর্য । আমার কাছে তখন সকল মানুষই সমান । সাম্যের যেখানে প্রতিষ্ঠা ঋত্বিক সেখানে তো হাহাকার নেই ।

নচিকেতা : আমিও তো তাই বলি উগ্রপ্রতাপ । তুমি মানুষকে স্বীকার কর । ইতিহাসে মানুষ-উগ্রপ্রতাপের স্বাক্ষর অমর হোক ।

উগ্রপ্রতাপ : উচ্চ চূড়ায় কি আরোহণ করেছ ঋত্বিক ? দেখেছ কি নিম্নভূমি সব সমান ? আমি যখন সকলের উর্ধ্বে আর্য, তখন সাম্য আমি স্বেচ্ছায় দান করি । মানুষ যখন আমার উচ্চতা কামনা করে ঋত্বিক, তখন ক্ষমতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করি ।

নচিকেতা : কিন্তু তোমার ক্ষমতা যে শোষণে পরিণত হয়েছে নায়ক ।

উগ্রপ্রতাপ : তুমি আমাকে অমরত্ব দান কর ঋত্বিক, আমি সে শোষণ দূর করি ।

নচিকেতা : মানুষ তোমার দয়ার অপেক্ষা রাখে না নায়ক । সে নিজেই নিজেকে ঘোষণা করে । একক উগ্রপ্রতাপকে মানুষ অস্বীকার করে ।

উগ্রপ্রতাপ : হত্যা করে তাদের সে স্পর্ধা আমি চূর্ণ করি আর্য । তুমি আমাকে মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র দান কর ঋত্বিক, সে হত্যার স্রোত নিরুদ্ধ হোক ।

নচিকেতা : কেন নিজেকে প্রবঞ্চিত করছ উগ্রপ্রতাপ ? মানুষকে স্বীকার কর, মৃত্যুর মৃত্যু ঘোষিত হোক ।

উগ্রপ্রতাপ : শঠ নচিকেতা, তুমি শাঠ্য ত্যাগ কর । ক্ষমতা লাভ করেছ

বন্ধু, প্রতাপান্বিত নায়ককে সুহৃদ বলে স্বীকার কর। যম তোমাকে প্রত্যর্পণ করেছেন বন্ধু, আমাকে তুমি মৃত্যুজয়ের মন্ত্র প্রদান কর।

নচিকেতা : শোষণের মোহে তুমি নিজের চাতুর্য বিস্মৃত হচ্ছ নায়ক। অনশনক্লিষ্ট নচিকেতার মৃত্যুর পথ তুমি সুগম করেছিলে উগ্রপ্রতাপ। আমার আহার্য-পানীয় তুমি নিষিদ্ধ করেছিলে নায়ক।

উগ্রপ্রতাপ : মিথ্যা কথা। তুমি যমকে প্রদত্ত হয়েছিলে নচিকেতা, আমি তোমাকে বস্তুময় জগতের গ্লানি থেকে মুক্ত রেখেছিলাম মাত্র।

নচিকেতা : কিন্তু তোমার প্রদত্ত মৃত্যু আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল উগ্রপ্রতাপ। স্বার্থ আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল নায়ক, জীবন দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করেছি। অন্ধকার আমাকে বার বার অনুরোধ করেছে—শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গ্রহণ কর নচিকেতা, ব্রহ্মকে তুমি প্রতিষ্ঠা কর—পৃথিবীকে মায়া বলে স্বীকার কর আর্য, শোষণ তোমাকে যজ্ঞবিলাসের অবসর দিক। দিকে দিকে মানুষ আমাকে প্রেরণা দিয়েছে নায়ক—তোমার পরেও মানুষ আছে নচিকেতা, পরাভূত মৃত্যু তোমাকে প্রতিষ্ঠা দিক। তারপর উগ্রপ্রতাপ, ভয় তুচ্ছ হয়ে গেল, মৃত্যু তুচ্ছ হয়ে গেল। দিকে দিকে তখন মানুষের উদাত্ত কণ্ঠ--তুমি নিঃশ্রেণীক নচিকেতা, তাই তোমার বিনাশ নেই---লক্ষ নচিকেতার পদধ্বনি শোনা যায় ঋত্বিক, তাই নচিকেতার মৃত্যু নেই।

উগ্রপ্রতাপ : কিন্তু মৃত্যু যে কি কঠোর, তা তুমি জান না মূঢ়। ধর্মদ্রোহী নচিকেতার শাস্তিবিধান কর ঋত্বিকগণ। আর্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হোক আর্য, নচিকেতার মৃত্যু ঘোষিত হোক।

ঋত্বিক একতান :

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥
এই বঞ্চনাপূর্ণ পাপ থেকে তুমি পরিত্রাণ কর,
হে বৈশ্বানর, হে জাতবেদা, নচিকেতাকে তুমি গ্রহণ কর।

হে নায়ক, ব্রহ্ম প্রাণীদের ভোগ্যবস্তুর যথাযথ বিধান করেন। মূঢ় নচিকেতা তাকে অস্বীকার করে আর্য, তুমি তাকে অগ্নিতে প্রদান কর।

উগ্রপ্রতাপ : মূর্খ নচিকেতা, বৈশ্বানর তোমায় গ্রহণ করুন। মূঢ় তুমি জীবন্ত ভস্মসাৎ হয়ে ব্রহ্মকে স্বীকার কর।

সুচেতা : কিন্তু এক নচিকেতার বিনাশে লাভ কি উগ্রপ্রতাপ? নিঃশ্রেণীক মানুষ চিরকাল ব্রহ্মকে অস্বীকার করবে নায়ক। এক নচিকেতাকে ভস্মসাৎ করবে তুমি। নিঃশ্রেণীক মানুষ দিকে দিকে সে দাহের জ্বালা ব্যাপ্ত করে দেবে। কিন্তু তারপর উগ্রপ্রতাপ? কল্পনা করতে পার নায়ক, সে দাহ কত গভীর, সে জ্বালায় কত যন্ত্রণা?

উগ্রপ্রতাপ : তবু নচিকেতা জীবন্ত দগ্ধ হবে নারী, তুমি তোমার কথা চিন্তা কর! অগ্নিতে যখন নচিকেতার শেষ, তখন তুমি কার কণ্ঠলগ্ন হবে নারী?

সুচেতা : অগ্নিদগ্ধ নচিকেতার দাহ আমাকে কণ্ঠলগ্ন করবে নির্বোধ, সে দাহ আমি দিকে দিকে ব্যাপ্ত করে দেব। তারপর উগ্রপ্রতাপ—লক্ষ নচিকেতার কণ্ঠে হবে বিপ্লবের জয় ঘোষণা—অগ্নিতে নচিকেতার বিনাশ নেই, নচিকেতার পরেও মানুষ আছে মূঢ়, তাই নচিকেতার বিলুপ্তি নেই।

উগ্রপ্রতাপ : তোমার সাহস আমাকে মুগ্ধ করেছে ব্রাত্য, তুমি আমার রক্ষিত সোমরস পান কর।

নচিকেতা : সুচেতা, ও সোমরস দূরে নিক্ষেপ কর। উগ্রপ্রতাপ যাকে ভয় করে সুচেতা, তাকে রক্ষিত সোমরস দান করে।

সুচেতা : আমি জানি নচিকেতা, উগ্রপ্রতাপ যাকে ভয় করে, তাকে নির্বোধের মত হত্যা করে। বর্বরের ভয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠা নচিকেতা। তাই যুগে যুগে তুমি অগ্নিতে দগ্ধ হও প্রিয়, আর আমি নিঃশেষে মৃত্যুকে পান করি। কিন্তু কী শীতল স্পর্শ প্রিয়? তুমি কি আমায় স্পর্শ করেছ নচিকেতা? না না, এ তো মৃত্যুর তুষার, বড় শীতল, বড় স্নিগ্ধ নচিকেতা। কিন্তু কী সুন্দর তপোবন! মনে পড়ে প্রিয়, শমীবৃক্ষের

নীচে আমাদের সংসার-কল্পনা ? দেখ আর্য, ঠিক সেই তপোবন, সেই ক্ষুদ্র হরিণশিশু। যেন ব্যাকুল হয়ো না নচিকেতা, আমি পুষ্প-চয়নে যাচ্ছি। সে কি প্রিয়, এ তো ক্ষণিকের বিরহ, তবে চোখে কেন জল ? আমি ফিরে এসে তোমায় গন্ধপুষ্প দিয়ে বরণ করব প্রিয়, তবু চোখে জল ? ওঃ! ভুল, ভুল, নচিকেতা. আমি যে মৃত্যুকে নিঃশেষে পান করেছি। কিন্তু তবু তোমার চোখে কেন জল প্রিয় ? তুমি রুদ্রের হাসি হাস আর্য। তুমি তো জান প্রিয়, আমার মৃত্যু নেই। আমার পরে যে তুমি আছ প্রিয়, তাই তো আমার বিনাশ নেই।

নচিকেতা : সুচেতা—সুচেতা—

উগ্রপ্রতাপ : কি নির্বোধ ? মৃত্যুকে তুমি না জয় কর ? (অট্টহাসি)

ঋত্বিক একতান : কি মূর্খ তুমি ? তুমিই না মৃত্যুর মৃত্যু ঘোষণা কর ? (অট্টহাসি)

নচিকেতা : সুচেতা···সুচেতা···

সুচেতা : শোকে যে তোমার অপচয় আর্য, তবু এত অধীর ?

নচিকেতা : আজ যে আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম প্রিয়, আজ যে আমি একা।

সুচেতা : কে বলে তুমি নিঃস্ব প্রিয়, আমাতে যে তোমার রিক্ততার শেষ। ওই শোন প্রিয়, দিকে দিকে লক্ষ নচিকেতার কণ্ঠ শোনা যায়, একক নচিকেতার আজ শেষ। (মৃত্যু)

উগ্রপ্রতাপ : কি নির্বোধ ? মৃত্যু যে নেই। (অট্টহাসি)

ঋত্বিক একতান : কি মূঢ়, মানুষের যে বিনাশ নেই। (অট্টহাসি)

নচিকেতা : বিনাশ ? মানুষের তো বিনাশ নেই। একক নচিকেতার মৃত্যু হল আর্য, ঋত্বিক সুচেতার তো শেষ নেই।

উগ্রপ্রতাপ : এবার বধমঞ্চে আরোহণ করে নিজের শেষ ঘোষণা কর মূর্খ······

অন্তরালবর্তী বহুকণ্ঠের একতান : তবু নচিকেতার বিনাশ নেই (অট্টহাসি)

উগ্রপ্রতাপ : স্তব্ধ হও ব্রাত্য কুক্কুরের দল। অপাপবিদ্ধ বৈশ্বানর নচিকেতাকে গ্রহণ করবেন।

অন্তরালবর্তী একতান : তবু নচিকেতার মৃত্যু নেই (অট্টহাসি)

উগ্রপ্রতাপ : শোন্ ক্ষিপ্ত কুক্কুরের দল, নচিকেতাকে আমি জীবন্ত দগ্ধ করব······

অন্তরালবর্তী একতান : লক্ষকণ্ঠে নচিকেতার জয় ঘোষণা, তাই নচিকেতার শেষ নেই। (অট্টহাসি)

চতুর্থ অঙ্ক

আকাশে অস্তগতপ্রায় শিংশুমার অবস্থান। অস্তোন্মুখ যম নক্ষত্র। বধমঞ্চে নচিকেতা।

সেনানায়ক : অসম্ভব নচিকেতা। তুমি উগ্রপ্রতাপকে প্রবঞ্চিত করতে পার, কিন্তু আমাকে নয়। আমি স্পর্শ করে তোমার মৃত্যু অনুভব করেছিলাম ঋত্বিক। যম তোমাকে মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র দান করেছেন আর্য, তুমি সেই মন্ত্র আমাকে দান কর। আমি তোমাকে মুক্তি দিই ঋত্বিক, তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠা কর।

নচিকেতা : কেন নিজেকে প্রবঞ্চিত করছ বৃহদবল। জীবনকে তোমরা ভয় কর, তাই তোমাদের কামনা ছিল, অনশনে আমার মৃত্যু হোক। আমার জীবনবোধ সে মৃত্যুকে অস্বীকার করেছে সেনানায়ক, তাই তোমাদের একান্ত কামনা, নচিকেতা জীবন্ত দগ্ধ হোক।

প্রধান অমাত্য : কিন্তু আমি আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেছি আর্য, আমি নিজে তোমার মৃত্যু অনুভব করেছি। মৃত্যু অধিপতি যম তোমাকে আচ্ছন্ন করেছিলেন আর্য, তুমি উজ্জীবিত। আমি উজ্জীবনের মন্ত্র চাই না ঋত্বিক। হে মৃত্যু-অতিক্রান্ত ভীষণ, আমি পাপ-ভয়ে ভীত! হে ভয়ংকর ঋত্বিক, আমি জানি মৃত্যুর পর আমার ঘোর অন্ধকার। তুমি মৃতুরাজ্যে পদার্পণ করেছিলে দেব, তুমি আমাকে জ্ঞানদান কর, আমি আমার অন্ধকারের স্বরূপ অবগত হই।

নচিকেতা : মানুষকে স্বীকার কর অশ্বপতি, তোমার জীবনের অন্ধকার দূর হোক। তোমার পরেও মানুষ আছে আর্য, পৃথিবী তোমার স্বর্গ হোক।

সেনানায়ক : পৃথিবীর স্বর্গ? কে চায় এই স্বর্গকে ঋত্বিক? এখানে আমি সেনানায়ক আর্য, মানুষকে আমি পদানত করি। মৃত্যুর পর দেবতা আমাকে শাসন করেন ঋত্বিক, সে শাসনকে আমি ভয় করি।

নচিকেতা : তুমি ভ্রান্ত সেনানায়ক। জীবিত মানুষ রুদ্রের হাসি হাসে আর্য, সে মানুষকে তোমরা ভয় কর। তোমরা ভীত নির্বোধ। ভয়ই তোমাদের দেবতা সেনানায়ক, তোমরা মিথ্যা দিয়ে তাকে পূজা কর।

প্রধান অমাত্য : সে হাসি আমি শুনেছি ঋত্বিক। তাতে জ্বালা আছে দেব, কিন্তু প্রাণ নেই।

সেনানায়ক : দুর্বলের সে হাসি আমাদের ঈর্ষা করে আর্য, তাতে উজ্জীবন নেই।

নচিকেতা : মানুষ মৃতকে ঈর্ষা করে না সেনানায়ক। তোমরা তো জীবিত নও বৃহদবল, জন্মের পরমুহূর্ত থেকে মৃত। জীবনে তোমাদের মৃত্যুর স্তব্ধতা আর্য, তাই মৃত্যুকে ঘিরে তোমাদের অভিসার। শোষণে তোমাদের সুদীর্ঘ মৃত্যু অতিবাহিত হয়, তাই মানুষকে তোমাদের অস্বীকার। জীবনবোধ তোমাদের কষাঘাত করে ভ্রান্ত, সে কষার জ্বালা তোমরা অনুভব কর। মিলিত প্রাণ অট্টহাসি হাসে সেনানায়ক। মৃত্যু-স্তব্ধ তোমরা সে প্রাণকে অস্বীকার কর।

সেনানায়ক : নচিকেতা তুমি ভণ্ড না উন্মাদ? দেখনি ভল্লমুখে আমরা জীবনকে প্রতিফলিত করি?

নচিকেতা : বলেছি তো সেনানায়ক, মিলিত জীবনবোধ তোমাদের আক্রমণ করে, তোমরা মৃত্যু নিক্ষেপ করে তাকে প্রতিরোধ কর।

সেনানায়ক : তোমার মিলিত জীবনবোধ নির্বোধের সমষ্টি নচিকেতা। দেখনি, মূঢ় জনতা নতজানু হয়ে আমাদের কৃপাভিক্ষা করে, আমরা ভিক্ষা দিয়ে তাদের কৃতার্থ করি।

নচিকেতা : শোষণে তোমরা তাদের পঙ্গু কর, তাই তোমাদের এই আত্মবঞ্চনা সেনানায়ক। তবু মিলিত-প্রাণ মিলিত-কণ্ঠে বার বার তোমাদের অস্বীকার করে, তাই তোমাদের এই ভয় বৃহদবল।

সেনানায়ক : না না আর্য, মানুষকে আমার ভয় নেই। কিন্তু অনিশ্চিত আমাকে ভীত করে ঋত্বিক! মানুষ? মানুষের কাছে তো আমি নিশ্চিত—সেনানায়ক। তাদের কাছে তো আমি মৃত্যুর মূর্ত প্রতীক! সেখানে আমার ভয় কই? কিন্তু নায়ক উগ্রপ্রতাপ আর্য? সেখানে তো আমার ভয়! সে তো আমাকে শূন্য কল্পনা করে! তাই তো আমার ব্যাকুল প্রার্থনা ঋত্বিক, তুমি আমাকে মৃত্যুজয়ের মন্ত্র দান কর। আমি নায়ককে অস্বীকার করি আর্য, তুমি নিজের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা কর।

নচিকেতা : মানুষে তোমার ঘৃণা সেনানায়ক, তাই মৃত্যুরূপে নিজেকে মূর্ত কর। নায়ক তোমাকে ঘৃণা করে বৃহদবল, তাই নায়কের অস্তিত্বকে তুমি ভয় কর। তুমি নিজে নিজেকে ঘৃণা কর বৃহদবল, জীবনমুখী মানুষ তোমাকে ব্যঙ্গ করে। ব্রহ্ম-কল্পনায় তোমরা জীবনকে অস্বীকার কর আর্য, নায়কের তাচ্ছিল্য তোমাকে তুচ্ছ করে। ঘৃণায় তোমাদের প্রতিষ্ঠা মূঢ়, তোমরা একে অপরকে তুচ্ছ কর। জীবন অট্টহাসি হেসে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, মৃত্যু দিয়ে তাকে তোমরা স্বীকার কর। কিন্তু মানুষের শেষ নেই নির্বোধ, তাই তোমাদের ভয়ের অবসান নেই। মৃত্যুভয়ে ক্ষিপ্ত তোমরা—তোমাদের আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু পরিতৃপ্তি নেই। জীবনকে স্বীকার কর সেনানায়ক, তুমি শান্তি লাভ কর! নিঃশ্রেণীক সমাজে মিলিত হও বৃহদবল, তুমি শান্তি লাভ কর।

সেনানায়ক : নিঃশ্রেণীক সমাজ? সে তো প্রাণহীন মাংস-পিণ্ডের স্থবিরত্ব! শান্তি? সে তো নির্বোধের দীর্ঘশ্বাস? আমি তোমার স্বরূপ চিনেছি প্রতারক। তুমি সমভূমির মত দীন মূঢ়, তাই আমার উচ্চতাকে ঈর্ষা কর। আর জীবন? বৈশ্বানর তোমার জীবন্ত দগ্ধ করবেন মূঢ়, তুমি জীবন দিয়ে সে জ্বালা অনুভব কর।

নচিকেতা : বালুস্তূপ দেখেছ বৃহদবল? তারও উচ্চতা আছে সেনানায়ক। কিন্তু ঝড় তাকে সমভূমির সঙ্গে বিলীন করে। নিঃশ্রেণীক মানুষ আজ ঝড় তুলেছে বৃহদবল! শোষণে তোমাদের প্রতিষ্ঠা মূঢ়, বিপ্লব সে প্রতিষ্ঠাকে বিলুপ্ত করে।

সেনানায়ক : আমি তোমায় অগ্নিদগ্ধ করি নচিকেতা, তুমি বধমঞ্চে তোমার প্রলাপ শেষ কর। মঞ্চে অগ্নিসংযোগ কর রক্ষী। নায়কের আদেশ, এই নির্বোধটাকে ভস্মসাৎ কর। (বধমঞ্চে অগ্নিসংযোগ)

আর্য একতান : হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি নচিকেতাকে গ্রহণ কর···

অন্তরালবর্তী একতান : তবু নচিকেতার বিনাশ নেই।

আর্য একতান : হে পাবক, তুমি এ পাপ দগ্ধ কর···

অন্তরালবর্তী একতান : তবু নচিকেতার মৃত্যু নেই।

আর্য একতান : ধর্মচ্যুত নচিকেতাকে তুমি গ্রহণ কর, হে বৈশ্বানর, আর্য-সমাজকে তুমি প্রতিষ্ঠা কর।

অন্তরালবর্তী একতান : মানুষ অমৃতকণ্ঠে তোমায় ঘোষণা করে নচিকেতা, মৃত্যুর মৃত্যু তুমি ঘোষণা কর।

উগ্রপ্রতাপ : কি নচিকেতা, মৃত্যু যে নেই ! (অট্টহাসি) এখন কে দগ্ধ হচ্ছে নচিকেতা ? তুমি, না উগ্রপ্রতাপ ? কই নচিকেতা, তোমার সেই হা-হা-করে অট্টহাসি ? অগ্নি তোমাকে ভস্মসাৎ করে মূঢ়, কই দেখি হাসি দিয়ে মৃত্যুকে প্রতিরোধ কর !

আর্য-ঋত্বিক মিলিত একতান : (অট্টহাসি) তোমার সেই হাসি কই নচিকেতা ? পাবক তোমাকে দগ্ধ করে। জীবনের যে বিনাশ নেই নির্বোধ ? তাই বৈশ্বানর তোমায় ভস্মীভূত করে। (অট্টহাসি)

প্রধান অমাত্য : কিন্তু নচিকেতার দৃষ্টি লক্ষ্য করুন নায়ক। কী শান্ত, কী স্নিগ্ধ ! কই সেখানে তো মৃত্যু-ভয় নেই নায়ক !

উগ্রপ্রতাপ : ভীষণ বৈশ্বানরের আভায় তোমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে অশ্বপাত, তুমি ভ্রান্ত। কোথায় শান্ত, কোথায় স্নিগ্ধ বৃহদবল ? দেখছ না, ও দৃষ্টিতে প্রাণ নেই ? ওখানে মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এসেছে আর্য ! কই নচিকেতা ! মহান জাতবেদার শিখা তোমায় কষাঘাত করে মূঢ় ! কই দেখি ? তুমি মৃত্যুকে প্রতিরোধ কর ! পাবক তোমাকে দগ্ধ করে নির্বোধ ! কোথায় তুমি ? দেখি, মৃত্যুর মৃত্যু ঘোষণা কর ! দিকে দিকে তোমার না নিঃশ্রেণীক মানুষ নচিকেতা ? কিন্তু কই, কোথায় তারা ? সে অমৃতকণ্ঠ কই নচিকেতা ? কোথায় সেই শত-লক্ষ নচিকেতার দল ? সে অট্টহাসি কই নির্বোধ ? কোথায় সেই মৃত্যুকে প্রতিরোধ !

নচিকেতা : মৃত্যু ? মৃত্যু তো নেই উগ্রপ্রতাপ।

অন্তরালবর্তী বহুকণ্ঠের মিলিত একতান : মৃত্যু ? (অট্টহাসি) মৃত্যু কই ? শত-লক্ষ নচিকেতার কণ্ঠ শোনা যায়, তাই নচিকেতার বিনাশ নেই।

উগ্রপ্রতাপ : কে ? কে ? কাদের কণ্ঠস্বর ?

অন্তরালবর্তী বহুকণ্ঠের মিলিত একতান : বিনাশ ? (অট্টহাসি) বিনাশ নেই ! নচিকেতার পর মানুষ আছে মূঢ়, তাই নচিকেতার মৃত্যু নেই !

প্রধান অমাত্য : কিন্তু নায়ক—কী গভীর, কী শান্ত ঐ দৃষ্টি ! মৃত্যু নেই নায়ক, ওখানে মৃত্যু নেই ! তুমি আদেশ দাও নায়ক, অগ্নি নির্বাপিত হোক ! আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করি উগ্রপ্রতাপ, অগ্নি নির্বাপিত হোক। নচিকেতা—আর্য নচিকেতা—

উগ্রপ্রতাপ : তুমি উন্মাদ অশ্বপতি, তুমি ক্ষিপ্ত। ওখানে জীবন কই অমাত্য, ও তো মৃত্যুর স্তব্ধতা ! কিন্তু···ঐ শান্ত···ঐ স্নিগ্ধ দৃষ্টি ? তবে ? তবে কি নচিকেতা···? নচিকেতা···নচিকেতা···

সেনানায়ক : নচিকেতা মৃত্যুমন্ত্র আয়ত্ত করেছেন নায়ক, আপনি অগ্নি নির্বাপিত করুন ! নচিকেতা···ঋত্বিক নচিকেতা···

আর্য একতান : নচিকেতা মৃত্যুকে জয় করেছেন নায়ক, আপনি তাঁকে প্রতিষ্ঠা করুন।

ঋত্বিক একতান : ব্রহ্মজ্ঞ নচিকেতা আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন আর্য, তাঁকে প্রতিষ্ঠা করুন আপনি।

প্রধান অমাত্য : মৃত্যুর পর আমার গতি কি ঋত্বিক ? হে নচিকেতা, আপনি প্রসন্ন হোন, আমি অবহিত হই।

সেনানায়ক : উজ্জীবনের মন্ত্র আমাকে দান কর আর্য, আমি কৃতকৃতার্থ হই।

আর্য একতান : তুমি আমাদের অমর কর ঋত্বিক, আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হোক।

ঋত্বিক একতান : ব্রতজ্ঞান প্রচার কর দেব, বস্তুর মিথ্যা ঘোষিত হোক।

উগ্রপ্রতাপ : দেখেছ অশ্বপতি, ওখানে মৃত্যুর স্তব্ধতা, তাই নচিকেতার উত্তর নেই। কোথায় নচিকেতা ? আর্য সমাজ তোমার উত্তর চায় ঋত্বিক, ব্রহ্মকে তুমি ঘোষণা কর। নচিকেতা ! নচিকেতা ! নচিকেতা ! দেখেছ বৃহদবল, নচিকেতার উত্তর নেই ! মূঢ় নচিকেতা, মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করে নির্বোধ, দেখি, বিনাশকে তুমি প্রতিরোধ কর !

ভণ্ড, মিথ্যাবাদী নচিকেতা! অগ্নি তোমাকে আছন্ন করে মূর্খ, দেখি অগ্নিকে তুমি অস্বীকার কর—হা—হা—হা— (অট্টহাসি)

আর্য একতান: কোথায় নচিকেতা? আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত কর! নচিকেতা—হে নচিকেতা!

ঋত্বিক একতান: কোথায় ঋত্বিক, আমাদের দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত কর! নচিকেতা···হে নচিকেতা!

প্রধান অমাত্য: আমি বিশ্বাস করি না আর্য, অগ্নি তোমাকে যন্ত্রণা দেয়। আমি বিশ্বাস করি না ঋত্বিক, মৃত্যু তোমাকে পরাভূত করে। আমি তোমাতে লীন হই দেব, তুমি আমাকে বিলীন কর। জীবনে আমার পাপের অনুশোচনা দেব, মৃত্যুতে আমাকে শান্তিদান কর।

(অগ্নিতে ঝম্প প্রদান)

উগ্রপ্রতাপ: কই মূঢ়? মৃত্যুকে প্রতিরোধ কর—হা-হা-হা (অট্টহাসি)

সেনানায়ক: দেবতাকে তুমি জীবন্ত দগ্ধ করেছ মূঢ়, অস্ত্রমুখে মৃত্যুকে গ্রহণ কর!

উগ্রপ্রতাপ: হা-হা-হা, ওঃ—তুমি? তুমি বৃহদবল? ওঃ যন্ত্রণা! বৃহদবল আমাকে হত্যা করেছে আর্য, তোমরা··· উগ্রপ্রতাপের ··· জয় ··· ঘোষণা···কর! (মৃত্যু)

সেনানায়ক: উগ্রপ্রতাপের মৃত্যু ঘোষণা কর ঋত্বিক, নায়কে আমার প্রতিষ্ঠা হোক।

আর্য একতান: মূঢ় উগ্রপ্রতাপের মৃত্যু হয়েছে আর্য, বৃহদবলের জয় ঘোষিত হোক।

ঋত্বিক একতান: যম উগ্রপ্রতাপকে গ্রহণ করেছেন ঋত্বিক, বৃহদবলের প্রতিষ্ঠা হোক ব্রহ্মে।

সেনানায়ক: নায়ক বৃহদবল তোমাকে প্রশ্ন করে নচিকেতা, তুমি উত্তর দাও। নচিকেতা···নচিকেতা···কোথায় নচিকেতা? দেখি—মৃত্যুর মৃত্যু ঘোষণা কর! অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করেছেন নচিকেতা—দেখি জীবন দিয়ে তাঁকে প্রতিরোধ কর! কই নচিকেতা, মৃত্যু যে নেই? (অট্টহাসি) কি নচিকেতা, মানুষের যে বিনাশ নেই? (অট্টহাসি)

নচিকেতা : বলেছি তো মূঢ়, মৃত্যু নেই !

অন্তরালবর্তী একতান : মানুষের পরেও মানুষ আছে নির্বোধ, তাই নচিকেতার বিনাশ নেই !

সেনানায়ক : নচিকেতার বিনাশ। (অট্টহাসি) মৃত্যু দিয়ে নচিকেতা মৃত্যুকে প্রমাণ করে নির্বোধ, আমি হত্যা দিয়ে তোমাদের স্তব্ধ করি। দিকে দিকে সৈন্য প্রেরণ কর আর্য, মূঢ়ের প্রতিবাদ স্তব্ধ হোক ! জীবনবাদী নচিকেতার মৃত্যু ঘোষণা কর ঋত্বিক, ব্রহ্মের জয় প্রতিষ্ঠিত হোক ! (আর্য ও ঋত্বিক একতানের প্রস্থান) তোমরা স্তব্ধ কেন অমাত্য ! বৃহদবল এখন নায়ক আর্য, তাই দিবারাত্র আমাদের নর্তকীবিলাস, অহোরাত্র শুধু সোমরসপান !

দ্বিতীয় আর্য অমাত্য : দিবারাত্র আমাদের নর্তকীবিলাস নায়ক, আপনার জয় ঘোষিত হোক।

তৃতীয় আর্য অমাত্য : অহোরাত্র আমাদের সোমরসপান আর্য, নচিকেতার মৃত্যু ঘোষিত হোক।

চতুর্থ আর্য অমাত্য : আমাদের প্রশ্ন নেই নায়ক, আপনার শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক।

পঞ্চম আর্য অমাত্য : কেবলই নর্তকীবিলাস আর্য, শুধুই সোমরসপান ! সুপণ্ডিত সোম সূর্যকে আচ্ছন্ন করুন নায়ক, রাত্রির জয় ঘোষিত হোক। আহা, সেই রাত্রি ! (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম আর্য অমাত্যের প্রস্থান)

সেনানায়ক : কিন্তু তুমি কেন নির্বাক অমাত্য ?

প্রথম আর্য অমাত্য : আমি তো বলেছি বৃহদবল, নির্বোধের শাসন আমার সহ্য হয় না।

সেনানায়ক : অমাত্য তুমি ভ্রান্ত। চতুর নায়ক আজ মূঢ় সেনানায়কের মৃত্যু ঘোষণা করে ! তুমি আমাকে স্বীকার কর আর্য, আমি তোমাকে প্রধান অমাত্যে বরণ করি।

প্রথম আর্য অমাত্য : আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন নায়ক, আমি নচিকেতার মৃত্যু ঘোষণা করি।

সেনানায়ক : হ্যাঁ আর্য, নচিকেতার মৃত্যু ঘোষণা কর। নচিকেতার মৃত্যু ! হা-হা-হা—(অট্টহাসি) না না আর্য, মৃত্যু নয়—মৃত্যু নয় ! ব্রহ্মবাদী নচিকেতার দেহত্যাগ প্রচার কর অমাত্য, ব্রহ্মে নচিকেতাকে ·বিলীন কর !

প্রথম আর্য অমাত্য : হে বুদ্ধিদীপ্ত নায়ক, হে চতুরশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার নতমস্তকের অভিবাদন গ্রহণ কর ! (প্রস্থান)

সেনানায়ক : কি নচিকেতা ? তুমি না ভীষণ ? তোমার না মৃত্যু নেই ? (অট্টহাসি)

নচিকেতা : মৃত্যু ? হা-হা-হা (অট্টহাসি)—মৃত্যু নেই —হা-হা-হা (অট্টহাসি)

সেনানায়ক : নচিকেতা—নচিকেতা—!

নচিকেতা : কোথায় মৃত্যু ? মৃত্যু নেই মূঢ়—মৃত্যু নেই—হা-হা-হা (অট্টহাসি)

সেনানায়ক : কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর ! বিদ্বিষ্ট নচিকেতা আমাকে আক্রমণ করেছে। কোথায় তোমরা ? আমাকে রক্ষা কর !

নচিকেতা : হা-হা-হা-হা (অট্টহাসি)

অন্তরালবর্তী একতান : মৃত্যু নেই মূঢ়, মৃত্যু নেই—হা-হা-হা (অট্টহাসি)

সেনানায়ক : হে বিদ্বিষ্ট নচিকেতা ! আপনি আমাকে মার্জনা করুন ! হে মৃত্যু অতিক্রান্ত ভীষণ ! আমি ভীত, আপনি আমাকে ত্রাণ করুন !

নচিকেতা : ভীত ? তুমি ? কিন্তু মানুষ তো ভীত নয় বৃহদবল। ভয় ? ভয় কই ? ভয়ের যে মৃত্যু হয়েছে বৃহদবল। ভয় নেই ! মৃত্যু নেই ! হা-হা-হা (অট্টহাসি) নচিকেতার মৃত্যু। (অট্টহাসি নিস্তব্ধতায় বিলীন হইয়া যায়)

সেনানায়ক : না-না, আমি বিশ্বাস করি না। না-না—ওই তো সেই হা-হা করে হাসি ! না—কই ? হাসি তো নেই ? নেই, হাসি নেই ! তবে ? তবে ? তবে মৃত্যু ! মৃত্যু······নচিকেতার মৃত্যু ! হা-হা-হা (অট্টহাসি) মৃত্যু······নচিকেতাব মৃত্যু······হা-হা-হা (অট্টহাসি)

—নচিকেতা নেই। শোন্ মূর্খের দল। জীবনকে আমি হত্যা করেছি, মৃত্যুর আজ মৃত্যু নেই! (অট্টহাসি)

অন্তরালবর্তী একতান: দিকে দিকে আজ নচিকেতা,। নির্বোধ। জীবনের আজ বিনাশ নেই।

সেনানায়ক: না। না। নচিকেতা নেই। নেই—নচিকেতা নেই।

অন্তরালবর্তী একতান: তবু নচিকেতার বিলুপ্তি নেই। নচিকেতা…… হে নচিকেতা!

সেনানায়ক: নেই! নচিকেতা নেই!

অন্তরালবর্তী একতান: নচিকেতার পর মানুষ আছে মূঢ়, তাই জীবনের বিনাশ নেই। নচিকেতা···হে নচিকেতা!

সেনানায়ক: নেই! নচিকেতা নেই!

অন্তরালবর্তী একতান: মানুষ নচিকেতাকে আকাঙ্ক্ষা করে নির্বোধ, তাই মানুষের মৃত্যু নেই। নচিকেতা······হে নচিকেতা! (অমৃতকণ্ঠ মানুষের বজ্র-গম্ভীর আহ্বান সেনানায়ককে স্তব্ধ করিয়া দেয়। যম-নক্ষত্র অস্ত যায়। যবনিকা নামিয়া আসে।)

যবনিকা

পোষ্ট-মাষ্টারের বউ

অনুপমা নামে একটি মেয়ের এই কাহিনী। তাকে কেন্দ্র
ক'রে তার আশেপাশে অনেকের আসা-যাওয়া। যেমন—
আমি ॥ অনুপমার মা ॥ অনুপমার বাবা
মধ্যবিত্তের শহর কলকাতার প্রথম জন, দ্বিতীয় জন, তৃতীয় জন,
চতুর্থ জন, পঞ্চম জন, ষষ্ঠ জন ॥ চায়ের দোকানের একটি ছেলে
হীরেশ সেন ॥ ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মের লোকজন
সীতেশ ॥ অনিমা ॥ কুলী এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রী
যামিনীরঞ্জন, তাঁর বন্ধু বিজয়ভূণ, গৃহ-পুরোহিত
পাত্র—উমাশঙ্কর ॥ ধীরা, চাঁপাকাকী, মীরা ॥ টুটুল
চায়ের দোকানের একজন, অন্যজন, আরেকজন ও অন্যজন
সত্যশঙ্কর ॥ হারাণ
যোগবালিয়া গ্রামের গ্রামবাসী : ঘোড়ুই মশাই, নাগ মশাই প্রভৃতি।
ঝগড়ু ॥ অনুপমার মত মেয়ে—হয়ত বা অনুপমাই
স্থান : আমাদের দেশের একটি মেয়ের মন। সে মেয়ের নাম অনুপমা
কাল : বর্তমান

**একটি মেয়ের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল। বয়সে সামান্য ছোট, সম্পর্কে নিকট আত্মীয়া। জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ রে, ব্যাপার কি? উত্তরে সে একটু হেসে বললে—ব্যাপার আর কি···যা শুনেছ ঠিক তাই **

আমি : কিন্তু···

মেয়েটি : কেন? 'কিন্তু' কেন? এ রকম কি হয় না?

আমি : হয়। তবে তোরটা একটু হিসেবের বাইরে হয়ে যায় না?

মেয়েটি : তা হ'লই বা। মনে ক'রে নাও এটা হিসেব নয়, বেহিসেব।

আমি : কিন্তু বেহিসেবেরও তো একটা হিসেব থাকে। হয়ত সেটা ভুল, কিন্তু হিসেব তো।

মেয়েটি : আমারও হয়ত একটা আছে।

আমি : তবে সেটাই ব'লে দিলে পারিস। শুনলাম তুই নাকি কিছু বলিস না। জিজ্ঞেস করলে মাথা নীচু ক'রে সামনে থেকে সরে আসিস।

মেয়েটি : হ্যাঁ। মানে···কি জানি কেন মনে হয়, সবটা বললে হয়ত বুঝবে না।

আমি : তা হ'লে খানিকটা বলে দিলে পারিস। অন্তত যেটুকু ওরা বুঝবে বলে মনে হয়।

মেয়েটি : হ্যাঁ···তা ব'লে দিলেও হয়···তবে···

আমি : হ্যাঁ রে, ব্যাপারটার চেহারাটা তোর মনে বেশ স্পষ্ট তো?

মেয়েটি : (একটু হেসে) তোমাকে বলব মণিদা? শুনবে তুমি?

আমি : শুনতে আমার ইচ্ছে খুবই। তবে তোকে বলতে কোথায় একটু যেন···

মেয়েটি : কেন বল তো?

আমি : না—মানে···আমার নিজেরও একটু কৌতূহল ছিল···আর···মনে হচ্ছিল, সেটা হয়ত একটু ইতর।

মেয়েটি : (একটু হেসে) না না, তাতে কি হয়েছে। আর তাছাড়া আমি নিজেই ঠিক করেছি—একজনকে বলব। দেখি না, তোমার কাছে চেহারাটা কেমন আসে—তারপর না হয় সবাইকে বলা যাবে।

আমি : তাহ'লে চল, কোথাও একটু বসা যাক···

মেয়েটি : চল—ঐ দোতলা চায়ের দোকানটায় যাওয়া যাক। বেশ খোলা ছাদের ওপর বসা যাবে।

আমি : তাই চল···ওটাতে লোকজনও একটু কম থাকে।

মেয়েটি : আর দোকানটাও বেশ ভাল···তাই না? আমার তো বেশ ভালই লাগে।

আমি : (অগ্রসর হইতে হইতে) এখনও যে পাগল, সেই পাগলই আছিস।

মেয়েটি : (একটু হেসে) এটা যা বললে···(দুইজনে চায়ের দোকানের দিকে অগ্রসর হই।)

ধারে টেবিল নিয়ে বসলাম। মাঝে মাঝে উঁকি মেরে নীচের দিকে তাকালাম। শহরের খানিকটা বেশ একসঙ্গে দেখা গেল।

[পর্দা সরিয়া যায়]

মেয়েটির নাম অনুপমা। বাস—মধ্যবিত্তের শহর কলকাতায়। মঞ্চের একেবারে পিছনে পটে আঁকা শহর কলকাতার একটা মধ্যবিত্ত চেহারা। মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় অল্প উঁচু একটি বেদী। মঞ্চের দক্ষিণ পার্শ্বে পাদপ্রদীপের দিক করিয়া অনুপমাদের বাড়ির ভিতর দিকের আভাস। বাম পার্শ্বে পিছন দিকের কোণে হয়ত বা স্টেশন প্ল্যাটফর্ম। স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখান নাই। কেবল আভাস মাত্র। মঞ্চ অন্ধকার। দক্ষিণ পার্শ্বে সম্মুখভাগে আলো আসিয়া পড়ে। অনুপমাদের বাড়ির ভিতর দিক। রান্নাঘর। সামনে একটু দালান। রান্না তোলা-উনানে দালানেই হইতেছে। অনুপমার মা রান্নায় ব্যস্ত। অল্প একটু দূরে বসিয়া অনুপমার বাবা সেদিনের কাগজটার উপর চোখ বুলাইয়া লইতেছেন।

মা : শুনছ, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো। শশী ঠাকুরপোর সঙ্গে ছেলের বাড়ি যেতে হবে। মনে আছে তো?

বাবা : (কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া) না—মানে—

মা : মানে আমার মুণ্ডু। যা বললাম সেটা কানে গেল?

বাবা : (কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া) না—মানে একটা ফাইল···

মা : ফাইল ? কিসের ফাইল ? আজকাল কাগজেও কি ফাইলের কথা লিখছে নাকি ?

বাবা : না না—কাগজের খবর খুব ভাল। যুদ্ধটা বন্ধ হয়ে গেল।

মা : সত্যি ? কই দেখি দেখি—(কাগজটা টানিয়া লইলেন। কাগজ দেখিতে দেখিতে) কিন্তু বজ্জাতি দেখেছ ! তবু বলেনি যে খালটা মিসরের।

বাবা : না তা বলেনি···তবে ওরা তো আবার অন্যরকম ভাবে কিনা।

মা : কিসের অন্যরকম ভাবে ! ও বাড়ির দিদির টায়রাটাকে যদি বলি আমার, তাহ'লেই কি সেটা আমার হয়ে যাবে ! দাঁড়াও দাঁড়াও—ও বাড়ির দিদিকেও তো কথাটা বলতে হবে। (সামনের উঠানে শশী ঠাকুরপো আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন) সেদিন বড্ড বলেছিল—কাগজে সই ক'রে কি আর যুদ্ধ বন্ধ হয় ভাই। এখন হল কিনা !

শশী : কি হ'ল বৌদি ? আজকাল কাগজে সই ক'রে যুদ্ধ বন্ধ করছ নাকি।

মা : বাঃ ! পাড়ার ছেলেরা সেদিন একটা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে গেল না ? সেই যে—আমরা শান্তি চাই যুদ্ধ চাই না।

শশী : কিন্তু সই করলে তুমি এখানে, আর যুদ্ধ বন্ধ হ'ল ওখানে—?

মা : কেন ? বিলেতের লোকেরাও তো সব আপত্তি করেছে। কাগজটা দেখ না। (কাগজটি অনুপমার বাবার ও শশীর দিকে ঠেলিয়া দিলেন।)

শশী : (হাসিয়া) কিন্তু বিলেতের লোকের আপত্তি করার সঙ্গে তোমার সই করার···

মা : ওই হ'ল। আমার সই করা মানেই বিলেতের লোকের আপত্তি করা। যাকে বলে চালভাজা তাকেই বলে মুড়ি।

বাবা : (হাঁফ ছাড়িয়া) যাক—তুমি তাহ'লে সই করেছ—

মা : মানে ?

বাবা : না···মানে তাই ভাবছিলাম···আমি সই করিনি কিনা।

মা : আজকাল পুরনো লোহার ব্যবসা-ট্যাবসা করছ নাকি ?

বাবা : না না ব্যাবসা করব কেন ? ওরা যে অফিসে এসেছিল সই করাতে।

মা : তা করলে না কেন ?

বাবা : না···মানে···আবার আমাকে যদি ইয়ে টিয়ে ভাবে। তাই তো বলছিলাম—তুমি যা করেছ—বেশ করেছ।

শশী : যাক শোন। আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি এস। ওরা সাতটা নাগাদ অনুকে দেখতে আসবে।

মা : দেখতে আসবে ? তবে তুমি যে বললে, আজ একে নিয়ে ওদের বাড়ি যাবে। দুজনে মিলে একটু দেখেশুনে আসবে—তারপর মেয়ে দেখানোর কথা···

শশী : আরে না না। ওদের লোক এসেছিল, রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। ওরা আজই মেয়ে দেখতে চায়। পছন্দ হ'লে একেবারে আশীর্বাদ ক'রে যাবে।

মা : হ্যাঁ ঠাকুরপো—সব ভাল ক'রে খোঁজ-টোঁজ নিয়েছ তো ?

শশী : হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ ! এ আমার চেনা ঘর।

মা : বাড়িঘর তো বলছিলে নিজেদের ?

শশী : শুধু বাড়ি ? নিজেদের গাড়ি, আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটি সাড়ে তিনশ টাকা মাইনের চাকরি। এ আমার আনা পাত্তর ! বাজালে টং ক'রে শব্দ করবে—বুঝলে।

মা : তাহ'লে বেশ পয়সাওলা ঘর—কি বল ?

শশী : মানে ? কলকাতার কাছাকাছি সব্জিবাগান, বড় গোয়াল। সবজি আর দুধ কলকাতার বাজারে চালান আসে। বাড়িতে পয়সারও অভাব নেই, দুধেরও না।

মা : ওদের পুরীতে কি একটা আছে শুনেছিলাম ?

শশী : হোটেলের ব্যবসা। তাই তো বলছিলাম। ফুলকপি-বাঁধাকপি ? কিনতে পয়সা লাগে না। দুধ ? এমনি আসে। হাওয়া বদলাতে যাবে ? চ'লে যাও পুরী, একপয়সা হোটেল-খরচা নেই।

বাবা : (ইতস্তত করিতে করিতে) মানে···আমি বলছিলাম কি···মানে··· আমাদের কি রকম পড়বে-টড়বে···?

শশী : ঘর হিসেবে খুব একটা বেশী পড়ছে না। তোমাকে তো আমি বলেছি। বিয়ের খরচ-খরচা ধ'রে শেষ পর্যন্ত হাজার দশেকে দাঁড়াবে।

বাবা : কিন্তু···আর একটু যদি···

মা : তুমি থাম! আচ্ছা ঠাকুরপো—দেখ না, যদি একটা ডাক্তার-ইন্‌জিনিয়ার গোছের কিছু পাওয়া যায়। আমার বড্ড শখ ঠাকুরপো, একটা ডাক্তার, কি একটা ইন্‌জিনিয়ার জামাই করার। দেখ না লক্ষ্মীটি—না হয়, আরো হাজার টাকা দেনা বেশি হবে।

শশী : কি যে বল বৌদি! এগারো হাজারে ডাক্তার-ইন্‌জিনিয়ার! অন্তত পনের-ষোলর কম নয়!

মা : তোমার যত ঐ রকম কথা ঠাকুরপো! এই তো সেদিন গীতার মেয়ের বিয়ে হ'ল। ছেলেটি ডাক্তার, পাটনায় ভাল পসার। শুনলাম নগদ একপয়সাও নেয় নি।

শশী : হুঁ নেয় নি! আরে ও পাত্তরও তো আমার দেওয়া! ও শুধু শুনতেই—নগদ নেয় নি! সোনা, আর জড়োয়ার গহনা, বাড়ি সাজানোর আসবাব, রূপোর দান, কাঁসার দান, ছেলের ক্যামেরা, ঘড়ি, একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি—সব মিলিয়ে পঁচিশ হাজারের ওপর চ'লে গেছে।

মা : তবে যে শুনলাম গীতা শখ ক'রে জামাইকে গাড়ি কিনে দিয়েছে ?

শশী : কে বললে কে ? ছেলের তরফ থেকে চাওয়া হয়েছিল, বুঝলে! গীতাদির আছে অনেক, তাই পারলে!—আমরা হ'লে পারতাম কি ? পারতাম না। তবে হ্যাঁ—ছেলেটি হীরের টুকরো, একেবারে গোল্ড-মেডেলিস্ট্। আর তাছাড়া গীতাদি বিয়ের সময় কিছু দিল আর না দিল! গীতাদির তো ঐ তুই মেয়ে। বিরাট সম্পত্তি—সব তো ঐ মেয়েরাই পাবে।

বাবা : (ইতস্তত করিয়া) আচ্ছা, ছেলেটির লেখাপড়া কতদূর ?···মানে···

মা : বি এ পাশ তো···না ঠাকুরপো ?

শশী : আরে ওদিকে কিছু দেখবার নেই। বাড়ি বিদ্বানের বাড়ি। কাকা আগেকার দিনের গ্র্যাজুয়েট। ছেলের মধ্যে মেজ-সেজ-ছোট তিনটেই পরীক্ষা-টরীক্ষা পাস ক'রে বড় বড় চাকরে। আর কাকার তুই ছেলে তুজনেই এম এ পাস। একজন রেলের অফিসার, ফার্ষ্ট ক্লাস

পাস পায়—আরেকজন বাইরের কোন কলেজে পড়ায়।

মা : কিন্তু ছেলের বাপ-মা বেঁচে নেই—ওখানে মেয়ের আদর-যত্ন হবে তো ঠাকুরপো ?

শশী : নাই বা রইল বাপ-মা—অমন মহাদেবের মত কাকা রয়েছে না! এই তো আসবে আজ সন্ধ্যেবেলা। দেখো না—একেবারে শূলিশম্ভুনিভ। তাছাড়া কাকী নেই যে গোলমাল হবে। আমাদের অনুই তো ওখানে গিন্নী হ'য়ে বসবে।

বাবা : শুনছ, একটু তেল দাও না—চানটা ক'রে আসি। নইলে ওদিকে আবার দেরী হ'য়ে যাবে। আর গামছাটা···

মা : (অনুর বাবার হাতে তেলের শিশি দিয়া) অনু—তোর বাবাকে গামছাটা দিয়ে যা তো।

অনুপমা : (ভিতর হইতে) যাই মা।

শশী : আচ্ছা, আমিও চলি বৌদি, চানটা সেরে নিই। আমি একটু বিকেল ক'রেই ফিরব'খন। তুমি এর মধ্যে একটু গোছ-গাছ করে রেখ—কেমন। (গামছা লইয়া রান্না ঘরের ভিতর দিয়া অনুপমার প্রবেশ) দাদা সকাল সকাল ফিরো কিন্তু। তুমি আবার যা লোক। ফাইল ফাইল করে যেন ভুলে যেও না—তা হ'লেই সর্বনাশ !

বাবা : কিন্তু শশী, পাত্র পড়েছে-টড়েছে কতদূর···মানে··· ?

শশী : (চটিয়া উঠিয়া) আচ্ছা, তুমি আমাকে কি ভাব বল তো দাদা! আমি কি জেনেশুনে অনুকে একটা মুখ্যুর হাতে তুলে দেব! ছেলে আই এ পাস, বুঝলে—আই এ।

বাবা : কিন্তু···(শশীর মুখের দিকে তাকাইয়া যেন ধমক খাইয়া চুপ করিয়া গেলেন।)

মা : কিন্তু অনু যে বি এ অবধি পড়েছে ঠাকুরপো!

শশী : আরে পড়েছে তো কি হয়েছে—পাস তো আর করেনি। আর তাছাড়া, কেন পড়িয়েছিলে বল না ? ম্যাট্রিক পাস করার পর যদি বিয়ে হ'য়ে যেত, তা হলে তো আর পড়াতে না।

মা : অবিশ্যি পড়াতাম না···তবে···

শশী : না না তবে-টবে নয়। আমি তোমায় অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছেলেও আই এ পাস, মেয়েও আই এ পাস—কেমন। কিন্তু মেয়েছেলে, তুমি জেনে রাখ, সমান লেখাপড়া শিখলেও বেটাছেলের চেয়ে দু'বছর পেছিয়ে থাকে। তার মানেটা কি? তার মানে ছেলে আই এ পাস, মেয়ে ম্যাট্রিক পাস।

বাবা : তাই তো, বড্ড দেরী হয়ে গেল যে। কই রে অনু, গামছাটা দে।

অনুপমা : (বাবার হাতে গামছা দিয়া) আজ তোমার লেট বাবা। পৌনে ন'টা হয়ে গেছে।

বাবা : (উঠিয়া পড়িয়া) সর্বনাশ! পৌনে ন'টা! তা এতক্ষণ বলিসনি কেন? (রান্নাঘরের ভিতর দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিতে করিতে পিছন ফিরিয়া শশীকে) তুমি কিন্তু আর একটু চেষ্টা করলে পারতে শশী...

শশী : তবে থাক দাদা—(অনুপমার বাবা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন) আমি ওদের আসতে বারণ ক'রে দেব। তবে চেষ্টা এবার থেকে তোমরাই ক'রো, আমি আর এ-সবের ভেতর নেই। অনুর কলেজ ছাড়ার পর বছর পাঁচেক তো চেষ্টা ক'রে দেখলে। লাভের মধ্যে হ'ল কি? না, মেয়ের পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশ চলছে। দেখ আর পাঁচ বছর চেষ্টা ক'রে—যদি কিছু করতে পার। (রান্নাঘরের ভিতর দিয়া অনুর প্রস্থান।)

মা : (অনুপমার বাবার উপর চটিয়া উঠিয়া) আচ্ছা, তুমি সব তাতে কথা বল কেন বল তো? ফাইল বোঝ, ফাইল ঘাঁট গে যাও! না না ঠাকুরপো, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। সত্যিই তো, পাঁচ বছর কিছু কম চেষ্টা করা হ'ল না। লেখাপড়া! লেখাপড়া জানা ছেলে তো সব দেখলাম! বিয়ের সময় সব বাপের নেড়ি-কুত্তা! মেয়ের বাপের দুঃখ বোঝে না যারা, তাদের আবার লেখাপড়া কিসের—কিচ্ছু না!

বাবা : (তখনও দাঁড়াইয়া মাথায় তেল ঘষিতেছিলেন।) আমাদের অফিসের হরেন চাটুজ্যের মেয়ের কিন্তু বেশ ভাল বিয়ে হয়েছে। ছেলে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি এ পাস, কোন এক ব্যাঙ্কের অফিসার

সে। হরেনদার একপয়সাও লাগেনি। অবিশ্যি রেজিষ্ট্রি ক'রে বিয়ে। ছেলে জাতে কায়েথ কিনা—

মা : ও! কাগজে সই ক'রে ভাব করা বিয়ে! ওকে বিয়ে বলে না! ঘর-বর-পুরুত ছাড়া হিঁদুর ঘরে বিয়ে হয় না—বুঝলে! এখন যে কাজে যাচ্ছ যাও, আপিসের দেরী হয়ে যাবে!

বাবা : সত্যি বড্ড দেরী হয়ে গেল—(বলিতে বলিতে দ্রুত প্রস্থান।)

মা : (শশীকে) না না ঠাকুরপো, তোমার কথাই ঠিক। আমি এখানেই মেয়ের বিয়ে দেব।

শশী : আমি বেঠিক বলি না বৌদি। লেখাপড়া শিখে কে কবে সাতমহলা বাড়ি তুলেছে বলতে পার? এ তবু পয়সাওয়ালা ঘর। আর কিছু না হোক মেয়ের তোমার গা-ভর্তি গয়না হবে, ট্রাঙ্ক-ভর্তি বেনারসী শাড়ি হবে—হাত তুলে দুটো পয়সা খরচা করতে পারবে।

মা : না না ঠাকুরপো—আমি ওখানেই মেয়ের বিয়ে দেব। আগে পয়সা তারপর সব। কিন্তু ঠাকুরপো, হবে তো?

শশী : আরে সে ভার তো আমার। আচ্ছা তা হ'লে আসি বৌদি। কিন্তু যা বললাম—একটু গোছগাছ করে রেখ। (দালানের পাশ দিয়া প্রস্থান।)

মা : অনু···অনু···

অনুপমা : (ভিতর হইতে) যাই মা—(রান্নাঘরের ভিতর দিয়া অনুপমার প্রবেশ।)

মা : খাবার জায়গাটা কর্ তো মা। আমি তোর বাবার কাপড়-জামাটা গুছিয়ে দিয়ে আসি। (রান্নাঘরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া) হ্যাঁ রে অনু···?

অনুপমা : (খাবার জায়গা করিতে করিতে) কি মা?

মা : (একটু ইতস্তত করিয়া) না বলছিলাম কি···

অনু : (মায়ের ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়া) কি—বল না···

মা : না মানে···(শেষ পর্যন্ত বলিয়াই ফেলিলেন)···মানে···তোর নিজের কোন ইচ্ছেটিচ্ছে···মানে···তুই কাউকে ভাল-টাল···(আর বলিতে পারিলেন না।)

অনু : (মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিয়া) আমি এ সব নিয়ে কোনদিন কিছু ভাবিনি মা।

মা : (বিরক্ত হইয়া) কেন ? ভাবনি কেন ? ভাবতে কি কেউ বারণ করেছিল ?

অনু : (হাসিতে হাসিতে) তোমরা তো পাঁচ-বছর ধ'রে ভাবছ মা। মিছি মিছি আমি ভেবে আর ভাবনাটা বাড়াই কেন ?

মা : কি জানি মা, কি ক'রে জানব বল ? তোমরা লেখাপড়া জানা মেয়ে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশেছ—তাই জিজ্ঞেস করছি।

অনু : (একটু মজা করিবার লোভ সামলাইতে না পারিয়া) কিন্তু ধর যদি কেউ থাকে মা ? স্ব-ঘর নয় এমন কেউ। তা হ'লে ?

মা : (ধমকাইয়া উঠিলেন) অনু ! (মেয়েকে হাসিতে দেখিয়া, হয়ত বা কিছুটা আশ্বস্ত হইয়া) হ্যাঁ রে, সত্যি,…মানে ?

অনু : (গম্ভীর ভাবে) সত্যি মা।

মা : (অসহায়ের ন্যায়) তা হ'লে কি হবে ?

অনু : কেন ? রেজিস্ট্রি ক'রে।

মা : না ! ও কাগজে সই করে বিয়ে কিছুতেই হবে না ! ও বিয়ে বিয়েই নয় ! পুরুত দিয়েই বিয়ে হবে। তারও ব্যবস্থা আছে ! কিন্তু… (ক্ষুব্ধ স্বরে) তুই শেষ-কালে এই করলি অনু ! আমার এমন সাধে বাদ সাধলি ! মনে কত আশা ছিল ! তোর বিয়ে হবে, জামাই আসবে—ঘটা ক'রে জামাই-ষষ্ঠী করব !

অনু : কিন্তু এতেও জামাই আসবে মা। এতেও তো তুমি জামাই-ষষ্ঠী করতে পারবে ?

মা : (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে) সে তুই বুঝবি না।

অনু : না মা, তোমার এ ব্যাপারটা সত্যিই আমি বুঝি না।

মা : সে তো জানি। বুঝলে কি আর এই কাজ করতিস !

অনু : (মার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে লঘু স্বরে) আচ্ছা মা, তুমি কি পাগল ? আমি এতক্ষণ আবোল-তাবোল ব'লে গেলাম, আর তুমি বিশ্বাস ক'রে নিলে ? কোথায় কি ? কেউ নেই, কিছু

নেই। আমি তো গোড়াতেই তোমাকে বললাম—এ ব্যাপারে আমি কোনদিন কিছু ভাবিই নি।

মা : (তাঁহার বিশ্বাস প্রায় ফিরিয়া আসিয়াছে) হ্যাঁ রে, সত্যি বলছিস তো? না—মানে—যদি কিছু থাকে তো আমায় খুলে বল্। সে আমার রাগ হোক দুঃখ হোক—তুই আমার একটা মেয়ে—আমি মুখ বুজে তোর মতে মত দিয়ে যাব। কি রে, সত্যি করে বল্ না?

অনু : (গম্ভীর ভাবে) সত্যিই তো বললাম মা।

মা : তা মুখটা অমন তোলো হাঁড়ির মত হ'য়ে গেল কেন? অনু! না···তা হ'লে নিশ্চয় কিছু আছে! অনু···লক্ষ্মীটি···সব খুলে আমাকে বল্! আমি তো বলছি তোর কথাই কথা, তোর মতই মত!

অনু : (হাসিয়া ফেলিয়া) তুমি সত্যিই পাগল মা! কোথায় কি? বললাম না, কোথাও কিছু নেই।

মা : না মানে···(মেয়েকে হাসিতে দেখিয়া নিজেও হাসিয়া) যাক নিশ্চিন্দি! তোর তা হ'লে অমত নেই! (এমন সময় ভিতর হইতে অনুপমার বাবার গলা শোনা যায়—'ওগো শুনছ'।)

মা : 'শুনছ' মরেছে!

বাবা : (ভিতর হইতে) না মানে—আমার ফতুয়াটা যে পাচ্ছি না।

মা : পাবে কোত্থেকে? আমি যে মাথায় বেঁধে এখানে নিয়ে এসেছি। ওঃ, কি জ্বালারই সংসার রে বাবা! জ্বলে-পুড়ে গেলাম একেবারে! (বলিতে বলিতে ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।)

অনুপমা : (মুখে একটি মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মায়ের গমন পথের দিকে তাকাইয়া) নাঃ! পাগল একেবারে! কোথায় কি?··· কেউ নেই···কিছু নেই···কোনদিন ভাবিই নি ওসব···(সামনে ফিরিয়া) কিন্তু···(হাসির রেখা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে) থাকতেও তো পারত···সেই বছর পাঁচেক আগে, যখন কলেজে পড়তাম—শুভ্রা—অনিলা—করবী ফাইন আর্টস সোসাইটি···রমেন সত্যগোপাল হীরেশ সেন [মঞ্চের এই অংশের উপর আলো কমিয়া আসে। অন্ধকারে অনুপমার কথা শোনা যায়] সত্যিই যদি থাকত মা,

তাহলে তুমি কি করতে···

[হাসিতে হাসিতে ভিতরে চলিয়া যায়। আলো আসিয়া পড়ে পিছনের পটে আঁকা 'মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা'র উপর। মধ্যস্থলের বেদীটিও আবছা আলোয় আলোকিত হইয়া উঠে।]

পট ঃ মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা ॥ গল্প ঃ সে যদি থাকত

[কথা কহিতে কহিতে, দাঁতন করিতে করিতে, দক্ষিণ দিক দিয়া দুই জনের প্রবেশ। বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। পটের মাঝামাঝি জায়গায় আসিয়া একে অপরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। দুই জনেই বাঁ-হাত দুইটি নিজ নিজ কোমরের উপর তুলিয়া দেয়। দাঁতন করা, কথা বলা, ও মাঝে মাঝে থুতু ফেলা একই সঙ্গে চলিতে থাকে।]

প্রথম জন : আচ্ছা ভাব তো বাঁড়ুজ্যে—আজ যদি সে থাকত, তাহ'লে কি এসব চলতে পারত ? কাণ্ডটা দেখেছ একবার !

দ্বিতীয় জন : দেখছি না আবার, খুব দেখছি ! দশটা পেটের ভাত যোগাতে হয় আমাকে। আমি দেখব না তো দেখবে কে বল ? (দাঁতন করিতে করিতে থুতু ফেলিয়া) আরে বাবা রাজ্যি চালান কি এদের কর্ম ! যা বলেছ তুমি—আজ যদি সে থাকত তো দেখিয়ে দিত মজা !

প্রথম জন : (দাঁতন করিতে করিতে থুতু ফেলিয়া) মজা ব'লে মজা ! সব কচুকাটা ক'রে ছেড়ে দিত না ! পেটে খাবার ভাত নেই, লজ্জা ঢাকবার কাপড় নেই—এদিকে শোন, দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে !

দ্বিতীয় জন : কচু হয়েছে। রেশন কার্ডের বরাদ্দটা আজ পর্যন্ত পুরো হ'ল না তবু নাকি দেশ স্বাধীন হয়েছে। ছাই হয়েছে। আরে বাবা —সে যদি থাকত তা হ'লে আর কিছু না হোক, থালা থালা ভাত, আর খাবলা-খাবলা নুনটা তো পেতে।

প্রথম জন : (দাঁতন করিতে করিতে থুতু ফেলিয়া) তাই তো বলছিলাম বাঁড়ুজ্যে, আজ যদি সে থাকত !

দ্বিতীয় জন : (থুতু ফেলিয়া) আহা—সত্যিই যদি সে থাকত। (বলিতে বলিতে ভাবে দু'চোখ বুজিয়া আসিল ! চোখ খুলিবার পর দক্ষিণ পার্শ্বে দৃষ্টি পড়ে। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া)ও চাটুজ্যে—সেই ছোকরা না ? ঐ যে, ঐ গলির মুখটায়।

প্রথম জন : তাই তো হে। এ যে রোজের ব্যাপার হ'য়ে উঠল দেখছি। আর বিনোদ মুকুজ্যেটাই বা কি বল তো ? মেয়ের বাপ হয়েছিস—মেয়েটাকে একটু বকলে ঝকলে তো পারিস।

দ্বিতীয় জন : আরে—সে বুঝি জান না ? আমি তো বিনোদকে ধরেছিলাম একদিন। জিজ্ঞেস করলাম—ছেলেটি প্রায়ই আসে যায় দেখছি—আপনার কেউ হয় নাকি ? তা কি বললে জান ?

প্রথম জন : কি বললে ?

দ্বিতীয় জন : বললে—না, আমার কেউ নয়—আমার সেজ মেয়ের বন্ধু, ওরা দুজন এক আপিসে চাকরি করে। আমিও ন্যাকাটি সেজে বললাম—ও, তাই বুঝি একসঙ্গে আপিস যায় ?

প্রথম জন : তা কি বললে ?

দ্বিতীয় জন : হো হো ক'রে হেসে বললে—আরে এখন তো শুধু একসঙ্গে আপিস যায়—দু'দিন বাদে এক বাড়িতে থাকবে—ওদের যে বিয়ে—ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসে।

প্রথম জন : (থুতু ফেলিয়া) মাইরি ? বললে এই কথা ?

দ্বিতীয় জন : মাইরি—মাইরি বলছি। তোমার গা ছুঁয়ে !

প্রথম জন : ঠিক আছে ভাই ! ওরা ভালবেসেই যাক ! আমাদের মজা দেখার কথা, আমরা মজা দেখেই যাব ! তাইতো বলছিলাম বাঁড়ুজ্যে—সব ঘুণ ধরে গেছে, দেশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব ঘুণ ধরে গেছে। ঐ তো বললাম তোমায়—ঐ একটা লোক ! আজ যদি সে থাকত, তা হ'লে দেখতে সব ঝকঝক করছে।

দ্বিতীয় জন : যা বলেছ ভায়া—সে যদি আজ থাকত…!

[কথা কহিতে কহিতে বাম দিক দিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ জনের প্রবেশ। বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।]

তৃতীয় জন : কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারটা দেখলে ?

চতুর্থ জন : (কি যেন চিন্তা করিতে করিতে) হুঁ !

তৃতীয় জন : (অল্প ইতস্তত করিয়া সমর্থন পাইবার আশায়) খুব মন্দ কিন্তু একটা লেখেনি, কি বল ?

চতুর্থ জন : (অবস্থা পূর্ববৎ) হুঁ ! [অগ্রসর হইয়া আসিবার সময় প্রথম জনের কোমরের উপর তোলা হাতের কনুইয়ের খোঁচা বুকে লাগায়, চতুর্থ জনের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি গিয়া পড়ে প্রথম জনের উপর। প্রথম জনও হারিবার পাত্র নয়। তাহারও তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টি চতুর্থ জনের সর্বাঙ্গ মাপিয়া লইবার চেষ্টা করে।]

চতুর্থ জন : (ক্রুদ্ধ স্বরে) হুঁ !

প্রথম জন : (তাচ্ছিল্যের সহিত) হুঃ ! (হাত কিন্তু সেই কোমরের উপর তোলা।)

তৃতীয় জন : (চতুর্থ জনের হাত ধরিয়া টানিয়া) আরে চল চল···

চতুর্থ জন ঃ (অল্প অগ্রসর হইয়া, এক হাত কোমরের উপর তুলিয়া দিয়া, প্রথম দুই জনের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া) কি রকম দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ ? যেন ওর বাপ-ঠাকুর্দার রাস্তা !

প্রথম জন : (দ্বিতীয় জনকে) কি রকম তাকালে দেখেছ ? যেন ওর বাপ-চোদ্দপুরুষের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি !

তৃতীয় জন : (চতুর্থ জনের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া পড়িয়া কোমরের উপর এক হাত তুলিয়া দিয়া) আরে যেতে দাও। যারা এখনও রাস্তায় দাঁড়াতে শেখেনি, তাদের সঙ্গে বাজে ঝগড়া করে লাভটা কি বল ?

দ্বিতীয় জন : (প্রথম জনকে) যদি বল তো ওর বাপের নামটা জিজ্ঞেস করি—

প্রথম জন : কেন ? ওর বাবাকে চেন নাকি ?

চতুর্থ জন : (তৃতীয় জনকে) হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে তুমি ?

তৃতীয় জন : ঐ নির্বাচনী ইস্তাহারটার কথা।

দ্বিতীয় জন : (প্রথম জনকে) জিজ্ঞেস করতাম—ওর বাপের নাম গোবর্ধন পাঁজা কিনা।

প্রথম জন : তাতে লাভটা কি !

তৃতীয় জন : (চতুর্থকে) দু'চারটে কথা কিন্তু বেশ ভালই লিখেছে—

চতুর্থ জন : (পূর্বের ন্যায় চিন্তান্বিত অবস্থায়) হুঁ !

দ্বিতীয় জন : (প্রথমকে) বাঃ ! রাস্তাটার নামটা কি ! গোবর্ধন পাঁজা স্ট্রীট তো !

প্রথম জন : ও ! (হাসিয়া উঠিয়া) তা যা বলেছ ! গোবর্ধন প্যাঁজই বটে ! তাই তো বলছিলাম তোমাকে—আজ যদি সে থাকত, তাহলে কি এসব এলিমেন্ট থাকত ! কচুকাটা হ'য়ে যেত সব, বুঝলে, কচুকাটা !

দ্বিতীয় জন : আহা ! যা বলেছ ! সত্যিই সে যদি থাকত !

তৃতীয় জন : (চতুর্থকে) কি হে—বললে না তো ! ইস্তাহারটা দেখেছ ?

চতুর্থ জন : (গম্ভীর ভাবে) এ পাঁচ বছর বেঁচে ছিলে ?

তৃতীয় জন : তার মানে ?

[প্রথম দ্বিতীয় জনও পরস্পরের সহিত কথা বলিতেছে। কিন্তু এখন তাহারা একটু পিছনে, ও তাহাদের গলার স্বর নামান। ঠোঁট নাড়া, অঙ্গভঙ্গী ও মুখ ভঙ্গী দেখা যাইতেছে, কিন্তু কথাবার্তা শোনা যাইতেছে না। শুধু মাঝে মাঝে হয় প্রথম জন, আর না হয় দ্বিতীয় জন···]

প্রথম জন : আহা—সে যদি থাকত।

দ্বিতীয় জন : যা বলেছ—সে যদি থাকত !

চতুর্থ জন : (তৃতীয়কে) মানে তুমি নেই ! (মুখের সামনে আঙুল নাড়িয়া) আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, সে তুমি নও, তোমার ভূত ! (ধমক খাইয়া তৃতীয় জন দুই পা পিছু হাটিয়া যায়।) মানে—উনিশ শ'সাতচল্লিশ সালের পনেরই—না না, যোলই আগষ্ট —তোমার মৃত্যু হয়েছে—বুঝেছ !

তৃতীয় জন : (কাতর স্বরে) না—

চতুর্থ জন : (ধমকের সুরে) কি না ?

তৃতীয় জন : (কাতর স্বরে) মানে—আমি মরিনি !

চতুর্থ জন : (খিঁচাইয়া উঠিয়া) না—মরনি ! ম'রে ভূত হয়ে গেছ

একেবারে। বেঁচে থাকলে ঐ ইস্তাহারের কথা জিজ্ঞেস করতে পারতে? —পারতে না। বলে ঐ রকম কত ইস্তাহার এই পাঁচ বছরে শোনা গেল! কিছু হ'ল কি? হ'ল না! শুধু গদী—বুঝলে হে, শুধু গদী! যেই গদী পাওয়া অমনি সব ফুস্ হয়ে যাবে! তখন জিজ্ঞেস করলে বলবে—বলেছিলাম নাকি? কই, না তো! তোমরা কানে কালা হ'য়ে ছিলে, কান শুনতে ধান শুনেছ।

প্রথম জন: (দ্বিতীয়কে) আরে দূর—ভোট! কিসের ভোট? আমি ও সব নিয়ে মাথা ঘামাই-ও না, আর তার কথাও নেই! সে যদি থাকত, তাহলে একটা ভোট দিয়ে আসতাম। সে নেই, কাজেই নো ভোট!

দ্বিতীয় জন: আরে, সে থাকলে তো কথাই ছিল না—চোখ বুজে ভোটটি দিয়ে আসতাম। কিন্তু এদিকে যে মুশকিল—শুনলাম গগন চাটুজ্যে নাকি দাঁড়াবে।

তৃতীয় জন: (চতুর্থকে) না হে না—এবারে ইস্তাহারে বেশ স্পষ্ট ক'রে বলেছে। চোরাকারবার, ফাটকাবাজী—এসব চলবে না। আরও একটা বেশ ভাল কথা বলেছে। কি যেন কথাটা—? ও হ্যাঁ—মনে পড়েছে। (উদ্দীপ্ত হইয়া) সমাজদ্রোহীদের কর্মতৎপরতার ফলে যে আর্থিক বিপর্যয়—সেই আর্থিক বিপর্যয়ের বিপদ হইতে আমরা দেশকে মুক্ত করিবার সংকল্প করিতেছি।

চতুর্থ জন. (ধমক দিয়া) থাম! আজ পাঁচ বছর ধ'রে রোজ একবার ক'রে ওরা এই কথাগুলো বলছে।

তৃতীয় জন: তা হলেও ভোটটা তো দিতে। দেশটা তো আমাদেরই!

চতুর্থ জন: কি ব্যাপার বল তো? স্কুলের ভূগোল-টুগোলগুলো আজকাল আবার পড়ছ নাকি?

তৃতীয় জন: মানে?

চতুর্থ জন: না, মানে—তোমার ঐ—বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ—এসব কথা ঐ ভূগোল-টুগোলে লেখা থাকে কিনা—তাই জিজ্ঞেস করছি।

প্রথম জন : (দ্বিতীয় জনকে) যাই বল ! লোক বটে একটা ! চামড়া থেকে চাল—কোন কিছুর ব্ল্যাক্‌মার্কেটই বাকি রাখেনি।

দ্বিতীয় জন : তাতে কি এসে গেল বল ? দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে। আর টাকার তো লেখা-জোখা নেই !

প্রথম জন : তা যা বলেছ ! গঙ্গাজলে সব শুদ্ধ্। সিলভার টনিক ইজ দি বেষ্ট টনিক্।

তৃতীয় জন : (চতুর্থকে) বেশ তো, ওদের না পছন্দ হয়—তুমি অন্য কারো কথা ভেবে দেখ।

চতুর্থ জন : (তৃতীয়কে) ও সব সমান বাবা। লঙ্কায় যেই যায়, সেই হয় রাবণ !

তৃতীয় জন : কিন্তু সে যাই বল—ভোট দেওয়াও একটা কর্তব্য। দেশটা তো আমাদেরই।

চতুর্থ জন : (ধমকাইয়া উঠিয়া) বাজে কথা বলা তোমার একটা অব্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে দেখছি ! কার দেশ, কিসের দেশ বলতে পার ? খানিকটা ছিঁড়ে যখন পাকিস্তান ক'রে দিল, তখন তোমায়, শ্রীচরণ কমলেষু পরে পিসেমশাই ব'লে চিঠি লিখে জানিয়েছিল কি ? ইস্তাহারে বড় বড় কথা বলেছে ! এই সব বীর্যহীন কাপুরুষদের কথার কি দাম আছে, বলতে পার ? হ্যাঁ দিতাম ভোট ! যদি থাকত সেই মারাঠার প্রান্তর, সেই আরাবল্লীর গিরিকন্দর, সেই বাঘানখ, সেই রাজা শিবাজী সেই এক ধর্মরাজ্য পাশে বেঁধে দিব খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত ! কিন্তু এখন ? এখন দেব কাকে ? এই সব অমানিশার ফেরুপালকে ? লোক কোথায় ? মানুষ আমরা নহি তো—মেষ ! এখন তো যে যার সব অয়েলিং হিজ্ ওন্ হুইল !

তৃতীয় জন : (বক্তৃতায় অভিভূত হইয়া হতভম্ব অবস্থায়) তা হ'লে বলছ—

চতুর্থ জন : হ্যাঁ বলছি। নাই বা হ'ল শিবাজী—অন্তত সেও যদি থাকত।

তৃতীয় জন : মানে ঐ আরাবল্লীর গিরিকন্দরে ?

চতুর্থ জন : হ্যাঁ হ্যাঁ—তা নইলে আর বলছি কি ? আজ আরাবল্লীর

গিরিকন্দরে, কি মারাঠার প্রান্তরে, অন্তত সেও যদি দাঁড়িয়ে থাকত, তা হ'লে সুড়সুড় ক'রে ভোটটি দিয়ে আসতাম। সে নেই, কাজেই ভোটও নেই।

তৃতীয় জন : (হতভম্ব অবস্থায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে) সে নেই, কাজেই ভোটও নেই! আহা—সে যদি থাকত!

প্রথম ও দ্বিতীয় জন : (পরস্পর পরস্পরকে, একসঙ্গে) আহা—সে যদি থাকত!

[দক্ষিণ দিক দিয়া কথা কহিতে কহিতে আরো দুই জনের প্রবেশ। ধরাধরি করিয়া একটি সরু হালকা বেঞ্চি লইয়া আসে। পিছন দিক ঘেঁসিয়া উপস্থিত দুই দলের মাঝামাঝি বেঞ্চিটি নামাইয়া বসিয়া পড়ে। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মধ্যে।]

পঞ্চম জন : (মুখ ফিরাইয়া) সুরেন—দুটো চা।

ষষ্ঠ জন : ইরানের ব্যাপারটা কি রকম মনে হচ্ছে হে?

পঞ্চম জন : খুব ঘোরালো।

ষষ্ঠ জন : (বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে) আরে বাবা, ঘোরালো না হয়ে উপায় আছে! ও তো অঙ্ক কষা ব্যাপার! এবারের লড়াই তো মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু।

পঞ্চম জন : আচ্ছা—হঠাৎ ইরানে দাঙ্গাটা বাধল কেন?

ষষ্ঠ জন : কেন আবার—হ্যারিম্যান! তেলে ভর্তি জায়গা, তার ওপর অ্যাংলো-আমেরিকান ইন্টারফিয়ারেন্স!

চতুর্থ জন : (তৃতীয়কে) এখন বুঝতে পারছ—ভোটে কিছু হবে না।

তৃতীয় জন : (হতভম্ব অবস্থায়) মানে ঐ আরাবল্লীর গিরিকন্দর—?

চতুর্থ জন : (বিরক্ত হইয়া) আরে শুধু গিরিকন্দরে কি হবে! নিশান হাতে তাকে থাকতে হবে—তবে না!

[চায়ের দোকানের ছেলেটি চা লইয়া আসিলে, তাহার হাত হইতে চায়ের গেলাস লইয়া চুমুক দিয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠজন একসঙ্গে।]

পঞ্চম ও ষষ্ঠ জন : (এক সঙ্গে) কত হ'ল রে?

ছেলে : এই নিয়ে তিনদিন—মানে ছ'আনা।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ জন : কেন ? কালকের চায়ের তো দাম দেব না।

ছেলে : তা তো জানি না। সুরেনদা বললে—

পঞ্চম ও ষষ্ঠ জন : (ভেংচাইয়া) সুরেনদা বললে ! কালকের ওটা কি চা ! ঠাণ্ডা, পানসে ! এক পয়সা দাম দেব না।

ছেলে : সুরেনদা বললে ছ'আনা পয়সা চেয়ে নিতে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ জন : ছ'আনা নয় চার আনা। আজ নয় বুধবারে দেব। (খালি গেলাস ফেরত দিয়া, চায়ের দোকানের দিকে হাত দেখাইয়া) ওর বাবা যে, সে দেবে। (চিৎকার করিয়া) যাও—যাও বলছি— (ছেলেটি ভয় পাইয়া চলিয়া যায়।)

পঞ্চম জন : (যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবে ষষ্ঠজনকে) হ্যাঁ—আমরা কি যেন বলছিলাম ?

ষষ্ঠ জন : অ্যাংলো আমেরিকান ইন্‌টারফিয়ারেন্স ইন্ ইরান—

পঞ্চম জন : বুঝলাম। কিন্তু যুদ্ধ পর্যন্ত কি গড়াবে ? এই সেদিন একটা হ'য়ে গেল !

ষষ্ঠ জন : আরে বাবা গড়াতে বাধ্য। ওই তো বললাম—অঙ্ক কষা ব্যাপার।

পঞ্চম জন : কিন্তু শুধু ইরানে কি আর হবে ? ওদিকে কোরিয়ায় তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ষষ্ঠ জন : কোথায় ঠাণ্ডাটা হ'ল শুনি ? এই তো সেদিনের খবর— রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশজন সাংবাদিককে কম্যুনিস্টরা কায়সেঙে ঢুকতে দেয়নি।

পঞ্চম জন : কিন্তু পরে তো আবার দিলে। দেখলাম, কিছু কিছু মতের মিলও হয়েছে।

ষষ্ঠ জন : আরে রেখে দাও তোমার মতের মিল ! ওসব বলতে হয় তাই বলে। মনের ভিতে যেখানে অমিল, সেখানে মতের মিলটা হবে কি করে শুনি ? (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জন ইহাদের আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়া কাছাকাছি সরিয়া আসিয়াছিল।)

তৃতীয় জন : (আর থাকিতে না পারিয়া) দাদা, একটা কথা বলব ?

চতুর্থ জন : (ধমকাইয়া উঠিল) না ! (ষষ্ঠ জন গম্ভীর হইয়া যায়, যেন

দর্শনের অধ্যাপকের ব্যঙ্গমূর্তি।)

প্রথম জন : (কোমরে হাত দিয়া দাঁতন করিতে করিতে থুতু ফেলিয়া) আহা—বলুক না।

দ্বিতীয় জন : (কোমরে হাত দিয়া দাঁতন করিতে করিতে থুতু ফেলিয়া) আহা—বলুক—বলুক—

চতুর্থ জন : (গম্ভীর ভাবে) বেশ বল।

তৃতীয় জন : (কাতর স্বরে) কিন্তু যদি বৃহত্তর স্বার্থের কল্যাণে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দেয় ?

দ্বিতীয় জন : আপনি কি গীতা পড়েন ?

চতুর্থ জন : বারণ করেছিলাম।

প্রথম জন : কিন্তু যদি দেয় ?

ষষ্ঠ জন : (গম্ভীর ভাবে) আজ্ঞে না, তা দেয় না।

প্রথম জন : কিন্তু আপনি কি ক'রে জানলেন ?

ষষ্ঠ জন : (চোখ বুজিয়ে, বিজ্ঞের মত মৃদু হাসিয়া) বারো বছর বয়স থেকে খবর কাগজে ফরেন পলিটিক্স্ করছি। আমি জানব না তো কে জানবে বলুন ?

তৃতীয় জন : (পূর্ববৎ কাতর স্বরে) কিন্তু দু-একজন থাকলেও তো থাকতে পারে ?

ষষ্ঠ জন : আজ্ঞে হ'ল না। আপনার অঙ্কের উত্তর ভুল।

তৃতীয় জন : মানে ?

ষষ্ঠ জন : একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব ?

চতুর্থ জন : (তৃতীয় জনকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া) ওকে নয়, আমাকে।

ষষ্ঠ জন : বলতে পারেন—পৃথিবীর শেষ মহৎ লোকটি পৃথিবী থেকে কবে চিরবিদায় নিয়ে গেছেন ?

প্রথম জন : আজ্ঞে না।

ষষ্ঠ জন : আঠার শ'নিরানব্বুই খ্রীস্টাব্দের একত্রিশে ডিসেম্বর।

দ্বিতীয় জন : ঠিক বুঝলাম না।

ষষ্ঠ জন : মানে, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেবার মত

মহৎ লোক পৃথিবীতে আর একটিও দেখা যায়নি। ছুনিয়াটা এখন আপনার আমার মত স্মল্ মেন্-এ ভর্তি।

তৃতীয় জন : তা হ'লে আপনি বলছেন যে···

ষষ্ঠ জন : আজ্ঞে হ্যাঁ—যুদ্ধ অনিবার্য। মধ্যপ্রাচ্যে এবার শুরু।

প্রথম জন : কিন্তু এবার যুদ্ধ হ'লে তো আর কিছু থাকবে না।

চতুর্থ জন : সেটাই তো চাই। ভূমি রক্তপ্লাবিত না হ'লে তো তিনি আসবেন না।

দ্বিতীয় জন : কিন্তু রক্ত পাচ্ছেন কোথায় ? এবার তো অ্যাটম !

চতুর্থ জন : তার মানেই তাই। লেখা আছে রক্তপ্লাবিত, ধরে নিতে হবে ভস্মাবৃত।

পঞ্চম জন : (কৌতূহলপূর্ণ স্বরে) কোথায় লেখা আছে ?

চতুর্থ জন : চেতাবনী।

ষষ্ঠ জন : (চতুর্থের দিকে ডান হাত বাড়াইয়া দিয়া) আমার হাতটা একটু দেখবেন ?

[চতুর্থ জন হাত দেখিতে আরম্ভ করে, আর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। এমন সময় বাম দিক দিয়া এক যুবকের প্রবেশ। বয়স কুড়ি বৎসর। হাতে খাতা ও ছু'খানি বই। অগ্রসর হইতে গিয়া প্রথমজনের কোমরে-তোলা-কনুইয়ের জোর খোঁচা খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে ও প্রথম জনকে দেখিতে থাকে। প্রথম জনের কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নাই।]

তৃতীয় জন : (চতুর্থ জন একমনে হাত দেখিতেছে। তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া) আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ভোটাভুটির ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা ভাল। যুদ্ধটা হয়ত বন্ধ হলেও হ'তে পারে।

ষষ্ঠ জন : (সুর করিয়া) ইয়দা ইয়দা হি ধর্মস্য···

চতুর্থ জন : (হাত দেখিতে দেখিতে) কে বন্ধটা করবে শুনি ? তুমি ?

ষষ্ঠ জন : গ্লানির্ভবতি ভারত···

তৃতীয় জন : (ইতস্তত করিতে করিতে) হ্যাঁ···আমি···মানে···ভারত ইউনিয়ন।

ষষ্ঠ জন : অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মন্যং সৃজাম্যহম্।

চতুর্থ জন : (হাত দেখিতে দেখিতে) তুমি মানে ভারত ইউনিয়ন? (গম্ভীর ভাবে, প্রায় ধমক দিয়া) আর ব'লো না।

তৃতীয় জন : না—মানে···ঠিক আমি নই···

ষষ্ঠ জন : পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম···

তৃতীয় জন : মানে আমি বলছিলাম কি···আমরা যদি দেশের কথা ভেবে ঠিকমত নেতা বাছতে পারি, তবে তাঁরা হয়ত···

চতুর্থ জন : (হাত দেখিতে দেখিতে) ব'লে যাও···থামলে কেন···?

তৃতীয় জন : (অপ্রস্তুত ভাবে) না···মানে আমরা···মানে তাঁরা হয়ত যুদ্ধটা বন্ধ করালেও করাতে পারেন।

ষষ্ঠ জন : ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। (ব্যঙ্গের সুরে কথাগুলি এমন ভাবে শোনা গেল, যে তৃতীয় বাদে আর সকলে হো হো করিয়া হাসিরা উঠিল।)

যুবক : কথাটা কিন্তু খুব ঠিক ব'লেছেন।

[সকলের দৃষ্টি আসিয়া পড়িল যুবকের উপর। চতুর্থ জন হাত দেখা বন্ধ করিয়া দিলেন।]

ষষ্ঠ জন : (গম্ভীর স্বরে) কোন্ কথাটা?

যুবক : আজ্ঞে আপনার ঐ সম্ভবামি যুগে যুগে—

ষষ্ঠ জন : (কিছুটা হতভম্ব হইয়া গিয়া) কেন বলুন তো?

যুবক : (তৃতীয় জনকে দেখাইয়া দিয়া) আজ্ঞে ওঁর মত লোকও তো আপনাদের মধ্যে সম্ভব হয়েছে।

প্রথম জন : আপনার নাম?

যুবক : হীরেশ সেন।

দ্বিতীয় জন : কি করা হয়?

যুবক : কলেজে পড়ি। ফোর্থ ইয়ার, আর্টস্।

ষষ্ঠ জন : (বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া) ও তাই।

হীরেশ : কি বলুন?

চতুর্থ জন : বলছি। লঙ্কায় গেলে কি হয় জান? রাবণ।

হীরেশ : কিন্তু আপনারা ভেবেচিন্তে ভোট দিয়ে যান। একদিন দেখবেন—রাবণ আর হচ্ছে না—শুধু রাম হচ্ছে।

পঞ্চম জন : কি ক'রে হবে বাবা? এ কি ভোজবাজি?

হীরেশ : আজ্ঞে না, তা কেন। এই ধরুন না—যেদিন আপনি যাবেন—আপনি তো আর রাবণ হবেন না, রামই হবেন!

ষষ্ঠ জন : আর যদি কিষ্কিন্ধ্যার বানর হয়?

হীরেশ : বেশ তো—ওঁর কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু ধরুন আপনি। আপনি গেলে তো আর অন্য কিছু হচ্ছেন না, রামই হচ্ছেন নিশ্চয়—

ষষ্ঠ জন : (গম্ভীর ভাবে) দুনিয়াটা বর্তমানে 'স্মল মেন্-এ ভর্তি—আমি তাদেরই একজন। তাছাড়া আমি থিওরাইজ করি। প্র্যাক্‌টিক্যাল পলিটিক্‌সের মত ছোট কাজ আমার নয়।

হীরেশ : (মৃদু হাসিয়া) কিন্তু প্র্যাক্‌টিক্যাল পলিটিক্‌স্ আপনি করবেন কেন! আপনি দেশের ভাল করবেন।

চতুর্থ জন : এদেশের ভাল হয় না।

হীরেশ : কেন বলুন তো?

প্রথম জন : সে নেই ব'লে।

দ্বিতীয় জন : সে যদি থাকত, তা হলে কারো কিছু করতে হ'ত না। আপনা-আপনি ভাল হ'ত।

তৃতীয় জন : (অল্প ভয়ে ভয়ে) মানে বুঝতে পারছেন তো? (চতুর্থ জনের চোখে চোখ পড়িতে কিছুটা হতভম্ব অবস্থায়) মানে সেই নিশান হাতে আরাবল্লীর গিরিকন্দর—

চতুর্থ জন : (তৃতীয়কে, ধমকের সুরে) তোমাকে আমি কথা বলতে বারণ করেছি না! থামবে তুমি—!

তৃতীয় জন : (হীরেশের মুখের দিকে দেখিয়া, অল্প সাহসের সহিত) বাঃ! তুমিই না তখন বললে, আরাবল্লীর গিরিকন্দর--

চতুর্থ জন : আর একটা কথা বলেছ কি আমি তোমাকে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পাঠিয়ে দেব! চুপ একেবারে!

ষষ্ঠ জন : (হীরেশকে) তোমাকে একটু জ্ঞান দিতে পারি ?

হীরেশ : স্বচ্ছন্দে।

ষষ্ঠ জন : পৃথিবীর শেষ মহৎ লোক আঠারশো নিরানব্বুই খ্রীস্টাব্দের একত্রিশে ডিসেম্বরের আগে মারা গেছেন। (চতুর্থ জনকে) কি রকম দেখলেন ? মানে হাতটা ?

চতুর্থ জন : (গম্ভীর স্বরে) বলব না।

ষষ্ঠ জন : কেন ?

চতুর্থ জন : আঠারশো নিরানব্ব ইয়ের পরেও একজন লোক ছিল।

ষষ্ঠ জন : মানে ?

চতুর্থ জন : মানে—সে।

ষষ্ঠ জন : (বুঝিতে পারিয়া) ও নিশ্চয় ! সে ছিল বই কি—সে নিশ্চয় ছিল ! তবে সে তো আর নেই—তাই বলছিলাম—

চতুর্থ জন : (গম্ভীর ভাবে) খুব শিগগিরই লটারিতে টাকা পাবেন। অন্তত হাত তাই বলছে।

হীরেশ : আমি কিন্তু আপনাদের মধ্যে একজন প্রায়-মহৎ লোককে দেখেছি।

ষষ্ঠ জন : (নিজের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) কে বল তো ?

হীরেশ : (প্রথম জনকে দেখাইয়া দিয়া) ইনি।

চতুর্থ জন : তুমি কি ব্যঙ্গ করছ ?

হীরেশ : না তো।

দ্বিতীয় জন : তবে প্রায় কেন ?

হীরেশ : (প্রথম জনকে দেখাইয়া) উনি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আসতে গিয়ে আমার বুকে বেশ লেগেছে। আর দাঁতন করতে করতে চারপাশটাকে থুতু ফেলে বড় নোংরা করেছেন। নইলে মহৎই বলতাম।

দ্বিতীয় জন : (ব্যঙ্গের সুরে) অধীনের একটা প্রশ্ন আছে—নিবেদন করব ?

হীরেশ : করুন।

দ্বিতীয় জন : এ স্থানটি কি আপনার নিজের—মানে পিতৃ-প্রদত্ত ?

হীরেশ : (স্বাভাবিক স্বরে) আজ্ঞে না—আমার তো নয়, আপনাদের। আপনাদের বলেই তো বলছি। আপনাদের জায়গা, আপনারা পরিষ্কার করে রাখবেন। কোমরে হাত না তুলে নিয়ে ভালভাবে চলাফেরা করবেন। এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কি হতে পারে বলুন ?

প্রথম জন : মাথার স্ক্রু ঢিলে আছে ?

হীরেশ : আজ্ঞে না। আর নেই বলেই তো বলছি। সাতচল্লিশ সালের পর শুধু এই ফুটপাথটা কেন, পুরো দেশটাই তো আমরা পেয়েছি।

ষষ্ঠ জন : (কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত) তা ভাই দেশটাকে নিয়ে এবার কি করতে হবে ? একখানা বাগান করে ফেলি, কি বল ?

হীরেশ : (স্বাভাবিক ভাবে, যেন এই প্রশ্নই আশা করিতেছিল) ঠিক বলেছেন।

ষষ্ঠ জন : (হতভম্ব অবস্থায়) তার মানে ?

চতুর্থ জন : কিন্তু কিসের বাগান বল তো ? আসশেওড়ার নিশ্চয় ?

হীরেশ : আজ্ঞে আসশেওড়ার কেন হবে। গোলাপের। গোলাপের কি সুন্দর গন্ধ বলুন তো ?

ষষ্ঠ জন : (গম্ভীর ভাবে) পার্ট-টাইম একটা চাকরি খালি আছে—করবে নাকি ?

হীরেশ : (বেশ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া) কোথায় বলুন তো ?

ষষ্ঠ জন : গ্লোব নার্সারীতে।

হীরেশ : গ্লোব নার্সারীতে ? কী কাজ বলুন তো ?

পঞ্চম জন : ওরা বেচছে গোলাপের কলম, কিন্তু হচ্ছে আসশেওড়া।

চতুর্থ জন : তাই ওদের একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন—

দ্বিতীয় জন : যারা বেচবে আসশেওড়া, কিন্তু হবে গোলাপ।

প্রথম জন : সকাল সাতটা থেকে লাইন হয়েছে। পা চালিয়ে চলে যাও। ভরে গেলে আর নেবে না।

দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ জন : (একসঙ্গে বিকৃত সুরে) এ হরিদাসের

বুলবুল বুলবুল বুলবুল ভাজা, ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।

হীরেশ : (স্বাভাবিক আগ্রহপূর্ণ স্বরে) আচ্ছা, নার্সারীটা তো ঐ কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়ে—তাই না ?

ষষ্ঠ জন : (চতুর্থ জনকে, যেন দূরে দণ্ডায়মান একজনকে ডাকিতেছে) এই যে চেতাবনী—দেখুন তো, আপনার পায়ের কাছে ওটা কি পড়ে রয়েছে ?

চতুর্থ জন : (ঠিক একই ভাবে) এটা !—এটা তো একটা স্ক্রু, পুরনো, মরচে ধরা।

ষষ্ঠ জন : কই দেখি। (হাত বাড়াইয়া স্ক্রুটি লইয়া হীরেশকে) এই নাও। এটি মাথা থেকে ঢিলে হয়ে পড়ে গিয়েছিল। এটি নিয়ে সোজা নার্সারী যাও। যাও···যাও···আর দাঁড়িও না···যাও··· (স্ক্রুটি কিন্তু তখনও তাহার হাতে)।

হীরেশ : (বেশ ব্যস্তভাবে) এক্ষুণি যাচ্ছি। (ষষ্ঠের হাতে ধরা স্ক্রুটি দেখাইয়া) কিন্তু ওটা তো দিলেন না ? (প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই বেশ একটু হতভম্ব হইয়া যায়)।

ষষ্ঠজন : (হতভম্বের ন্যায়) ও···দিইনি বুঝি···

হীরেশ : (স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে) আজ্ঞে না—দেন নি তো। ওটা তো এখনও আপনার হাতে ধরা। (লইবার জন্য হাত বাড়ায়। ষষ্ঠজন হতভম্ব অবস্থায় স্ক্রুটিকে হীরেশের হাতের উপর ছাড়িয়া দিতেই, সে সেটিকে মুঠার মধ্যে ধরিয়া ফেলে তারপর স্মিতহাস্যে স্ক্রুটিকে মাথায় ঠেকাইয়া) আপনার দেওয়া—এটি আমি মাথায় করেই নিলাম। আমার কথাগুলো কিন্তু মনে রাখবেন। বাগান আমাদের তৈরি করতেই হবে।

[দক্ষিণ দিক দিয়া অনুপমার প্রবেশ। বছর ছয়েক আগের অনুপমা। সেও তখন ফোর্থইয়ার আর্টসের ছাত্রী। হাতে বই খাতা। অন্যমনস্ক ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। হীরেশের কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই চেনা চেনা মনে হয়। চোখ তুলিয়া যদিও হীরেশের পিছন দিক দেখিতে পায়, তবুও তাহার মনে কোন সন্দেহ থাকে না। অগ্রসর

হইয়া আসে।]

অনুপমা : এখানে কি করছেন ?

হীরেশ : এমনি কথা বলছিলাম।

অনুপমা : (মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে দৃষ্টি পড়িতে) হাতে ওটা কি! খুব মূল্যবান জিনিস মনে হচ্ছে। যেভাবে শক্ত করে ধরে আছেন···

হীরেশ : তা একটু মূল্যবান।

অনুপমা : (কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া) বলুন না কি—শুনি ?

হীরেশ : (মুঠা খুলিয়া) আমার মাথার একটা স্ক্রু।

অনুপমা : মানে ?

হীরেশ : ঢিলে হয়ে পড়ে গিয়েছিল। (ষষ্ঠজনকে দেখাইয়া) কুড়িয়ে দিলেন উনি। (ছয়জনের প্রত্যেকেই হতভম্ব। তৃতীয় জন বাদে আর সকলেই এক পা পিছাইয়া যায়)।

অনুপমা : (প্রথমটায় বুঝিতে পারে নাই) মানে এই স্ক্রুটা আপনার···

হীরেশ : (বেশ আগ্রহের সহিত বুঝাইয়া দেয়) হ্যাঁ—এই স্ক্রুটা আমার মাথা থেকে ঢিলে হয়ে পড়ে গিয়েছিল। (পিছনের পাঁচ-জনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) ওঁরা কুড়িয়ে দিলেন। (তৃতীয় জনকে দেখাইয়া) অবশ্য উনি নন।

অনুপমা। ও—মানে—স্ক্রুটা আপনার মাথা থেকে···(আর হাসি চাপিতে পারে না। খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে। তৃতীয় জন যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। মেয়েটির হাসির দমকে বাকী পাঁচজন আবার একসঙ্গে পিছাইয়া যায়)।

হীরেশ : আজ এত সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছেন যে ? এখন তো মোটে সাড়ে আটটা।

অনুপমা : প্রফেসর ঘোষ ছুটো করে ক্লাস নিচ্ছেন। আপনি ?

হীরেশ : আমি একটু গ্লোব নার্সারী যাব।

অনুপমা : আপনার ফুল গাছের শখ আছে নাকি ? কই জানতাম না তো ?

হীরেশ : বাগানের শখ আমার চিরকালের। তবে ঠিক সেজন্যে নয়।

অনুপমা : তবে?

হীরেশ : এঁরা বললেন—একটা চাকরি খালি আছে তাই।

অনুপমা : চাকরি? গ্লোব নার্সারীতে?

হীরেশ : ওরা নাকি বেচছে গোলাপের কলম, কিন্তু হচ্ছে আসশেওড়া।

তৃতীয় জন : (হঠাৎ বলিয়া উঠে) তাই ওদের দু'একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন।

চতুর্থ জন : তোমাকে কেউ কথা বলতে বলেনি।

তৃতীয় জন : (ষষ্ঠকে দেখাইয়া) বাঃ! উনি তো তাই বললেন।

অনুপমা : (হাসিয়া উঠিয়া) যথেষ্ট হয়েছে, এখন চলুন—

হীরেশ : চলুন! মোড় অবধি গিয়ে আপনি কলেজের দিকে যাবেন, আমি নার্সারীর দিকে—

অনুপমা : (বিস্মিত দৃষ্টিতে হীরেশের মুখের দিকে দেখিয়া) সত্যি…?

হীরেশ : (স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে) সত্যি কেন নয় বলুন? ওঁরা তো আর আমার সঙ্গে রসিকতা করবেন না। (দুই জনেই কিছুটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এদিকে তৃতীয় জন বাদে আর সকলেই দক্ষিণ দিকে একসঙ্গে সমান পায়ে পিছাইয়া আসে)।

আর সকলে : (একসঙ্গে, তৃতীয়জন বাদে, কিছুটা ভীত ও হতভম্ব অবস্থায়) কিন্তু আমরা যে সত্যিই রসিকতা করছিলাম—

হীরেশ : (পিছনে মুখ ফিরাইয়া) আমি কিন্তু রসিকতা করিনি।

[অনুপমা হীরেশের মুখের দিকে তাকায় : হীরেশের মুখের স্বাভাবিক ভাব আবার তাহাকে বিস্মিত করিয়া তোলে। ঐ ভাবেই হীরেশের সহিত অগ্রসর হইতে থাকে। পিছনের পাঁচজন একসঙ্গে 'হাঁ' হইয়া যায়। তৃতীয় জন কিছুটা করিয়া অগ্রসর হয়, আবার ফিরিয়া আসে।]

পঞ্চম জন : (দুই জনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) এতক্ষণে বুঝলাম।

(অনুপমা ও হীরেশ প্রস্থানপথের নিকট দাঁড়াইয়া পড়ে। কৌতুক-ভরা দৃষ্টি লইয়া এই দিকে তাকায়)।

প্রথম ও দ্বিতীয় জন : হুঁ-হুঁ—বাবা ! বুঝলাম বলে বুঝলাম।

চতুর্থ জন : কি বুঝলেন বলুন তো ?

পঞ্চম জন (চোখ উপরের দিকে তুলিয়া) এত রসের উৎস কোথায়।

ষষ্ঠ জন : মানে নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ !

প্রথম ও দ্বিতীয় জন : হুঁ-হুঁ—বাবা ! কোথা হইতে আসিয়াছ ?

ষষ্ঠ জন : (হীরেশ ও অনুপমা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া, ঐদিকে না ফিরিয়া সম্মুখের দিকে হাত ঢেউ খেলাইয়া দিয়া) মহাদেবের জটা হইতে—

[অনুপমা হাসিয়া উঠে। হীরেশের মুখ গম্ভীর। সে এইদিকেই ফিরিয়া আসিতেছিল। অনুপমা একরূপ জোর করিয়াই হীরেশকে লইয়া প্রস্থান করে।]

প্রথম ও দ্বিতীয় জন : হুঁ-হুঁ—বাবা—একেবারে খাস জটা হতে।

তৃতীয় জন : (হীরেশ ও অনুপমার পথে অল্প একটু অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। কি রকম বোকার মত ফিরিয়া আসিয়া) জটার ব্যাপারটা কিন্তু ভুল নয়—বইয়ে পড়েছিলাম।

চতুর্থ জন : ও কথাটা তোমার না ভাবলেও চলবে।

তৃতীয় জন : কিন্তু···

চতুর্থ জন : সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

তৃতীয় জন : (ব্যস্ত ভাবে) তাই নাকি !

[দক্ষিণ দিকের প্রস্থানপথে কিছুটা অগ্রসর হইয়া, আবার থামিয়া যায়। চতুর্থ জন মুখে হাসি টানিয়া, ঘাড় নাড়িয়া বাকী কয়জনের নিকট বিদায় লইয়া তৃতীয় জনের কাছে আসে।]

চতুর্থ জন : আবার কি হল ?

তৃতীয় জন : না—ভাবছিলাম···মানে ভোটটা তো দিতেই হয়···

চতুর্থ জন : (প্রায় হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে) ভোট ? কিসের ভোট ? বললাম না—মা আমার ভস্মাবৃতা !

তৃতীয় জন : কিন্তু ছোকরা যে বললে···

চতুর্থ জন : বললাম তো—সব অমানিশার ফেরুপাল। সে যদি থাকত,

তবে ও ছোকরা থাকত না, রক্তের নদী বয়ে যেত !

[দুইজনে বাহির হইয়া যায়। বাকী চারজন এতক্ষণ হাসি-হাসি মুখে ইহাদের দিকেই তাকাইয়া ছিল। এখন প্রথম ও দ্বিতীয়কে পঞ্চম ও ষষ্ঠের নিকট হইতে বিদায় লইতে দেখা যায়।]

দ্বিতীয় জন : (প্রথমের সহিত অগ্রসর হইতে হইতে) তা হলে ঐ গগন চাটুজ্যেকেই দেওয়া যাক—কি বল ? (দাঁতন করিতে করিতে থুতু ফেলে)।

প্রথম জন : তা ছাড়া আবার কথা আছে নাকি ? আমার ভাইপো-টা বসে আছে, তার চাকরির দরকার। (দাঁতন করিতে করিতে থুথু ফেলে)।

দ্বিতীয় জন : আমার তো এক্ষুনি কিছু লোন দরকার—তা যে কোন খাতেই হোক।

প্রথম জন : আরে, অমন লোক আর হয় ! চাল থেকে চামড়া, চামড়া থেকে টাকা—যুদ্ধের বাজারে কি করলে না বলতে পার ? (প্রায় প্রস্থানোদ্যত। হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়ে) কিন্তু···(অভ্যাসবশতঃ এক হাত কোমরে তুলিয়া দেয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে নামাইয়া নেয়)।

প্রথম জন : (দ্বিতীয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া) কি হল আবার ?

দ্বিতীয় জন : না—কিছু না—চল।

[দাঁতন করিতে করিতে প্রস্থান করে। একবার থুতু ফেলিতে গিয়া সামলাইয়া নেয়। তারপর দুইজনকে আর দেখা যায় না। ইতিমধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ জন উঠিয়া দাঁড়ায় এবং কথা কহিতে কহিতে ঐ একই পথে অগ্রসর হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় জনের প্রস্থানের পর ইহাদের যাওয়ার সময়ের কথাবার্তা কানে আসে।

পঞ্চম জন : তাহলে বলছ তুমি ?

ষষ্ঠ জন : বলছি মানে !—অনিবার্য ! এ ধারে হ্যারিম্যান, আর ফুটন্ত তেল, আর ওধারে উত্তর আর দক্ষিণ কোরিয়া !

পঞ্চম জন : যাক বাবা ! কিছু না হোক 'এ-আর-পি'টা ত হওয়া যাবে !

ষষ্ঠ জন : এ-আর-পি ! বেকার থেকে থেকে পেটে হুড়কো পড়ে গেল

—এখন বলে কিনা এ-আর-পি! অন্য কিচ্ছু নয়। শুদ্ধ পুরনো লোহা—বুঝলে···(প্রস্থান)।

[চায়ের দোকানের ছেলেটি আসিয়া বেঞ্চিটি লইয়া যায়। আলো সরিয়া যায়।]

পট ঃ স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের আভাস

গল্প ঃ পরিচ্ছন্ন পৃথিবী

[মঞ্চের বাম কোণে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের আভাস। এবার আলো আসিয়া পড়ে সেই দিকে। যে অংশটুকু সম্পূর্ণরূপে আলোকিত, সেখানে মাত্র দুইজনকেই স্পষ্ট দেখা যায়। হীরেশ সেন ও অনুপমা। আশপাশের আলো-আঁধারির অংশে লোকজনের চলাফেরায় স্টেশনের ব্যস্ততার আভাস। মূল পাত্র-পাত্রীদের কথাবার্তার মাঝে মাঝে রেল-স্টেশনের বিশেষ ধরনের কথাবার্তা, হাঁক-ডাক প্রভৃতি শোনা যায়। যেমন—কুলী···এই কুলী···নে নে তোল বাবা···ঠিকমত মাল তুলে যদি বসিয়ে দিতে পারিস না—বখশিস দেব—বুঝলি—আঃ! ব্রজটা আবার গেল কোথায় এই সময়—ট্রেন ক'নম্বরে এসে দাঁড়াবে মশাই! চা—গ্রাম চা—আরে কাঁহা চলা গিয়া তুম—হাম তুমকো খোঁজ করকে করকে ফিরতা! (লাউডস্পীকারে, একটু থেমে থেমে) ফাইভ আপ পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ছাড়বে—যাঁরা ঐ গাড়িতে যাবেন, তাঁরা যেন পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করেন।—আঃ দেখলে, ঠিক যাবার সময় ব্রজটার পাত্তা নেই—হ্যাঁ মশাই—সারস্যুন যাবার গাড়িটা কোন্ প্ল্যাটফর্মে—আমি কি এনকোয়ারী আপিস—মুখ সামলে কথা কইবেন মশাই—রাগলে আমি কারুর বাপের খাতির রেখে কথা কই না—ইত্যাদি।]

হীরেশ : সত্যি?

অনুপমা : সত্যি বলছি—বিশ্বাস করুন।

হীরেশ : হঠাৎ এরকম অদ্ভুত একটা ব্যাপার আপনি ভাবলেনই বা কি করে?

অনুপমা : আপনার কি এটাকে খুব অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে ? আমার কিন্তু তা মনে হয়নি।

হীরেশ : আমি কিন্তু ঐ পরিবেশে, ঐ রকম ব্যবহারে নিজেকে ভাবতেও পারতাম না।

অনুপমা : আমার কিন্তু বেশ মজা লাগছিল। আর পুরো ছবিটা বেশ ভালও লাগছিল।

হীরেশ : আশ্চর্য কিন্তু—যাই বলুন ! কিন্তু হঠাৎ এটা মনেই বা এল কি করে ?

অনুপমা : এমনি। সকালের দিকে দুটো স্পেশাল ক্লাস ছিল। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিলাম ; তাড়াতাড়িতে আর চা খাওয়া হয়নি। রাস্তার ধারের একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম। সামনেটায় ছ-সাতজন লোক। কেউ বসে চা খাচ্ছে। কেউ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে। আর সে কত রকমের আলোচনা ! হ্যারিম্যান, চেতাবনী, হাতদেখা, পুরনো লোহা, ভোট, আমাকে লক্ষ্য করে দু-একটা ইয়ার্কি—সে আরও কত কি ! দাম মিটিয়ে কলেজের দিকে আসছি—হঠাৎ মনে হল—আচ্ছা আপনি যদি এদের সামনে এসে পড়তেন, তা হলে ? সঙ্গে সঙ্গে পুরো ছবিটা ভেসে উঠল—ঐ যে বললাম আপনাকে।

হীরেশ : কিন্তু আপনার ছবির হীরেশ সেন ওদের যা যা বলেছিল, আমি নিজে ওদের সামনে পড়লে কোনদিন সে সব কথা বলতে পারতম না।

অনুপমা : কি করে জানলেন ? আপনি তো সত্যি আর ওদের সামনে কোনদিন পড়েন নি।

হীরেশ : নাই বা পড়লাম। নিজেকে তো জানি। (একটা ট্রেন আসিবার শব্দ শোনা যায়)

অনুপমা : (মুখ বাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে) তা কি খুব জোর করে বলতে পারেন ?

হীরেশ : (মুখ বাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে) আপনাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আমার ভারী আশ্চর্য বলে মনে হয়। যেন অন্য এক জায়গায় চলে

গেছেন মনে হয়।

অনুপমা : কোথায় বলুন তো ?

হীরেশ : ঠিক বলতে পারব না। অন্য এক স্তরে—আর এক মাত্রায়।

অনুপমা : আর এমনিতে ?

হীরেশ : রাগ করবেন না তো ?

অনুপমা : (মুখে হাসি। তাহার বেশ ভাল লাগে) রাগ করব কেন ?

হীরেশ : এমনিতে কিন্তু খুব সাধারণ—ঠিক আমার মত।

অনুপমা : (তাহার আরও ভাল লাগে। বেশ একটু হাসিয়া ফেলে) আসুন—গাড়ি এসে গেল। (গাড়ি প্ল্যাটফর্মে আসিয়া থামার শব্দ। আলোর পরিধি বাড়িয়া যায়। অনিমা ও সীতেশবাবু গাড়ি হইতে নামিয়াছেন)।

অনিমা : (কণ্ঠস্বর) ঐ তো অনুপমা—(অনিমা ও সীতেশকে আলোর পরিধির মধ্যে দেখা যায়)

অনিমা : (হীরেশকে দেখিয়া) আরে !—আপনি ?

হীরেশ : একজনকে তুলে দিতে এসেছিলাম। ফিরতে গিয়ে দেখি (অনুপমাকে দেখাইয়া) ইনি। শুনলাম আপনি আসছেন, আশীষ আসছে। ওঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে রয়েই গেলাম।

অনিমা : (অনুপমাকে) দেখ্ না। আশীষ আসতেই পারলে না। দু-তিন দিন দেরী হবে—কি সব কাজ পড়ে গেছে। এই দেখ্—তোদের পরিচয়ই করিয়ে দিইনি (সীতেশকে দেখাইয়া) বড়দা—মানে সীতেশদা। আশীষের—বুঝলি ?

সীতেশ : (একমুখ পান। প্রায় সব সময়েই সেই কারণে কথাও জড়াইয়া যায়। না-কামানো দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে, অনিমাকে) সেই সঙ্গে তোমার। (অনুপমা ও হীরেশকে নমস্কার করিয়া) আমি আবার বুঝলেন—মোটেই পুরনো-পন্থী নই। ভাসুর-টাসুর হওয়া পোষায় না। মানে—আজ বাদে কাল যখন অনিমার সঙ্গে আশীষের একটা ইয়ে—তখন আশীষের বড়দাদা হিসেবে, আমি অনিমারও বড়দাদা, কি বলেন ?

হীরেশ : আজ্ঞে, তা আর কি করে বলি—

সীতেশ : (ঠিক বুঝিতে পারে নাই।) অ্যাঁ ?

অনুপমা : (অনিমাকে মৃদুস্বরে কি একটা বলিতেছিল। কিন্তু, সীতেশের প্রশ্ন—'কী বলেন ?' ও হীরেশের উত্তর কানে আসিতে, সীতেশকে) না, দাদাই তো বলতে হবে !

সীতেশ : নিশ্চয় ! (হীরেশকে দেখাইয়া অনুপমাকে) তা আপনারাও বুঝি—?

অনুপমা : আমরা দুজন সহপাঠী—মানে একসঙ্গে পড়ি।

সীতেশ : (উৎসাহিত হইয়া) ও—মানে, আপনাদের মধ্যেও নিশ্চয়—

হীরেশ ঃ (কথা শেষ করিতে না দিয়া) আজ্ঞে সব কথার মানে ঠিক ঐ ভাবে হয় না।

সীতেশ : (হতভম্বের ন্যায়) ও—হয় না বুঝি—

অনিমা : (এদিক ওদিক দেখিতেছিল) এই দেখ—কুলীটা কোথায় এগিয়ে গেল ? কই আসুন—

[মঞ্চের বামদিক ঘেঁসিয়া প্রস্থান-পথ। সেই পথে অগ্রসর হইবার মুখে অনুপমা বিদায় লইতে চায়।]

অনুপমা : আচ্ছা আমরা তা হলে চলি। (হীরেশকে) চলুন ঐদিক দিয়ে বেরিয়ে যাই ! ওদিকে আমার একটু—

সীতেশ : আরে—তাই কি হয় ! বাইরের রেস্তোরায় চা পর্বটা সমাধা করি—তারপর যাবেন'খন। (অনুপমার পিঠের উপর হাত রাখিয়া, একমুখ হাসিতে হাসিতে হীরেশকে) আলাপ হল, আলাপটাকে একটু পাকা করি !

হীরেশ : (হাসিমুখে) চলুন। (সকলে অগ্রসর হয়)।

অনুপমা : যাঃ আশীষটা যেন কি ! সমস্ত মজাটাই মাটি করে দিলে—

অনিমা : দেখ না—আমার এমন রাগ হচ্ছিল—

সীতেশ : (হীরেশকে) আপনার তা হলে ফোর্থ-ইয়ার ?

হীরেশ : আজ্ঞে হ্যাঁ—আর্টস্—

অনুপমা : কিন্তু এসে কি বলবে জানিস ? মজাটি মাটি করে দিয়ে কেমন

মজাটি করলাম !

অনিমা : তা যা বলেছিস—

সীতেশ . (একটি হাত অনিমার পিঠের উপর রাখিয়া, আর একটি হাত অনুপমার দিকে বাড়াইয়া দেন। কিন্তু অনুপমা এড়াইয়া যায়) কিন্তু মজাটাই বা মাটি হবে কেন ? এ ত্ব'দিন তো আমি আছি।

অনিমা : (থামিয়া গিয়া অনুপমাকে) সত্যি রে অনু ! বড়দা না—খুব আমুদে লোক। আর যা মজার মজার কথা বলেন না—

সীতেশ : (থামিয়া, পিছন ফিরিয়া হীরেশকে) আপনাকেও আমার কিন্তু কি রকম কি রকম ভাল ভাল, মজা-মজা লাগছে।

হীরেশ : (মুখে মৃত্ব হাসি) কি রকম বলুন তো ?

সীতেশ : (যেন একটা খুব মজার কথা বলিবে, এবং যেহেতু তাহা সকলকেই শুনিতে হইবে, সেহেতু সকলের পথ আটকাইয়া) কি রকম যেন আলগা-আলগা, ছিমছাম, পরিষ্কার—

হীরেশ : পরিষ্কারে বুঝি মজা লাগে ?

সীতেশ : (পথ ছাড়িয়া পা বাড়াইতে যায়) আর ভালও লাগে— (থামিয়া গিয়া অনেকখানি পানের পিক ফেলিলেন)।

হীরেশ : (মুখের হাসিটুকু মিলাইয়া গিয়াছে) আপনি কিন্তু খুব অপরিষ্কার।

সীতেশ : (বেশ একটু হতভম্বের ন্যায়) অ্যাঁ—?

[অনুপমা ও অনিমা ভাবে, হীরেশ বোধহয় ঠাট্টা করিতেছে। তাহারা হাসিমুখে হীরেশের দিকে তাকায়।]

হীরেশ : (স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে) আপনি অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অপরিষ্কার। এই জায়গাটায় লোকজন তাদের মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করে। পানের পিক ফেলে জায়গাটাকে নোংরা করার কোন অধিকার আপনার নেই ! (হাত তুলিয়া সীতেশকে নমস্কার করিয়া) আচ্ছা চলি। (স্বাভাবিক পদক্ষেপে প্রস্থান ! যাইবার পূর্বে মৃত্ব হাসিয়া 'চলি—কেমন' বলিয়া নমস্কার করিয়া অনুপমা ও অনিমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া যায়। এরা তিনজনেই কিছুটা হতভম্বের ন্যায়

হীরেশের গমনপথের দিকে তাকাইয়া থাকে। একটি কুলী তাহাদের দিকে আসে)।

কুলী : মাল কি এখানে ফিরিয়ে লিয়ে আসব বাবুজী ?

সীতেশ : আরে নেহি নেহি—চলো—(প্রস্থান পথে অগ্রসর হইতে হইতে) ইডিয়ট ! (কুলীর পিছন পিছন অগ্রসর হইয়া যায়)।

অনিমা : (অগ্রসর হইতে হইতে) অসভ্য ! (অনুপমা কিছুই না বলিয়া অনিমার সঙ্গে প্রস্থান পথে অগ্রসর হয়। ঐ অংশ অন্ধকার হইয়া যায়)।

[আলো আসিয়া পড়ে অনুপমাদের বাড়ির দিকে। রান্নাঘরের দালানে অনুপমা। দেওয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অস্পষ্ট আবছা-আলোর অনুপমা। মুখে হাসির ঝিলিক। বোধহয় কি যেন ভাবে, কোথায় যেন স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখার সেই জায়গায় হীরেশের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে।]

হীরেশ : (কণ্ঠস্বর) আপনাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আমার ভারী আশ্চর্য বলে মনে হয়। মনে হয় যেন অন্য এক জায়গায় চলে গেছেন।

অনুপমা : (মুখে সেই হাসির ঝিলিক। চোখে সেই স্বপ্নাবেশ) কোথায় বলুন তো ?

হীরেশ : (কণ্ঠস্বর) ঠিক বলতে পারব না। অন্য এক স্তরে, আর এক মাত্রায়।

(অনুপমার মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—অনু—অনু—) ।

অনুপমা : যাই মা। (কিন্তু অনুপমা ভিতরে যাইবার পূর্বেই অনুপমার মাকে ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে দেখা যায়। অনুপমাকে ঐরূপ দূরের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনিও এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর)

মা : কি রে ! তুই এখনো এখানে ?

অনুপমা : (একটুও না নড়িয়া) এই যাই মা—

মা : 'এই যাই মা' কিরে ! ওদের আসবার সময় হয়ে এল ! গা-টা ধুয়ে আয়—চুল-টুল বেঁধে দিই ! সাজাতে হবে না ? শুনলাম বর

নাকি নিজে আসবে। আর শোন্—কাপড় আমি ঠিক করে রেখেছি—আমার বিয়ের বেনারসীটা পরবি। ওটার পয়ও আছে, আর পরলে তোকে দেখায় ভাল! (অনুপমা কিন্তু একই-ভাবে দূরের দিকে চাহিয়া আছে। ইতিমধ্যে অনুপমার বাবাও অফিস হইতে ফিরিয়া ভিতর হইতে বাহিরের দাওয়ায় আসিবার দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন। স্ত্রীর শেষের কথাগুলি তাঁহার কানে গিয়াছিল)।

বাবা : কিন্তু আমি বলছিলাম কি—মানে—হালফ্যাসানের কিছু···মানে পাত্র নিজে আসবে শুনলাম—

মা : দেখ, এসব ব্যাপারে তুমি একেবারেই কথা বলবে না! কাপড় চোপড়ের তুমি কিছু বোঝ? ফ্যাসান কাকে বলে জান? নিজের ফতুয়াটা উল্‌টো পরেছ কি সোজা পরেছ—সে হুঁশ তোমার থাকে! উঃ—'পাত্র নিজে আসবে শুনলাম!' শুনলে! (ততক্ষণে অনুর বাবা সরিয়া গিয়াছেন তাঁহার গমনপথের দিকে দেখিতে দেখিতে) পাত্র নিজে আসবে তো হয়েছেটা কি! তার কথা তো কথা নয়! কথা তো যা বলবার—বলবে ঐ কাকা! (অনুপমাকে) বুঝলি অনু, কাকা নাকি শুনলাম পুরনো চালের লোক—ঠাকুরপো বললে, একেবারে নাকি মহাদেবের মত—(অনুপমাকে কিছুটা অন্যমনস্ক বলিয়া মনে হইতে) অনু—তোর কি হয়েছে বল্ তো?

অনুপমা : কই? কিছু তো হয়নি মা।

মা : তোর কি এ বিয়েতে মত নেই অনু।

অনুপমা : (এতক্ষণে বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে বর্তমানে ফিরিয়া আসে) আমি কি একবারও সে কথা বলেছি মা?

মা : তবে এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলি?

অনুপমা : কিছু তো নয়—এমনি।

মা : দেখ্‌ অনু—আমি তোকে পেটে ধরেছি, তুই ন'স! কি ভাবছিলি, সত্যি করে বল্ তো?

অনুপমা : এমনি মা—

মা : হোক এমনি—তুই বল্ তো—

অনুপমা : সেই যখন কলেজে পড়তাম—তখনকার কথা।

মা : (অবিশ্বাসের সুরে) কি জানি মা ! আজ তোকে দেখতে আসছে··· আর তুমি কিনা পাঁচবছর আগের কলেজের কথা ভাবছিলে—!

অনুপমা : দেখতে তো এর আগেও এসেছে মা।

মা : কি জানি মা ! আমাদের তো যতবার আসত, ততবারই বুক দুরদুর করত !

অনুপমা : (এবার অনুপমাই যেন মাকে ভিতরের দিকে লইয়া যাইতেছে) এর বেলা বুঝি দেরী হয়ে যাচ্ছে না মা ! এর বেলা বুঝি তারা এসে পড়বে না।

মা : (অনুপমার সঙ্গে ভিতরের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া) অনু—সত্যি তোর যদি কোন—

অনুপমা : তুমি কি পাগল হলে মা। আমি সত্যিই কলেজের দিনগুলোর কথা ভাবছিলাম।

মা : সত্যি ?

অনুপমা : সত্যি মা।

[দুইজনে ভিতরের দিকে চলিয়া যায়। ওই অংশ অন্ধকার হয়।]

পট : কলেজ লন্

গল্প : অতীত দিনের স্মৃতি

[যেদিকে অনুপমাদের বাড়ি, মধ্যবিত্তের কলকাতার কেবল মাত্র সেই দিকটি, অর্থাৎ দক্ষিণ পার্শ্ব আলোকিত করিয়া আলো আসিয়া পড়িয়াছে মধ্যস্থলের ঐ বেদীটির উপর। বাকি মঞ্চ অন্ধকার। শহর কলকাতার পটের আলোকিত অংশের দিক হইতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বেদীর দিকে আসিতে দেখা যায়। সকলেই যে বেদীর দিকে আসিতেছে, তাহা নয়। কেহ কেহ আবার অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়াও যাইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয়ের দুইটি অভ্যাস আছে। অন্যের কথা শুনিবার সময় একজন দাঁতে নখ কাটে, অন্যজন দেহের কোন অংশে আঙুল ঘষিয়া গায়ের ময়লা তুলিয়া, প্রায় চোখের

সামনে আনিয়া দুই আঙুলে রগড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। দুইজনেরই, এই অভ্যাসের অনুসরণে, বিরাম প্রায় নাই বলিলেই চলে। দাঁতে নখ কাটার অভ্যাস প্রথমের, গা-ঘষার অভ্যাস দ্বিতীয়ের।]

প্রথম : ও তুমি পিকাসোই বল, আর মাতিস্ই বল—আমি ওতে নেই।

দ্বিতীয় : তার মানে ? তুই তো হেড্ অব্ এ ফন্ দেখলি—

প্রথম : হ্যাঁ দেখলাম—কিন্তু মাথাটিকে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

দ্বিতীয় : সে কি রে ! তোকে যে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

প্রথম : কিন্তু যেটিকে দেখালে, সেটিকে আমার মাথা বলে মনে হল না।

আরেকজন : (পিছন হইতে আসিয়া) শুনেছিস ? পল্টু দাস আজ মাঠে নামছে না —

দ্বিতীয় : কে পল্টু দাস ?

আরেকজন : (তাচ্ছিল্যের সহিত) হুঁ ! (অন্যদিক দিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হয়)।

দ্বিতীয় : কোথায় চললি ? মিটিঙে থাকবি না ?

আরেকজন : মিটিঙ। বলে—শীল্ডের সেমিফাইনাল—(বাহির হইয়া যায়)।

দ্বিতীয় : (প্রথমকে) পল্টু দাস কে রে ? (আঙুলের ময়লাটা ফেলিয়া দেয়)।

প্রথম : (সমানে দাঁতে নখ কাটিয়া চলিয়াছে) মোহনবাগানের হাফ-ব্যাক্—

দ্বিতীয় : ও—মানে আই এফ এ শীল্ড্ ?

প্রথম : হ্যাঁ—(দুইজনেই বেদীর উপর বসে)।

দ্বিতীয় : যাকগে মরুকগে ! তোর তাহলে ছবিটা সত্যিই ভাল লাগেনি ?

প্রথম : কোন্টা ? হেড অব এ ফন্ ?

দ্বিতীয় : না না হেড অব এ ফন্ নয়। তার উলটো দিকে যেটা ছিল—

প্রথম : কি করে লাগবে বল্ ? একটা হিজিবিজির মধ্যে চেহারা যেটা ছিল, সেটা ঠিক উটের মত। ভাবলাম—মরুভূমি-টরুভূমি হবে। ওমা ! চোখ নামিয়ে দেখি—নাম লেখা রয়েছে ইটার্নাল্ উওম্যান !

দ্বিতীয় : আরে ঐ ভাবে দেখছিস কেন ? ঠিক সেন্স্‌টা নিয়ে দেখ—

প্রথম : আমার ও সেন্সে দরকার নেই ভাই। বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যালেণ্ডারের ছবিই আমার ভাল ।

দ্বিতীয় : তুই না—

[রাগিয়া গিয়া অন্যদিকে ফিরিয়া এক হাতের আঙুল দিয়া অন্য হাতের কব্‌জি ঘষিয়া ময়লা তুলিতে থাকে। প্রথমজনের দাঁতে নখ-কাটার বিরাম নাই। পিছন দিক হইতে আরও তিনজনকে আসিতে দেখা যায়]

তৃতীয় : কি রকম দিলুম মাইরি লিলিকে ?

চতুর্থ : ফণি সরকার যদি ধরতে পারত না ?—একেবারে বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছেড়ে দিত !

পঞ্চম : কি হয়েছিল রে ?

তৃতীয় : "লিলির প্রতীক্ষা" রিলিজ করেছে—তাই থেকে ফণি সরকারের ক্লাসে—

পঞ্চম : কে আরম্ভ করলে ?

তৃতীয় : আমি।

পঞ্চম : একেবারে ডায়লগ তো ?

তৃতীয় : একেবারে। (ভারী গলায়, যেন অন্য কাহারও কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিতেছে) লিলি, আমি তো তোমার গয়না নিতে পারব না—

চতুর্থ : সঙ্গে সঙ্গে আমি—(মেয়েলি গলায়) কেন পারবে না সুপ্রিয়—আমি যে তোমারই—

পঞ্চম : লিলি মুখ ফেরায়নি ?

তৃতীয় : আড়চোখে সে কটমট করে দেখার ঘটা কি ! গলার স্বরটা এমন বদলেছিলাম না—ধরতেই পারলে না !

পঞ্চম : বেশ হয়েছে ! মেয়েটার বড্ড ডাঁট ! (অন্যদিক দিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হয়)।

চতুর্থ : চললি কোথায় ? মিটিঙে থাকবি না ?

পঞ্চম : না ভাই ! আমার ছ'টার শোয়ে টিকিট কাটা আছে। (প্রস্থান

পথের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) মিটিঙে গানের দিকটায় জোর দিবি—বুঝলি ! ও জ্ঞান বিতরণ অনেক হয়েছে বাবা—এখন স্রেফ—(সুরে) যে চাঁদ উঠেছিল আকাশে—(বাহির হইয়া যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ বেদীর নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। চতুর্থ গুন গুন করিয়া 'যে চাঁদ উঠেছিল আকাশে'র সুর ভাঁজে)।

তৃতীয় : কি রে ! এ রকম উচুকুস্তর মত ছুটোতে বসে ? আবার বুঝি সেই কুকুরের ঝগড়া হয়েছে ?

দ্বিতীয় : তুই 'ইটারনাল উওম্যান' ছবিটা দেখেছিলি এগজিবিশনে ?

তৃতীয় : নিশ্চয়।

দ্বিতীয় : ভাল লাগেনি ?

তৃতীয় : আমাদের নিজেদের মধ্যে তো ? বোগাস।

দ্বিতীয় : তার মানে ? জানিস—পারীর কাফেতে কাফেতে ওর নাম। মাত্র বাইশ বছর বয়স। পরে কি হবে বুঝতে পারছিস ? (ঘাড়ে আঙুল ঘষিতে থাকে)।

চতুর্থ : ও পরে কি হবে বলতে পারি না। তবে ছবির নাম যখন 'ইটারনাল উওম্যান', তখন ছবিতে একটা মেয়েছেলে তো চাই।

তৃতীয় : নিশ্চয় ! সলিড মেয়েছেলে—যাকে ছুটো হাতের মধ্যে পাওয়া যাবে—

প্রথম : আমি তো সেই কথাই বলছিলাম। ওর চেয়ে আমার বেঙ্গল কেমি-ক্যালের ক্যালেণ্ডারের ছবি ভাল—(দাঁতে নখ কাটিয়া চলিয়াছে)

চতুর্থ : নিশ্চয় ! তাকে নিয়ে অন্তত রাত্তিরে স্বপ্ন দেখা যায়।

[হীরেশ সেনকে আসিতে দেখা যায়। একটু পিছনে অনুপমা ও অন্য দু-একটি ছাত্রী। নিজেদের মধ্যে কথা কহিতে কহিতে হীরেশ সেন ও অনুপমারা বেদীর নিকট চলিয়া আসে। বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যালেণ্ডারের ছবির উপর স্বপ্ন দেখার কথাটা হীরেশের কানে যায়]

হীরেশ : কিন্তু স্বপ্ন-দেখাটাই কি ছবি দেখার সব ?

প্রথম : কেন নয় বলুন ? (দাঁতে নখ কাটিতে কাটিতে) সারাদিনের ক্লান্তির পর ঘুমটা তো মিষ্টি হতে পারে।

একজন ছাত্রী : নিশ্চয়! আর্টের সার্থকতাই তো সেখানে। বিশ্রামের মানুষকে অবসরের আনন্দ দেওয়া।

হীরেশ : ওখানে কিন্তু আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের একটু তফাৎ হ্ল।

ছাত্রী : কোথায় বলুন ?

হীরেশ : আর্টের আসল সার্থকতা বোধহয়—কাজের মানুষকে কাজের প্রেরণা দেওয়া।

প্রথম : 'ইটারনাল উওম্যান' কি আপনাকে তাই দিয়েছে ? (দাঁতে নখ কাটে)।

হীরেশ : দিয়েছে বলেই ছবিটা আমার অত ভাল লেগেছে।

দ্বিতীয় : (আঙুলে গায়ের ময়লা ঘষিতে ঘষিতে) দেখলি—আমি বলেছিলাম ছবি দেখার চোখ থাকা চাই।

প্রথম : দাঁড়া অত ব্যস্ত হ'স নি। আমি একটু বাজিয়ে নিই। আচ্ছা কি করে প্রেরিত হলেন বলুন তো ? ছবির নাম যখন 'ইটারনাল উওম্যান', তখন একটি উওম্যানতো তার মধ্যে থাকা চাই ? আর উওম্যান মানে যে (মেয়েদের দেখাইয়া) এঁরা—সেটা নিশ্চয় জানেন ?

হীরেশ : জানি বইকি ! আর সেই চিরন্তন এঁদের একজনকে খুঁজে পেয়েছি বলেই ছবিটি অত ভাল লেগেছে।

দ্বিতীয় : (আঙুল দিয়া ঘাড় ঘষিতে ঘষিতে) দেখলি—আমি গোড়াতেই বলেছিলাম।

প্রথম : (উত্তেজিত অবস্থায় দাঁতে নখ কাটিতে কাটিতে) তুই কিচ্ছু বলিসনি ! (হীরেশকে) আমাদের একটু বলুন না—আমরাও না হয় খুঁজে দেখব—

হীরেশ : কেন ? চিরকালের নারীই শিল্পীর কাছে সৌন্দর্যের প্রতীক। এই প্রতীকটিকেই তিনি তাঁর ক্যানভাসের ওপর ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় : আমিও তো তাই—

চতুর্থ : বাজে কথা না বলে শুনে নে। অন্য জায়গায় বলতে পারবি।

প্রথম : (ধমক দিয়া) আঃ চুপ করবি ! (হীরেশকে) হ্যাঁ তারপর ?

হীরেশ : তিনি হয়ত শুধু সামনেটাই আঁকতে পারতেন। তাতে হয়ত সুন্দর একটি মেয়ের ছবি হ'ত—

প্রথম : (হাতে আর নখ বোধহয় নাই। সুতরাং নাক খুঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে। নাক খুঁটিতে খুঁটিতে) হ্যাঁ—তলায় লিখে দিতেন—ইটারনাল উওম্যান—

চতুর্থ : আর আমরাও দেখে চক্ষু সার্থক করতে পারতাম।

হীরেশ : হ্যাঁ। কিন্তু সে শুধু ঐ সামনেটা। পেছন দিকের ছন্দময় অনুপাত আসত না। এপাশ ওপাশটা না-দেখাই রয়ে যেত।

প্রথম : সেটুকু না হয় ভেবে নিতাম।

হীরেশ : সে ভাবনাটা শিল্পীর ভাবনার সঙ্গে নাও মিলতে পারত।

চতুর্থ : তাই নাকি! তা হলে তো ছবিটা আর একবার দেখতে হচ্ছে—

হীরেশ : দেখবেন—দেখতে পান কিনা। আমি তো পেয়েছি। শিল্পীর সৌন্দর্যের প্রতীক তার সমস্ত দিকের ছন্দময় অনুপাত নিয়ে সারা ক্যান্‌ভাস জুড়ে ফুটে উঠছে। তাই ও ছবিতে রেখার মধ্যে রূপবতী আটকে নেই। সমস্ত ক্যান্‌ভাসটাই যেন সুন্দর একটি মাধুরীকে আয়ত্ত করে নিয়েছে।

দ্বিতীয় : (ঘাড় ঘষিতে ঘষিতে হতভম্বের ন্যায়) তাই বুঝি?

প্রথম : (নাক খুঁটিতে খুঁটিতে, দ্বিতীয়কে) এই তুই ছবিটা কিচ্ছু বুঝতে পারিসিনি! আমাকে কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলি।

দ্বিতীয় : মোটেই নয়! আমি যা বলেছি তা তুই—

প্রথম : বল্, কি বলেছিলি বল্—

দ্বিতীয় : মিলোর ভেনাস—কি পিকাসোর—

প্রথম : থাক—আর বলতে হবে না—

চতুর্থ : হ্যাঁ দেখ, ওটা না হয় পরে বলিস। এখন কাজের কথাটা সেরে নে! আমার হাতে বিশেষ সময় নেই—

দ্বিতীয় : (হাতের তালু হইতে ময়লা তুলিতে তুলিতে) না মানে, সামনের সোশ্যালের একটা প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে তো—

চতুর্থ : ওর আর ঠিক করা-করির কি আছে? ঠিক তো হয়েই আছে।

দ্বিতীয় : তা হলেও একটা মিটিঙ্ বলে কথা। তিন-চারজন তো আসেই নি।

চতুর্থ : ওরে বাবা—তারা সব ডিটো মেরে গেছে। খাড়া যে একটা করেছি, তা সবায়ের মতামত নিয়েই করেছি।

দ্বিতীয় : কি শুনি ?

চতুর্থ : খেয়াল আর ঠুংরীতে আনোয়ার খাঁ, তবলায় সাগীর চৌধুরী। সেতারে অনিলমাধব, আর বাকি আটটি প্লে-ব্যাক্ গাইয়ে—মানে চাঁদ, যদি আকাশে, আর সঙ্গে আমাদের সতীনাথের একাঙ্কিকা অ্যালং উইথ কেতা রায় সান্নু চাটুজ্যের কমিক—আর পান-তামাক খাবার মাঝে মাঝে বক্তৃতা। কেমন হল ?

একজন ছাত্রী : চমৎকার।

চতুর্থ : আর স্থভ্‌নিরের ওপর কি থাকছে জানেন ?

ছাত্রী : কি ?

চতুর্থ : পিকাসো-টাইপের ইটারনাল উওম্যান্।

অনুপমা : আর একটু হলে কিন্তু বেশ হ'ত।

প্রথম : (নাক খুঁটিতেছিল। নূতন কিছু হইবে মনে করিয়া, উৎসাহের সহিত) কি বলুন তো ?

অনুপমা : সবাই মিলে সিনেমা হল রিজার্ভ করে একটা হিন্দী ছবি দেখে আসা।

চতুর্থ : আজ্ঞে প্রস্তাবটা আমি করেছিলাম, কিন্তু অ্যাক্‌সেপটেড হয়নি।

প্রথম : হলে কিন্তু চমৎকার হ'ত।

দ্বিতীয় : যাকগে, ওসব বাজে কথা থাক ! ঐ একাঙ্কিকাটা কেন ?

চতুর্থ : ওটি না হলে সামনের ইলেক্‌শনে ভোট পাবে না ! ওরা মেজরিটি, আর ঐ মেজরিটির নেতা সতীনাথ !

দ্বিতীয় : (দুই আঙুলের মধ্যে গায়ের ময়লা লইয়া) কিন্তু ছাত্র বলে একটা কথা ! সংস্কৃতি বলে একটা জিনিস !

ছাত্রী : হ্যাঁ, একটা তর্ক-সভা, কি একটা আলোচনাচক্র—

প্রথম : (নাক খুঁটিতে খুঁটিতে) গান-টান হয়ে গেলে আপনারা বসে

বসে করবেন, আমরা কেউ থাকছি না—

দ্বিতীয় : (জামার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া পিঠের উপর হাত ঘষিতে ঘষিতে, হীরেশকে) আপনি কি বলেন ?

হীরেশ : (মুখ-চোখ গম্ভীর। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে) আমি অনেকক্ষণ থেকেই একটা কথা বলব বলে মনে করছি। আমার মনে হয় আপনারা—(অনুপমা হঠাৎ হাসিয়া উঠে। হীরেশ থামিয়া যায়। সকলেই অনুপমার মুখের দিকে তাকায়)।

চতুর্থ : যাকগে ভাই আমি চললাম। আমার আর সময় নেই। তোরা আসবি ?

প্রথম : (উঠিয়া) চল—

দ্বিতীয় : (উঠিয়া, হীরেশকে দেখাইয়া) কিন্তু ওঁর কথাটা—

ছাত্রী : হ্যাঁ—উনি যেন কি একটা বলছিলেন—

চতুর্থ : কাল শুনব'খন। কি বলেন ?

হীরেশ : কখন শুনবেন বলুন ?

চতুর্থ : খুব দরকারী কথা বুঝি ?

হীরেশ : হ্যাঁ। একটু দরকারী।

চতুর্থ : তা হলে আর শোনা হল না। আমার আবার দরকারী কথা ধাতে সয় না। (বাম দিকের প্রস্থান পথে অগ্রসর হয়)।

দ্বিতীয় : আমি কিন্তু শুনব—(গা ঘষিতে থাকে)।

প্রথম : (নাক খুঁটিতে খুঁটিতে) আমিও—

হীরেশ : আপনাদেরই বিশেষ করে শোনা দরকার।

দ্বিতীয় : (হতভম্বের ন্যায়) ও—তাই বুঝি !

প্রথম : (সেও একটু হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিজেকে আয়ত্তে আনিয়া) বেশ—কাল তাহলে ম্যাথসের পর—

[দ্বিতীয়কে আর কোন কথা বলিবার সুযোগ দেয় না। তাহাকে লইয়া অন্য ছাত্রীদের সহিত প্রস্থান পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়। অনুপমা ও হীরেশ ঐখানেই রহিয়া যায়। সকলে প্রায় বাহির হইয়া যাইবে এমন সময়—]

ছাত্রী : একটু যেন—

চতুর্থ : বুঝলেন না—ঢিলে ঢিলে—

দ্বিতীয় : কি বল তো ?

প্রথম : স্ক্রু—(সকলে বাহির হইয়া যায়। অনুপমা আবার হাসিয়া উঠে)।

হীরেশ : হঠাৎ হাসছেন যে ?

অনুপমা : সেদিন স্টেশনের কথা ভেবে।

হীরেশ : স্টেশনের কথা ?

অনুপমা : ঐ যে—সেই পানের পিক ফেলা—

হীরেশ : ও! (হাসিতে হাসিতে) ওটা কিন্তু অন্যায়।

অনুপমা : (হাসিতে হাসিতে) ঐ ভাবে কিন্তু কোন দিন কাউকে বলতে শুনি নি।

হীরেশ : না-বলাটা কিন্তু কিছু নয়। আপনার বাড়ি নোংরা করলে আপনি বলবেন না ?

অনুপমা ঃ (একটু যেন বিস্মিত হইয়া) না—তা বলব—তবে সেটা আর এটা—

হীরেশ : (একটু হাসিয়া) আমার কাছে কিন্তু খুব একটা কিছু বলে মনে হয়।

অনুপমা : কিন্তু অত ছোটখাট অন্যায়···?

হীরেশ : আমার কিন্তু কি মনে হয় জানেন ?

অনুপমা : কি বলুন তো ?

হীরেশ : অন্যায় বোধ হয় খাট-মাপের হয় না যেমন ধরুন আজ···

অনুপমা : (হাসিয়া ফেলিয়া) আজও কিন্তু আমি হেসে ফেলতাম।

হীরেশ : কখন বলুন তো ?

অনুপমা : ঐ যে—আপনি ওদের একটা দরকারী কথা বলতে চাইলেন।

হীরেশ : (হাসিয়া) তাতেই আপনার হাসি পেয়ে গেল ? কথাটা না জেনেই ?

অনুপমা : (মৃদু হাসিতে হাসিতে) বোধ হয় জানতাম।

হীরেশ : (বিস্মিত হইয়া) কি বলুন তো ?

অনুপমা : (প্রস্থান পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে থামিয়া গিয়া অল্প একটু পিছনে আসা হীরেশের দিকে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে) আমার যেন মনে হল, আপনি বলবেন—সংস্কৃতি করতে গেলে অভ্যেসগুলো সংস্কৃত করা দরকার !

হীরেশ : (বিস্মিত হইয়া) আশ্চর্য ! আমি কিন্তু ঠিক ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম।

অনুপমা : দেখলেন ? কেমন ধরেছি !

হীরেশ : ওখানেও কিন্তু বলাটাই ঠিক। গা ঘষে আঙুলে গায়ের ময়লা ঘঁাটার সঙ্গে সংস্কৃতির পারিচ্ছন্ন চেহারাটা ঠিক মেলে না।

অনুপমা : ওদের কিন্তু মেলে। কেমন মিলিয়ে দিলে বলুন তো ? মার্গ-সঙ্গীতের সঙ্গে প্লে-ব্যাক্ গান—ইটারনাল উওম্যানের সঙ্গে মেজরিটির ভোটে জেতা সতীনাথের একাঙ্কিকা।

হীরেশ : আপনাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আমার ভারী আশ্চর্য বলে মনে হয়।

অনুপমা : (ও কথার মধ্যে না যাইয়া) আচ্ছা—এইভাবে যে যেখানে সেখানে লোকের মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলেন—আপনার কি বড় হবার ইচ্ছে নেই ? আপনার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই ?

হীরেশ : (মুখে হাসি) হ্যা—আকাঙ্ক্ষা একটা আছে, তবে সেটা উচ্চ নয়।

অনুপমা : মানে ?

হীরেশ : মানে ধরুন—গ্রামের পোস্ট-মাস্টাব।

অনুপমা : (হাসিতে হাসিতে) এত সব থাকতে, শেষে কিনা পোস্ট-মাস্টার ! কিন্তু কেন ?

হীরেশ : কেন ? ধরুন যদি বলি—ছোট পরিবেশের মধ্যে আমার এই ছোট জীবনটা পরিচ্ছন্নভাবে কাটিয়ে দিতে পারব বলে।

অনুপমা : ব্যস ! আর কিছু নয় ?

হীরেশ : (চোখে-মুখে মহৎ ভবিষ্যতের আভাস) হ্যা—আরও সামান্য কিছু। ছোট গ্রাম, সেখানে আমারই মত ছোট ছোট লোক। আমি

সেখানকার কম-মাইনের মাস্টারবাবু। দিনে কাজ, আর কাজের শেষে, কাজের ফাঁকে, গ্রামের সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা—সকলের সঙ্গে মিলে দেশকে চেনা—দেশকে জানা।

অনুপমা : (বিস্মিত দৃষ্টিতে হীরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া) মাঝে মাঝে আপনাকে আমার খুব মজার লোক বলে মনে হয়। (প্রস্থান পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়)।

হীরেশ : (পাশাপাশি আসিতে আসিতে) যাক ভরসা পেলাম।

অনুপমা : কেন বলুন তো!

হীরেশ : একেবারে খারাপ লাগলে মিথ্যেই হয়ে যেতাম। মজা যখন লাগছে, তখন হয়ত একটু সত্যি। (অনুপমা হাসিয়া উঠে। হীরেশের মুখে মৃদুহাসির রেশ। দুই জনেই বাহির হইয়া যায়)।

[শূন্যমঞ্চ। সম্পূর্ণ না হইলেও প্রায় অন্ধকার নামিয়া আসে। সেই আলো-আঁধারির মধ্যে অনুপমার কণ্ঠস্বর। উত্তরে হীরেশের কণ্ঠস্বর।]

অনুপমা : (কণ্ঠস্বর) আপনাকেও কিন্তু মাঝে মাঝে আমার ভারী আশ্চর্য বলে মনে হয়। মনে হয় যেন অন্য এক জায়গায় চলে গেছেন।

হীরেশ : (হাসি হাসি কণ্ঠস্বর) কোথায় বলুন তো?

অনুপমা : (কণ্ঠস্বর) ঠিক বলতে পারব না। অন্য এক স্তরে, আর এক মাত্রায়।

[কণ্ঠস্বর মিলাইয়া যায়। অন্ধকার নামিয়া আসে।]

পট ঃ অনুপমাদের বাড়ী
গল্প ঃ ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে

[আবার আলো আসিয়া পড়ে। মাঝখানের গোল বেদীটিকে লইয়া অনুপমাদের বাড়ির ভিতরের দিক আলোকিত হইয়া উঠে। একজন ভৃত্য বাড়ির ভিতর হইতে ছ'টি অল্প উঁচু বসিবার আসন আনিয়া বেদীর পিছন দিকে অর্ধবৃত্তাকারে সাজাইয়া দেয়। একটি কারুকাজ-করা আচ্ছাদনী দিয়া বেদীটিকে ঢাকিয়া দেয়। বাড়ির ভিতর হইতে

অনুপমার মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—বন্ধু···। ভৃত্য 'যাই মা' বলিয়া ভিতরে চলিয়া যায়। বাড়ির বাম পার্শ্ব হইতে শশীকাকার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—আসুন···আসুন···যেন কাহাকেও অভ্যর্থনা করিতেছেন। অপর পক্ষের একজনকে বলিতে শোনা যায় 'আমাদের বোধহয় একটু দেরীই হয়ে গেল।' প্রথমে শশীকাকাকে আসিতে দেখা যায়।]

শশী : না না, দেরী তো হয়নি। (শশীকাকার পিছন পিছন পাত্রের কাকা যামিনীরঞ্জন, তাঁর বন্ধু বিজয়ভূষণ, গৃহ-পুরোহিত, পাত্র উমাশঙ্কর ও সবশেষে অনুপমার বাবা)।

বিজয় : দেরী অমনি হলেই হল! দেরী হবার জো কি!

যামিনী : না না, একটু বোধ হয়···

বিজয় : (বাধা দিয়া) উঁহু! তোমার দেরী হওয়ার মানে তো অন্য ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়া।

যামিনী : মানে?

বিজয় : জীবনভোর পোষ্ট আপিসে কাজ করে 'জি পি ও'র ঘড়িটি হয়ে রিটায়ার করেছ—সে হুঁশ আছে?

যামিনী : (একটু হাসিয়া) তা যা বলেছ। সময় রাখাটাও যেন একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। (প্রত্যেকের কথায় শশীকাকার মুখে সমর্থনসূচক হাসি, ও অনুর বাবার মুখে বোকা বোকা হাসি। শশী আসন দেখাইয়া দিলে সকলে আসন গ্রহণ করেন)।

যামিনী : (পুরোহিতকে) ঠাকুরমশাই কি বলেন?

পুরোহিত : (এক মনে ট্যাক-ঘড়ি দেখিতেছিলেন। আসন গ্রহণ করিতে করিতে) আজ্ঞে না। প্রশস্ত কালের পাঁচ মিনিট তের সেকেণ্ড আগে এসে পৌঁচেছি।

যামিনী : তাহলে শশীবাবু—মা লক্ষ্মীকে তো ঐ সময়ের মধ্যেই নিয়ে আসতে হয়।

শশী : আজ্ঞে এক্ষুণি নিয়ে আসছি। কিন্তু তার আগে একটু···

যামিনী : না না, আগে মা লক্ষ্মীকে দেখি। কি বল বিজয়?

বিজয় : নিশ্চয় ! মা লক্ষ্মীও আমাদের দেখুন—আমাদের প্রতি প্রসন্ন হ'ন।

পুরোহিত : নিশ্চয়—আগে প্রসন্ন হ'ন।

যামিনী : তারপর ও তো রইলই। সম্পর্ক একটা হলে তো রোজই আসছি। আপনি আগে মাকে নিয়ে আসুন।

শশী : দাদা—তুমি তা হলে এখানে থাক—আমি অনুকে নিয়ে আসি (প্রস্থান)।

বিজয় : হ্যাঁ হে যামিনী—হরিহর তোমার ওখানে গিয়েছিল নাকি ?

যামিনী : হরিহর ? সে তো পাটনায়—

বিজয় : রিটায়ার হয়ে গেছে তো—

যামিনী : রিটায়ার হয়ে গেছে ? কিন্তু তার তো আর এক বছর আছে জানতাম।

বিজয় : না না—আবার বছর কোথায় ? আমাদের ঠিক এক বছর বাদে চাকরি পেল। মনে নেই ?

যামিনী : হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক বলেছ। তা উঠেছে কোথায় ?

বিজয় : কেন ? ভবানীপুরে ওর নিজের বাড়িতে। আমার কাছ থেকে তোমার ঠিকানা নিয়েছে। রোববার নাগাদ নিশ্চয় যাবে।

যামিনী : তা বেশ !

বিজয় : না মানে—একটু ব্যাপারও আছে।

যামিনী : কি বল তো ?

বিজয় ঃ ওর তো চার ছেলে, আর এক মেয়ে। মেয়েটি গেল বছর পাটনা থেকে বি এ পাস করেছে। তা বছর কুড়ি হবে। আর হরি তোমাদের পাল্টা ঘরও বটে।

যামিনী : ও হো বুঝেছি ! তা কার সঙ্গে ?

বিজয় : কেন ? তোমার বড় ছেলে গিরির সঙ্গে।

যামিনী : হ্যাঁ—গিরির বিয়েটা দিয়ে দেব ঠিক করেছি। শ'চারেক টাকা আন্দাজ পাচ্ছে—বয়সও আটাশ হল। এবার একটু গুছিয়ে দেওয়া দরকার। কি বলেন ঠাকুরমশাই ?

পুরোহিত : আজ্ঞে নিশ্চয়—সে কথা আর বলতে ! তার ওপর ছেলের মত ছেলে ! গুছিয়ে না দিলে যে পাপ হবে। তবে একটু বিবেচনা করে করবেন। মা-হারা ছেলে। এখন বাপই বলুন আর মা-ই বলুন—সবই তো আপনি।

যামনী : নিশ্চয়। কত বড় দায়িত্ব। গিন্নি যখন চলে গেলেন—

বিজয় : (উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া) না না সে তো বটেই ! তবে হরিহরেরও বিবেচনা আছে। আমাদেরই বাল্যবন্ধু তো। সেও একটা বিবেচনা করবে বলছিল।

যামিনী : তাই নাকি।

বিজয় : নিশ্চয়। তা ধর—গয়নায়-নগদে প্রায় হাজার পনের টাকা !

যামিনী : তবে আজকাল আবার পণ নয়—

বিজয় : আরে সে জানি ! পণ কেন হবে ? উপহার।

যামিনী : তা হলে ঐটে আঠারো করতে বল। আর কোন কথা থাকে না। কি বলেন ঠাকুরমশাই ?

পুরোহিত : আজ্ঞে হ্যাঁ—তা হলে আর কোন কথা থাকে না। আর তাছাড়া পণের সংখ্যাটিও ভাল নয়। সংখ্যা-দোষ ঘটতে পারে।

বিজয় : আচ্ছা আচ্ছা—সে হবে'খন। যখন এক কথায় পনের উঠেছে—তখন তুমি বাল্যবন্ধু, তোমার কথায় আর তিন বেশী উঠবে এ আর এমন বেশী কথা কি ? তবে ভাই একটা কথা। মেয়ের রঙটি উজ্জ্বল শ্যাম, আর সামনের দাঁত দুটি একটু উঁচু।

পুরোহিত : একটু উঁচু তো ?

বিজয় : হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?

পুরোহিত : না মানে বেশী নয় তো ?

বিজয় : না—মানে সামান্য একটু উঁচু। (দুই আঙুলের সাহায্যে সামান্য একটু উঁচু'র পরিমাপ দেখাইয়া) এই এতটুকু উঁচু।

পুরোহিত : (নিজেও দুই আঙুলের সাহায্যে দেখাইয়া) এই এতটুকু তো ? তা হলেই হবে।

যামিনী : কেন বলুন তো ?

পুরোহিত : সামান্য দাঁত উঁচু মেয়ে বড় সুলক্ষণা। (পুনরায় দুই আঙুলের সাহায্যে দেখাইয়া) তবে ওই অতটুকু—বেশী নয়।

যামিনী : ওর-ও পরিমাপ আছে বুঝি ?

পুরোহিত : নিশ্চয়, শাস্ত্রে কিসের পরিমাপ নেই বলুন !

বিজয় : তা হলে কথা নেই···তবে—আঠারোটার কথা ভাই তুমিই বলো। বাল্যবন্ধু লোক বুঝতেই তো পারছ।

বিজয় : আরে বললাম তো হবে। পনের যখন উঠেছে, তখন বাল্যবন্ধু লোক, আঠারোয় উঠতে আর কতক্ষণ !

অনুপমার বাবা : (ভয়ে ভয়ে) আজ্ঞে মানে···

যামিনী : কিছু বলছেন ?

বাবা : না···মানে বলছিলাম···আমার মেয়ের সামনের দাঁত কিন্তু উঁচু নয়।

যামিনী : মানে ? সামনের দাঁত···?

বিজয় : (বুঝিয়া) ও বিলক্ষণ বিলক্ষণ। আমরা অন্য লক্ষণ মিলিয়ে নেব।

পুরোহিত : নিশ্চয়ই ! সুলক্ষণ কি একটি ! চৌষট্টিটি সুলক্ষণ আছে।

[শশীকাকার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—এস মা এস। বাড়ীর ভিতর হইতে শশীকাকা অনুপমাকে লইয়া আসেন। বেদীর সম্মুখে আসিয়া শশীকাকা অনুপমাকে সামনে রাখিয়া, একটু পিছনে সরিয়া আসেন।]

শশী : সকলকে প্রণাম কর মা। (অনুপমা বেশ নত হইয়া সকলকে নমস্কার করে)।

যামিনী : (বেদীটিকে দেখাইয়া দিয়া) বস মা। (অনুপমা বেদীর উপর উঠিয়া বসে)।

বিজয় : মায়ের আমার উঠে বসাটি কিন্তু ভারী ভাল।

পুরোহিত : হ্যাঁ—বেশ লক্ষণযুক্ত।

যামিনী : কি করে বুঝলেন ?

পুরোহিত : দেখলেন না।—তলায় কাপড়ের ঘের এতটুকু উঠল না। বিপথগামী পাত্রের পক্ষে এ কন্যা অত্যন্ত সুলক্ষণা।

অনুর বাবা : (ভয়ে ভয়ে) পাত্র কি তবে···?

শশী : না না পাত্র কিছু নয়। বুঝলে না—বিপথগামী পাত্রের পক্ষে—
('বিপথগামী' কথাটিতে পাত্র পক্ষের সকলেই একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। শশীকাকার কথায় সে অস্বস্তিটুকু কাটিয়া যায়)।

বিজয় : হ্যাঁ—মানে সে কিছু নয়···কিন্তু বিপথগামী পাত্রের পক্ষে—

যামিনী : হ্যাঁ—মানে বিপথগামী পাত্রের পক্ষে—

পুরোহিত : মানে কন্যার একটা সুলক্ষণ হয়ত আছে। দেখি মা—মুখটি একটু তোল তো—(অনুপমা মুখ তুলিলে—)

যামিনী : কেমন দেখছেন ঠাকুরমশাই ?

পুরোহিত : পাত্রী লজ্জাশীলা, বেপথুমতী—

বিজয় : অর্থাৎ সুলক্ষণা।

পুরোহিত : তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটু উঠে দাঁড়াও তো মা—(অনুপমা উঠিয়া দাঁড়াইলে) বস মা বস। (অনুপমা বসে)।

যামিনী : কি দেখলেন ঠাকুরমশাই ?

পুরোহিত : পাত্রী কল্যাণী, গৃহলক্ষ্মী।

যামিনী : তোমার নাম কি মা ?

অনুপমা : অনুপমা রায়।

বিজয় : কতদূর পড়েছ মা ?

অনুপমা : বি এ পাস করতে পারিনি।

বিজয় : তাতে কি হয়েছে। পাস করাটা সকলের জন্য নয়। তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পার মা ? (অনুপমা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানায়)।

শশী : দাদা, তুমি হার্মোনিয়মটা নিয়ে এস না।

যামিনী : না না—কোন প্রয়োজন নেই। মা যখন বলছেন—

বিজয় : বাংলা উপন্যাস পড় তো মা ? (অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' বলে)।

বিজয় : কোন্ বইটি তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে মা ?

অনুপমা : দর্পচূর্ণ।

বিজয় : বইটি কার লেখা।

অনুপমা : শরৎচন্দ্রের।

যামিনী : তুমি সর্ষে বাটা দিয়ে হাত ভরে পার্শে মাছের ঝাল রাঁধতে পার মা ?

শশী : আজ্ঞে গেরস্ত ঘরের সব রান্নাই রাঁধতে পারে।

যামিনী : বাস বাস—তা হলেই হবে। তা মা খোঁপাটি খুলে দাও—এলো-করা রূপটি একবার দেখি! (অনুপমা চুল এলো করিয়া দিলে) বাঃ!

পুরোহিত : নিশ্চয়—কথায় বলে—রমণীর কেশ শোভা!

যামিনী : মা আমার লম্বায় কত শশীবাবু ?

শশী : আজ্ঞে—পাঁচ তিন।

যামিনী : (পাত্রকে) তুই লম্বায় কত রে উমা ?

উমাশঙ্কর : পাঁচ নয়।

যামিনী : তাহলে শশীবাবু—ঐ ব্যাপারটা ?

শশী : আজ্ঞে কোন্‌টি বলুন ?

যামিনী : না মানে—দাবি দাওয়া আমার এ বিয়েতে কিচ্ছু নেই। তবে বর্ধিষ্ণু ঘর—

পুরোহিত : নিশ্চয় নিশ্চয়—ঘর মর্যাদা বলে একটা কথা!

যামিনী : আর মা-হারা ছেলে। পরে না আবার মনে করে—ফাঁকিতে পড়ল।

শশী : আজ্ঞে যা কথা হয়েছিল—

যামিনী : কি বলুন তো ?

শশী : ঘড়ি-আংটি-বোতাম, অলঙ্কার, রুপোর দান, কাঁসার দান, সামান্য কিছু মর্যাদা—সব মিলিয়ে—

অনুর বাবা : (হঠাৎ কাতর স্বরে) আজ্ঞে ছ'হাজার—

যামিনী : কিন্তু ছ'য়ের কথা তো হয়নি শশীবাবু।

পুরোহিত : না না, ছয় বড় অশুভ সংখ্যা। ওটিকে তো—

যামিনী : সাত করতে হয় শশীবাবু—যা কথা ছিল—

শশী : আজ্ঞে আপনি যখন বলছেন—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি—

যামিনী : (পুরোহিতকে) তা হলে ঠাকুরমশাই—?

পুরোহিত : (ঘড়ি দেখিয়া) নিশ্চয়—আমি সময় দেখে বেরিয়েছি—

যামিনী : তা হলে শশীবাবু—আপনাকে তো আমার বলাই ছিল। পছন্দ যখন হয়েছে—আমরা আশীর্বাদটা সেরে নিতে চাই। সময় আমরা দেখেই বেরিয়েছি—

শশী : (উৎফুল্ল কণ্ঠস্বরে) দাদা শুনছ! বলেছিলাম না, মহাদেবের মত খুড়শ্বশুর—(যামিনীবাবুর মুখে পরম করুণাময়ের হাসি) আজ্ঞে—কথামত সব ঠিক করাই আছে—বৌদি—(বলিয়া দ্রুত ভিতরের দিকে চলিয়া যান)।

[বেদী ও বেদীর চারিপাশ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হইয়া উঠে। যামিনীবাবুদের মুখে হাসি, পাত্রের ও অনুপমার মুখ ভাবলেশহীন। অনুপমার বাবার মুখে হাসির চেষ্টা, পকেটে হাত দিয়া কি যেন খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন]

যামিনী : (অনুপমার বাবাকে) তারপর বেয়াই মশায় ?

অনুর বাবা : (প্রথমটায় বুঝিতে পারেন নাই। মুখে অস্বস্তির হাসি লইয়া কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে)···না···মানে······

যামিনী : ও বেয়াই মশাই···?

অনুর বাবা : (বোধ হয় মনে হয় তাঁহাকেই ডাকা হইতেছে। বুক পকেটে ও পাশ পকেটে হাত দিতে দিতে) আজ্ঞে···না···মানে···? (ততক্ষণে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন)।

বিজয় : কি হল! কিছু হারাল নাকি ?

অনুর বাবা : না···মানে···পাশ পকেটে আপিসের ড্রয়ারের চাবিটা রেখেছিলাম···

যামিনী : আরে বসুন বসুন···ও চাবি-টাবি হবে'খন! আপনার মেয়ের যে বিয়ে—আপনি যে বেয়াই মশাই!

অনুর বাবা : (মুখে অস্বস্তির হাসি লইয়া বসিতে বসিতে) বেয়াই মশাই···? মানে·· ও···সত্যিই তো! আপনি তো এখন বেয়াই মশাই!···তারপর বেয়াই মশাই ?

[ঠিক সেই মুহূর্তে শশীকাকা ও অনেকটা ঘোমটা টানিয়া অনুর মা দুখানি রূপার থালায় আশীর্বাদের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করেন। থালা দুটি অভ্যাগতদের সম্মুখে রাখা হয়। অনুর মা ভিতরে চলিয়া যান। পরমুহূর্তেই শাঁখ হাতে লইয়া তাঁহাকে দরজার কাছে দেখা যায়। প্রথমে পুরোহিত, পরে পাত্রের পিতা বিধিমতে আশীর্বাদ করেন। পুরোহিতের আশীর্বাদ ধানদূর্বা দিয়া, যামিনীবাবুর আশীর্বাদ চারখানি ফুলগিনি দিয়া।]

যামিনী : (আশীর্বাদ করিবার পূর্বে এ পকেট ও পকেটে হাত দিতে দিতে) আঃ গিনি চারখানা কোথায় রাখলাম···ও বিজয়, গিনি চারখানা কোথায় রাখলাম বল তো···?

পুরোহিত : সত্যিই তো ! গিনি চারখানা কোথায় রাখলেন বলুন তো !

বিজয় : দেখ দিকিনি ! যত সব মাথাখারাপের কাজ ! চার-চারখানা গিনি—

যামিনী : পেয়েছি পেয়েছি—

বিজয় ও পুরোহিত : (একসঙ্গে) যাক তবু রক্ষে ! (দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া) দুর্গাশ্রীহরি ! (যামিনীবাবু ফতুয়ার ভিতরের পকেট হইতে গিনি চারখানি বাহির করিয়া আশীর্বাদ করেন। বিজয়বাবু দুটি টাকা ও ধানদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিলেন)।

যামিনী : (অনুর বাবাকে) নিন—এবার আপনি—

অনুর বাবা : (ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।) আমি—মানে—

শশী : না মানে···আশীর্বাদী গহনাটা এখনও···

যামিনী : (বাধা দিয়া) আরে তাতে কি হয়েছে। ওটা পরে পাঠিয়ে দিলেই চলবে···

বিজয় : নিশ্চয় ! তাই বলে কন্যার পিতা আপনি, তার শ্রেষ্ঠ গুরুজন ! আশীর্বাদী গহনাটা হাতের কাছে নেই বলে আশীর্বাদ করবেন না ! এ কখনও হতে পারে।

যামিনী : নিশ্চয় ! এ কখনও হতে পারে ! তবে সঙ্কল্পের গহনাটা ঠিকমত পাঠিয়ে দেবেন—নইলে আবার—(পুরোহিতের দিকে তাকাইলেন)।

পুরোহিত : নইলে আবার আশীর্বাদ ঠিকমত সিদ্ধ হবে না আর আশীর্বাদ থেকেই তো বিয়ের আরম্ভ ! (আশীর্বাদের গহনার কথাবার্তার সময় অনুর মা কয়েক মুহূর্তের জন্য ভিতরে গিয়াছিলেন। এখন ঘোমটা-টানা অবস্থায় আসিয়া পুরাতন ধরনের একছড়া ভারী নেকলেস্ রাখিয়া গেলেন)।

যামিনী : (দৃষ্টি নেকলেসটির দিকে। পুরাতন নেকলেসটি তাঁহার ভারী পছন্দ হইয়াছে) এই তো সমস্যার সমাধান। আপনার হুঁশ না থাকলে কি হয়—ভেতরের হুঁশ ঠিকই আছে। নিন নিন—আরম্ভ করে দিন—

পুরোহিত : (ঘড়ি দেখিতে দেখিতে) ওদিকে আবার শুভক্ষণ চলে যাচ্ছে। (অনুর বাবা অনুকে আশীর্বাদ করেন। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া অনুর মা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করিয়া চলিয়াছেন)।

যামিনী : (আশীর্বাদ শেষ হইলে আর সকলের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি। আপনারা তা হলে কাল—(পুরোহিতকে) ঠাকুরমশাই, এঁদের আশীর্বাদের সময়টা—

পুরোহিত : প্রশস্ত সময়, কাল সকাল ন'টা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট তিন সেকেণ্ড থেকে, দশটা বেজে আটান্ন মিনিট এক সেকেণ্ড পর্যন্ত। আচ্ছা তাহলে—

শশী : আজ্ঞে দয়া করে একটু ভেতরে যেতে হচ্ছে যে—

যামিনী : আবার ভেতরে কেন ? থাক না···

শশী : আজ্ঞে আমরা সামান্য একটু আয়োজন করেছি—

যামিনী : কি বল বিজয় ?

বিজয় : তা একটু ভেতরে যাওয়া যেতে পারে। এখন তো ভেতর মানে বেয়াই বাড়ির ভেতর। কি বলেন ঠাকুরমশাই···?

পুরোহিত : নিশ্চয় নিশ্চয়···কিন্তু আমার আবার ফল-মিষ্টি ছাড়া···

শশী : আজ্ঞে, আপনার জন্যে সেই ব্যবস্থাই করেছি—তা হলে—(ভিতরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন)।

যামিনী : চলুন—

[প্রথমে শশীকাকা, পরে অভ্যাগতেরা—যামিনী, বিজয়, পুরোহিত, পাত্র—এই ক্রমে, সবশেষে অনুর বাবা বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন। বেদীর উপর অনু একা। সকলে ভিতরে চলিয়া গেলে সে উঠিয়া দাঁড়ায়। মুখের অর্ধাংশ দর্শকের দিকে ফেরান। সে মুখ ভাবলেশহীন। অল্প পরেই অনুর মা আসেন। তাঁহার মুখে-চোখে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।]

অনুর মা : হ্যাঁরে—কেমন দেখলি ?

অনু : আমি তো দেখিনি মা !

অনুর মা : না—মানে ওরা কি রকম দেখল ?

অনু : কি জানি মা—অনেকক্ষণ ধ'রে তো দেখল দেখলাম !

অনুর মা : আঃ ! আমি কি তাই জিজ্ঞেস করছি ! হাব-ভাবে কি রকম বুঝলি ?

অনু : কিছু তো বুঝিনি মা।

মা : কেন, বুঝিসনি কেন ?

অনু : এটা তো আমার বোঝার কথা নয় মা, বোঝার কথা ওঁদের !

মা : কেন ? না বোঝার কি আছে ? ওরা এল, অতক্ষণ ধরে তোকে দেখল —তুইও তো চোখ তুলে তুলে ওদের একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করবি। আমি বুঝেছি—তোর একটা কিছু হয়েছে ! কি হয়েছে বল্ তো ? তোর কি ওদের পছন্দ হয়নি ?

অনু : আমি তো একবারও সে কথা বলিনি মা।

মা : না তা নয়।···তবে বড্ড বেশীক্ষণ ধরে দেখছিল কিন্তু—

অনু : অনেকে আবার একটু বেশীক্ষণ ধরে দেখে মা। অনেক দিনের জন্যে নিয়ে যাবে তো।

মা : তা যা বলেছিস। একটু বাজিয়ে নেবে বই কি ! তবে যাই বলিস—ঠাকুরপো কিন্তু একটা কথা ঠিক বলেছিল ! কাকাকে কিন্তু দেখতে ঠিক মহাদেবের মত ! কিন্তু ছেলেটি যেন একটু···অনু— আমার কাছে কিছু লুকোসনি। তুই ভাল করে দেখেছিলি তো ?

তোর পছন্দ হয়েছে তো ?

অনু : পছন্দ অপছন্দের কিছু আছে বলে তো মনে হয়নি মা।

মা : না মানে···ছেলেটির মাথায় যেন একটু টাক—

অনু : টাক ?

মা : হ্যাঁ রে—ঠিক মাথার মাঝখানে। চুল দিয়ে ঢাকা—এই এতখানি। তুই দেখিসনি ?

অনু : কই না তো। (মুখে বেশ মিষ্টি একটি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে) জানলে মা—টাকের কিন্তু একটা ভারী ভালো বাংলা কথা আছে। ভারী মিষ্টি, ভারী গম্ভীর—ইন্দ্রলুপ্ত।

মা : কি হল ?

অনু : (একটু হেসে) না কিছু হয়নি।

মা : কি যে বললি একটা ?

অনু : টাকের ভাল বাংলা কথা !

মা : কি সেটা—শুনি না—

অনু : ইন্দ্রলুপ্ত।

মা : মাঝে মাঝে তুই কি যে ভাবিস, আর কি যে বলিস ! পেট থেকে বার করা এস্তক তোকে নিয়ে ঘর করলাম অনু, তোর কিন্তু কোন রকম খুঁজে পেলাম না ! (দরজার কাছে শশীকে দেখা যায়। চাপা গলায় ডাকেন, বৌদি এস—ওঁরা যাচ্ছেন)।

মা : যাই ঠাকুরপো—মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শশব্যস্তে চলিয়া গেলেন)।

অনু : (মায়ের গমনপথ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নেয়। মুখের মৃদু হাসির রেখা স্পষ্টতর হয়। মঞ্চ ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসে। শুধু অনুপমার সামনে আলোর এক সরলরেখা) তুমি কিন্তু সত্যি জান না মা। ভালো বাংলা কথাটা কিন্তু সত্যিই ইন্দ্রলুপ্ত—মিষ্টি, অথচ গম্ভীর। তবে সবায়ের ইন্দ্রলুপ্ত থাকে না—যার থাকে, তাকে বোধ হয় দেখতেও সুন্দর। (আলোর রেখার অপর প্রান্তে হীরেশ সেন, যেন অগ্রসর হইতে হইতে কাহাকে দেখিয়া থামিয়া পড়িয়াছে)।

হীরেশ : নমস্কার ! কেমন আছেন ?

অনু : (বেশ একটু দেরি করিয়া) নমস্কার—(ত্বজনেরই গলার স্বর অল্প একটু নামান। কেমন যেন একটু অন্যরকম—যেন সময়ের স্তর ভেদ করিয়া আসিতেছে)।

হীরেশ : কই বললেন না তো ? কেমন আছেন ?

অনু : আছি একরকম। আপনি !

হীরেশ : ভালই আছি। তা এ পাড়ায় ?

অনু : একটু খোঁজে ঘুরছি।

হীরেশ : কিসের খোঁজ বলুন তো ?

অনু : এ পাড়ায় লোকে যা খোঁজে। চাকরি।

হীরেশ : কিন্তু যখন পড়তেন, তখন কি বলতেন মনে আছে ?

অনু : আছে। বলতাম বিয়ের জন্য পড়ছি।

হীরেশ : তবে ?

অনু : বাড়িতে তো ক'বছর ধরেই বর খুঁজছে। তাদের খোঁজা দেখে আমার কি রকম চাকরি খোঁজার কথা মনে হল। আপনি ?

হীরেশ : আমিও ঐ রকম খুঁজছি।

অনু : পেলেন ?

হীরেশ : পাইনি।

অনু : আপনার চেহারা কিন্তু অনেক বদলে গেছে।

হীরেশ : সেটা কিন্তু আপনার চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলাম।

অনু : কি করে ?

হীরেশ : দেখেই চিনতে পারার মত মনে হল না।

অনু : তা যদি বললেন—তাহলে বলব খুব তাড়াতাড়ি চিনতে পেরেছি।

হীরেশ : কেন ?

অনু : মুখের চেহারাটা কি বদলেছে কম ! সিঁথির তু'পাশের চুল উঠে গেছে কতদূর পর্যন্ত। সঙ্গের প্রবাদটাও সত্যি হয়েছে নিশ্চয় ?

হীরেশ : (হাসিয়া) আজ্ঞে না। মাথার চুলটাই উঠে গেছে—প্রবাদটা আর সত্যি হয়ে ওঠেনি। সেটা হলে কি আর চাকরি খুঁজি !

অনু : (হাসিয়া) আশ্চর্য ! কেন হল না বলুন তো ?

হীরেশ : (হাসিয়া) খুব সহজ কথা। আমি যদি এটাকে টাক বলে প্রচার করতাম, তাহলে হয়ত সঙ্গের প্রবাদটা সত্যি হবার সুযোগ পেত। কিন্তু আমি তো এটাকে টাক বলি না, এটা আমার ইন্দ্রলুপ্ত। (কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুইজনের একসঙ্গে হাসি। আলোর রেখা হীরেশ সেনের উপর হইতে সরিয়া আসিয়া অনুপমাকে কেন্দ্র করে। হীরেশকে আর দেখা যায় না। অনুপমাকে কেন্দ্র করিয়া আলো স্তিমিত হইতে থাকে)।

অনুপমা : (আপনমনে হাসিতে হাসিতে) তুমি যেন কি মা ! বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন মাথায় টাক থাকল, আর না থাকল। তা ছাড়া ভাল কথাটা তো চমৎকার ! ইন্দ্রলুপ্ত ! তবে সবায়ের মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত থাকে না মা—যার থাকে, তাকে বোধ হয় দেখতেও সুন্দর—(মঞ্চ অন্ধকার হইয়া যায়। পর্দা নামিয়া আসে)।

পট : অনুপমার শ্বশুরবাড়ি

গল্প : ওগো শুনছ

[পর্দা সরিয়া যায়। পিছনে মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা, মধ্যস্থলে বেদী। বামে শ্বশুরবাড়িতে অনুপমার শয়নকক্ষের আভাস। দেখিতে প্রায় অনুপমাদের বাড়ির মত। শুধু যেন সামনের দালানটিকে রেলিং দিয়া ঘিরিয়া বারান্দা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাদপ্রদীপের দিক করিয়া কয়েকটি ধাপ। ধাপ বাহিয়া সামনের ছাদে নামিয়া আসা যায়। মঞ্চের দক্ষিণ কোণ অন্ধকার। বারান্দায় সুদৃশ্য শতরঞ্জি পাতা। বারান্দার ধার ঘেঁসিয়া ছাদে নানান কাজ করা চামড়ায় বাঁধান কয়েকটি ছোট বেতের মোড়া। বারান্দার দূরের কোণে অনুপমা। ননদ ধীরার সঙ্গে মামাতো ননদ মীরা ও এক খুড়-শাশুড়ী নতুন বউ দেখিতে আসেন। অনুপমা অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল। মীরা ও খুড়-শাশুড়ীর চোখে যেন পরীক্ষকের দৃষ্টি।]

ধীরা : বৌদি—(অনুপমা শুনিতে পায় নাই)···বৌদি···(এবার

অনুপমা শুনিতে পায়। দেখে ধীরার সঙ্গে অন্য দুইজন রহিয়াছেন। প্রথম ডাক শুনিতে না পাওয়ার জন্য লজ্জিত হয়। কিন্তু ব্যস্ত না হইয়া ধীরপদে নামিয়া আসে)।

ধীরা : (বয়স্কাকে দেখাইয়া) ইনি চাঁপা-কাকীমা। এলাহবাদে থাকেন। বিয়ের সময় আসতে পারেন নি। (চোখের ইশারায় প্রণাম করিতে বলে। অনুপমা প্রণাম করে)। আর এই মীরাদি—(অনুপমা আবার প্রণাম করিতে উদ্যত)।

মীরা : (বাধা দিয়া) না না—আমি উমাদার ছোট।

চাঁপা-কাকী : উমার বউ কিন্তু বেশ সুন্দর হয়েছে—না রে মীরা ?

মীরা : তা যতগুলো বিয়ে এ বছর দেখলাম—তার মধ্যে সেরা।

চাঁপা-কাকী : (অনুপমার চিবুকে হাত দিয়া মুখটি আলোর দিকে তুলিয়া) ঐ বলে না, প্রজাপতির লিখন, যার বরাতে যেমন। এই উষাদির কথাই ধর না। ঘটা করে এম এ পাস ছেলের বিয়ে দিলে—কিন্তু কি ছিরির বউই হল।

মীরা : তা যা বললে—বউ নয় তো, যেন দাঁড়কাক !

ধীরা : সত্যি মীরাদি—রমেনদা অত ভাল ছেলে ! অত দেখে-শুনে উষা-কাকী কি বউই ঘরে আনল !

চাঁপা-কাকী : আহিঙ্কে একটু কম করতে হয় বুঝলি ! আরে নিতে তো কেউ বারণ করছে না—নে না ! তাই বলে একেবারে টাকা দিয়ে ওজন করিয়ে নিবি ! তা হ্যাঁরে ধীরা—উমা কি রকম পেল ?

ধীরা : এই মোটামুটি।

চাঁপা-কাকী : আড়াই নগদ, তিরিশ ভরির গয়না—

মীরা : তাছাড়া—রূপোর দান কাঁসার দানও তো দেখলাম—

চাঁপা-কাকী : আর আশীর্বাদী ?

ধীরা : ঘড়ি-আংটি-বোতাম—

চাঁপা-কাকী : তার ওপর এমন মেয়ে ! এ তো অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা ! বিশেষ করে—

মীরা : পাত্তর যেখানে উমাদা—

চাঁপা-কাকী : বট-ঠাকুর বেশ গুছিয়ে বিয়ে দিয়েছে বলতে হবে !

মীরা : পিসেমশাই তো বরাবরই বেশ গোছালো কাকী ! তা বৌদি—তুমি তো শুনলাম বি এ পাস—

অনুপমা : পাস করতে পারিনি তো—

চাঁপা-কাকী : ঐ হল। বি এ পর্যন্ত পড়েছিলে তো। পাস না করে না হয় ফেল করেছ ! উমার তো দৌড় আই এ ফেল পর্যন্ত। বট-ঠাকুর তো দেখছি সব দিক থেকেই টেক্কা মেরেছে।

মীরা : তা মেরেছে—কিন্তু—

চাঁপা-কাকী : তা যা বলেছিস ! এখন ভালয় ভালয় সব ভালর দিকে এলে হয়—

মীরা : তা যা বলেছ ! আর পাত্তর যেখানে উমাদা—

ধীরা : চল চাঁপা-কাকী—ওদিকে আবার গয়না-টয়নাগুলো দেখবে তো ?

চাঁপা-কাকী : হ্যাঁ চল।

ধীরা : (অগ্রসর হইতে হইতে) জানলে মীরাদি—দাদার বন্ধুরা এত রকমের কাপড় দিয়েছে না···

মীরা : সত্যি ?

ধীরা : হ্যাঁ—এস না, দেখাই— (মীরা ধীরার সঙ্গে অগ্রসর হইতে থাকে। সেই অবসরে চাঁপা-কাকীমা অনুপমাকে একটু সরাইয়া আনিয়া মৃদুস্বরে বলেন—)

চাঁপা-কাকী : আঁচলে খুব শক্ত করে গেরো দিয়ে রেখ মা—নইলে উমাকে ধরে রাখা শক্ত হবে—

মীরা : (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে যেন চাঁপা-কাকীমার কথা শেষ করে) বিশেষ করে পাত্তর যেখানে উমাদা—

ধীরা : (এই স্থান হইতে ইহাদের লইয়া যাইতে পারিলে বাঁচে) কই চাঁপা-কাকী এস ! কাকা এসে গেলে গয়না দেখান মুশকিল হবে। রাত্তিরে সিন্দুক খুললে কাকা বড্ড রাগারাগি করেন।

চাঁপা-কাকী : হ্যাঁ—চল—(ধীরার সঙ্গে মীরা ও চাঁপা-কাকীর প্রস্থান)।

[অনুপমা বারান্দার দূরের কোণ ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়। হঠাৎ কি রকম

যেন অন্যমনস্ক হইয়া যায়। পিছন দিক হইতে উমাশঙ্করের প্রবেশ। চওড়া কালাপাড় কোঁচান ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, হাতে মোটা একছড়া বেল ফুলের মালা। অল্পক্ষণের জন্য অনুপমার পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। তারপর মালাটি অনুপমার গলায় আলগোছেই পরাইয়া দেয়। অনুপমা ভীষণভাবে চমকাইয়া উঠে ও ফিরিয়া দেখে।]

অনুপমা : কে ?···ও তুমি।

উমাশঙ্কর : কেন ? অন্য কাউকে ভেবেছিলে নাকি ?

অনুপমা : না—তা নয়—

উমাশঙ্কর : তবে ?

অনুপমা : ঠিক তোমাকে ভাবিনি।

উমাশঙ্কর : (চোখে-মুখে সন্দেহ, কণ্ঠস্বরে অনুনয়। সামনের মোড়ায় বসিয়া অনুপমার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া) অনু—লক্ষ্মীটি—একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ঠিক উত্তর দেবে ?

অনুপমা : (নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে) কি ?

উমাশঙ্কর : কার কথা ভাবছিলে ? লক্ষ্মীটি—এ তোমায় বলতেই হবে !

অনুপমা : কই—কারো কথা ভাবিনি তো।

উমাশঙ্কর : সত্যি বল না লক্ষ্মীটি—আমি কিচ্ছু বলব না। আর সত্যিই তো—বলবই বা কেন ? বয়সে বিয়ে হয়েছে। কলেজে-টলেজে পড়েছ—হতেও তো পারে ! মানে···এক-আধজনের সঙ্গে···এই একটু আধটু প্রেম-ট্রেম ! সত্যি, বল না অনু—ওতে দোষের কিচ্ছু নেই ! খুব স্বাভাবিক। বল না লক্ষ্মীটি—

অনুপমা : (মুখে মৃদু হাসির রেখা) বলছ ! বলব তা হলে···?

উমাশঙ্কর : অনু ! সত্যি ? (কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা) আচ্ছা ক'জন অনু ? একজন তো ? না দু-তিনজন ? কি রকম ? মানে একটু-আধটু···

অনুপমা : (হাসি মিলাইয়া যায়। নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে) কারো কথা কিন্তু ভাবিনি। কি ভাবা যায়, তাই ভাবছিলাম।

উমাশঙ্কর : না···মানে···তবে যে বললে—

অনুপমা : কই, অন্য কিছু বলিনি তো।

উমাশঙ্কর : না···মানে···আরে দূর ! তুমিও যেমন ! ঠাট্টা করছিলাম। বুঝতে পারনি তুমি ? নিশ্চয় বুঝতে পারছিলে ! তাই না ?

অনুপমা : কই—না তো।

উমাশঙ্কর : সে কি ! এ রকম একটা সহজ সরল ঠাট্টা ! এটা বুঝতে পারলে না ?

অনুপমা : না তো।

উমাশঙ্কর : কেন বলতো ?

অনুপমা : কি জানি। আমার বন্ধু-বান্ধবরা বরাবর বলেছে—ঠাট্টাটা আমি নাকি একটু কম বুঝি।

উমাশঙ্কর : কিন্তু তোমার আত্মীয়স্বজন তো বেশ রসিক। বাসরে তো দেখলাম, একেবারে আমার সঙ্গে সমান তালে—

অনুপমা : হ্যাঁ—তোমারও খুব নাম হয়েছে।

উমাশঙ্কর : কি রকম ?

অনুপমা : সবাই বলছিল, এ রকম রসিক জামাই নাকি ও বাড়িতে একটাও আসেনি।

উমাশঙ্কর : তাই নাকি ! আর কি বলছিল ?

অনুপমা : আর তো কিছু শুনিনি।

উমাশঙ্কর : ঐ যে একজন বুড়ীমত—তোমার কানে কানে কি যেন বলে গেল ?

অনুপমা : উনি ন-দিদিমা।

উমাশঙ্কর : হ্যাঁ হ্যাঁ—কি যেন বলল তোমাকে ?

অনুপমা : জিজ্ঞেস করছিলেন—বর পছন্দ হয়েছে কিনা।

উমাশঙ্কর : তা তুমি কি বললে ?

অনুপমা : বললাম, হ্যাঁ হয়েছে।

উমাশঙ্কর : (প্রবল উৎসাহে, অনুপমাকে নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া) ও বাবা ! ঐ ক'ঘণ্টাতেই অতদূর !

অনুপমা : (উমাশঙ্করের টানিয়া আনাকে বাধা না দিয়া, নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে) ঐ উত্তরটা শুনলে উনি খুশি হতেন তাই।

উমাশঙ্কর : (আলিঙ্গন আপনা হইতেই শিথিল হইয়া আসে) আচ্ছা—হঠাৎ ও রকম ঠাণ্ডা মেরে যাও কেন বল তো ?

অনুপমা : কই না তো।

উমাশঙ্কর : না তো বললেই হবে! এই দেখলাম সখী-সখী ভাব, আর এই একেবারে ঠাণ্ডা! আমার আবার কি জান? আর পাঁচজনের সামনে তুমি কুলবধূ—লজ্জা থাকবে, শরম থাকবে! কিন্তু যখন তুমি আর আমি—তখন একটু রাধা রাধা ভাব, একটু ছুঁড়ি-ছুঁড়ি ঢং, ঠুংরির মেজাজ—বুঝলে না! (শয়নকক্ষে যাইবার জন্য বারান্দায় উঠিবার সিঁড়ির দিকে যাইতে যাইতে) যাকগে—এখন এস। আর কতক্ষণ বাইরে থাকবে ?

অনুপমা : তুমি যাও। আমি এক্ষুণি আসছি!

উমাশঙ্কর : কেন ? আজও কি··· ?

অনুপমা : আমি একটু তৈরী হয়ে নিই!

উমাশঙ্কর : ক'দিন ধ'রেই তো তৈরী হচ্ছ। এখনও হল না!

অনুপমা : আজ যে একটা নতুন ভাবের কথা বললে! নতুন মেজাজ।

উমাশঙ্কর : ও হ্যাঁ হ্যাঁ। রাধা-রাধা ভাব। ঠুংরির মেজাজ। বেশ বেশ আমিও তাহলে ভেতরে গিয়ে একটু ফুর্তির মেজাজ আনিগে—কেমন ? আজ বেশ জমিয়ে রাত কাটান যাবে! (ঘরের ভিতর যাইতে যাইতে) তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি এস—বুঝলে—(উমাশঙ্করের প্রস্থান)।

অনুপমা : হ্যাঁ!

[অনুপমা বারান্দার থামে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মুখে মৃদু হাসির আভাস। সে হাসি কোথায় যেন একটু করুণ। সে হাসিতে কোথায় যেন নিজের প্রতি ব্যঙ্গের আভাস। মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা, বেদীর কিছু অংশ, পাদপ্রদীপের দিক করিয়া মঞ্চের অপরাংশ আলো-আঁধারির আবছা আলোয় আলোকিত হইয়া উঠে। প্রথমে কিছু কণ্ঠস্বর! তারপর মধ্যবিত্তের শহর কলকাতার সামনে চায়ের দোকানের ছয়জন। অনুপমার দৃষ্টি বরাবর দূরপ্রান্তে হীরেশ সেন। একটু তফাতে সীতেশ। বেদীর কাছে কলেজের ছাত্র ছাত্রী!

চায়ের দোকানের ছয়জনের মধ্যে তৃতীয়জন হীরেশের দিকে কিছুটা অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। আর বাকী পাঁচজন—]

পঞ্চম জন : এতক্ষণে বুঝলাম—

প্রথম ও দ্বিতীয় : হুঁ হুঁ বাবা—বুঝলাম বলে বুঝলাম—

চতুর্থ : কি বুঝলেন বলুন তো ?

পঞ্চম : (চোখ উপরের দিকে তুলিয়া) এত রসের উৎস কোথায় !

ষষ্ঠ : মানে—নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?

প্রথম ও দ্বিতীয় : হুঁ হুঁ বাবা—কোথা হইতে আসিয়াছ ?

ষষ্ঠ : (ঢেউ খেলান হাত নামাইয়া লইতে লইতে) মহাদেবের জটা হইতে।

সীতেশ ও হীরেশ

সীতেশ : (হীরেশকে) আপনাকে দেখলেই আমার কিন্তু কি রকম ভাল ভাল, মজা মজা লাগছে।

হীরেশ : কেন বলুন তো ?

সীতেশ : বেশ কি রকম যেন আলগা-আলগা···ছিমছাম···পরিষ্কার—

হীরেশ : পরিষ্কারে বুঝি মজা লাগে ?

সীতেশ : আর ভালও লাগে। (মুখে এক মুখ পান। পানের পিক ফেলিলেন)।

হীরেশ : আপনি কিন্তু খুব অপরিষ্কার !

সীতেশ : (বেশ একটু হতভম্বের ন্যায়) অ্যাঁ—

হীরেশ : (স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে) আপনি খুব অপরিষ্কার। আর অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অপরিষ্কার। এই জায়গায় লোকজন তাদের মাল-পত্র নিয়ে অপেক্ষা করে। পানের পিক ফেলে জায়গাটাকে নোংরা করার কোন অধিকার আপনার নেই ! আচ্ছা চলি—নমস্কার। (হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসে)।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রী

কিছু ছাত্র-ছাত্রী : তা হলে ? সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রোগ্রাম ?

চতুর্থ ছাত্র : প্রোগ্রাম ? খেয়াল আর ঠুংরিতে আনোয়ার খাঁ, তবলায় সাগীর চৌধুরী। সেতারে অনিলমাধব, আর বাকি আটটি প্লে-ব্যাক গাইয়ে—মানে চাঁদ যদি আকাশে—আর সঙ্গে আমাদের সতীনাথের লেখা একাঙ্কিকা—অ্যালং উইথ কেতা রায়—মানু চাটুজ্যের কমিক—আর—

বাকী সকলে : (একসঙ্গে) আর ?

চতুর্থ ছাত্র : পান-তামাক খাবার ফাঁকে ফাঁকে বক্তৃতা, আর স্যুভেনিয়রের ওপর পিকাসো টাইপের ইটারনাল উওম্যান।

কিছু ছাত্র : কিন্তু সতীনাথের একাঙ্কিটা কেন ?

চতুর্থ ছাত্র : ইলেকশনের ভোট। সতীনাথ মেজরিটির নেতা।

হীরেশ : সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন চেহারাটা কিন্তু ঠিক মিলছে না—

(কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা হীরেশের অস্তিত্বকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না)।

হীরেশ : সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন চেহারাটা কিন্তু ঠিক মিলছে না—

অনুপমা : (নিজের জায়গা হইতে যেন স্বগতোক্তি করিতেছে) ওদের কিন্তু মিলছে। কেমন মিলিয়ে দিলে বলুন তো ? মার্গ-সঙ্গীতের সঙ্গে প্লে-ব্যাক গান, ইটারনাল উওম্যানের সঙ্গে মেজরিটির ভোটে জেতা সতীনাথের একাঙ্কিকা।

হীরেশ : আপনাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আমার খুব আশ্চর্য বলে মনে হয়।

উমাশঙ্করের কণ্ঠস্বর : মানে একটু রাধা-রাধা ভাব, একটু ছুঁড়ি-ছুঁড়ি ঢং, ঠুংরির মেজাজ—বুঝলে না—

চায়ের দোকানের

প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ জন (একসঙ্গে)

—হুঁ হুঁ বাবা—কোথা হইতে আসিয়াছ ?

উমাশঙ্কর : (দরজার কাছে। ঘুমচোখে, হাই তুলিতে তুলিতে) ওগো শুনছ—এস না···আর কত দেরী করবে ?

ষষ্ঠ জন : হুঁ হুঁ বাবা—মহাদেবের জটা হইতে।

উমাশঙ্কর : ওগো শুনছ—

অনুপমা : (ক্লান্ত স্বরে) চল যাই—(উঠিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। দৃশ্যের উপর অন্ধকার নামিয়া আসে। অনুপমা তখনও ঘরের ভিতর চলিয়া যায় নাই। আলো কমিতে কমিতে শেষ আলো আসিয়া পড়ে সীতেশের উপর)।

সীতেশ : (পান চিবাইতে চিবাইতে পিক ফেলিবার ভঙ্গীতে হীরেশকে উদ্দেশ করিয়া) ইডিয়ট !

(অনুপমা ঘরের ভিতর চলিয়া যায়। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া আসে)।

পট ঃ অনুপমার শ্বশুরবাড়ি

গল্প ঃ আজ কাল পরশু

[অনুপমার শ্বশুরবাড়ির উপর আলো আসিয়া পড়ে। বারান্দার এক কোণে স্কুলপাঠ্য একটি বাংলা বই হাতে বার-তের বৎসর বয়সের একটি ছেলে। বেদীটি যেন ভিতর-বাড়ির ছাদ। বেদীর উপর তোলা সিল্ক-বেনারসী ইত্যাদি রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছে। হঠাৎ বাহির হইতে মাইকে কণ্ঠস্বর—"আমাদের আলোচনা সভা এখনি আরম্ভ হবে। আপনারা সকলে আসুন···।" ছেলেটি বইটি পাশে নামাইয়া রাখে। এদিক-ওদিক দেখে। বারান্দা হইতে নামিয়া আসে। তারপর আবার এদিক-ওদিক দেখিয়া বাড়ির বাম দিক দিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করে। বারান্দায় রাখা বইয়ের পাতা হাওয়ায় উড়িতে থাকে। ধীরার প্রবেশ। বাতাসে দু-একটি কাপড়ের পাট একটু এদিক-ওদিক হইয়া গিয়াছিল। ঠিক করিয়া দিতে দিতে বাংলা বইটির উপর দৃষ্টি পড়ে।]

ধীরা : দেখেছ—একটু সরেছি কি না সরেছি, আর অমনি পালিয়েছে। টুটুল···টুটুল···(ঘরের ভিতর দিয়া অনুপমা বারান্দায় আসে)।

অনুপমা : টুটুল তো এইখানেই ছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাংলা পড়ছিল দেখলাম।

ধীরা : পড়ছিল না ছাই! দেখাচ্ছিল! যেই একটু চোখের আড়াল হয়েছি, আর অমনি—

অনুপমা : তা বেলা প'ড়ে এল। ছেলেমানুষ—কত আর পড়বে।

ধীরা : তুমি জান না বৌদি—কাল ওর বাংলা এগ্‌জামিন। গতবার বাংলায় ফেল করেছিল। টুটুল···টুটুল···আর এ পাড়ায় ক'দিন ধরে যা হৈ-চৈ লেগেছে! ছেলে-পুলে ঘরে রাখে কার সাধ্যি!

অনুপমা : হ্যাঁ—বাই-ইলেকশনটা আসছে তো। ক'দিন ধরেই শুনছি খুব সভা-সমিতি হচ্ছে।

ধীরা : বাই-ইলেকশন্ না কচু! এক গদীওয়ালা মরেছে, আর এক গদীওয়ালা আসবে! টুটুল—

অনুপমা : তোমার ভোট নেই ঠাকুরঝি?

ধীরা : থাকবে না কেন? আছে।

অনুপমা : তুমি তা হলে ভোট দিতে যাচ্ছ?

ধীরা : হ্যাঁ—খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ওই করি!

অনুপমা : সে কি? তোমার ভোট আছে, তবু ভোট দেবে না?

ধীরা : ও দিলেও যা, না দিলেও তাই! হবার যা, সে ঠিক হবেই!

অনুপমা : কিন্তু, সেদিন কোথায় যেন দেখলাম, একজন এক ভোটে জিতেছে।

ধীরা : আমি না দিলেও, সেই এক ভোটেই জিততো।

অনুপমা : তুমি কিন্তু বেশ আছ ঠাকুরঝি।

ধীরা : কেন? হিংসে হচ্ছে নাকি?

অনুপমা : তা বোধ হয় একটু একটু হচ্ছে।

ধীরা : তবু তো এখনো বিয়ে হয়নি—

অনুপমা : বিয়ে হলে বুঝি বেশী হবে?

ধীরা : নিশ্চয়! এখন তো তুমি আমাকে একটু কৃপার চক্ষে দেখ। তোমার সংসার আছে, আমার নেই। কিন্তু বিয়েটা একবার হয়ে গেলে? তখন?

অনুপমা : সত্যিই তো! তখনকার কথাটা তো ভাবিনি।

ধীরা : ঠাট্টা করছ ?

অনুপমা : না না—ঠাট্টা করব কেন ?

ধীরা : ঠাট্টাই কর, আর যাই কর ! একটা কথা জেনে রেখে দাও বৌদি—মেয়ে-জন্মের সুখ একমাত্র নিজের সংসারে—আর কোথাও নেই।

অনুপমা : তোমরা কিন্তু ভাই বেশ মেলাতে পার।

ধীরা : কেন বল তো ?

অনুপমা : সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বিয়ের জন্য বসে আছ। হঠাৎ হিস্‌ট্রি-ইকনমিক্‌স নিয়ে বি এ-টা দিয়ে দিলে—

ধীরা : নোটগুলো এক জায়গায় পেয়ে গেলাম তাই। নইলে তো ইতি করেই দিয়েছিলাম।

অনুপমা : তবে যে শুনলাম, এম এ পড়বে ?

ধীরা : পাশ যদি করি পড়ব। অবিশ্যি যতদিন বিয়েটা না হচ্ছে, ততদিনই।

অনুপমা : কিন্তু এতদিন তো এ বাড়িতে এটা পড়ে থাকবার কথা নয় ?

ধীরা : পড়ে কি থাকত নাকি ! আমার নিজের যে একটু টাকা-পয়সার দিকে ঝোঁক—নইলে কবে হয়ে যেত !

অনুপমা : তাই বুঝি—

ধীরা : নিশ্চয় ! হাতে করে যদি দু-চার পয়সা নাড়তেই না পারলাম তবে কিসের সংসার।

অনুপমা : টাকা-পয়সাতে কি সব সুখ হয় ঠাকুরঝি ?

ধীরা : আমার সুখ টাকা-পয়সাতেই হয় ভাই। আমি তোমাদের ও মনগড়া সুখের ধার ধারি না। এই যে তোমাদের বৌভাতে সুরুচিদি এল, কি একখানা কাপড় পরে এসেছিল বল তো ? গায়ে-মাথায় হীরের সেটটা দেখলে ? ঐ না হলে সংসার ! (নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে টুটুলের প্রবেশ। তবু ধীরার নজরে পড়িয়া যায়)।

ধীরা : (টুটুলকে) এই যে ? কোথায় হুল্লোড় করতে যাওয়া হয়েছিল শুনি ! আচ্ছা, তোর লজ্জা করে না টুটুল। কাল না তোর বাংলা এগ্‌জামিন। গেল বার না তুই বাংলায় ফেল করেছিলি।

টুটুল : বা রে! আমি তো সারাদিনই পড়ছিলাম। এই তো একটু ভোট-ফর দেখতে গেছি—

ধীরা : (ভেংচাইয়া) ভোট-ফর দেখতে গেছি। ভোট-ফর দেখলে চলবে তোমার! জান না তুমি ? এ বাড়ির বেটাছেলে লেখাপড়া শিখলেই বি সি এস হয়।

টুটুল : তা আমি কি বলেছি—আমি হব না—

ধীরা : উঃ! স্কুলের পরীক্ষায় বাংলায় ফেল করছেন—উনি হবেন বি সি এস!

টুটুল : বাংলায় কি আমি ফেল করতাম নাকি। ঠিকমত ইম্পর্ট্যান্টগুলো ধরতে পারিনি তাই!

ধীরা : তা এবার ঠিক ধরেছ তো ?

টুটুল : নিশ্চয়! এবার তুমি—

ধীরা : (বাধা দিয়া) থাক—আর কথা নয়! পড়তে বস! (টুটুল আবার কি যেন বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া) আর একটি কথা নয় টুটুল! পড়তে বস।

টুটুল : (বারান্দায় নিজের জায়গায় বসিয়া, একটানা বিরক্তিকর সুরে পড়িতে আরম্ভ করে)—

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি

শরমের ডালি,

জানলি দিদি, ওখানে সব কথা হচ্ছিল—

ধীরা : (কৌতূহলাক্রান্ত স্বরে) কি কথা হচ্ছিল রে ?

টুটুল : ওরা বলছিল—বড় বড় ব্যবসাদাররাই নাকি এদেশের মালিক—

ধীরা : (ভাবিয়াছিল বোধহয় পাড়ার কাহারও কথা। তাহা নয় দেখিয়া ধমকের সুরে) আবার বাজে কথা বলছিস—

টুটুল : (সঙ্গে সঙ্গে একটানা সুরে)—

নিশি নিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের

ধূমাঙ্কিত কালি—

ধীরা : রোদ্দুর তো পড়ে এল। কাপড়গুলো তুলে ফেলি, কি বল বৌদি—

অনুপমা : (মাথা নাড়িয়া 'হ্যাঁ' বলিয়া) আচ্ছা ঠাকুরঝি—এত কাপড়, কই তোমাকে তো খুব বেশি একটা পরতে দেখি না—

ধীরা : ও আমার পরতে কি রকম মায়া লাগে। পরলেই তো শেষ! তার চেয়ে এই বেশ না? মাঝে মাঝে রোদ্দুরে দিয়ে নতুনের মত করে তুলে রাখলাম। তেমন একটা বিয়ে পৈতে এল—আলগা আলগা করে একখানা পরে গেলাম!

অনুপমা : তা হলে সুরুচিদির বাড়িতে একখানা পরে যাচ্ছ বল?

ধীরা : নিশ্চয়! সুরুচিদিদের বড্ড টাকার চাল! কাঞ্জীভরমটা তো বেছেই রেখেছি! তাছাড়া নতুন চুড়ির সেট, আর মানতাসা—গলায় মুক্তোর নেকলেস্! (নিজেই নিজের আনন্দে বিভোর) সে যা হবে না! পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে!

অনুপমা : আর ইঞ্চি ইঞ্চি করে টাকা দিয়ে মাপবে—তাই না ঠাকুরঝি?

ধীরা : (কাপড়গুলি দুই বাহুর মধ্যে ভাঁজ করা অবস্থায় তুলিয়া লইয়া) টাকা জিনিসটা অত ফেলনা নয় বৌদি—(চলিয়া যাইতে যাইতে, টুটুলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া) টুটুল—

টুটুল : (একটানা একঘেয়ে সুরে)

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি—(ধীরার প্রস্থান)।

অনুপমা : ওরা আর সব কি কি বলছিল টুটুল?

টুটুল : (সঙ্গে সঙ্গে বই বন্ধ করিয়া) সত্যি তুমি বেশ ভাল বৌদি! জানলে বৌদি—ওরা না—আরো অনেক সব কথা বলছিল—! হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, পাঞ্জাবী, আমরা নাকি এসব কিছুই নয়! আমরা নাকি শুধুই ভারতবাসী! আমার না—খুব শুনতে ভাল লাগছিল বৌদি! সে কি রকম সব রাজনীতি-রাজনীতি কথা! আচ্ছা বৌদি—এই যদি রাজনীতি হয়—তবে তো রাজনীতি বেশ ভাল জিনিস—বেশ নিজের দেশের কথা—(উমাশঙ্কর কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, দুইজনের কেহই লক্ষ্য করে নাই। প্রথমে টুটুলের চোখে পড়ে)।

টুটুল : (সঙ্গে সঙ্গে একটানা একঘেয়ে সুরে)

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি—

(সঙ্গে সঙ্গে অনুপমাও দেখিতে পায়।)

উমাশঙ্ক : কি রে ! বৌদির সঙ্গে খুব রাজনীতি হচ্ছিল—

টুটুল : কে বললে ? জিজ্ঞেস করো না বৌদিকে ! এই তো একটু—

অনুপমা : না না—ও তো এতক্ষণ ধরে পড়ছিল—

টুটুল : (একটানা একঘেয়ে সুরে)

নিশি নিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের

ধূমাঙ্কিত কালি—

উমাশঙ্কর : বেশ—অ্যাজ এ রিওয়ার্ড—তোমার এখন ছুটি—

টুটুল : সত্যি ! সত্যি বড়দা ! (উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বারান্দা হইতে নামিয়া পাশ দিয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছিল)—

উমাশঙ্কর : শোন—(টুটুল কাছে আসিলে ব্যাগ হইতে দু-আনা পয়সা দেয়) এই নে—ঘুগ্‌নি খাস—(পয়সা লইয়া টুটুলের দ্রুত প্রস্থান)। অনুপমার মুখে মৃদু হাসি। (টুটুলের প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়াছিল)।

উমাশঙ্কর : ওঃ ! অফিসে যা কাজ পড়েছে না ! (একটি মোড়া টানিয়া লইয়া বসে। অনুপমা উমাশঙ্করের কথায় এদিকে মুখ ফেরায়। সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসিটি মিলাইয়া যায়। উমাশঙ্কর আলাপ জমাইবার চেষ্টা করে)। বুঝলে, আমাদের বড়কর্তার একটি পেটেণ্ট ভ্যানিটি-ধারিণী আছেন। বয়সের তো গাছ-পাথর নেই, অথচ সেজেগুজে থাকেন যেন বিবিটি ! তার ধারণা, তার মত টুরিস্টকে হ্যাণ্ড্‌ল করতে নাকি কেউ পারে না। আসলে কিচ্ছু নয়, বুঝলে। বাইরে বেরনো মেয়ে ! রং-মাখা মুখ, পেটকাটা ব্লাউজ—রাত-বিরেতে বড়-কর্তার সঙ্গে, বুঝলে না—একটু-আধটু ! ব্যস, ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন ! অবিশ্যি, আমার সঙ্গে চালাকি করতে সাহস পায়নি এতদিন। আমি তো আবার সায়েবের ডান হাত-বাঁ হাত কিনা ! কিন্তু তাহলে কি হয় ! সাহস ক্রমশ বাড়ে। আজ এসেছিলেন,

আমার সঙ্গে ইণ্টু-মিণ্টু করতে—অ্যায়সা দিয়েছি না! কাঁদো কাঁদো মুখে একেবারে বড়কর্তার কাছে! কিন্তু সেখানে তো আমি ছাড়া চলবার উপায় নেই। কাজেই কর্তা ইংরিজিতে তো-তো করতে করতে মাগীটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিল। আর একবার দিয়েছিলাম— বুঝলে—এক বেলজিয়ান টুরিস্টকে—(অনুপমার মুখের দিকে তাকাইয়া) কি হল, শরীর-টরীর খারাপ নাকি?

অনুপমা : কই না তো।

উমাশঙ্কর : তবে চুপ করে আছ যে?

অনুপমা : শুনছিলাম।

উমাশঙ্কর : শুনছিলে?

অনুপমা : না—মানে—ভাবছিলাম।

উমাশঙ্কর : কাকে?

অনুপমা : কাউকে তো নয়। একটা কথা।

উমাশঙ্কর : কি কথা?

অনুপমা : আচ্ছা তোমার অফিস কতদূর?

উমাশঙ্কর : কেন? ডালহৌসীতে।

অনুপমা : ও!

উমাশঙ্কর : কেন? তুমি জানতে না? তোমায় ফোন নাম্বার-শুদ্ধ কার্ড দিয়েছিলাম—

অনুপমা : না, মানে, রোজ তুমি এই সময় অফিসের কথা বল, রোজ আমি শুনি। রোজ মনে হয় জিজ্ঞেস করব, অফিসটা কতদূর, রোজ ভুলে যাই। অথচ, রোজই একটা মজার কথা মনে হয়—মনে হয়, অফিসটা তোমার খুব কাছে।

উমাশঙ্কর : ও—তাই বুঝি···(হঠাৎ, যেন অন্য কিছু বলিতে গিয়া) দেখ মাঝে-মাঝে তুমি এমন এক-আধটা কথা বল—

অনুপমা : ভাবি, বলব না—কিন্তু হঠাৎ যেন কি রকম—

উমাশঙ্কর : (যেন খুব একটা ঠাট্টা করিতেছে) আচ্ছা-তোমার স্ক্রু-ট্রু ঢিলে নেই তো?

অনুপমা : (উত্তর দিতে গিয়া কি যেন মনে পড়িয়া যায়। মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে) না—আমার নেই। (মুখে আর একটু হাসি। হঠাৎ বলিয়া ফেলে) তবে একজনের ছিল। (বলিয়াই বুঝিতে পারে হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। হাসি মিলাইয়া যায়)।

উমাশঙ্কর : কার?

অনুপমা : না—মানে—এমনি—

উমাশঙ্কর : শুনি না কার?

অনুপমা : কলেজের এক বন্ধুর। (ভিতরের দিকে যাইবার জন্য অগ্রসর হয়)।

উমাশঙ্কর : ও। তা যাচ্ছ কোথায়?

অনুপমা : তোমার চা-টা নিয়ে আসি—

উমাশঙ্কর : চা পরে হবে'খন। একটা কথা জিজ্ঞেস কবব?

অনুপমা : (থামিয়া গিয়া অল্প একটু ঘুরিয়া দাঁড়ায়) কি বল?

উমাশঙ্কর : কাল রাত্তিরে দেখলাম আলাদা শুয়ে আছ—

অনুপমা : ক'দিনই তোমার মুখ থেকে একটা গন্ধ বেরচ্ছে। আমার আবার সহ্য হয় না।

উমাশঙ্কর : এটা এক্স্‌টাক্ট অব্ মৌরীর গন্ধ। ডাক্তার খেতে বলেছে যে।

অনুপমা : ওটা মদের গন্ধ।

উমাশঙ্কর : না—মানে—জানই তো, প্রায় রাতেই সায়েবের এক-আধটা পার্টি-টার্টি থাকে। তাই একটু-আধটু—মানে নিয়ম-রক্ষে আর কি! তবে দোহাই তোমার লক্ষ্মীটি! তুমি আলাদা শুয়ো না।

অনুপমা : বেশ—তাই হবে।

উমাশঙ্কর : হ্যাঁ—লক্ষ্মীটি। মানে সারাদিন বাইরে থাকি, রাত্তিরেও যদি পাশে না পেলাম···কি?···আলাদা শোবে না তো?

অনুপমা : না।

উমাশঙ্কর : এই তো লক্ষ্মী মেয়ের কথা! আর তাছাড়া—আজ তুমি দেখে নিও। এমন পান-টান খেয়ে আসব না···মানে আজও একটা পার্টি আছে কিনা।

অনুপমা : আজও কি ফিরতে কালকের মত রাত হবে ?

উমাশঙ্কর : না না, আজ তাড়াতাড়ি ফিরব—(বলিতে বলিতে বারান্দার উপর উঠিয়া অনুপমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া) কিন্তু তুমি রাগ করছ না তো ?

অনুপমা : (উমাশঙ্করের স্পর্শ হইতে একটু সরিয়া আসিয়া, তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া) রাগ ? কই না তো। (ভিতরে চলিয়া যায়)।

উমাশঙ্কর : (একটু যেন হতভম্বের মত একমুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকে। পর মুহূর্তেই) শুনছ···শোন···(বলিতে বলিতে ভিতরে চলিয়া যায়)।

[মঞ্চ আবার মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হইয়া যায়। পর মুহূর্তেই আলো আসিয়া পড়ে। মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা ও মধ্যস্থলের বেদী আলোকিত হইয়া উঠে।]

মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা

একজন : সুরেন—ছ'পয়সার ডবল-হাফ চা—চার পয়সার দুধ চিনি আর দু'পয়সার লিকার—

অন্যজন : আমার জন্যে কড়া করে একটা ! বুঝলি—আমি ভেবে দেখলাম—

আরেকজন : আমারটা ভাঁড়ে। কি বল তো ?

অন্যজন : তোর ডিস্ইন্ফেক্টেড চা খাওয়া উচিত, আর ওর চা খাওয়াই উচিত নয়।

একজন : তবে কি খাব ?

অন্যজন : কেন বাবা—তোমার খাবার মত অনেক জিনিস রয়েছে। দুধ খাও, ঘি খাও, চিনি দিয়ে মাখন খাও, রাবড়ির ঝোল খাও—

আরেকজন : যাকগে ওসব কথা। তোর খবর কি বল তো ?

অন্যজন : কোন খবরটা জানতে চাস বল ?

একজন : ঐ যে টিকিট—

আরেকজন : টিকিট ? কিসের টিকিট ?

একজন : বা রে! ও যে আমায় একখানা টিকিট যোগাড় করে দেবে বলেছে। হয় মোহনবাগানের আর না হয় ইস্টবেঙ্গলের। (চায়ের দোকানের ছোকরা আসিয়া চা দিয়া যায়)।

অন্যজন : (চা লইতে লইতে) এখনো যোগাড় হয়নি বাবা। হলে দেব। (সকলকে চা দিয়া ছোকরার প্রস্থান)।

আরেকজন : আরে ধ্যেৎ—কি কথা থেকে কি কথা এল! আমি জিজ্ঞেস করছিলাম—(মাথা নাড়িয়া, বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া) মানে সেই—সেই—?

অন্যজন : (ধমকাইয়া) কি সেই সেই—?

একজন : ও বুঝেছি রে! মানে তোর প্রেমের কতদূর গড়াল? (আরেকজনকে) তাই না?

আরেকজন : হ্যাঁ—

অন্যজন : ও বুঁচকির কথা বলছিস? তা ঝেড়ে কাশবি তো।

আরেকজন : আমার আবার ইয়ের কথায় কি রকম লজ্জা লজ্জা করে। তা কি হয়েছে কি?

একজন : মানে জিজ্ঞেস করছিল আর কি—ব্যাপারটা কতদূর গড়ালো—

অন্যজন : ফেঁসে গেছি—

আরেকজন : (মেয়েলি ভঙ্গীতে জিভ কাটিয়া) ইস্।

একজন : সর্বনাশ!

অন্যজন : আরে না না—সে ফাঁসা নয়।

একজন ও আরেকজন : (একসঙ্গে) তবে?

অন্যজন : সামনের হপ্তায় বুঁচকিকে বিয়ে করছি।

একজন ও আরেকজন : (একসঙ্গে, বিস্ফারিত নেত্রে) মাইরি···!

অন্যজন : হ্যাঁ।

একজন : বুঁচকির বাবা তাহলে শেষ পর্যন্ত জাতের বালাই ছাড়লে?

অন্যজন : না তো।

আরেকজন : তবে?

অন্যজন : বুঁচকির তো বাইশ বছর বয়েস—

আরেকজন : তা হলেও মেয়েছেলে নাবালিকা—

অন্যজন : এই—তুই বোধহয় একটা ব্যাপার এখনও জানিস না ?

আরেকজন : কি রে ?

অন্যজন : বয়েস পেরলে ছেলেরা যেমন সাবালক হয়—মেয়েরাও তেমনি সাবালিকা হয়।

আরেকজন : (অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া) জ্ঞান দিচ্ছিস ?

একজন : না রে—সত্যি।

আরেকজন : মাইরি ?

অন্যজন : (আরেকজনের দাড়ি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া) হ্যাঁ গোপাল—মাইরি।

আরেকজন : তবে না মাইরি—কনগ্র্যাচুলেসন্—মানে ঐ যে কি বলে—শুভসন্ধ্যা !

[চায়ের দোকানের ছোকরা আসিয়া গেলাস ও পয়সা লইয়া যায়। অস্পষ্ট আলোয় উহাদের হাত নাড়িয়া কথা বলিতে দেখা যায়। বেদীব উপরের আলো স্পষ্ট হইয়া উঠে।]

বেদী

[দক্ষিণ দিক দিয়া তুইজন ছাত্র কথা কহিতে কহিতে আসিয়া বেদীব উপব বসে।]

প্রথম ছাত্র : প্রফেসর গড়গড়ি শালাকে আমি দেখে নেব—

দ্বিতীয় : কেন ? দেখে নেবে কেন শুনি ? তুমি ক্লাসের মধ্যে প্রেমপত্র চালাচালি কববে, তাতে কোন দোষ নেই—আর তিনি অধ্যাপক, তোমায় বার করে দিলেই যত দোষ ! (পিছন হইতে আরো তুইজন ছাত্র কথা কহিতে কহিতে আসিয়া বেদীর একপাশে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়ে)।

তৃতীয় : না ভাই—ও তোমাদের ইউনিয়নে আমরা নেই। আমরা এবার আলদা ইউনিয়ন করছি। (প্রথম ও দ্বিতীয়ের কথা থামিয়া যায়। তাহারা ইহাদের কথা শুনিতে থাকে)।

চতুর্থ : কেন শুনি ?

তৃতীয় : রাজনীতির মধ্যে আমরা নেই।

দ্বিতীয় : নিশ্চয়—এখন তো আর থাকতেই পারে না।

চতুর্থ : কেন ?

দ্বিতীয় : কাল কাগজে দেখছিলাম, কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগে শিশির মিত্তিরের নতুন করে পদোন্নতি হয়েছে।

তৃতীয় : (আস্তিন গুটাইবার উপক্রম করিয়া, দ্বিতীয়কে) সামনের দাঁত দুটো যে কোন মুহূর্তে ফেলে দিতে পারি—

দ্বিতীয় : (আস্তিন গুটাইয়া) আয় না—

চতুর্থ : (দুই হাতে দুইজনকে ঠেকাইয়া) মানে ?

প্রথম : (তৃতীয়কে দেখাইয়া) ওর বাবার নাম শিশরকুমার মিত্র।

চতুর্থ : (দ্বিতীয়কে) ছিঃ ধীরেন ! এটা তোমার খুব অন্যায়।

দ্বিতীয় : ও বুকে হাত দিয়ে বলুক—

তৃতীয় : ফের কথা !

চতুর্থ : (দুইজনকে বাধা দিয়া) ধীরেন, তুই বোধহয় জানিস না, আমাদের প্রদীপদার বাবা একজন প্রায়-উপমন্ত্রী।

দ্বিতীয় : জানব না কেন, খুব জানি। কিন্তু এটাও জানি, প্রদীপদা বাপের ত্যজ্যপুত্র—টিউশানি করে খরচা চালায়—

চতুর্থ : হ্যাঁ চালায়। কিন্তু কেন ? রাজনীতি করছে বলেই না। সুস্থ রাজনীতির মধ্য দিয়েই নিজের শ্রেণীর সম্পর্কে চেতনাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—নইলে উঠত না।

দ্বিতীয় : (রাগতভাবে) ঠিক আছে ভাই—আমার ধারণা নিয়ে আমি আছি, তোমার ধারণা নিয়ে তুমি থাক ! (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নেয়)।

চতুর্থ : (এক মুহূর্তের জন্য দ্বিতীয়ব দিকে তাকাইয়া একটু হাসে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়কে) তারপর—তোদের কথা বল, শুনি—

তৃতীয় : বললাম তো। রাজনীতির মধ্যে আমরা নেই।

চতুর্থ : কিন্তু না-রাজনীতিটাও যে একরকমের রাজনীতি।

তৃতীয় : তার মানে ?

চতুর্থ : ওটা করা মানে অন্ধকারের স্বপক্ষ হওয়া, পৃথিবীকে না জানা, অবক্ষয়ের রাজনীতিকে সাহায্য করা।

তৃতীয় : আমি তো দেখছি তোমাদের রাজনীতি সহজ জীবনকে টুকরো টুকরো করে ভাঙছে।

চতুর্থ : ওটা তোমার ভুল দেখা। জীবনটাই তো এখন টুকরো টুকরো ভগ্নাংশে ভাঙা। রাজনীতি টুকরোগুলোকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে—যাতে আবার জোড়া লাগাতে পারে।

তৃতীয় : (উঠিয়া) ঠিক আছে ভাই। তোমাদের রাজনীতি তোমরা কর। আমরা পড়াশোনা করতে এসেছি, পড়াশোনো করব।

চতুর্থ : কিন্তু রাজনীতিটাও যে পড়াশোনো—

তৃতীয় : আমি তা বিশ্বাস করি না—(প্রস্থান-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া যায়)।

চতুর্থ : বিশ্বাস না করলে চলে কি করে বল—জীবনটাকে জানাই যে রাজনীতি—

তৃতীয় : (দ্বিতীয়কে দেখাইয়া) তার প্রমাণ তো দেখলাম—(প্রস্থান)।

চতুর্থ : দেখলি তো—কোথায় ভুল করিস ? রেগে চলে গেল—

দ্বিতীয় : (অনুতপ্ত হইয়া) তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন বললাম বল তো ?

চতুর্থ : বলব ? কথাটা কিন্তু একটু শক্ত। সহ্য করতে পারবি তো ?

দ্বিতীয় : বল না—

চতুর্থ : শ্রেণী-সংস্কারের অস্বচ্ছ ঈর্ষা।

প্রথম : (হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া) আজ থেকে আমি ওদের ইউনিয়নে— (দ্রুত প্রস্থান)।

চতুর্থ : (অবাক হইয়া) ওর আবার কি হল ?

দ্বিতীয় : প্রফেসর গড়গড়ির ক্লাসে চিঠি চালাচালি করছিল। খুব একচোট নিয়েছি।

চতুর্থ : (হাসিতে হাসিতে) কার সঙ্গে রে ?

দ্বিতীয় : শোভা।

চতুর্থ : তারপর ?

দ্বিতীয় : তারপর আর কি। প্রফেসর গড়গড়ি টিপ্পনি কেটে ক্লাস থেকে বার করে দিলেন।

চতুর্থ : টিপ্পনিটা কি কাটলেন ?

দ্বিতীয় : Why don't you go to the ladies common room, young man ? You will find a lot of beautiful girls there.

[চতুর্থ ছাত্র হাসিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়ও এই হাসির উপরেই ইহাদের আলো অস্পষ্ট হইয়া আসে। মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা স্পষ্ট হইয়া উঠে।]

একজন : কিন্তু বিয়ে তো করছিস ! খাওয়াবি কি ?

অন্যজন : কেন কাজ পেয়েছি যে।

আরেকজন : কোথায় মাইরি ?

অন্যজন : জুট মিলে।

একজন : টালি ক্লার্ক নিশ্চয় ?

অন্যজন : না—দিনমজুরী।

আরেকজন : ঠাট্টা করছিস ?

অন্যজন : না তো।

একজন : তবে ?

অন্যজন : জাত ছাড়বার চেষ্টা করছি।

একজন : কি ব্যাপার বল তো ? খুব বড় বড় কথা বলছিস ?

আরেকজন : হ্যাঁ রে—পেট খারাপ হয়নি তো ? (অন্য একজনের প্রবেশ)—

অন্য একজন : ধর তক্কা মার পেরেক ! মার দিয়া !

তিনজন : (একসঙ্গে) কি হল রে ?

অন্য একজন : ক্লাবের এবার কাশ্মীর যাওয়া বাঁধা—

তিনজন : (একসঙ্গে) কেন ? কেন ?

অন্য একজন : ভজুবাবু চেক দেবে—এক হাজার টাকার—

অন্ত্যজন : সর্তটা কি শুনি ?

অন্য একজন : সামনের ইলেকশনে—

অন্ত্যজন : না—হল না।

বাকী তিনজন : (একসঙ্গে) কেন, হবে না কেন ?

অন্ত্যজন : ভজুবাবু কালোবাজারী—

অন্য একজন : নে নে—বেশী সতীপনা দেখাসনি—

অন্ত্যজন : বললাম তো ওতে নেই।

একজন : সেইটাই তো জিজ্ঞেস করছি। কেন নেই।

অন্ত্যজন : একটু আগে যে বললাম—জাত ছাড়বার চেষ্টা করছি।

আরেকজন : আমাদের বাংলায় বল বাবা—যাতে বুঝতে পারি—

অন্ত্যজন : বুঁচকিকে বিয়ে করছি জানিস তো ?

আরেকজন : সে তো শুনলাম।

অন্ত্যজন : বুঁচকিকে বিয়ে, আর ভজুবাবুর ইলেকশন—তুটো ঠিক একসঙ্গে মেলে না (প্রস্থান)।

একজন ও আরেকজন : (এক সঙ্গে) যাঃ বাবা !

অন্য একজন : যেদ্দাও শালাকে—

একজন : আজকাল যেন কি রকম উল্‌টোপাল্‌টা কথা বলছে—

আরেকজন : যা বলেছিস মাইরি—বোঝা দায়—

অন্য একজন : বুঝবি কি করে ! ও তো আর আমাদের বাংলা নয়—

একজন ও আরেকজন : (একসঙ্গে) তবে ?

অন্য একজন : মস্কোর অনুবাদ। সুরেন—একটা চা—

[বসিয়া পড়ে। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা হইতে থাকে। আলো অস্পষ্ট হইয়া আসে। মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা ও বেদীর মাঝামাঝি অংশ দিয়া পথ। পথের উপর আলো। দক্ষিণ দিক দিয়া হীরেশ সেনের প্রবেশ। অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিয়াছে। ঠিক ঐরূপ অন্যমনস্ক অবস্থায় বাম দিক দিয়া অনুপমা আসে। পরস্পরকে দেখিতে পাইয়া থামিয়া যায়।]

অনুপমা : আরে ! আপনি ?

হীরেশ : আমারও তো সেই কথা। কেমন আছেন ?

অনুপমা : ঠিক যেমন ছিলাম। আপনি ?

হীরেশ : (মৃদু হাসিয়া) আমি আছি। আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হবে তা কিন্তু ভাবিনি !

অনুপমা : কেন বলুন তো ?

হীরেশ : আমার কি রকম মনে হয়—কবে আপনার বিয়ে-থা হয়ে গেছে। কোথায় বসে সংসার করছেন।

অনুপমা : সে হলে তো খবরই পেতেন।

হীরেশ : কি করে ?

অনুপমা : নেমন্তন্ন করতাম !

হীরেশ : আমার ঠিকানা তো জানতেন না !

অনুপমা : আপন লোকের ঠিকানা পেতে কি খুব দেরী হয় ? (বলিয়াই কেমন যেন লজ্জায় পড়িয়া যায়)···না মানে···

হীরেশ : (তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায় ঐ একই কথায় আসিয়া পড়ে) খুব কিন্তু দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে।

অনুপমা : কেন বলুন তো ?

হীরেশ : (হঠাৎ বলিয়া ফেলে) আজ সারাদিন আপনার কথাই ভাব-ছিলাম (বলিয়াই লজ্জায় পড়িয়া যায়)।

অনুপমা : (দুইজনেরই অপ্রস্তুত ও সলজ্জ-ভাব দূর করিবার জন্য বেশ একটু হাসিয়া) কেন—আমার কথা কেন ?

হীরেশ ? (আবার লজ্জা পাইয়া) না···ম্যানে···আজকেই চলে যাচ্ছি কিনা। ছুটিতে এসেছিলাম।

অনুপমা : চলে যাচ্ছেন ? কোথায় ?

হীরেশ : যোগব্যালিয়া বলে একটা গ্রামে। (অনুপমার প্রস্থান পথ ধরিয়া দুইজনেই অগ্রর হইতে থাকে। আলোর রেখা যতই ইহাদের প্রস্থান পথ ধরিয়া অগ্রসর করিয়া দেয়, বেদীর দুইজন ছাত্র ও মধ্য-বিত্তের শহর কলকাতা ততই স্পষ্ট হইয়া উঠে)।

অনুপমা : হঠাৎ সেখানে !

হীরেশ : আমি যে সেখানকার পোস্ট-মাস্টার!

অনুপমা : শেষ পর্যন্ত সেই পোস্ট-মাস্টারই হলেন?

হীরেশ : পোস্ট-মাস্টারই তো হতে চেয়েছিলাম। তার বেশী তো কিছু চাইনি।

অনুপমা : (প্রায় প্রস্থানের মুখে। হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়ে। মুখ যেন অল্প একটু নামান, কণ্ঠস্বর মৃদু) কিন্তু তারপর?

হীরেশ : তারপর?

অনুপমা : মানে···আর সব?

হীরেশ : আর সব তো কেউ নেই। শুধু আমিই পোস্ট-মাস্টার, আমিই— আর তো কেউ নেই—(দুইজনের প্রস্থান)।

বেদী

চতুর্থ ছাত্র : চল—ওঠা যাক—

দ্বিতীয় ছাত্র : চল—(উঠিয়া আলোচনা করিতে করিতে বামদিকের পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়) তাহলে বলছিস—

চতুর্থ ছাত্র : হ্যাঁ—ওভাবে কথা বলাটা ভুল। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়! (দুইজনের প্রস্থান)।

মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা

আরেকজন : চল—ওঠা যাক। (উঠিয়া দাঁড়ায়)।

একজন : (উঠিয়া) কিন্তু ফ্‌টকে শালা না থাকলে তো কিছু হবে না।

অন্য আরেকজন : (উঠিয়া) থাকবে না, কে বলেছে কে? (বাম দিকের পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়। পিছনে বাকী দুজন)।

একজন : কিন্তু ঐ জাত-ছাড়া না কি বলে গেল—

অন্য আরেকজন : আরে—ও রকম কত জাত-ছাড়া দেখলাম—

আরেকজন : না রে! জাত-ছাড়া, দিনমজুরী, আর বুঁচকি—একসঙ্গে মিলিয়েছে। ওকে আর পাওয়া যাবে না।

অন্য আরেকজন : না পাওয়া গেলে, আমাদের তো কোন লোকসান

নেই। লোকসানটা ওরই। (একজন ও অন্য আরেকজনের প্রস্থান। আরেকজন যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়ে)—

আরেকজন : কিন্তু—ফটকে শালা—দুত্তোর—(প্রস্থান)।

[অন্ধকার হইয়া আসে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায়]—

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি
শরমের ডালি
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি
লাভ ক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ ভাগ
কলহ সংশয়
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

[কণ্ঠস্বর শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আলো আসিয়া পড়ে।]

পট : অনুপমার শ্বশুরবাড়ি

গল্প : দিনের পর দিন

[বারান্দায় অনুপমা। কেমন যেন অন্যমনস্ক : বেদীর উপর কাপড় সাজান। ধীরা আসে।]

ধীরা : বেলা পড়ে এল বৌদি। কাপড়গুলো তুলে ফেলি—কি বল ?

অনুপমা : প্রাণভরে কাপড়গুলো পর তো ঠাকুরঝি, দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যাক।

ধীরা : (কাপড়গুলি বাহুর উপর তুলিয়া লইয়া) পরব তো! সুজাতার বিয়ে আসছে। কড়িয়ালখানা যা বেছে রেখেছি না—(কাপড় লইয়া ধীরার প্রস্থান। আবার একটানা একঘেঁয়ে কণ্ঠস্বর। এবার টুটুলের। পাশের কোন ঘর হইতে শোনা যায়)।

টুটুলের কণ্ঠস্বর : শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি
শরমের ডালি
নিশিদিন রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি—

[অনুপমা কেমন যেন অন্যমনস্ক। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসে। ভিতর হইতে উমাশঙ্কর বাহির হইয়া আসে ? কোঁচান ধুতি, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, ঈষৎ জড়িত কণ্ঠস্বর।]

উমাশঙ্কর। (অনুপমার মুখের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া) আমি একটু বাইরে যাচ্ছি সখি—

অনুপমা : (সরিয়া গিয়া) মুখের কাছে মুখ নিয়ে এস না।

উমাশঙ্কর : কেন সখি ?

অনুপমা : (নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বরে) মদের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।

উমাশঙ্কর : একটু খেয়েছি। মাইরি, বিশ্বাস কর—একটুখানি। এতেও তোমার আপত্তি ?

অনুপমা : (নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বরে) আপত্তির কথা তো বলিনি। মদের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।

উমাশঙ্কর : বেশ—তা হলে খাব না। যা খেয়ে ফেলেছি ফেলেছি—এই কানে হাত দিয়ে বলছি—আর খাব না, কোনদিন খাব না—

অনুপমা : আজও কি ফিরতে অত রাত হবে ?

উমাশঙ্কর : কেন সখি—তাড়াতাড়ি না ফিরলে তোমার কষ্ট হয় ?

অনুপমা : তোমার সঙ্গে শোওয়ার অভ্যাসটা সহ্য করে নিয়েছিলাম। সেটা ছাড়তে একটু কষ্ট হবে বই কি।

উমাশঙ্কর : (চোখে মাতালের বিস্ময়) তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে বেশ ভাল বাংলা বল মাইরি !

অনুপমা : (হাসিয়া) হ্যাঁ, বি এ-তে শুধু বাংলাতেই পাস করেছিলাম।

উমাশঙ্কর : মাইরি ! তা হলে তো আজ তাড়াতাড়ি ফিরতেই হচ্ছে ! (মুখেব কাছে মুখ লইয়া) আমার আবার বাংলাটা বড় ভাল লাগে !

অনুপমা : (সরিয়া গিয়া) তোমার যখন ইচ্ছে ফিরো। শুধু কালকের মত বমি করে ভাসিও না। মাতালের বমিতে আমার বড় ঘেন্না।

উমাশঙ্কর : না না—আজ আর মাতালও হব না, বমিও করব না। দেখে নিও কোন্ শালা বমি করে···আ মরি বাংলা ভাষা···(জড়িত স্বরে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)।

[আলো কমিতে থাকে। ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার। অনুপমার দৃষ্টিতে দূরত্বের আভাস। সে রহিয়াছে যেন কোথায় কোন্ দূরে।]

দূরের অনুপমা : আরে আপনি ?

দূরের হীরেশ : আরে! কেমন আছেন ?

দূরের অনুপমা : আছি এক রকম। আপনি ?

দূরের হীরেশ : আমিও আছি। আপনাকে দেখে কিন্তু অন্য রকম মনে হচ্ছে।

দূরের অনুপমা : কি রকম বলুন তো ?

দূরেব হীরেশ : মনে হচ্ছে—আপনার পৃথিবী বিষণ্ণ—

দূরের অনুপমা : বিষণ্ণ কিনা বলতে পারি না, তবে অপরিছন্ন।

দূরের হীরেশ : অপরিচ্ছন্ন পৃথিবীকে যেন কোনদিন প্রশ্রয় দেবেন না—

দূরের অনুপমা : একটু যদি দিই—তাহলে ?

দূরের হীরেশ : পাশের পরিচ্ছন্ন পৃথিবী আপনার মনের মধ্যে আসার পথ হারিয়ে ফেলবে।

অনুপমা : (যেন নিজেকে বলিতেছে) কিন্তু প্রশয় তো আমি দিচ্ছি না। আমি···আমি তো সহ্য করে যাচ্ছি। অন্য জায়গায় গেলেও তো অন্য একজনকে সহ্য করতে হত···

[অন্ধকার আরও ঘন হইয়া আসে। অনুপমা অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে। তারপর বারান্দায় ঝোলান তোয়ালে লইয়া ধীরপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। ভিতর দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া যায়। কথা কহিতে কহিতে খুড়-শ্বশুর যামিনীবাবু, দেবর সত্যশঙ্কর, ও ধীরার প্রবেশ। তাঁহারা বারান্দা ও বেদীর মাঝামাঝি জায়গায় আসিয়া কথাবার্তা কহিতে থাকেন।]

যামিনী : বৌমা কোথায় ?

ধীরা : কলে গেল।

যামিনী : স্কাউন্‌ড্রেল !

[অনুপমা এই সময় আবার ঘরে ফিরিয়া আসে। বোধহয় কিছু ফেলিয়া গিয়াছিল। যামিনীবাবুর মুখের 'স্কাউন্‌ড্রেল' কানে আসিতে

বারান্দায় আসিবার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়ে। যামিনীবাবুরা অনুপমাকে দেখিতে পান নাই।]

সত্য : কি বলব! কাল রাত্তিরেও বমি করে ভাসিয়েছে। আজ সকালে আমি শুধু মারতে বাকী রেখেছি!

যামিনী : কি বললে ?

ধীরা : বললে—আমার বাপের বিষয় আমি ওড়াচ্ছি, তাতে তোমাদের কি ?

সত্য : নির্লজ্জ—বেহায়া! এই সেদিন পুলিস-কেস থেকে বাঁচান হল!

যামিনী : আচ্ছা—যায় কোথায় জান ?

সত্য : খুব খারাপ জায়গায়।

যামিনী : মানে···?

সত্য : (মাথা নীচু করিয়া) হ্যাঁ।

ধীরা : আমি তো তখনই বলেছিলাম কাকা—বড়দার বিয়ে দিও না।

যামিনী : সকলে যে বললে—এ রকম অবস্থায় বিয়ে দিলে ভাল হয়ে যায়। নন্দর ছেলেও তো ঐরকম অ-জায়গায় কু-জায়গায় যাতায়াত করত। নন্দ সুন্দরী বৌ ঘরে আনল—ছেলেও ভাল হয়ে গেল—(অনুপমা বারান্দায় আসে)।

যামিনী : বৌমা—তুমি এখানে ? তবে যে ধীরা বললে—

ধীরা : আমি যে দেখলাম—বৌদি কলতলায় গেল—

অনুপমা : টুথ্‌ব্রাশটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম।

যামিনী : (কিছুটা অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে) না···মানে তুমি কিছু ভেব না বৌমা···

অনুপমা : ভাবিনি তো কিছু। তবে শুনেছি—এ ব্যাপারে অনেকে মাতুলী-টাতুলী দেয়! বিয়েটা না দিয়ে যদি মাতুলী দিয়ে রাখতেন—

যামিনী : (নিজেকে কিছুটা আয়ত্তে আনিয়া) না না—সত্যি তুমি কিছু ভেব না বৌমা। হাতে করে যেমন নিয়ে এসেছি, ব্যবস্থাও তেমনি করে দিয়ে যাব। এ বাড়িতে চিরকাল তুমি বড়র আসন পাবে।

সত্য : তবে একটা কথা বলি বৌদি। তোমার বরাতে বড়দা যদি ভাল হয়ে যায় না—তখন দেখো—বড়দার মত স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা—

অনুপমা : যাক—তবু ভরসা পেলাম।

ধীরা : না···মানে···বৌদি—

অনুপমা : থাক ঠাকুরঝি। (ঘরের ভিতর চলিয়া যায়। বাহিরের তিনজনের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা)।

সত্য : (হঠাৎ বলিয়া উঠে) বৌদির এভাবের কথাবার্তা আমার মোটেই ভাল লাগল না কাকা—

ধীরা : না···মানে···

সত্য : তুই থাম ধীরা !

যামিনী : যাকগে সত্য—(প্রস্থান পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া যান)।

সত্য : না না—ভাল যেটা লাগল না, সেটা বলব বই কি—(বলিতে বলিতে প্রস্থান। ধীরা বৌদির ঘরের দিকে পা বাড়াইয়াছিল। কিন্তু কি মনে হয়···সত্যর পিছন পিছন প্রস্থান করে। অন্ধকার হইয়া যায়)।

[অনুপমার শ্বশুরবাড়ির উপর আলো আসিয়া পড়ে। সকালবেলার আলো। বেলা একটু বাড়িয়াই গিয়াছে। অনুপমা বারান্দায় আসে। হাতে একটি মাঝারি আকারের স্যুটকেস। স্যুটকেসটি নামাইয়া রাখিয়া এক মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবে। বাহিরের দিক হইতে একটা গোলমালের সঙ্গে উমাশঙ্করের নামটাও কানে আসে। কোণে গিয়া রেলিঙে ভর দিয়া দেখিতে চেষ্টা করে। এইবার কথাবার্তাও কানে আসে।]

যামিনী : তুমি এখান থেকে যাবে কিনা ?

একটি লোক : বললাম তো টাকা না পেলে যাব না।

সত্য : কিসের টাকা !

লোক : উমাশঙ্করবাবু ইয়ার-বক্‌সী নিয়ে পদ্মিনীর বাড়ি সারা রাত্তির—

সত্য : থাক। ও টাকা তুমি তার কাছ থেকে আদায় করে নিও।

এখন যাও।

লোক : আমি আপনাদের কাছে টাকা চাইতে আসিনি। উনি ওঁর বৌয়ের কাছে চিঠি দিয়েছেন।

সত্য : চোপ! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব!

যামিনী : আঃ সত্য! দেখ—তুমি বরং আদালতে ওর নামে একটা—

অনুপমা : (ঝুঁকিয়া পড়িয়া) শুনছেন···এই যে···এদিকে···হ্যাঁ হ্যাঁ··· আপনাকেই ডাকছি—

সত্য : খবরদার! বাড়ির ভেতর যাবে না!

অনুপমা : (কঠোর কণ্ঠে) ওঁকে এদিকে পাঠিয়ে দিন। নইলে আমি ওখানে যাব। (বারান্দার পাশ দিয়া একজন লোক আসিয়া দাঁড়ায়। পিছনে সত্য, যামিনী, ও ধীরা। লোকটি অনুপমাকে একটি চিঠি দেয়)।

অনুপমা : (চিঠি পড়িয়া) একটু দাঁড়ান। (ঘরের ভিতরে যায়)।

সত্য : রাস্কেল!

লোক : গালাগাল দেবেন না বলছি!

সত্য : (আস্তিন গুটাইয়া) চুপ! মুখ একেবারে থেঁতো করে দেব! (অনুপমা ভিতর হইতে আসিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া আসে। হাতে কাগজে-মোড়া কি একটা রহিয়াছে)।

অনুপমা : (সত্যকে) ওঁকে তো ডেকেছি আমি। আপনি কথা বলছেন কেন?

সত্য : বাড়িটা আমাদের বলে।

অনুপমা : উনি টাকা পান—

সত্য : যার কাছে পায়, তার কাছ থেকে আদায় করে নিক।

অনুপমা : তাই তো নিতে এসেছেন।

সত্য : দেখুন—

অনুপমা : (ধমকের সুরে) চুপ করুন! (সত্য একটু থতমত খাইয়া যায়)।

অনুপমা : (লোকটিকে) দেখুন, আজ আমার কাছে নগদ টাকা বেশী

নেই। এই বালা হু'গাছা দিচ্ছি—এ হুটো উমাশঙ্করবাবুই আমাকে দিয়েছিলেন। বিক্রী করে আপনার পাওনা শোধ করে নেবেন। আর বাকী যদি কিছু থাকে তো মদ কিনে দেবেন।

যামিনী : (লোকটিকে) কত টাকা পাওনা হয়েছে তোমার ?

লোক : একশো পঁচিশ।

যামিনী : এক রাত্তিরে এত টাকার—

লোক : আজ্ঞে না। বন্ধুবান্ধব ছিল, তার ওপর পদ্মিনীর সঙ্গে ফুর্তিতে—

যামিনী : (সত্যর হাতে চাবি দিয়া) টাকাটা দিয়ে দাও সত্য।

সত্য : কক্ষণো না ! ব্যাটাকে আমি—

যামিনী : (গর্জন করিয়া উঠিলেন) সত্য ! (সত্য চাবি লইয়া চলিয়া যায়)।

যামিনী : (লোকটিকে) বালা হুটো দাও।

লোক : আজ্ঞে টাকাটা হাতে পেয়েই একেবারে দিতাম।

যামিনী : বেশ এস—

লোক : আজ্ঞে এইখানেই এনে দিন না ! মা লক্ষ্মী আছেন, তবু ভরসায় আছি। দয়া করে দরজাটা আমায় পার করে দেবেন মা লক্ষ্মী— (অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া সায় দেয়। সত্য টাকা লইয়া আসে। যামিনীবাবু গুণিয়া দেখেন। লোকটির হাতে দিলে, সে বালা হুটি অনুপমার দিকে বাড়াইয়া দেয়। অনুপমা ইঙ্গিত করিলে যামিনী-বাবুর হাতে দেয়)।

অনুপমা : যান—আপনি চলে যান। আমি দাঁড়িয়ে আছি। (লোকটি সন্ত্রস্তভাবে সত্যকে পাশ কাটাইয়া প্রস্থান করে। অনুপমা ধীরপদে বারান্দায় উঠিয়া আসে। এঁরা তিনজন হতভম্বের ন্যায় অনুপমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত কাহারও মুখে কোন কথা আসে না)।

যামিনী : কিন্তু বৌমা—

সত্য : এ তুমি অন্যায় প্রশ্রয় দিচ্ছ কাকা ! (অনুপমা কোন কথা না বলিয়া স্যুটকেসটি হাতে তুলিয়া লইয়া ধীরপদে বারান্দা হইতে

নামিয়া আসে)।

যামিনী : বৌমা ! (স্খলিতপদে বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া উমাশঙ্করের প্রবেশ)।

উমাশঙ্কর : (জড়িত কণ্ঠস্বরে) হারাণ শালা বাঁদিক দিয়ে টাকা নিয়ে গেল, আমিও ডান দিক দিয়ে পালিয়ে এলাম—সুড়ুৎ ! হারাণ শালা বাঁ দিক দিয়ে—(গোল করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পা ফেলিতে ফেলিতে একেবারে অনুপমার সামনে) একি প্রিয় সখী, এ যে বাইরের বেশ ! কোথায় গো ? অভিসারে নাকি ? (সুরে) আজি এল—অভিসার সন্ধ্যা—(যামিনীবাবু আর নিজেকে আয়ত্তে রাখিতে পারিলেন না। পা হইতে চটি খুলিয়া উমাশঙ্করকে মারিলেন)।

যামিনী : হতচ্ছাড়া…স্কাউন্‌ড্রেল !

উমাশঙ্কর : (এক হাত বাড়াইয়া অনুপমাকে বাহিরে যাইতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে করিতে) খুড়োমশাই—তুমি জুতো মারলে ! কিন্তু কেন বাবা ? আমি কি তোমাদের জন্য পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াইনি ! (হেঁচকি তুলিয়া) তবে ? তবে তারই পুরস্কার কি এই কণ্টক-মুকুট --থুড়ি—তারই পুরস্কার কি এই চর্মপাদুকা ?

যামিনী : (উমাশঙ্করের চুলের মুঠি ধরিয়া) বেরিয়ে যা। এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা ! (অনুপমা এই ফাঁকে দক্ষিণ-পার্শ্বের প্রস্থান-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে)।

ধীরা। বৌদি !

দূরের হীরেশ : মনে হচ্ছে—আপনার পৃথিবী বিষণ্ণ।

যামিনী : (উমাশঙ্করকে ছাড়িয়া দিয়া) বৌমা !

দূরের অনুপমা : বিষণ্ণ কিনা বলতে পারি না—তবে অপরিচ্ছন্ন।

উমাশঙ্কর : (অনুপমার নিকট আসিয়া) তুমি কি কোথাও যাচ্ছ ?

দূরের হীরেশ : অপরিচ্ছন্ন পৃথিবীকে যেন কোনদিন প্রশ্রয় দেবেন না।

অনুপমা : হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি।

উমাশঙ্কর : কখন আসবে ?

অনুপমা : আর আসব না ! (উমাশঙ্কর হতভম্বের ন্যায় বসিয়া পড়ে)।

যামানী : বৌমা ! (অনুপমা থামে)।

সত্য : এভাবে চলে যাচ্ছ—ফিরে আসাটা কিন্তু খুব সহজ হবে না !

দূরের হীরেশ : অপরিচ্ছন্ন পৃথিবীকে যেন কোনদিন প্রশ্রয় দেবেন না।

অনুপমা : (পিছনে মুখ ফিরাইয়া সত্যকে) পুরনো মাতুলীতে কাজ হচ্ছে না। দাদাকে একটা নতুন মাতুলী এনে দেবেন। (বাহির হইয়া যায়)।

উমাশঙ্কর : (সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে। মাতালের কান্না। কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না সখী। বাইরের মেয়ে-ছেলের পাশে শুতে আমার বড্ড ঘেন্না করে।

যামিনী : রাস্কেল ! মাতাল ! (উমাশঙ্করের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন বলিলেই হয়)।

সত্য : (নিকটে আসিয়া) মারধোর অনেকবার হয়ে গেছে কাকা। আপনি ছেড়ে দিন। আমি ঘাড় ধরে ওটাকে বাড়ি থেকে বার করে দিই।

[আলো কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা নামিয়া আসে।]

[চা খাওয়া শেষ করে আমরা পথে বেরিয়ে এলাম। আমি আর অনুপমা। কয়েক মুহূর্ত কোন কথা নেই। তারপর—]

আমি : তারপর ? বাড়িতে ?

অনুপমা : প্রথম দিন কেউ জানতে পারেনি। পরদিন খবরটা আনলে শশীকাকা।

আমি : তারপর ?

অনুপমা : তারপর আর কি ! একবার মা জিজ্ঞেস করেন, একবার বাবা জিজ্ঞেস করেন—

আমি : তুই আসল কারণটা বলে দিলি না কেন ?

[আমরা দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যাই। কিন্তু আমাদের কথাবার্তা তখনও শোনা যায়।]

অনুপমা : (কণ্ঠস্বর) কেমন যেন মনে হল, আমি নিজেই ওটা ভাল করে বুঝিনি।

আমি : (কণ্ঠস্বর) তবে নকলটা বলে দিলেই পারতিস।

অনুপমা : (কণ্ঠস্বর) তাতে দেখি আসলটা উঁকি মারে—কাজেই কোন-টাই বলা হল না। (চলার পথের আলোর রেখা ততক্ষণে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। পর্দা সরিয়া যায়। সবই এক—কেবল অনুপমার শ্বশুরবাড়ির বারান্দা সরিয়া গিয়া বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে)।

পট ঃ অনুপমাদের বাড়ী

গল্প ঃ পোস্ট-মাস্টারের বউ

[অনুপমার বাবা, মা, ও শশীকাকা। অনুপমার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কাগজ পড়িতেছেন।]

শশী : আমি ঠিকই শুনেছি।

মা : কি শুনেছ, তাই বল না ?

শশী : ওখানে আর ফিরবে না বলে চলে এসেছে।

মা : কেন ? ঠাকুরপো ?

শশী : আরে কিছু না। ছেলেটা একটু আমোদ-ফুর্তি করে।

মা : তার মানে ?···ঠাকুরপো···!

শশী : আরে তেমন কিছু নয়! একটু-আধটু বার-টান ছিল। বনেদী ঘরের ছেলে—ওরকম একটু-আধটু থেকেই থাকে। আবার বিয়ে দিলে শুধরেও যায়।

বাবা : (হঠাৎ, কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) শুনলাম—ছেলেটি নাকি একটু ইয়ে—

মা : জেনেশুনে মেয়েটাকে একটা লম্পটের হাতে তুলে দিলে ঠাকুরপো!

শশী : মানে ? আমি কি জানতাম নাকি ? চেনা-জানা ঘর—বিয়ে দিলাম। এখন খারাপ হল, সে তোমার মেয়ের বরাতে হল।

মা : (হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন) অনুর বর লম্পট!

বাবা : (ব্যস্ত হইয়া) এই শুনছ···

শশী : আচ্ছা বৌদি—যা হয়ে গেছে, তার তো আর চারা নেই। এখন তো একটু মানিয়ে গুছিয়ে···মানে যাতে কেলেঙ্কারীটা না হয়···

বাবা : হ্যাঁ হ্যাঁ···কেলেঙ্কারীটা না হওয়াই ভাল।

মা : লম্পটের সঙ্গে কি মানাবে-গুছোবে ঠাকুরপো ! (অনুপমা ভিতর হইতে বাহিরে আসে। বেশ হাসি-খুশী ভাব)।

মা : অনু ! (আবার ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন)।

অনু : (কাছে আসিয়া) কি হল মা ?

বাবা : (ব্যস্ত হইয়া) শুনছ—মানে বলছিলাম কি···মানে—

শশী : আরে ! তোমায় নিয়ে তো আচ্ছা জ্বালাতনে পড়লাম বৌদি। আগে শেষটা শোন, তারপর কান্নাকাটি ক'রো। উমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

মা : কি বললে হতভাগা ?

শশী : কি আর বলবে। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে—মুখ একেবারে শুকিয়ে এতটুকু ! রাস্তায় দেখা—শুধু হাতে পায়ে পড়তে বাকী ! বললে—আমার আর মুখ দেখাবার উপায় নেই। আপনি অনুকে বলবেন—এরকম আর কক্ষণো হবে না ! কক্ষণো না !

মা : (অল্প একটু উৎফুল্ল হইয়া) বললে ?

শশী : হ্যাঁ—বললে। আর বলবেই তো ! ভাল ঘরের ছেলে—একটু বিগড়ে গিয়েছিল। যাই হোক নিজের ভুলটা তো বুঝতে পেরেছে—

মা : (সংশয়াকুল কণ্ঠস্বরে) কিন্তু ঠাকুরপো—আবার যদি—

শশী : তাই কখনো হয় বৌদি ! ভাল ঘরের ছেলে—একবার যখন ভুল বুঝতে পেরেছে—

মা : শুনেছিস অনু—উমা নাকি তার ভুল—মানে—(মেয়ের চোখে চোখ পড়িতে থামিয়া যান)।

শশী : তবে তুমি যাই বল বৌদি। অনুর ওভাবে বেরিয়ে আসাটা একেবারেই উচিত হয়নি ! গুরুজন বলে একটা কথা !

মা : (যেন মেয়েকে বলিতেছেন) হ্যাঁ—মানে একেবারে শ্বশুরের মুখের ওপর কথা ! আমি বলছিলাম কি, ঠাকুরপো না হয় ওখানে একবার—

শশী : সে তো ওর খুড়-শ্বশুরের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়ে গেছে। আজ বিকেলে আসছেন, ওকে নিয়ে যেতে !

অনু : ওখানে আর ফিরব না বলেই বেরিয়ে এসেছি মা।

মা : না—মানে—আমি বলছিলাম—

অনু : ওখানে আমি আর ফিরব না মা।

শশী : দেখ অনু—বাড়াবাড়ি কোন কিছুতেই ভাল নয়। রাগের মাথায় ওরকম এক-আধটা কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়।

অনু : আমি খুব ভেবেচিন্তেই ঠিক করেছি কাকা।

শশী : দেখ অনু—

অনু : ওখানে আমি আর ফিরব না কাকা।

শশী : (ক্রুদ্ধস্বরে বৌদিকে) তোল! আদর দিয়ে মেয়েকে আরও মাথায় তোল! যত সব—(দ্রুত প্রস্থান)।

মা : (ব্যস্ত হইয়া ব্যাকুল স্বরে) ঠাকুরপো—ও ঠাকুরপো···আর কোন্ দিক সামলাই! (অনুপমাকে) হ্যাঁরে অনু—সত্যি করে বল না রে—কি হয়েছে?

অনু : কিছু তো হয়নি মা—

মা : তবে যে বললি আর ফিরব না—

অনু : সত্যি ওখানে আর ফিরব না মা।

বাবা (উঠিয়া দৃঢ়স্বরে) তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাকে কোনদিন ওখানে ফিরে যেতে বলব না মা।

মা : তুমি থামবে!

বাবা : থেমে তো এ্যাদ্দিন ছিলাম! তবে এ কথাটা যে না বললে নয়! (ভিতরে চলিয়া গেলেন। অনুপমা দাওয়ায় পা ঝুলাইয়া বসে)।

মা : (অনুপমার পাশে বসিয়া) সত্যি বল না রে অনু—কি হয়েছে?

অনু : তোমরা তো সব শুনেছ মা।

মা : তবু তোর মুখ থেকে একবার শুনি। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে—এর মধ্যে অন্য কোন কথা আছে।

অনু : প্রথমে ভেবেছিলাম—(কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া যায়)···মাতাল ···চরিত্রহীন···তাই বোধ হয়···

[সেতারের মৃদু ঝঙ্কার। মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা ও বেদী

অনুপমার অতীত-স্মরণে অস্পষ্ট আলোয় আলোকিত হইয়া উঠে।
অনুপমার মুখে দূরের অনুপমার মৃদু হাসি।]

মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা

ষষ্ঠজন : নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?

প্রথম ও দ্বিতীয় : মহাদেবের জটা হইতে।

তৃতীয় জন : জটার ব্যাপারটা কিন্তু ভুল নয়। বইয়ে পড়েছিলাম।

মা আর অনুপমা

মা : অনু···?

অনু : কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম—তা নয় মা—

বেদী

একজন ছাত্র : (নাক খুঁটিতে খুঁটিতে) মিলোর ভেনাস—

অন্য ছাত্র (গা ঘষিতে ঘষিতে) পিকাসোর হেড্ অব্ এ ফন্—

আরেক ছাত্র : আরে তুত্তোর! প্লে-ব্যাক্ গানের জলসা শুনেছিস···?

অন্য এক ছাত্র : ওসব নয় ওসব নয়। সুস্থ রাজনীতি থেকেই নিজের শ্রেণীর সম্পর্কে চেতনাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—নইলে উঠত না।

মা আর অনুপমা

মা : আমি তোর কথা কিছু বুঝতে পারছি না অনু—

অনু : আমি নিজেও খুব ভাল করে বুঝিনি মা—

[বিপরীত দিকে সীতেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে।]

সীতেশ : বেশ করব পানের পিক্ ফেলব—ইডিয়ট !

মা আর অনুপমা

মা : অনু—আমার কাছে তুই সব খুলে বল—

[বিপরীত দিকে পাদপ্রদীপ হইতে একটু দূরে উমাশঙ্কর ও সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠে।]

উমাশঙ্কর : (জড়িতস্বরে) হারাণ শালা বাঁ দিক দিয়ে টাকা নিয়ে গেল, আমিও ডান দিক দিয়ে পালিয়ে এলাম—সুড়ৎ !

অনু : খুলে বলার তো কিছু নেই মা।

সত্য : এভাবে চলে যাচ্ছ—ফিরে আসাটা কিন্তু খুব সহজ হবে না।

মা : মানে···আমি বলছিলাম···যদি বিয়ের আগে কোন কিছু···?

[টুটুলের একঘেয়ে কণ্ঠস্বর]

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি

শরমের ডালি

মা : মানে যখন কলেজে পড়তিস···?

অনুপমা : (উঠিয়া বামদিকের প্রস্থান পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে) তোমায় তো বললাম মা—আমি নিজেও খুব ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি। (মা-ও পিছন পিছন আসিতেছিলেন)।

মা : শোন অনু—(অনু দাঁড়াইয়া পড়ে। তাহার কানে আসে দূরের হীরেশ আর দূরের অনুপমার কণ্ঠস্বর)।

দূরের অনুপমা : চলে যাচ্ছেন ? কোথায় ?

দূরের হীরেশ : যোগবালিয়া বলে একটা গ্রামে।

[অনুপমার মা মনে করেন—তাঁহার কথাতেই বোধ হয় অনুপমা দাঁড়াইয়াছে।]

মা : তাহলে বিকেলে তুই ওদের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছিস তো ?

[মায়ের কথার জবাব দিবার জন্য অনুপমা এদিকে ফিরিতে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিকের এক কোণে যোগবালিয়া গ্রামের পোস্ট অফিসের আভাস স্পষ্ট হইয়া উঠে। সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া গ্রামের কয়েকজন লোক। ছোট টুলের উপর বসিয়া হীরেশ। অনুপমার আর মায়ের দিক ফিরিয়া প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় না। তাহার মুখে মিষ্টি মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে।]

মা : কি রে—তাহলে ওঁদের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছিস তো ?

অনুপমা : না মা—ওখানে আর কোনদিন ফিরে যাব না। (প্রস্থান)।

মা : শোন···অনু···শোন···(বলিতে বলিতে প্রস্থান)।

[দূরের যোগবালিয়া পোস্ট অফিসটি তখন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।]

হীরেশ : (উঠিয়া) তাহলে ঘোড়ুইমশাই আজকের মত ওঠা যাক। কাল আমরা আপনাদের ওদিকটায় যাব।

ঘোড়ুই : (উঠিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ—(সকলে উঠিয়া নমস্কার বিনিময় করিয়া প্রস্থানপথ ধরিয়া অগ্রসর হয়)।

হীরেশ : নাগমশাইকে যেন একটু চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে ?

নাগ : না মানে···ওদিকটায় সবাই অশিক্ষিত। ভাবছিলাম—ওসব কথা খুব বুঝবে কি ?

হীরেশ : ওদের মত করে বললে নিশ্চয় বুঝবে নাগমশাই। তা ছাড়া একটা কথা ভেবে দেখুন না। ওরা রামায়ণ-পাঠ মহাভারত-পাঠ বোঝে, যাত্রা বোঝে, কলকাতা বোঝে, আর দেশের কথা বুঝবে না—নিশ্চয় বুঝবে।

আরেকজন : আজ্ঞে এটা আপনি ঠিক বলেছেন।

হীরেশ : (নমস্কার করিয়া) আচ্ছা আজ তাহলে আসি।

[গ্রামের লোকেরা নমস্কার করিয়া প্রস্থান করে। হীরেশ এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে, তারপর হাসিমুখে ফিরিয়া আসে। তাক হইতে একটি খাতা লইয়া কি যেন লিখিতে আরম্ভ করে। ঝগড়ুকে আসিতে দেখা যায়।]

হীরেশ : কি ঝগড়ু—হল ?

ঝগড়ু : (মাটিতে বসিয়া পড়িয়া) হাঁ মাস্টারবাবু।

হীরেশ : তোমার দেশ কোথায় ঝগড়ু ?

ঝগড়ু : মথুরাপুরীর কাছে বাবুজী—

হীরেশ : সেখানে তোমার কে আছে ঝগড়ু ?

ঝগড়ু : সব আছে বাবুজী। বাবা আছে, মা আছে, বহু আছে, ভাই-লেড়কা-লেড়কী ভি আছে, দুটো ভঁইস ভি আছে—(পিছন হইতে একটি মেয়ে আসিয়া হীরেশের চোখ টিপিয়া ধরে। ঝগড়ু হাসিয়া, চোখ বুজিয়া, জিভ কাটিয়া দ্রুত প্রস্থান করে। মেয়েটিকে দেখিতে ঠিক যেন অনুপমা)।

হীরেশ : ছাড় ছাড়—

অনুপমার মত মেয়ে : আগে বল এক্ষুনি উঠবে—

হীরেশ : সত্যি অনেক কাজ—

অনুপমার মত মেয়ে : কাজ না হাতি—

হীরেশ : য্যাঃ হাতি নয়—

অনুপমার মত মেয়ে : মানে ?

হীরেশ : এইটুকু জায়গায় হাতি কি করে হবে ? বেড়াল-টেড়াল বল—

(অনুপমার মত মেয়ে অল্প হাসিয়া চোখ ছাড়িয়া দেয়) ।

হীরেশ : শুনছ—এক কাপ চা খাওয়াবে ?

অনুপমার মত মেয়ে : খাওয়াতে পারি—যদি রান্নাঘরে আমার কাছে গিয়ে বস ।

হীরেশ : ঠিক ?

অনুপমার মত মেয়ে : ঠিক ।

হীরেশ : চল । (দুইজনে পোস্ট অফিসের ভিতর দিয়া প্রস্থান করে । আলো কমিতে থাকে । মঞ্চ অন্ধকার হইয়া হায় । কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার হইয়া যাইবার পূর্ব মুহূর্তে—)

অনুপমা : (কণ্ঠস্বর) তোমায় তো বললাম মা—আমি নিজেও খুব ভাল করে বুজে উঠতে পারিনি ।

মা : (কণ্ঠস্বর) শোন···অনু···শোন···

॥ পর্দা নামিয়া আসে ॥

মৃত্যু

চরিত্রলিপি

কণ্ঠস্বর

অবনী রায়

প্রথম ও দ্বিতীয় বাস্‌ যাত্রী

লোকটি

বাইশ বছর বয়সের অবনী রায়

হান্স্‌

দেবেশ

নমিতা

সোমনাথ

তানপুরাবাদক ও তবলচি বীরেনবাবু

সূত্রধর পুত্র

মৃতপুত্র

বুড়োদা ও তাঁর সঙ্গীরা

তরুণ গায়ক ও তরুণী নর্তকী

আশিস

টুনু

কণ্ঠস্বর

কে যেন বলেছিল···ওদেশে যেও না···ওখানে সমুদ্রতীর শুধু অন্ধকার। কারা যেন বলেছিল···ওদিকে চেও না···ওদিকের আকাশে সূর্যের আশ্রয় নেই···ওদিকের দিগন্ত সূর্যসীমার বাইরে।

···তবুও গোপনে আমি তোমার দিকে চেয়েছিলাম···তোমার চোখে দেখেছিলাম সূর্যসীমার বাইরে অনেক দূরের নিষিদ্ধ সেই দেশ।

···তোমার ভ্রূর অতল অন্ধকারের মধ্যে, তোমার মাংসের মধ্যে, তোমার রক্তের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছিলাম অন্ধকারের সেই উজ্জ্বল শৈবাল।

॥ পর্দা সরে যায় ॥

[রাস্তা। কাছাকাছি কোথাও একটা বাস্‌স্টপ্‌ রয়েছে। লোকজন যায় আসে। বাস্‌ এসে দাঁড়ায়। আলো দেখা যায়। লোকজনের ছুটোছুটি। বাস্‌ চলে যায়। ক্রমশ লোক-চলাচল কমে আসে। রাত বাড়ে।

অবনী রায় আসেন। বাস্‌স্টপের দিকে তাকান। পায়চারি করতে করতে হাত-ঘড়ি দেখেন। হঠাৎ পিছন দিকে দৃষ্টি পড়ে। পিছনে অস্পষ্ট আলোয় চওড়া ধাপের লম্বা সিঁড়ি। কোন একটা বাড়ি থেকে প্রায় রাস্তার উপর নেমে এসেছে। শুধু সিঁড়িটাই দেখা যাচ্ছে, বাড়িটা নয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক অবনী রায় পায়চারি করছেন। দেশজোড়া তাঁর খ্যাতি। সম্প্রতি খুব ঘটা করে তাঁর ষাট বছরের জন্মদিন পালন করা হয়েছে। কাছাকাছি একটা পোস্টারও রয়েছে—তাঁর ষাট বছরের জন্মদিনে সাহিত্য-সভার আহ্বান জানিয়ে। অবনী রায় পোস্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। পোস্টারে ছাপা নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। বাস্‌স্টপের দিকে তাকান। হাত-ঘড়ি দেখেন। একটু যেন বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সিঁড়িটার দিকে নজর যায়। আবার পায়চারি করতে থাকেন। দুজন লোককে ব্যস্তভাবে আসতে দেখা যায়। ব্যস্ত অবশ্য সামনের লোকটি। পিছনের লোকটিকে ব্যস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।]

প্রথম : পা চালিয়ে আয় না—

দ্বিতীয় : আপনি যতটা চলে চলুক না।

প্রথম : বাস্‌টা যে ছেড়ে দেবে—

দ্বিতীয় : বাস্‌ তো এখনও আসেইনি।

প্রথম : কিন্তু এলে যে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। অনেক সময় একেবারেই দাঁড়ায় না।

দ্বিতীয় : (থেমে গিয়ে) নাই বা দাঁড়াল।

প্রথম : (দাঁড়িয়ে পড়ে) কি ব্যাপার বল তো তোর ?

দ্বিতীয় : না তাই ভাবছি—

প্রথম : ভাবছিস ? কি ভাবছিস ?

দ্বিতীয় : ভাবছি—বাস্‌টা যদি না-ই দাঁড়ায়—তাহলে বাস্‌টা পাব না—এই পর্যন্ত ভাবছি—এর বেশী তো কিছু নয়।

প্রথম : তুই আবার ঐ রকম ঘিয়ে-ভাজা কথা আরম্ভ করলি।

দ্বিতীয় : ঘি কোথায় পাব বল ? চাটুতে সেঁকে নিচ্ছি।

প্রথম : সোজা কথায় বলবি—কি ভাবছিস ?

দ্বিতীয় : না—মানে—ভাবছিলাম আর কি।

প্রথম : (অল্প একটু সুর দিয়ে) হ্যাঁ—কি ভাবছিলে ?

দ্বিতীয় : (বেশ তাড়াতাড়ি) এই ভাবছিলাম—পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হল। কত বাস্‌ই তো ছাড়লাম—না হয় এটাও গেল।

প্রথম : একটা কথা বলব—শুনবি ?

দ্বিতীয় : বল।

প্রথম : এটা শেষ বাস্‌। এটা ধরে বাড়ি চল। পরের ক'খানা না হয় ছেড়ে দিস।

দ্বিতীয় : বলছিস ?

প্রথম : বলছি।

দ্বিতীয় : তবে তাই···না রে···তুই বরং চলে যা, আমি একটু থেকেই যাই।

(প্রথম দ্বিতীয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কোন কথা না বলিয়া বাস্‌স্টপের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়। প্রায় চলিয়া গিয়াছে

এমন সময় দ্বিতীয় ডাকে) এই—দাঁড়া—দাঁড়া…(প্রথম দাঁড়াইয়া পড়ে) তোর কথাই ঠিক…(অগ্রসর হইতে হইতে) এটা ধরে না হয় বাড়িই যাই। পরের ক'খানা না হয় ছেড়ে দেব।

প্রথম : (দ্বিতীয় কাছে আসিলে তাহার মুখের দিকে হতভম্বের ন্যায় দেখিতে দেখিতে) দেখ—তুই আর বোধহয় বেশিদিন বাঁচবি না।

দ্বিতীয় : (মৃদু হেসে) বউও সেদিন ঐ কথাই বলছিল। (বাস্ আসার শব্দ শোনা যায়) নে নে, চল, গাড়ি আসছে—দেখি, এটা আমাদের কিনা—(প্রথমের তখনও হতভম্ব অবস্থা। দ্বিতীয় তাহাকে এক-রকম টানিতে টানিতে বাস্‌স্টপের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়)।

[অবনী রায় এদের কথা শুনছিলেন। বেশ মজা লাগছিল। কেমন যেন একটু বেদনাও অনুভব করছিলেন। বাস্ আসার শব্দে তিনিও বাস্‌স্টপের দিকে এগিয়ে যান। জায়গাটা কেমন যেন অন্ধকার হয়ে যায়। বাস্ ছেড়ে দেয়। অবনী রায় ফিরে আসেন। ওটা তাঁর বাস নয়। আলো একটু যেন বাড়ে, কিন্তু আগের আলো আর ফিরে আসে না। কি যেন মনে হয়। সিঁড়ির দিকে তাকান। দেখেন একজন লোক। পরনে পাঞ্জাবি-পাজামা। কাঁধে ঝোলান বড় ব্যাগ্। সিঁড়ির প্রায় নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে। যতদূর মনে পড়ে—এতক্ষণ এখানে ছিল না। চেহারায় কোথায় যেন একটা আকর্ষণ আছে। কেমন যেন মনে হয় অনেকদিনের চেনা। অবনী রায় মোহাবিষ্টের মত তাকিয়ে থাকেন।]

লোকটি : আমাকে কিছু বলবেন ?

অবনী : (ব্যস্তভাবে) না না…(লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে নেন। কিন্তু আবার ঐ দিকেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে)।

লোকটি : আকাশের অবস্থাটা দেখছিলাম। চোখ নামিয়ে দেখি আপনি তাকিয়ে আছেন। মনে হল, বোধহয় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন।

অবনী : না—মানে…আপনাকে আমার কি রকম যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন দেখেছি…আপনি কি এখানেই থাকেন ?

লোকটি : না তো। অনেক দূর থেকে আসছি। যাবও অনেক দূরে।

তাই আকাশের অবস্থাটা দেখছিলাম।

অবনী : মাফ্ করবেন। ভুল করে ফেলেছি।

লোকটি : খুব একটা ভুল হয়তো করেন নি।

অবনী : (হতভম্বের মত) মানে ?

লোকটি : অনেক সময় পরিচিত লোকের ওপর বিরক্তি এসে যায়। দূরের অপরিচিত লোককে চেনা বলে মনে হয়।

অবনী : (কেমন যেন বিরক্তি এসে যায়) ···চেনা পরিবেশের ওপর—

লোকটি : যেন মনে হয়—পরিচয়ের পালা শেষ হয়ে যাক। তাই না ? (লোকটি আকাশের দিকে দেখে। বাস্‌স্টপের বিপরীত প্রস্থানপথের দিকে অগ্রসর হয়। সিঁড়ির উপরে আলো কেমন যেন অন্ধকার হয়ে আসে)।

অবনী : (অবনী রায়ের মনে হয় লোকটি যেন সিঁড়ির উপরেই আছে। তাকে উদ্দেশ করে বলতে থাকেন—) ঠিক বলেছেন। যেন মনে হয় সব ছেড়ে চলে যাই। দূরে···অনেক দূরে···দিগন্ত ছাড়িয়ে···

লোকটি : আসুন না। সামনে পথ। আকাশ এখনো পরিষ্কার··· (লোকটি অন্তরালে চলিয়া যায়। অবনী রায়ের খেয়াল হয় লোকটি সামনে নাই)।

অবনী : (চিৎকার করিয়া) শুনুন···শুনছেন···কোথায় গেলেন আপনি···? (বাস্ আসার শব্দ শোনা যায়। অবনীবাবু ইতস্তত করিতে থাকেন। লোকটির প্রস্থানপথের দিকে একটু বোধহয় অগ্রসরও হইয়া যান। বাসের শব্দ কাছে আসে। অবনী রায় ফেরেন। দ্রুত বাস্‌স্টপের দিকে অগ্রসর হইয়া যান)।

[অন্ধকার। অল্প আলোয় অন্ধকার যখন একটু দেখা যায় তখন বড় একটা ফাঁকা জায়গায় অবনী রায় একা দাঁড়িয়ে। চারিধারে শূন্য—কিছু নাই। যেন মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবনী রায়। হঠাৎ পিছন দিক থেকে কে যেন ডাকে—বাস্ পান নি বুঝি ? অবনী রায় সচকিত হয়ে ফিরে দেখেন—সেই লোকটি।]

লোকটি : বাস্ পান নি বুঝি ?

অবনী : আপনি ?

লোকটি : আমার যাওয়ার পথ তো এই দিক দিয়ে। কিন্তু আপনি বাস্ পান নি বুঝি ?

অবনী : পেয়েছিলাম। কিন্তু উঠতে পারিনি। বড্ড ভিড়। (লোকটি এবং অবনী রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। কেউ কারো দিকে এগিয়ে আসেন না। কথাবার্তা চলে—কিন্তু তুজনের মধ্যে দূরত্ব যেন অনতিক্রম্য)।

লোকটি : ভিড় দেখে ছেড়ে দিলেন বলুন।

অবনী : এক রকম তাই বলতে পারেন।

লোকটি : ভিড় পছন্দ করেন না বুঝি ?

অবনী : খুব একটা করি না।

লোকটি : কেন বলুন তো ?

অবনী : কি রকম যেন একা একা মনে হয়। আপনার ?

লোকটি : আমার কিন্তু ভিড়টা বেশ ভালই লাগে। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা লোক একসঙ্গে মিলে কেমন অন্য একটা মানে হয়ে যায়। কেমন যেন বহুব্রীহি সমাস।

অবনী : তা যা বলেছেন। কেমন যেন বহুব্রীহি সমাস। আমি কিন্তু অলুক হয়েই রইলাম। বিভক্তিটা আমার রয়েই গেল।

লোকটি : ওখানে একটা পোস্টার দেখলাম···একটা ছবি···সেটা কি আপনার ?

অবনী : হ্যাঁ। সম্প্রতি আমার ষাট বছর বয়সের জন্মদিন খুব ঘটা করে পালন করা হয়েছে।

লোকটি : আপনার বুঝি খুব নাম ? কিসে নাম আপনার ?

অবনী : আমি একজন নামকরা লেখক।

লোকটি : তাহলে তো আপনার খুবই আনন্দ।

অবনী : তাই হয়তো হতো। কিন্তু হল কই। সবটাই যে নিরর্থক।

লোকটি : কেন ?

অবনী : অহংকারের মত বিভক্তিটা যে লেগেই রইল। জায়গায় পৌঁছতে

পারলাম কই ? আচ্ছা—আপনার তো অনেক ঘোরাফেরা আছে। আপনি পেয়েছেন ?

লোকটি : কি বলুন তো ?

অবনী : শেষ ঠিকানার হদিস ? সেই জায়গাটা—যেখানে পৌঁছতে হবে ?

লোকটি : নাগালের মধ্যে আসেনি। তবে আভাস পেয়েছি বলে মনে হয় !

অবনী : আমি কেন পাইনি বলুন তো ?

লোকটি : বলতে পারি না। তবে অনেকে দেখেছি শেষটাকে ভয় করে। জানতে চায় না, জানবার চেষ্টাও করে না। আরম্ভকে কেন্দ্র করে ঘোরাফেরা করে। আপনি দূরে গেছেন কখনও ?

অবনী : দূরে মানে ?

লোকটি : অনেক দূরে। আরম্ভর জায়গা ছেড়ে অনেক—অনেক দূরে।

অবনী : নিশ্চয় দূরে। আরম্ভ করেছি বাইশ বছর বয়সে, আর আজ ষাট বছর বয়স হল। এখনো কি অনেক-দূরে আসিনি ?

লোকটি : তা কি নিশ্চয় করে বলা যায় ?

অবনী : কী বলছেন ! নিশ্চয় করে বলা যায় না ?···না···সত্যিই তো··· নিশ্চয় করে সত্যিই তো বলা যায় না···!

লোকটি : (কেমন যেন একটু মজা-পাওয়ার ভাব) কেন বলা যায় না বলুন তো ?

অবনী : (মনে দারুণ সংশয় ও যন্ত্রণা) আরম্ভ থেকে চলছি সত্যি। কিন্তু রেখাপথে এগোচ্ছি, না বৃত্তপথে ঘুরছি, তা তো বলতে পারছি না। কিন্তু কেন ?···কেন বলতে পারছি না ?

লোকটি : নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন।

অবনী : ষাট বছরের এই জায়গাটায় আসতে বহুভাবে জিজ্ঞাসা করেছি ! কিন্তু উত্তর তো পাইনি ! শুধু সংশয়, শুধুই যন্ত্রণা।

লোকটি : আরম্ভ করেছিলেন কোথায় ? (মঞ্চ ক্রমশ অন্ধকার হইয়া আসে)।

অবনী : সে এক জায়গায়। সেখানে হাস্নু বলে একটি মেয়ে ছিল। (মঞ্চ আরও অন্ধকার হয়)।

লোকটি : এ যে দেখছি সাধারণ প্রেমের গল্প।

অবনী : আমার অতীতে কিন্তু অসাধারণ অক্ষরে গাঁথা।

লোকটি : কে এই মেয়ে? (মঞ্চ তখন সম্পূর্ণ অন্ধকার)।

অবনী : আমাদের পরিবারের একজন আশ্রিতা। শুনেছিলাম, তার মা খুব নীচু ঘরের মেয়ে, বাপ বিদেশী। দেখেছিলাম, সৌন্দর্যের তার তুলনা নেই।

লোকটি : কম বয়সের ছেলেরা ঐ কথাই বলে থাকে।

অবনী : তা জানি না। তবে বাইশ বছরের অবনী রায়ের চোখে মনে হয়েছিল, সৌন্দর্যের তার তুলনা হয় না। আজও আমি তার তুলনা খুঁজে পাইনি।

[অন্ধকার মঞ্চের একপ্রান্তে আলো আসে। চেয়ারে বসে হাস্নু। পায়ের গোড়ায়, হাস্নুর মুখের দিকে মাথা তুলে উপুড় হয়ে শুয়ে বাইশ বছরের অবনী রায়। পিছনে সিঁড়িটার অস্পষ্ট আভাস।]

হাস্নু : এবার ভেতরে যাও অবনী। কেউ এসে পড়লে বলবে কি?

অবনী : এদিকটায় কেউ বড় একটা আসে না।

হাস্নু : তুমি এমন করে আমার কাছে থাক কেন?

অবনী : তুমি রূপসী বলে।...হাসছ যে?

হাস্নু : অন্য কেউ হলে কিন্তু চলতি কথাটা বলে দিত।

অবনী : কি সেটা?

হাস্নু : তোমায় ভালবাসি বলে।

অবনী : ওটাই তো মুখে এসেছিল। কেন জানি না, ওটাকে সরিয়ে দিয়ে এটা বেরিয়ে এল।

হাস্নু : আমি কিন্তু জানি, কেন।

অবনী : কেন বল তো?

হাস্নু : আমার রূপের প্রতি মোহ আছে বলে।

অবনী : সে মোহ কিন্তু ভালবাসার খুব কাছাকাছি।

হাস্নু : কি করে জানলে?

অবনী : নিরন্তর যে পৃথিবীর কথা মনে আসে, সে পৃথিবী তুমি বলে।

হাস্নু : যদি আমি রূপসী না হতাম ?

অবনী : তাহলে বলতে পারি না। যে পৃথিবী এই মনের মধ্যে আছে, সে-পৃথিবী এই রূপসী তুমি। রূপ নেই অথচ তুমি, এমন তো ভেবে দেখিনি।

হাস্নু : বাইশ বছরের ছেলে তুমি—এত কথা জানলে কি করে ?

অবনী : কথা কি সব সময় বয়সে আসে ?

হাস্নু : আসে না বুঝি ?

অবনী : না, আসে না। তুমি গ্রাফ্ কষতে জান ?

হাস্নু : অঙ্ক আমি কষি না।

অবনী : সেই জন্যেই তো জান না। বয়সের কো-অর্ডিনেট্ যখন মনের কো-অরডিনেটে মেলে তখন কথা আসে।

হাস্নু : তা না হয় এল। কিন্তু আমি তো জানি—ও দুটোরই সমান বাড়।

অবনী : কিন্তু এটা কি জান, কারো কারো বেলা মনটা এগিয়ে যায় ? বয়সকে তখন নিজের জায়গায় ডিঙি মেরে মনের নাগাল ধরতে হয়।

হাস্নু : তোমার বেলা তাই বুঝি হয়েছে ?

অবনী : নিশ্চয়।

হাস্নু : কবে থেকে হল ?

অবনী : যবে থেকে আমার বাইশ বছর বয়স হয়েছে।

হাস্নু : তার আগেও তো আমি ছিলাম। তোমার বাইশ বছর বয়স হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত।

অবনী : নিশ্চয় ছিলে। আমার চোখেও দিনের পর দিন কেমন যেন আশ্চর্যের চেয়েও আশ্চর্য হয়ে উঠছিলে।

হাস্নু : রাতের আলোয় তুমি আমায় কোনদিন দেখেছ অবনী ?

অবনী : কি করে দেখব বল ? আজকের মত কতদিন দেখেছি—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি থেকে গেছ—কিন্তু রাতে তো কোনদিন থাকতে দেখিনি।

হাস্নু : রাতে তো কোনদিন আমি এখানে থাকি না অবনী।

অবনী : তাহলে ঠিকানাটা দিও—রোজ রাতে গিয়ে রাতের আলোয় তোমাকে দেখে আসব।

হাস্নু : গিয়ে কি দেখবে জান ?

অবনী : কি বল তো ?

হাস্নু : নক্ষত্রের ঝিকিমিকির মধ্যে, আমি, আমার গলার হার, আমার কেয়ুর-কঙ্কণ-কণ্ঠি-নূপুর ; প্রতি মুহূর্তের আমি উল্কা বৃষ্টির মত ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছি।

অবনী : আমি নক্ষত্র হব হাস্নু।

হাস্নু : আমার বাড়ির ঠিকানাটা কিন্তু তোমার অজানা নয় অবনী। (অবনী নিরুত্তর) তবু কিন্তু কোন রাতে সেখানে তোমাকে আমি দেখিনি। (অবনীর মুখে কথা নেই) এ বাড়ির সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে অবনী।

অবনী : সেটা আমি জানি হাস্নু। কিন্তু সেটা কৃত্রিম, কুৎসিত।

হাস্নু : কি করে জানলে ?

অবনী : সুন্দরের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক সহজ হয় হাস্নু। তোমার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক অস্বাভাবিক, তাই সেটা কৃত্রিম।

হাস্নু : কিন্তু কোন রাতে আমার বাড়ি গিয়ে তুমি সেটাকে স্বাভাবিক করে তোল নি। (অবনী মুখ নামিয়ে নেয়) নিয়মের দিক থেকে বাধা আছে, নীতির দিক থেকে, শৃঙ্খলার দিক থেকে, কৃতজ্ঞতার দিক থেকে—তাই না অবনী ? (অবনী নিরুত্তর) আমার পরিমণ্ডলে নক্ষত্র হবার মত বয়স্ তোমার এখনো হয়নি অবনী—তুমি এখনো অনেক অনেক ছেলেমানুষ—তুমি এখান থেকে যাও অবনী ! (হাস্নুই চলে যায়। অবনী মাথা নীচু করে থাকে। অন্ধকার)।

কণ্ঠস্বর : সেই যে সমুদ্রতীর নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়। আমার আঁখিপল্লবে আমি তার সমস্ত ভার অনুভব করেছিলাম। আমার চোখের রঙে রঙীন হয়ে সে আমারই দুই বাহুর মধ্যে আকার নিয়েছিল। আমার ছায়ার মধ্যে তাকে আমি মিলিয়ে নিয়েছিলাম, আকাশ যেমন করে ছোট একটা পাথরের টুকরো নিঃসীম সাদার মধ্যে বিলীন করে নেয়। আমার

সেই অন্ধকারের উজ্জ্বল শৈবাল। তার সেই কেয়ুর-কঙ্কণ-কণ্ঠি-নূপুর, দেহ তার লাবণ্য দিয়ে ঘেরা ; আমার দৃশ্যের দর্পণে সে কিন্তু বিবস্ত্রা, তার মাঝে আমি আচ্ছন্ন হয়েছিলাম।

[অপর প্রান্তে আলো আসে,শ্রীমতী নমিতা রায়, দেবেশ রায়ের স্ত্রী, অবনীর মা। প্রসাধনরতা। সজ্জায় আর প্রসাধনে বয়স পঁয়তাল্লিশ হইতে নামিয়া ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সামনে আয়না টয়লেট্স্ ড্রেসিং টেবিলের আভাস। একটু তফাতে সোফা, সামনে ছোট তেপায়া, সোফায় দেবেশ রায়। বয়স পঞ্চান্নর উপর, ষাটের কাছে। ভারি দেহ, কিন্তু সবল, দীর্ঘাকৃতি, ঋজু।]

নমিতা : (প্রসাধন করিতে করিতে গান করে)—

I was on the river Dixie,
An'met a sailor boy,
He was on the river Dixie
A sail ahoy ! A sail Ahoy !
An'for me a sail Ahoy !
I was on the river Dixie,
A sail Ahoy ! A sail Ahoy !

দেবেশ : বেরচ্ছ ?

নমিতা : A sail ahoy ! একটু।

দেবেশ : কাজে ?

নমিতা : সোমনাথের জন্মদিন।

দেবেশ : পার্টি নাকি ?

নমিতা : না, আমি একা।

দেবেশ : কোথায় ?

নমিতা : সোমনাথের ফ্ল্যাটে···

দেবেশ : তোমার কথাবার্তা কিন্তু বেশ পরিষ্কার।

নমিতা : আমি পরিষ্কার কথা বলতেই ভালবাসি।

দেবেশ : না, তাই বলছিলাম—

নমিতা : কি বলছিলে ?

দেবেশ : সম্পর্কটা শোভন নয়, তাই অপরিষ্কার।

নমিতা : হাস্নুর সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক—তার চেয়েও ?

দেবেশ : তোমার বাবার কথাটা একটু মনে করিয়ে দেব ?

নমিতা : দিতে পার।

দেবেশ তোমার বাবার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা, সেদিন তিনি প্রমোদ ভ্রমণে চলেছেন। গোটা কামরা রিজার্ভ্ করা। জায়গা পাচ্ছিলাম না বলে আমাকেও—এস ছোকরা—বলে টেনে নিলেন। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। তাঁর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। দেখি বয়স তাঁর পঞ্চাশ, হাতে বাজনা, বাজাচ্ছেন ট্যাঙ্গো। সঙ্গে একরাশ কামিন তরুণী, তারা বাজাচ্ছে মাদল। পাশে রাখা মহুয়ার হাঁড়ি, মুখে-চোখে মহুয়ার মত্ততা।

নমিতা : বাবার পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক। জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেই তিনি বলতেন—Balalaika—wine, women, and song।

দেবেশ : তা হলেও Conservatism বলে একটা কথা আছে, open public বলে দুটো নিষেধ আছে। এই ত্রিসীমা অতিক্রম করলে ব্যাপারটা immoral হয়ে যায়।

নমিতা : ও। আর ঐ তিন গণ্ডীর মধ্যে থাকলে বুঝি ব্যাপারটা আর immoral হয় না।

দেবেশ : না, হয় না।

নমিতা : কেন ?

দেবেশ : কারণ নৈতিক অধঃপতনের একটা আপেক্ষিক আকার আছে। ঐ তিন সীমাকে অতিক্রম না করলে তার সামান্যতম অংশও আসে না।

নমিতা : আমার কিন্তু উল্‌টো ধারণা।

দেবেশ : কি রকম ?

নমিতা : ওই তিন সীমার মধ্যে থাকে বলেই সেটা immoral, অতিক্রম করলে কিন্তু bohemian হয়ে যেত।

দেবেশ : দুটোর মধ্যে তফাৎটা কোথায় ? বরং bohemianএর degreeটা বেশ একটু চড়া।

নমিতা : কে বললে ? আমি তো বলি bhoemianএর মধ্যে ঘোমটা টানার লজ্জাটা নেই।

দেবেশ : কিন্তু অবনী সম্পর্কে ভেবে ঘোমটাটা একটু টানলে হতো না ?

নমিতা : অবনী সম্পর্কে আমার কি রকম একটা নিরাসক্তি আছে।

দেবেশ : আর লজ্জা নেই ?

নমিতা : এক সময় ছিল। হাস্নুর ব্যাপারে তোমার লজ্জাটা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথদের ব্যাপারে আমার লজ্জাটাও গেল।

দেবেশ : কিন্তু অবনী আমাদের একমাত্র সন্তান। তার সম্পর্কে তুমি নিরাসক্ত কেন ?

নমিতা : কি জান ? ও যখন ছোট ছিল, তখন আমি ওর খুব কাছাকাছি ছিলাম। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। (হঠাৎ কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস) তবু আমি কাছে এগিয়ে গেছি। কিন্তু গিয়ে দেখেছি—আমার স্খলনের আমার পতনের মধ্যে যে একটা ব্যথা আছে, সে ব্যথা ও অনুভব করে না। (নিরাসক্ত কণ্ঠস্বরে) তাই আমিও দূরেই সরে এলাম। (চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ দেবেশ ডাকে)—

দেবেশ : নমিতা ! (নমিতা দাঁড়াইয়া পড়ে, কিন্তু ফেরে না) আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?

নমিতা : (না ফিরিয়া) অনুরোধ ? তোমার ? (এইবার ফিরে) বল—সম্ভব হলে রাখব।

দেবেশ : হাস্নুর ব্যাপারে অবনীকে তুমি যদি একটু—

নমিতা : হাস্নুর ব্যাপারে অবনী···?

দেবেশ : কেন ? তোমার চোখে কিছু পড়েনি ?

নমিতা : চোখে যে একেবারেই কিছু পড়েনি তা নয়, কিন্তু ও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা মনে আসেনি।

দেবেশ : কেন বল তো ?

নমিতা : ঐ যে বললাম। অবনী সম্পর্কে আমার কেমন যেন একটা নিরাশক্তি এসে গেছে।

দেবেশ : তবু যদি তুমি আমার অনুরোধে···

নমিতা : তোমাকে বড় আকুল বলে মনে হচ্ছে দেবেশ।

দেবেশ : মনের মধ্যে নিরন্তর একটা যন্ত্রণা অনুভব করছি নমিতা।

নমিতা : কিন্তু তোমার অনুরাগ তো দেহগত। তার সঙ্গে যন্ত্রণার সম্পর্ক কোথায়?

দেবেশ : আমারও তো তাই ধারণা ছিল। ভেবেছিলাম রূপবতী ঐ মেয়েটাকে দূর করে দেব। কিন্তু কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হল নিরন্তর যন্ত্রণা।

নমিতা : আমার পক্ষে কিন্তু তোমার অনুরোধ রাখা সম্ভব নয়।

দেবেশ : কিন্তু কেন? অবনী সম্পর্কে নিরাশক্তি তোমার থাকে থাক। আমার কথা ভেবে না হয় একটু ভালই করলে।

নমিতা : তোমার কথা ভাববার সপক্ষে কোন যুক্তি দেখাতে পার?

দেবেশ : কেন? পরিচিত আমরা পাশাপাশি আছি বলে।

নমিতা : পরিচিত আমরা নই দেবেশ, আর পাশাপাশি আমরা থাকিও না। আমাদের মধ্যে দূরত্ব অনেক।

দেবেশ : একদিন তোমার আমার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল মন্ত্রপাঠ করে। সেই সম্পর্কেরই ফল এই অবনী।

নমিতা : কিন্তু তোমার Conservative immorality সেই সম্পর্কের পাঠ বহুকাল চুকিয়ে দিয়েছে দেবেশ। সোমনাথেরা এসেছে অনেক পরে। কিন্তু মাঝে বছরের পর বছর তোমার নারীদেহ-লোলুপতা আমাকেও নিরন্তর যন্ত্রণা দিয়েছে।

দেবেশ : হ্যাঁ। লোলুপতাই বলতে পার। আমি আমার স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারিনি।

নমিতা : সে চেষ্টাও কোনদিন করনি। চিত্রিতা, সুসীমা, মনীষা, মুন্নিবাঈ —তোমার এইসব শয্যাসঙ্গিনীদের অস্বাভাবিক উপস্থিতি দিনের পর দিন আমায় অপমান করে গেছে।

দেবেশ : কিন্তু আজ তোমাকে সত্যি বলছি—আজ হাস্নু আমার দেহগত উপভোগ নয়। সে আমার সব।

নমিতা : বেশ তো, অবনীকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিয়ে এগোও।

দেবেশ : কিন্তু অবনী আমার ছেলে।

নমিতা : আর তুমি তার Conservative father। মনে আছে দেবেশ —অবনী তখন ক'মাসের। বালতি বালতি জলে ল্যাভেণ্ডার ঢেলে চান করে, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর চওড়া কালাপাড় ধুতি পরে, হাতে গলায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে রোজ রাতে যখন বেরিয়ে যেতে, তখনো আমার মোহ কাটেনি—এক-একদিন আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াতাম। তখন কি বলে বেরিয়ে যেতে মনে আছে দেবেশ? বলতে—তোমাতে আর আমার রুচি নেই—আমার নিত্য-নতুন হোলিখেলায় নিত্য-নতুন ফুলশয্যা।

দেবেশ : কিন্তু আজ আমি হেরে গেছি নমিতা। একটি মেয়ের কাছে আমি হেরে গেছি—সে তোমাদেরই একজন—এই কথাটা ভেবেও যদি বিধ্বস্ত শত্রুর প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হতে···!

নমিতা : এক জায়গায় তুমি মারাত্মক ভুল করছ দেবেশ। প্রথম দিকে তোমার প্রতি আমার দুর্বার এক উত্তেজিত মোহ ছিল। রূপের আমার খ্যাতি ছিল। গুণবতী বলে পরিচিতি ছিল। Smart Setএ চলাফেরা করেও অশ্লীল ছিলাম না। বিয়ের আগে নিজের প্রতি নিজের আমার অহংকারও ছিল। তোমার নিত্য নতুন ফুলশয্যায় সে অহংকার আমার চুরমার হয়ে গেল। প্রথম দিকে মন ভেঙে ছিল। ভেবেছিলাম উঠে আর দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু আবার একদিন উঠে দাঁড়ালাম। আবারো রোজ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। বিয়ের আগের অহংকারটা আবার যেন ফিরে এল। এবার কিন্তু একটু বাঁকা পথ ধরে। সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে তুমি কেমন যেন নিঃশেষে মিলিয়ে গেলে। যাক্‌গে, আমি এখন চলি দেবশ। সোমনাথকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি। চলি—(প্রস্থান করিতে করিতে, গান)—

I was on the river Dixie,
An'met a sailor boy,
He was on the river Dixie,
A sail ahoy! A sail ahoy!

দেবেশ : (অস্ফুট স্বরে) নমিতা, নমি, হাস্নু……

॥ অন্ধকার ॥

[আলো আসে। মঞ্চের পিছন দিকে, মাঝামাঝি একটা জায়গায়। সোমনাথের ঘর। টেবিল। টেবিলের একদিকে দুটি বসিবার জায়গা, আর একদিকে একটি। যেদিকে দুটি, সেদিকে সোমনাথ বসিয়া আছে, টেবিলের উপর একপাশে ফুলদানিতে কিছু ফুল, আর এক-পাশে ফোটোস্ট্যাণ্ডে নমিতার একটি ছবি। সোমনাথের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মধ্যে। দেখিতে উজ্জ্বল। মুখে-চোখে বুদ্ধির ছাপ, কেমন যেন একটু রুক্ষ, কোথায় যেন একটু বিমর্ষ। অবনী আসে। সোমনাথ নমিতার ছবির দিকে তাকাইয়াছিল। মুখে মৃদু হাসির রেখা। তারপর ছবি হইতে চোখ ফিরাইতেই দেখে আবনী তাহার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। অজ্ঞাতসারে ফোটোস্ট্যাণ্ডের দিকে হাত যায়। হঠাৎ সচেতন হইয়া হাত নামাইয়া নেয়।]

সোমনাথ : (স্বাভাবিক হইবার চেষ্টা করিয়া) আরে অবনী যে! বস। (অবনী বসে না, দাঁড়াইয়া থাকে) তারপর কি মনে করে? লেখাটার খবর নিতে নাকি?

অবনী : ধরুন—যদি বলি তাই।

সোমনাথ : তাহলে বলতে হয়—লেখাটা নেওয়া সম্ভব হবে না।

অবনী : কেন বলুন তো?

সোমনাথ : কারণ তোমার লেখার নায়ক এক অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি—

অবনী : পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই তো নিতান্তই সাধারণ—

সোমনাথ : তা হোক তবু তোমার লেখার মধ্যে দিয়ে সে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারত।

অবনী : সেই অসাধারণত্বে আমিও তো তাকে উত্তীর্ণ করেছি।

সোমনাথ : কোথায় বল ?

অবনী : কেন ? আজকের রাষ্ট্র, আজকের সমাজ তাকে যেখানে বঞ্চনা করেছে সেখানে সে একজন সংগ্রামী সৈনিক। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তার সংগ্রাম। তার এই সংগ্রাম কি তাকে অসাধারণ করেনি ?

সোমনাথ : ও তো নিছকই দৈনন্দিন—রোজ হচ্ছে—সবাই লিখছে। কেউ বলে ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, আর কেউ লেখে আমাদের দাবি মানতে হবে।

অবনী : কিন্তু বৃহতের এই দাবি মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে কি অসাধারণত্ব নেই ?

সোমনাথ : না, কিছুমাত্র না। সংখ্যার গুরুত্বে ওরা অনেক ভারী—তোমার নায়ক সেখানে একটা ওজন মাত্র, আলাদা কিছু নয়। ওদের হল রাষ্ট্রনীতির কথা, অর্থনীতির কথা, মোটাভাত মোটাকাপড়ের স্থূল কথাবার্তা। তুমি আরো সূক্ষ্মতায় এস।

অবনী : কেমন করে ?

সোমনাথ : কেন ? তোমার নায়কের মানসিকতা, তার পৃথক সত্ত্বা।

অবনী : কিন্তু তাও তো কিছু পৃথক নয়। সেও তো পরিবেশ-নির্ভর।

সোমনাথ : কে বললে ? ওটা তোমার সংস্কার মাত্র। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এমনি ভাব—মাটি, পাথর, আকাশ, তলায় গাছপালা, কোলেতে লোকালয়—মনে হবে শুধুই পাহাড়, আর কিছু নয়। কিন্তু সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আলদা করে দেখো—দেখবে—চারপাশের শূন্যতার মাঝে সোনার মুকুট-পরা শূন্যতার এক অপরূপ প্রতীক।

অবনী : কিন্তু আমার নায়ক তো শূন্য নয়। তার রক্ত আছে, তার মাংস আছে, তার আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে—

সোমনাথ : অনিবার্য ব্যর্থতাই মানুষের জীবনের শেষ কথা অবনী। এই অনিবার্যতার উপলব্ধিই তোমার সাধারণ মানুষকে নায়ক করে তুলবে।

অবনী : তার মানে—লেখাটাকে ফেরত নিতে বলছেন।

সোমনাথ : বদলে আনতে বলছি।

অবনী : আপনি যে এসব কথা বলবেন—সেটা বুঝেই কিন্তু লেখাটা দিয়েছিলাম আমি।

সোমনাথ : কারণ ?

অবনী : আপনাদের গোষ্ঠীর লেখার সঙ্গে আমার ঐ বিপরীত লেখাটা প্রকাশিত হলে আমার স্বীকৃতি চতুর্গুণ হতো।

সোমনাথ : তুমি কি এটাও বুঝেছিলে—লেখাটা প্রকাশিত হবেই ?

অবনী : নিশ্চয়।

সোমনাথ : (ফোটোস্ট্যাণ্ডে রাখা ছবিটা দুই হাতে ধরিয়া, সেই দিকে দেখিতে দেখিতে) তাহলে লেখাটা ছাপব নিশ্চয়।

অবনী : তার মানে ?

সোমনাথ : পরিষ্কার বুঝছি, তুমি emotional blackmailingএর সুযোগ নিচ্ছ। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে তোমাকে দলে আমরা নিশ্চয় পাচ্ছি। তোমার কলমে জোর আছে।

অবনী : লেখাটা আমাকে ফেরত দিন।

সোমনাথ : হঠাৎ ?

অবনী : (কঠোর স্বরে) লেখাটা আমাকে ফেরত দিন !

সোমনাথ : এখনি ?

অবনী : পারলে এখনি।

সোমনাথ : (ড্রয়ার হইতে লেখাটি বাহির করিয়া) নিয়ে যাও।

অবনী : (লেখাটি গ্রহণ করিয়া এক মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবে। অল্প একটু যেন নরম হইয়া যায়। কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আকুলতার আভাস) Emotional blackmailing থেকে আমি আপনাকে রেহাই দিচ্ছি—আপনি শুধু আমার বৃত্তের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।

সোমনাথ : অর্থাৎ ?

অবনী : আমি মার কথা বলছি।

সোমনাথ : অর্থাৎ, হয় এদিকে, না হয় ওদিকে—একটা না একটা কিছু পাওয়া তোমার চাই—তাই না ?

অবনী : কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

সোমনাথ : বুঝেছ তুমি ঠিক। না বোঝার ভান করছ মাত্র।

অবনী : কি করে বুঝলেন ?

সোমনাথ : না হলে তুমি নমিতার কথা তুলতে না।

অবনী : তিনি আমার মা—এদিক থেকে কি কথাটা তোলা যায় না ?

সোমনাথ : নিশ্চয় যায়। তাহলে কিন্তু তুমি শুধু ঐ দিক থেকেই কথাটা তুলতে। লেখাটা ছাপাবার জন্য দিয়ে যেতে না।

অবনী : কেন ? আপনি আমার পরিচিত।

সোমনাথ : সে পরিচয়ের সূত্র তোমার অজানা নয়।

অবনী : কিন্তু এখন তো পরিচয়টা পুরনো। সূত্রটাকে বাদ দিয়ে শুধু পরিচয়টাকে ধরা যায় না ?

সোমনাথ : না, তা ধরা যায় না অবনী। আমি পারি না, আমার সে ক্ষমতা নেই। কেউই পারে না—তুমি পার ?

অবনী : এ পর্যন্ত পারিনি। আপনার কিন্তু পারা উচিত ছিল।

সোমনাথ : কেন ? আমার বেলা এ 'বিশেষ' কেন ?

অবনী : বুদ্ধিতে আপনি পরিণত বলে। দীপ্তিতে আপনি অনেক বেশী উজ্জ্বল বলে।

সোমনাথ : বুদ্ধির ব্যাপারে তোমার অঙ্কটা ভুলও হতে পারে। আর দীপ্তির ছটাটা হয়তো তোমার চোখ থেকে ধার করা।

অবনী : কিন্তু জীবনের অনিবার্য ব্যর্থতাকে আপনি উপলব্ধি করেছেন—এটা তো আপনার নিজের কথা—আমার কাছ থেকে ধার করা নয়।

সোমনাথ : ধরলাম তোমার কথাই ঠিক। তারপর ?

অবনী : কাজেই আপনার সময়ের মধ্যে কোন অতীতও নেই, ভবিষ্যৎ-ও নেই। সেটা শুধুই প্রতি মুহূর্তের বর্তমান।

সোমনাথ : তুমি এখন এখান থেকে যাও অবনী।

অবনী : নিশ্চয় যাব। তবে যাবার আগে কথাটা শেষ করে যাই। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয়টা প্রতি মুহূর্তের বর্তমান হয়েই থাকতে পারত। অতীতের সূত্রটাকে আপনি বাদ দিতেই পারতেন।

সোমনাথ : তাতেও কিন্তু তুমি দ্বিধান্বিতই থাকতে। অপরিচ্ছন্নতা কাঁটার মত মনে ফুটত।

অবনী : তাতে কিন্তু আপনার নিজের ছবিটা নিজের কাছে পরিষ্কারই থাকত। নিজের দর্শনকে প্রতি মুহূর্তের ভান বলে মনে হোত না।

সোমনাথ : লেখাটা তুমি দিয়ে যাও অবনী।

অবনী : এখন আর তা হয় না—আমি চলি (প্রস্থান)।

সোমনাথ : (উঠিয়া অবনীর প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) অবনী শোন—লেখাটা দিয়ে যাও—আমি ছাপাব—শোন—অবনী— (পিছনে নমিতার গান শোনা যায়)—

I was on the river Dixie,
A sail ahoy ! A sail ahoy !

নমিতা : কাকে ডাকছিলে ?

সোমনাথ : অবনীকে।

নমিতা : অবনী এসেছিল নাকি ?

সোমনাথ : এই তো গেল।

নমিতা : হঠাৎ ?

সোমনাথ : হঠাৎ তো নয়, প্রয়োজনে। বস। (নমিতা বসিলে সোমনাথও বসে)।

নমিতা : জান সোমনাথ, আজ তোমার জন্মদিনে আমার একটাই কথা মনে হচ্ছে।

সোমনাথ : শুধু আজই বিশেষ করে মনে হচ্ছে ? কাল মনে হয়নি ?— তার আগের দিন ?

নমিতা : কই না তো। শুধু আজই মনে হচ্ছে—আর এখন থেকে রোজই মনে হবে, প্রত্যেক মুহূর্তে।

সোমনাথ : কথাটা কি বল তো ?

নমিতা : এই যে তোমার সামনে এসে বসলাম, এটাই তোমার জন্মমুহূর্ত। এই যে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে যাচ্ছি, এটাও তাই। প্রত্যেক মুহূর্তে নতুন তুমি জন্ম নিচ্ছ সোমনাথ।

সোমনাথ : (নমিতার কাছে গিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া) এতক্ষণে বুঝলাম।

নমিতা : কি বল তো ?

সোমনাথ : আমার চোখের তারায় প্রতি মুহূর্তে কেন তুমি নতুন হয়ে ধরা দাও।

নমিতা : কেন বল তো ?

সোমনাথ : তোমার চোখের তারায় আমার যে প্রত্যেকটি জন্মমুহূর্ত— সেই প্রত্যেকটি মুহূর্তে নতুন-তোমার জন্ম হয় বলে।

নমিতা : (মুখ সরাইয়া লইয়া) কিন্তু এই যে আমার চিবুক তুমি তুলে ধরলে, এর মধ্যে কোথায় যেন একটু আলগা ভাব আছে। (সোমনাথ একটু যেন সরিয়া আসে, একটু যেন অন্যদিকে মুখ ফেরায়) আছে না সোমনাথ ?

সোমনাথ : হয়তো আছে।

নমিতা : কোথায় বল তো ?

সোমনাথ : ধর না—তুমি যেখানে অবনীর মা।

নমিতা : আমার তো ধরার কথা নয়। তুমি ধরেছ বল।

সোমনাথ : কেন ? তোমার ধরার কথা নয় কেন ? তুমি তো সত্যিই অবনীর মা।

নমিতা : আমি তো আগেও বলেছি সোমনাথ—অবনী সম্পর্কে আমার কেমন যেন একটা নিরাসক্তি আছে। তা ছাড়া, আমি তো শুধুই বর্তমানে। যে-মুহূর্ত আসেনি সেটাও শূন্য, যে-মুহূর্ত অতীতে সরে যাচ্ছে, সেটাও ঠিক তেমনই শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ : (এবার একেবারে অন্যদিকে ফিরে) ওটা মুখেই বলা যায় নমিতা, কিন্তু হয় না।

নমিতা : তোমার হয়নি বল।

সোমনাথ : সত্যিই হয়নি নমিতা। এই যে তোমায় বললাম—প্রত্যেকটি মুহূর্তে নতুন-তোমার জন্ম—ওটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্পষ্ট সংশয় আছে। তোমার চোখের তারার গভীর কালোয় একটা

কোথায় যেন অবনী রয়েছে, অবনীর বাবাও রয়েছেন।

নমিতা : আমি যদি বলি—ওটা তোমার সংস্কার সোমনাথ। বর্তমানে তোমার সংশয় বলেই তুমি অতীতে সরে গিয়ে ভবিষ্যৎকে ধরবার চেষ্টা করছ। সেই জন্যেই তো আমার চোখের তারায় দেবেশকে দিয়ে আরম্ভ করে অবনীকে দিয়ে শেষ কর—মাঝে শুধু আমি থাকি না।

সোমনাথ : কিন্তু নমিতা—দেবেশ আর অবনী—এই দুইয়ের মাঝখানে যে-তুমি—সেই তোমাতে আমি আমার সমস্ত বেদনা অনুভব করি। (নমিতাকে নিজের দুই বাহুর মধ্যে লইয়া) নমি—সেই অনুভবই আমার ভালবাসা।

নমিতা : (সোমনাথের বাহুর বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া) আমার কিন্তু মনে হয় সোমনাথ—তখন তুমি তোমার বেদনার অনুভবকেই ভালবাস—আমাকে নয়।

সোমনাথ : (কাছে আসে, নমিতা আরও দূরে সরিয়া যায়) কিন্তু নমিতা—আমার ঐ অনুভব তো তুমি। ওর প্রতি আমার তো নিজস্ব কোন অহংকার নেই।

নমিতা : কে বললে নেই সোমনাথ। অনুভবকে 'আমি' বলে ধরে নিয়ে ঐ অহংকারকে তুমি যে অলংকার করে নাও। কিন্তু সোমনাথ, ভালবাসার তো কোন অলংকার নেই। অতীত-ভবিষ্যতের সমস্ত বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে প্রতি মুহূর্তের বর্তমানে সে যে নিত্যই নতুন।

সোমনাথ : কিন্তু আমি আমার নিজের অতীত-ভবিষ্যৎকে গ্রাহ্য করি না নমিতা।

নমিতা : নিশ্চয় কর। কর বলেই—আমার অতীত-ভবিষ্যতের একটু ওপরে দাঁড়িয়ে আমাকে অনুকম্পা করে এসেছ মাত্র—ভালবাস নি। (প্রস্থান করিতে করিতে ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠস্বরে) নিজের অহংকার তৃপ্ত করেছ মাত্র, কোনদিন কোন মুহূর্তের বর্তমানে আমাকে তুমি অনুভব করনি সোমনাথ—(প্রস্থান)।

সোমনাথ : নমিতা···নমিতা···নমি···নমি···(অন্ধকার)।

[অন্ধকারে প্রতিধ্বনি ফেরে। তানপুরা, নূপুর ও তবলার ধ্বনি।

মঞ্চের বামদিকের দূরবর্তী এক কোণ আলোকিত হইয়া উঠে। দেবেশের জলসা। তানপুরা বাজে। তবলচি তবলায় বোল দেয়। হাস্নুর পায়ে নূপুর। গান গায় আর তালে তালে নাচে। দেবেশ তারিফ করে আর মদ খায়।]

হাস্নু : (গান) পিলু—কাহারবা—দাদরা

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনাসনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গনি তেমনি ফাঁকা॥

দেবেশ : (অল্প জড়িত কণ্ঠস্বরে) বাঃ বাঃ বহুত খুব—! কিন্তু ফাঁকা কেন ? আমি তো এখানে বসে আছি বাইজী—!

হাস্নু : (গান)—

আগে মন করলে চুরি, মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা, তবু যেন তা মধুতে মাখা॥
ভুলি কেমনে আজো যে মনে—

দেবেশ : (অল্প জড়িত কণ্ঠস্বরে) বাঃ বাঃ বহুত খুব।···কিন্তু হাস্নুবাঈ···

হাস্নু : (গান থামাইয়া) কি হল ?

দেবেশ : না···মানে···কি বলব···ঠিক যেন···মানে···কোথায় যেন তাল কেটে যাচ্ছে।

হাস্নু : (মুখে হাসির রেখা। সে হাসিতে একটু বোধহয় ব্যঙ্গও আছে) কোথায় বল তো ? আমার গানে ? (গান)—

আগে মন করলে চুরি, মর্মে শেষে হানলে ছুরি
এত শঠতা এত যে ব্যথা, তবু যেন তা মধুতে মাখা—

দেবেশ : (মাথা নাড়িয়া) উঁহুঁ ! উও তো বহুত খুব !

হাস্নু : তবে ? (নৃত্যের তালে ঘুঙুর বাজাইয়া) নাচে ?

দেবেশ : উঁহুঁ—উও ভি বহুত খুব।

হাস্নু : (তাল ঠুকিয়া) তো ফির্ আউর্ কুছ্···?

দেবেশ : (অন্যমনস্কভাবে) শুনাও তো—

হাস্নু : (গান, নাচিতে নাচিতে, মিশ্র পিলু) ··

জরা সি বাত কা
ইৎনা মানান্ কর্ বৈঠে
কিধার্ খয়াল্ গয়া
কেয়া খয়াল্ কর্ বৈঠে।

[গান যখন চলিতেছে তখন দেবেশের ও হাস্নুর অলক্ষে অবনীর প্রবেশ। ঐ জলসাঘরেই আসর হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া অপলক দৃষ্টিতে হাস্নুর দিকে তাকাইয়া থাকে।]

হাস্নু : (দেবেশকে অন্যমনস্ক দেখিয়া) কি হল? ভাল লাগছে না?

দেবেশ : না···মানে···আজ কেমন যেন জমছে না!

হাস্নু : কেন বল তো?

দেবেশ : ঐ যে বললাম—কোথায় যেন তাল কেটে যাচ্ছে!

হাস্নু : কিন্তু কোথায়?

দেবেশ : মনে হাস্নু। কেন জানি না—আজ আমার মনের তাল কেটে যচ্ছে বারে বারে।

হাস্নু : অন্য কিছু ধবব? তাল বদলে? তাহলে হয়তো তাল কাটবে না।

দেবেশ : তাই ধর দেখি—

হাস্নু : (গান, অল্প নাচের ভঙ্গীতে) -

গোলাপ রে তোর পাতলা ঠোঁটে কে দিল বল রক্ত ছাপ,
কোন্ সে তরুণ বুকেরি ব্যথায় নিংড়ে নিল খুন খারাপ—
গোলাপ রে তোর—

দেবেশ : (তালে তাল দিতে গিয়া মনে হইল, আসর তেমন জমিতেছে না যেন) না হাস্নু, থাক। আজ আর আসর জমবে না। মনের ভেতর কেমন যেন রোশনাইয়ের অভাব···কেমন যেন অন্ধকার··· কেমন যেন টানছে এদিক-ওদিক থেকে···গানে তাই মন বসছে না··· মনে হচ্ছে—বারে বারে ফিরে ফিরে দেখি···(মুখ ফিরাইতে গিয়া অবনীর উপর দৃষ্টি পড়ে) কে ওখানে?···কে?

অবনী : আমি।

দেবেশ : আমি? অন্ধকার ছেড়ে আলোয় এস। তোমায় দেখি।

অবনী : (আলোর বৃত্তে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) আমি।

দেবেশ : কে ? অবনী ? (উঠিয়া দাঁড়াইবাব চেষ্টা করেন, পারেন না। নিজেকে কেমন যেন অশক্ত মনে হয়। মদ্যপান করিয়া) তুই···? তুই এখানে ?

অবনী : আমি হাস্নুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

দেবেশ : (এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্খলিত পদ, স্লথ বস্ত্র)। তুমি হাস্নুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছ ?

অবনী : হ্যাঁ—আমি হাস্নুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

দেবেশ : হাস্নু তোমার কে হয় জান ?

অবনী : আমার দিক থেকে আমি নিশ্চয় জানি, আর জানি বলেই তো কথা বলতে এসেছি।

দেবেশ : আমার গণ্ডীর মধ্যে যতদিন তুমি আছ—ততদিন একটা দূরত্ব তোমার জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া আছে। তোমার যাওয়া-আসা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

অবনী : কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, আপনার বেঁধে দেওয়া দূরত্ব আমি কিছুকাল হল অতিক্রম করে এসেছি।

দেবেশ : কেন ? বয়স বেড়েছে বলে ?

অবনী : না। মন বেড়েছে বলে।

দেবেশ : একথা বলতে তোমার লজ্জা করে না ? যে মুখ দিয়ে কথা বলছ সে মুখ দিয়ে এখনও আমার অন্ন নামাও। যে দেহটাকে নিয়ে এখানে এসেছ, সে দেহটা আমারই অন্নে প্রতিপালিত।

অবনী : কিন্তু মনটা নয়। বিশ্বাস করুন, আমি চেষ্টা করেছি—মনকে দেহের ঋণ স্বীকার করাতে—কিন্তু পারিনি !

দেবেশ : ও—পার নি—না ? কিন্তু ঐ যে বলছিলাম—দু'বেলা অন্ন-গ্রহণের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে ?

অবনী : দিয়েছিলাম। কিন্তু তবু পারিনি।

দেবেশ : (পাশে রাখা একটি খালি বোতল তুলিয়া লইয়া) তাহলে এবার বোধহয় পারবে! আমি তোমায় শেষবারের মত জিজ্ঞাসা

করছি—তুমি আমার সামনে থেকে যাবে কি না ?

অবনী : আমি কিন্তু আপনার কাছে আসিনি।

দেবেশ : এ জায়গাটা আমার ! আমার টাকায় চলে।

অবনী : আপনি ভুল করছেন। হাস্নু যেখানে থাকে, আমার কাছে সে জায়গাটা হাস্নুর—আর কারো নয়।

দেবেশ : ও—তাই বুঝি ! আর কারো নয়—হাস্নুর ! দেখবে ? কার জায়গা ? তাহলে দেখ—(অবনীকে লক্ষ্য করিয়া বোতলটি ছুঁড়িতে যান—হাস্নু প্রায় ছুটিয়া আসিয়া বোতলটি কাড়িয়া নেয়। দেবেশ তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন)।

হাস্নু : তুমি বীরেনের সঙ্গে ও ঘরে যাও। আমি অবনীর সঙ্গে কথা বলছি। (তবলচি বীরেনকে ইঙ্গিত করিলে বীরেন উঠিয়া আসে)।

দেবেশ : তুমি···তুমি অবনীর সঙ্গে কথা বলবে ?

হাস্নু : (কঠিন অথচ শান্ত কণ্ঠস্বরে) হ্যাঁ—আমি অবনীর সঙ্গে কথা বলব।

দেবেশ : কিন্তু···

হাস্নু : ভয় পাবার কিছু নেই দেবেশ। আমি অবনীকে জানিয়ে দেব—আমি তোমার টাকায় কেনা রক্ষিতা।

দেবেশ : না—মানে···চল বীরেন, আমরা ওঘরেই যাই।

বীরেন : আসুন হুজুর—(বীরেনের সঙ্গে দেবেশের প্রস্থান। দেবেশ যতক্ষণ না বাহিরে যান ততক্ষণ হাস্নু তাঁহার প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়া থাকে। তারপর—)

হাস্নু : (অবনীর দিকে ফিরিয়া) তোমার মনের বেশ জোর আছে দেখছি অবনী।

অবনী : এটা তো জোরের কথা নয় হাস্নু—সহজের কথা। মনে যে এই কথাটাই সহজভাবে এসেছে।

হাস্নু : কোন্ কথাটা ?

অবনী : তোমার এখানে আমার আসার কথাটা। কোনদিন কোন এক রাতে তুমি যে আমাকে এখানে আসতে বলছিলে।

হাস্নু : এখানে আমাকে সহ্য করতে পারছ তো ?

অবনী : সহ্য করার প্রশ্ন তো নেই। রজনীগন্ধাকে কি কেউ সহ্য করে ? তুমি যে আমার রজনীগন্ধা হাস্নু। তোমাকে যে আমি নিজের মধ্যে নিরন্তর অনুভব করি হাস্নু—তোমার সুগন্ধে, তোমার লাবণ্যে।

হাস্নু : (একটু হেসে) কিন্তু আমি যদি টবের হই, তবে টবের মাটিটা নোংরা, আর যদি বাগানের হই, তবে সেই বাগানও হয় ভিজে, আর না হয় শুকনো কাদা।

অবনী : কিন্তু আমার কাছে শুধু তোমারই অস্তিত্ব আছে হাস্নু। তুমি তো সেখানে লাবণ্য দিয়ে ঘেরা—চারপাশকে ছাড়িয়ে বিচ্ছিন্নভাবে একক।

হাস্নু : (আবারো একটু হেসে) এত লাবণ্য নিয়ে কি করবে অবনী ?

অবনী : কেন—ঘর বাঁধব। আমার লেখার পঙক্তিতে পঙক্তিতে থাকবে তোমার লাবণ্যের ঝিলিমিলি।—কি ? তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ? তুমি বিশ্বাস কর হাস্নু—তোমাকে পাশে পেলে আমার লেখা দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! প্রত্যেকটি অক্ষর প্রাণস্পন্দনে অস্থির হয়ে উঠবে! কখনো বা আবেগে থর থর করে কাঁপবে! আবার কখনো বা প্রচণ্ড শক্তিতে উদ্দাম হয়ে উঠবে! কখনো বা তোমার শুভ্রদীপ্তি ঋজুতায় তাদের কঠিন করে তুলবে। অসংখ্য কত চরিত্র হাস্নু—বিচিত্র কত পারিপার্শ্বিক ! প্রাচীনকালের সেই সব বীরেরা, মধ্যযুগের স্বৈরাচারী সম্রাটের দল, এযুগের অশান্ত অস্থির জনতা—বিপ্লবে চঞ্চল তারা সব খ্রীষ্ট আর কৃষ্ণের মত মহাভাগ, অর্জুন আর কর্নের মত বীর, রাবণের মত প্রচণ্ড, ভীম আর দুঃশাসনের মতই হিংস্র! তুমি আমার কেন্দ্রবিন্দু হও হাস্নু—আমার ছন্দে বিদ্যুৎ আসুক, আমার উপন্যাসের পটভূমি বিশাল সমুদ্রের মত গর্জন করে উঠুক!

হাস্নু : (একটু হেসে) তুমি খুব বড় সাহিত্যিক হতে চাও, না অবনী ?

অবনী : আমার আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ডতা প্রায়ই আমাকে ক্লান্ত করে তোলে হাস্নু।

হাস্নু : সে জন্যই তো আমাকে পাশে পাওয়া তোমার একান্ত প্রয়োজন।

অবনী : প্রয়োজন তো নয় হাস্নু। তোমাকে পাশে পাওয়া আমার একান্ত অনুভব।

হাস্নু : ওটা তোমার সাজানো কথা অবনী—নেহাতই বানানো।

অবনী : তোমার কাছে সাজানো বলে মনে হতে পারে—আমার কাছে কিন্তু আমার অনুভব সাজানো নয়।

হাস্নু : চরিতার্থতার প্রচণ্ড মুহূর্ত কোনদিন কল্পনা করেছ অবনী ?

অবনী : করেছি বলেই তো তোমাকে আমার পাশে একান্তভাবে অনুভব করেছি।

হাস্নু : কিন্তু ঠিক ঐ মুহূর্তে নয়।

অবনী : ঠিক ঐ মুহূর্তে হয়তো নয়। কিন্তু তার পরের মুহূর্তে—

হাস্নু : হ্যাঁ—পরের মুহূর্তে নিশ্চয়।

অবনী : কিন্তু তখনও তো সেটা আমারই অনুভব।

হাস্নু : অনুভয় নয়, আশ্রয়। চূড়ান্ত মুহূর্তের উত্তেজনার পরই তো অবসাদ, ক্লান্তি। তখনই তো তুমি আমাতে আশ্রয় খুঁজবে।

অবনী : কিন্তু সে আশ্রয়ের অনুভব হতে বাধা কোথায় ?

হাস্নু : আশ্রয় কখনো অনুভব হয় না অবনী। ওটা সব সময় আলাদা —কেমন যেন একটু ছাঁচের মত। খুব ভাল হলে ঠিকমত বসে যায় একাত্ম হয় না।

অবনী : ওটা তোমার ধারণায় হতে পারে, আমার ধারণায় নয়।

হাস্নু : আমি কিন্তু আমার ধারণাতেই তোমাকে গ্রহণ করব, তোমার ধারণাতে নয়।

অবনী : বেশ, তুমি তোমার ধারণাতেই আমাকে নাও।

হাস্নু : কিন্তু সেটাও তো পারছি না। অনেকদিন ধরেই আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছি। উত্তেজনার ফাঁকে ফাঁকে অবসাদের অশ্লীল মুহূর্তে দেবেশ আমাকে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে, এখনও করছে। তুমিও আজ আমাকে আশ্রয় হিসেবেই ব্যবহার করতে চাইছ। তোমার এই ব্যবহারটাকে যদি মহত্তর বলে মনে হোত, তবে ব্যবহারের সামগ্রী হিসেবে তোমার কাছেই যেতাম। কিন্তু

আমার তা মনে হচ্ছে না অবনী। বরং তোমার বাবার ব্যবহারে অমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি—সেটাই আমার ভাল।

অবনী : কেন তুমি এভাবে নিজেকে অপমান করছ হাস্নু ?

হাস্নু : কারণ—এতদিন ধরে অন্য সবাই প্রতি মুহূর্তে আমাকে অপমান করে এসেছে। তাই সে অবকাশ আর কাউকে দিতে চাই না! নিজেই নিজেকে বারে বারে অপমান করে যাচ্ছি! এই যে তুমি—এখনই যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি—তুমি আমার জন্যে কী ত্যাগ করতে পার? তুমি তখনি ভারী ভারী গলায় উত্তর দেবে—সর্বস্ব হাস্নু—তাই না?

অবনী : আমি কিন্তু সত্যিই তাই পারি হাস্নু—

হাস্নু : কিন্তু অত তো আমার দরকার নেই। অনেক ছোট্ট একটা জিনিস আমার জন্য ছাড়তে পার অবনী?

অবনী : কি বল?

হাস্নু : তোমার সাহিত্যিক হবার আকাঙ্ক্ষা?

অবনী : ওটা বাদ দিয়ে আমি নিজেই তো শূন্য হয়ে যাব হাস্নু। তখন আমাকে নিয়ে তো তোমারও কোন লাভ হবে না।

হাস্নু : ঠিক! কিন্তু ঐ আকাঙ্ক্ষার 'তুমি'? ওকে তো আমি কোনদিনই পাব না। অবসন্ন যাকে আমি পাব, তাকে নিয়ে আমার লাভ-লোকসানের বিয়োগফল তো শূন্যই থেকে যাবে। তার চেয়ে—তুমি এখান থেকে চলে যাও অবনী—

অবনী : তুমি যদি চাও তো—আমি আকঙ্ক্ষাও ত্যাগ করব হাস্নু—

হাস্নু : ওটা তোমার এই মুহূর্তের জেদ। তুমি তা পার না অবনী।

অবনী : কিন্তু সেটা তো আমার ওপর।

হাস্নু : কিন্তু ঐ যে—তুমি বললে—ওটা বাদ দিয়ে তুমি নিজেই তো শূন্য হয়ে যাবে—তাহলে? তখনও তো বিয়োগফল সেই শূন্যই থেকে যাবে। তুমি এখান থেকে যাও অবনী—আর কোনদিন এখানে এস না! (অবনী কি যেন বলিতে চায়। বাধা দিয়া) না অবনী—বলেছি তো, তুমি এখান থেকে যাও। আর কোনদিন এখানে এস

না ! (চোখ বুজিয়া) দেবেশে এখন আমার বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে। (অবনী নির্বাক। হাস্নুর পায়ে ঘুঙুরের তাল। তবলচি আসে, তানপুরা বাজে। অবনী মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া যায়)।

হাস্নু : কই দেবেশ—এস—আসর যে খালি—(গান)—

প্রিয়রে আমার বেদনা ভাব তোমারি বুকের পাপড়ি তলে,
রূপের ছবি হে গরবী আজ লুকালে তাই কি ছলে।
তারি রঙে রঙীন রূপের সাজে তুই গোলাপ,
বল মোরে গোলাপ, ও তুই বল মোরে গোলাপ।

[দেবেশকে দ্বারপথে দেখিতে পাওয়া যায়। স্খলিতপদে, গানের সঙ্গে তাল দিতে দিতে, গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইয়া আসে। সে তখন চূড়ান্ত মাতাল।]

দেবেশ : (গান)—

গোলাপ রে তোর পাতলা ঠোঁটে কে দিল বল রক্ত ছাপ,
কোন্ সে তরুণ বুকেরি ব্যথায় নিংড়ে নিল খুন-খারাপ।

[অন্ধকার]

কণ্ঠস্বর : অপরূপ তুমি শায়িত ছিলে সূর্যাস্তের বালুকাবেলায়—
তোমার চিন্তিত দেহ কল্পনায় সঙ্গী খুঁজে ফেরে—
প্রারম্ভের প্রসন্ন প্রভাতে কিংবা দিনান্তের বিষণ্ণ সন্ধ্যায়।
কখনো বা চাঁপার কলির মতো তোমার ঐ হাতের আঙুল মেলে ধরেছ, কখনো বা পদ্মপাতার মত তোমার ঐ পায়ের পাতা সরিয়ে অনুভব করতে চেয়েছ, সেই ভয়-ভয় মৃদু-মৃদু হাসি, যৌবনের লজ্জিত আভাস।
সামান্য দূরে কিন্তু ঘন ঘন ঝোপ,
সবুজে কালোয় এক নীল বনরেখা,
তারপর অন্ধকার—
বিশ্রস্ত বসন আর বিপর্যস্ত ভোগ—
অবিরাম উদাসীন বাসর-শয্যা।

তারপর আরো অন্ধকার,
মাঝে মাঝে সাদার ঝিলিক,
সমুদ্রের স্বাদ কিন্তু নরকের রাত।
অন্ধকার বৈতরণী অসীম অপার,
ঢেউ এসে গ্রাস করে
পাথর-শরীর মাঝির হাল ধরে থাকা।
কঠিন পেশাল বাহুর বিবস্ত্র প্রত্যয়ে
মদমত্ত নায়কের স্খলিত চরণ।
বৈতরণী কালো ঢেউয়ে তবু কিন্তু সমুদ্রের স্বাদ,
অন্ধকার গাঢ় এত,
তবুও উজ্জ্বল আলো,
তবু কিন্তু পদ্মরাগনিভ কুচযুগ।

[খোলা জানালার ফ্রেম্। তার মধ্য দিয়ে আলো আসে। সকাল গড়িয়ে একটু বেলার আলো, কিন্তু তবু কেমন যেন বিষণ্ণ। ফ্রেমের পাশে বসে নমিতা বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। মুখে বিষণ্ণ মৃদু হাসির রেখা। বাহির হইতে ভাসিয়া আসে গান—যেন নমিতারই গলায় গাওয়া গান—

I was on the river dixie,
An'met a sailor boy,
He was on the river dixie,
A sail ahoy ! A sail ahoy !

ফ্রেমের পাশ দিয়া অবনীর প্রবেশ। নমিতাকে দেখিয়া গান থামিয়া যায়।]

অবনী : (বিস্মিত কণ্ঠস্বরে) তুমি এখানে ? এ সময় ?

নমিতা : তোমার বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন।

অবনী : তাই বুঝি। আশ্চর্য !

নমিতা : কেন ? আশ্চর্য কেন ?

অবনী : আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছেন কিনা।

নমিতা : তাতেই বা আশ্চর্যের কি ? দেবেশ এ বাড়ির ঈশ্বর। যখন খুশি যাকে ইচ্ছা ডেকে পাঠাতে পারেন—সে অধিকার তাঁর আছে।

অবনী : নিশ্চয় আছে—একশোবার আছে! কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য একটা প্রবাদও আছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদী—ভাগ করেন, আর রাজত্ব করেন।

নমিতা : দেবেশ সম্পর্কে তোমার সুর খুব উগ্র দেখছি ?

অবনী : তাঁর সম্পর্কে তোমায় যেন একটু কোমল বলে মনে হচ্ছে ?—কোথাও যেন ওকালতির ভাব ?—নাকি, এটাও তোমার সেজে-থাকা ?

নমিতা : সেজে-থাকা নিশ্চয়! তবে এটা এই মুহূর্তের সাজ।

অবনী : তুমি কি মুহূর্তে মুহূর্তে সাজ বদলাও নাকি ?

নমিতা : (কেমন যেন ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে) বদলাতে হয়—নইলে মুহূর্ত-গুলোকে মানিয়ে নেওয়া যায় না!

অবনী : (কণ্ঠস্বরে বিস্মিত কোমলতা) এ তুমি কি বলছ মা!

নমিতা : ঠিকই বলছি অবনী। আজ একরকম সেজেছি, কাল রাতে আর একরকম সাজে ছিলাম—ক্ষণ বদলায়, রঙ বদলায়, সাজও বদলায়!

অবনী : কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর মা, আমারটা কিন্তু সেজে-থাকা নয়।

নমিতা : ও কথা ঠিক নয় অবনী। তুইও সেজে আছিস। তবে অল্প বয়স—নানা রঙের সাজটা তোর ভাল লেগে গেছে—তাই বদলাবার প্রশ্ন আসেনি।

অবনী : (ক্রুদ্ধ স্বরে) বাঃ চমৎকার! আমার সম্পর্কে কোন খোঁজ না না করেও অনেক খবর রাখ দেখছি!

নমিতা : (একটু হেসে) কি করে রাখি বল তো ?

অবনী : (ক্রুদ্ধ স্বরে) তোমার অনেক সাজের খবর রাখা আমার অল্পসাধ্যে কুলোয় না।

নমিতা : তোর খবর রাখাও আমার সাধ্যে কুলোত না অবনী, যদি না আমি আমার যন্ত্রণা দিয়ে সেটাকে অনুভব করতাম।

অবনী : তোমারও যন্ত্রণা আছে নাকি মা ?

নমিতা : ছিল না বলেই তো জানতাম। কেমন যেন নিজের কাছে—এক একটা মুহূর্ত এক একটা চেহারা নিয়ে এসেছে—কি ভালোই লাগত ঐ নানা রঙের চেহারায় গা ভাসিয়ে দিতে। হঠাৎ একটা জায়গায় এসে আটকে যেতাম।

অবনী : সেটা কোন্ জায়গা মা ?

নমিতা : যে জায়গায় তোর সঙ্গে আমার সম্পর্কের চেহারাটা আসত।

অবনী : কিন্তু মা, আমি তো জানতাম আমার সম্পর্কে তুমি কেমন যেন নিরাসক্ত, কেমন যেন নিস্পৃহ—

নমিতা : (কণ্ঠস্বর কেমন যেন ক্রন্দনে উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে) বারে বারে তো ওটাই মনে করার চেষ্টা করে এসেছি অবনী—কিন্তু পারিনি ! বারে বারে আমি হেরে গেছি অবনী ! দেবেশের কাছে আমি হেরে গেছি অবনী। কাঁটার মত যন্ত্রণা নিয়ে বারে বারে তুই আমার মধ্যে ফিরে এসেছিস অবনী ! যতবার সরে আসার চেষ্টা করেছি, ততবার—সেই যে, তুই যখন আমার মধ্যে ছিলি অবনী—ততবার গর্ভের সেই অন্ধকার ফিরে ফিরে আমাকে আচ্ছন্ন করেছে—তারপর আমার সমস্ত সাজ কোথায় মিলিয়ে গেছে—কোথায় হারিয়ে গেছে আমার সমস্ত নিরাসক্তি ! আমার অন্ধকার দিয়ে ততবার আমি তোর সমস্ত যন্ত্রণা অনুভব করেছি।

অবনী : তাহলে আজ তুমি এখানে না এলেই পারতে—

নমিতা : কেন বল তো ?

অবনী : এতে আমার সম্পর্কে তোমার যন্ত্রণা বাড়বে বই কমবে না !

নমিতা : আমি একটা কথা বলব অবনী ?

অবনী : কি বল ?

নমিতা : দেবেশ যা বলে, শুনবি ?

অবনী : দেখ মা, ঠিক বলেছিলাম। আজ কোথায় যেন একটু ওকালতির ভাব।

নমিতা : ও কথা থাক অবনী। যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দে। দেবেশ যা বলে, শুনবি ?

অবনী : তাতে লাভ ?

নমিতা : যা চাইছিস, তাই পাবি। প্রতিষ্ঠা।

অবনী : নিজের কথা শুনলে যে পাব না, সেটাই বা কে বললে ?

নমিতা : তুই নিজেই বলিস।

অবনী : কখন ?

নমিতা : যখন সোমনাথের কাছে যাতায়াত করিস, তখন।

অবনী : তুমি বোধহয় জান না, সোমনাথকে আমি শেষ কথা বলে এসেছি।

নমিতা : সেটা কিন্তু বেশ কিছুদিদ ধরে অনেক কথা বলার পর।

অবনী : তবু কিন্তু চলে এসেছি।

নমিতা : ওটা সোমনাথ বলে তাই। দেবেশরা কিন্তু সোমনাথদের ঈশ্বর।

অবনী : আচ্ছা মা, তুমি আর আমি—আমাদের হাতে এই সব ঈশ্বরেরা যদি নিহত হন ?

নমিতা : ওটা হয় না। অনেক দিন আগে আমার মানসিক শূন্যতায় যখন সোমনাথ এসেছিল, তখন আমি চেষ্টা করে দেখেছিলাম—পারিনি। আমি আর সোমনাথ—আমাদের প্রতি-মুহূর্তের 'আমি' নিরন্তর আমাদের যন্ত্রণা দিয়েছে। মুক্তি পাবার জন্যে আমরা বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন ঈশ্বরের আশ্রয় নিয়েছি। মিথ্যা সান্ত্বনা পেয়েছি, ভান করেছি—মুক্তি কিন্তু আসেনি।

অবনী : আশ্চর্য! শুনলে হয়তো তুমি অবাক হবে মা—আমার এই অল্প বয়সেই আমিও আমার এই 'আমি'র যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিভিন্ন ঈশ্বরে আশ্রয় নিয়েছি। মন্ত্র থেকে স্লোগান্—বিভিন্ন মুহূর্তের সব বিভিন্ন ঈশ্বর। জানলে মা—এই সব আশ্রয় কিন্তু নিজস্ব গৌরবে গৌরবান্বিত নয়—এরা শুধু আমার ভানের প্রশ্রয় !

নমিতা : সেইজন্যেই তো বলছি অবনী, তুই দেবেশের কথা শোন।

অবনী : (মুখে ব্যঙ্গের হাসি) কথাটা সত্যি করে বললে কি হোত মা ?

নমিতা : তুই কি ভাবছিস, আমি কথাটা মিথ্যে করে বলছি ?

অবনী : ঠিক মিথ্যে করে বলনি, তবে কেমন যেন মিথ্যের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে বলছ—যাতে আমার ভান-করা অহংকারটা চোট না খায়।

নমিতা : তুই দেবেশের কথায় রাজী হ—অবনী।

অবনী : (মুখে সেই মৃদু হাসির রেখা—ব্যঙ্গের হাসি)। তুমি তো জান মা, রাজী হব বলেই এখানে এসেছি।

(দেবেশ। অল্প দূর দিয়ে প্রবেশ। প্রবেশ করিতে করিতে, একটু যেন উচ্চতায় রাখা একটি চেয়ারে বসিতে বসিতে বলেন—)

দেবেশ : যাক—ভালই হল—তোমরা দুজনেই আছ দেখছি—

অবনী : (নমিতাকে দেখাইয়া) এঁকে কিন্তু এখানে না রাখলেও চলত—

দেবেশ : (কঠোর স্বরে) কাকে কোথায় রাখব কি না-রাখব—সেটা আমার ঠিক করার কথা।

অবনী : কিন্তু কথাটা যখন আপনার আর আমার মধ্যে—

দেবেশ : তবুও আমি মনে করি—সেটা ওঁর সামনে হওয়া প্রয়োজন—কারণ উনি তোমার মা।

অবনী : আমি, আপনি, আর উনি—এই তিনজনের মধ্যে এখনও কোন সামাজিক সম্পর্ক আছে বলে আপনি মনে করেন ?

দেবেশ : (কঠোর অথচ প্রত্যয়জনিত কণ্ঠস্বরে) নিশ্চয় আছে বলে মনে করি। দেখছ না—আজও আমরা এক জায়গাতেই আছি।

অবনী : কিন্তু এই এক-জায়গায় থাকাটা তো সম্পর্ক নয়, সম্পর্কের ভান মাত্র।

দেবেশ : কিন্তু তবু তো ভানটা বজায় রাখতে হচ্ছে। (ব্যঙ্গের হাসি হেসে) আমার কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি—আমি তো এ নাটকের খল-নায়ক। কিন্তু তোমরা ? অনিচ্ছা সত্ত্বেও তো এই ভানের মধ্যে তোমাদের বারে বারে ফিরে আসতে হচ্ছে।

অবনী : তার মানে ? কি বলতে চান আপনি ?

দেবেশ : যদি বলি, তোমাদের এই অনিচ্ছাটাই ভান। এখানে, যেটাতে নিত্য ফিরে আসছ, সেটাই একমাত্র সত্য। এই যে তোমার প্রেম, স্বপ্ন, আদর্শবাদ, তোমার মায়ের শূন্যতাবোধ, আমার উচ্ছৃঙ্খলতা—

কখনো মনে হয়নি তোমার—এই যে সব বিলাস, এ তখনই সম্ভব, যখন প্রতিদিন অন্তত একবার এখানকার মত এই ভানটার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ফিরে আসা যায়। কি অবনী—কথা বলছ না যে? এ সম্পর্কে তোমার ঈশ্বরেরা কি বলেন?

অবনী : আমার ঈশ্বরেরা? আমি তো কোন ঈশ্বরেই বিশ্বাস করি না।

দেবেশ : আমার ঈশ্বরদের বিশ্বাস কর না নিশ্চয়—কারণ আমাকে শত্রু-পক্ষের লোক ভেবে নিয়ে আনন্দ পাও—

অবনী : (বাধা দিয়া) কিন্তু আপনাকে শত্রুপক্ষের লোক ভেবে নিয়ে আমার আনন্দ পাওয়ার কথা নয়, দুঃখই পাওয়া উচিত।

দেবেশ : নিজেকে তুমি ভোলাচ্ছ অবনী—পাও কিন্তু আনন্দ। জান না—আত্মবিভ্রম যাদের জীবনযাপনের একমাত্র আশ্রয়, আনন্দের জন্য তাদের আর একটা ভান তৈরী করে নিতে হয়—প্রতিপক্ষ-ভান। বাঁচার জন্য আনন্দটারও তো প্রয়োজন! কিন্তু পরস্পরকে ঘেন্না করা ছাড়া আমাদের আনন্দের তো অন্য কোন উৎস নেই! নইলে যে আমাদের নিজেদেরকেই ঘেন্না করতে হয়। সেটা তো সম্ভব নয়! নিজেদের যে আমাদের বড্ড ভাল লাগে! কি? ঠিক বলছি না অবনী? (অবনী নিরুত্তর) কই, কিছু বলছ না যে?

অবনী : কি বলব বলুন?

দেবেশ : কেন? আমাদের সম্পর্কের স্বরূপ তোমার কেমন লাগছে? তোমার ঈশ্বরেরা এ সম্পর্কে কি বলেন?

অবনী : কিন্তু আমার তো কোন ঈশ্বর নেই। অবশ্য আপনি যদি আমার জীবন-দর্শনের কথা বলতে চান—

দেবেশ : (বাধা দিয়া) ওই হল। তুমি যাকে জীবন-দর্শন বল, আমি তাকেই বলি ঈশ্বর। তা, তোমার এই সব দার্শনিক ঈশ্বরেরা কি বলেন? কিছু বলেন না তোমাকে, আমাদের এই সম্পর্ক সম্বন্ধে?

অবনী : বলবেন না কেন? নিশ্চয় বলেন। কিন্তু আমি তাঁদের উপদেশ পালনে অক্ষম।

দেবেশ : অর্থাৎ তুমি কোনদিন ঈশ্বর হতে পারছ না।

অবনী : আপনি বলার অনেক আগে থাকতেই আমি কিন্তু আমার দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন।

দেবেশ : কাল রাত পর্যন্ত তার কোন প্রমাণ কিন্তু আমার সামনে রাখনি।

অবনী : সেটা রাখতেই তো আজ আমার এখানে আসা। আমি আপনার কাছে সারেন্ডার করছি।

দেবেশ : বাঃ চমৎকার! বেশ লাগসই নতুন একটা ভান আবিষ্কার করেছ দেখছি। কিন্তু সারেন্ডারটা তো আমার কাছে নয়। নিজের দুর্বলতার কাছে—তাই না?

অবনী : আপনি যদি ঐভাবে দেখেন—তবে তাই।

দেবেশ : খুব ভাল কথা। আজ থেকে তুমি যেভাবে বলবে আমি সেই-ভাবেই দেখব। ও হ্যাঁ—ভুলেই যাচ্ছিলাম। তোমাকে একটা খবর দেবার আছে। সমপুট তোমার উপন্যাসটা ছাপছে—সামনের সংখ্যা থেকে।

অবনী (বিস্মিত আনন্দে) সত্যি! কই, আমি তো কোন খবর পাইনি। বরং উল্টোটাই শুনেছিলাম—ওটা হয়তো ফেরত আনতে হবে! কিন্তু ওরা ওটা ছাপাবে কেন? ওদের মতের লেখা তো নয়—অনেক বেশী বাম—বেশ কিছুটা উগ্র—

দেবেশ : হ্যাঁ—অনেক বেশী, বেশ কিছুটা! কিন্তু তোমার পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব, হয়তো ততটা নয়। লিখতে লিখতেই হয়তো আকাঙ্ক্ষা এসেছে—লেখাটা সম্পুটে ছাপা হলে বেশ হোত। তাই অনেক-বেশী—বেশ কিছুটা পর্যন্ত এসেছে, সবটায় যায়নি।

অবনী : কিন্তু যতটা এসেছে ততটাও তো—

দেবেশ : ততটা ওরা ঠিক করে নেবে। দু-একটা ছাপাতে ছাপাতে তোমায় ঠিক মাপ-মাফিক ওরা কেটে-কুটে নেবে। অনেককেই তো নিয়েছে।

অবনী : কিন্তু আপনি খবর পেলেন কোত্থেকে?

দেবেশ : তোমাকে আমার মাপে মেপে নেবার জন্যে আমি কিছুকাল

আগেই মনীশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।

অবনী : কিন্তু আমি যে ওখানে উপন্যাসটা দিয়েছি—সে খবর আপনাকে দিল কে ?

দেবেশ : কেন ? সোমনাথ—সেও তো ওখানে লেখে। আর তুমি তো সোমনাথদের কাগজেও একটা লেখা দিয়েছিলে। ক'দিন আগে ফেরত নিয়ে এসেছ।

অবনী : কিন্তু সোমনাথের সঙ্গে আপনার—

দেবেশ : (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) কেন ? তুমি কি ভেবেছিলে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ ? যেহেতু আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার একটা ভান আছে, যেহেতু আমরা একে অপরকে এড়িয়ে চলি ? যদি তা ভেবে থাক, তবে ভুল ভেবেছ। আমাদের বৃত্ত স্বতন্ত্র বা পরস্পর-স্বাধীন নয়। সমাজ-সম্পর্কের একটা ভান আমাদের বজায় রাখতে হয়। নইলে ঘেন্নাটা যদি আর ভান না থাকে, যদি আসল হয়ে পড়ে তাহলে তো যে কোন মুহূর্তে আমরা নৃশংস হয়ে উঠতে পারি ! সেটা হতে যে আমাদের কাপুরুষতায় বাধবে অবনী। তুমি জান না—কাপুরুষ হয়ে থাকার জন্য আমাদের মধ্যে একটা ভদ্র-লোকের চুক্তি আছে—আজ তুমিও সেই চুক্তির মধ্যে আসতে চলেছ ?

অবনী : মনীশবাবুর কাছ থেকে শেষ খবর পেয়েছিলেন কবে ?

দেবেশ : কাল রাতে। হাস্নুর ওখান থেকে তুমি চলে আসার পর। টেলিফোনে তার ঘুম ভাঙিয়েছিলাম—গালাগাল দিতে দিতে খবরটা বললে—সামনের সংখ্যা থেকেই ছাপা হচ্ছে। না বেরিয়ে পারে ? মনীশ যে আমার এক গেলাসের ইয়ার !

অবনী : (মাথা নীচু করিয়া) আমি তাহলে এখন আসছি—(প্রস্থান-পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়)।

দেবেশ : কিন্তু বলে গেলে না তো, আমি তোমার জন্য আরও চেষ্টা করতে পারি কিনা ?

অবনী : (এক মুহূর্তের জন্য ফিরিয়া) পারেন—(পুনরায় অগ্রর হয়)।

দেবেশ : তাহলে সোমনাথকেও লেখাটা ফেরত দিয়ে এস। আমি ওকে টেলিফোন করে দেব। (ততক্ষণে অবনী প্রস্থান করিয়াছে)।

নমিতা : (এতক্ষণ একটি আসনে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে দেখিতেছিল। এইবার হাততালি দিয়া) বাঃ চমৎকার !

দেবেশ : কোন্‌টা ?

নমিতা : কেন ? তোমার অভিনয়।

দেবেশ : এটাকে তোমার অভিনয় বলে মনে হল ? এর একটা কথাও কিন্তু মিথ্যে নয়।

নমিতা : মিথ্যে হতে যাবে কেন ? দরকার পড়লে সত্যকেও তো অভিনয় করে বলতে হয়—যাতে সেটা মিথ্যে হয়।

দেবেশ : এ ব্যাপারে কোন কিছুকে মিথ্যে মনে করবার দরকার হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

নমিতা : কেন ? ছেলে প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তোমার মধ্যে যে বাবাটা উঁকি মারছিল, সেটাকে মিথ্যে মনে করাতে হল না ?

দেবেশ : যেমন, তোমার মধ্যে যে 'মা'টা উঁকি মারে, তাকে তুমি এতদিন করিয়ে এসেছ।

নমিতা : চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি কই ! সেইজন্যেই তো এই সাফল্যের জন্যে congratulations ! (হাততালি দেয়)।

দেবেশ : ব্যাপারটাকে একটু সেলিব্রেট্‌ করতে ইচ্ছে করছে—

নমিতা : কার সঙ্গে ? আমার সঙ্গে নাকি ?

দেবেশ : যদি বলি তাই !

নমিতা : আমার আপত্তি নেই। কিন্তু শুধু সেলিব্রেশন—no kissings after !

দেবেশ : নিশ্চয় ! শুধুই সেলিব্রেন্‌স্‌—no kissings after ! well let's go !

নমিতা : কিন্তু একটা কথা। অবনীকে লাইনে বসাবার এই চেষ্টাটা কেন ?

দেবেশ : বাঃ। বেলাইন হলে যদি অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ হয় !

নমিতা : বাঃ! তাতে তোমার কি এসে যাচ্ছে?

দেবেশ : ঐ যে বললে—আমার মধ্যে একটা বাবা উঁকি মারছে! আমার কিছু না এসে গেলেও সেই পিতৃত্বের ভানটার এসে যাচ্ছে বই কি। ও যদি এক্‌জিকিউটিভ্‌ অফিসার না হয়ে সাহিত্যিক হতেই চায়—তো আমাদের বাঁধানো লাইনেই হোক। প্রচুর খ্যাতি, প্রচুর পুরস্কার, মৃত্যুশয্যায় অনেক অনেক মালা, আর শোকযাত্রায় অসংখ্য লোক! বংশের মুখ উজ্জ্বল, আর আমি যদি বেঁচে থাকি তো পিতৃত্ব-ভানটা উজ্জ্বলতর হয়ে প্রায় সত্যি বলে মনে হবে।

নমিতা : (হাততালি দিয়া) বাঃ—আবারো চমৎকার!

দেবেশ : কিসে?

নমিতা : নিজের সুবিধার কথাটা কেমন চাপা দিয়ে গেলে।

দেবেশ : চাপা তো দিইনি। তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে হাম্নুর ব্যাপারে আমার সুবিধেটা নিশ্চয় ধরতে পারবে—তাই আর পুনরুল্লেখ করিনি। কিন্তু তোমার নিজের সুবিধেটা বুঝতে পেরেছ তো?

নমিতা : কোথায়?

দেবেশ : কেন? সোমনাথ আর তোমার সম্পর্কের মধ্যে যে অস্বস্তিটুকু ছিল, সেটা আর রইল না। এখন ভালবাসার ভানটা সহজ হবে—চাই কি—কোন একদিন সত্যি সত্যি ভাল বেসেও ফেলতে পার!

নমিতা : তা হলে বলছ—There are reasons for celebration—

দেবেশ : নিশ্চয়—Let's go—

নমিতা : চল—(দুইজনে বাহির হইয়া যায়। আবহসঙ্গীতে নমিতার গলায় গাওয়া গানটি শোনা যায়—

I was on the river Dixie
An'met a sailor boy,
He was on the river Dixie'
A sail ahoy! A sail ahoy!

।। অন্ধকার ।।

[আলো আসে। মঞ্চের পিছনে বাম কোণের নিকটে রাখা টেবিল-চেয়ার। তরুণ লেখক অবনী রায়। দর্শকদের দিকে মুখ কোণাকুণি-ভাবে ফেরান। লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে খাতা ধরিয়া নিজের লেখা নিজেকে পড়িয়া শুনাইতেছেন—যদি পরবর্তী অংশ লিখিবার জন্য প্রেরণা আসে।]

অবনী : (লেখা পড়িতেছেন)। 'নরকঙ্কাল প্রোথিত গল্‌গথায় সূত্রধর-পুত্র ক্রুশবিদ্ধ হলেন। ষষ্ঠ ঘণ্টায় পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। নবম ঘণ্টায় মূর্ছিত সূত্রধরপুত্র মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্বিৎ ফিরে পেলেন আশ্চর্য তীক্ষ্ণ কয়েকটি মুহূর্ত। ক্রোধ-ক্ষোভ-লজ্জার আর অভিমানের কয়েকটি মুহূর্ত। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, লজ্জিত সূত্রধরপুত্র অভিমানভরে জিজ্ঞাসা করলেন—এলী এলী লামা সবক্তানি? ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করেছ?

[এই বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সূত্রধর-পুত্রের অন্তরে প্রচণ্ড বিপ্লব সংঘটিত হল। ক্রোধ তাঁকে পরিত্যাগ করল। ক্ষোভ দূর হল। লজ্জা আর অভিমান থেকে মুক্তি পেলেন তিনি। সমস্ত যন্ত্রণা থেকে পেলেন পরিত্রাণ। উপলব্ধি করলেন ঈশ্বরের যন্ত্রণা, ঈশ্বরের ক্রোধ, ঈশ্বরের ক্ষোভ, ঈশ্বরের লজ্জা আর অভিমান। সেই মুহূর্তে সূত্রধর-পুত্রের মৃত্যু হল। বিদ্যুৎ-লেখায় আর বজ্রপাতে আকাশ ছিন্নভিন্ন হল। জলধারায় সিক্ত সেই বীজ থেকে এই নরকঙ্কাল প্রোথিত পৃথিবীতে নবজন্মের সুত্রপাত হল।

[···প্রবহমান মহাকালের অন্য এক ভাগে। কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরের কোন এক অংশে মেদিনীগ্রাসিত রথচক্রের পাশে মহাভাগ সূতপুত্র মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ সকাশে তিনি তাঁর সত্য পরিচয় জেনেছেন। আর কোন গ্লানি নেই তাঁর মনে। পরাজয়ে তিনি আর ক্লান্ত নন। মৃত্যুর মুখোমুখী সে এক পরম উপলব্ধি। অনুজ পাণ্ডবগণ তাঁকে বীরের সম্মান দিয়ে এইমাত্র প্রমাণ করেছেন—তিনি তাঁদের অগ্রজ—তিনি ক্ষত্রিয়পুত্র। সূতপুত্র তো পরাজিত নয়—

পরাজয় হয়েছে সেই ক্ষত্রিয়-পুত্রের। সূতপুত্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। প্রথম পার্থের মৃত্যু হল। হীনজন্ম সূতপুত্র অপরাজেয় থেকে ভার্গবের অভিশাপকে ব্যঙ্গ করলেন।

[বিপরীতে একটু দূরে নিজস্ব এক আলোর বৃত্তে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সূত্রধরপুত্র।]

সূত্রধরপুত্র : কিন্তু আমি যদি বলি—ঈশ্বরের যন্ত্রণা আমি অনুভব করিনি, ঈশ্বরের ক্রোধে আমি ক্রুদ্ধ হইনি, ঈশ্বরের ক্ষোভে আমি ক্ষুব্ধ নই ঈশ্বরের লজ্জা আর অভিমান আমাকে স্পর্শও করেনি।

অবনী : কিন্তু আপনি নিজে নিজেকে ধরিয়ে দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছেন! তার তো একটা কারণ থাকা চাই—অন্তত আপনার নিজের কাছে?

সূত্রধরপুত্র : নিশ্চয়। কারণ তো একটা থাকতেই হবে। অন্তত নিজের কাছে। তবে সেটা কিন্তু তোমার কারণ নাও হতে পারে। সেটা হয়তো একান্তভাবে আমারই নিজস্ব। ধর যদি বলি—লজ্জিত আমি, আমার কাপুরুষতার সম্মুখীন হয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। ধর যদি বলি—নেতৃত্ব আমি পেয়েছিলাম—সাম্রাজ্যের কঠিন নিগড়কে আঘাতের পর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়াই আমার উচিত ছিল। কিন্তু পারিনি বলেই আমার কাপুরুষতা দিয়ে আমি আমার ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। এমনও তো হতে পারে মুক্তির সংগ্রামে যুডাস্ আমার চেয়ে অনেক বেশী প্রত্যয়ান্বিত—আমার প্রতি তার বিস্ময়ের সুযোগ নিয়ে আমি তাকে বিশ্বাসঘাতক হতে অনুরোধ করেছি—তিরিশটি মুদ্রার কাহিনী হয়তো আমারই মত কাপুরুষদের রচনা। ক্রুশবিদ্ধ আমি—নবম ঘণ্টায় হয়তো বা আমার যন্ত্রণা আমার ঈশ্বর-ভানকে আচ্ছন্ন করেছে—চিৎকার করেছি—এলী এলী, লামা সবক্তানি—আমার ঈশ্বর-ভান যেন আমার যন্ত্রণাকে আচ্ছন্ন করে—কে জানে—হয়তো তাই করেছে, হয়তো—ওটাকেই তুমি আমার শেষ মুহূর্তের বিপ্লব বলেছ—(সুত্রধরপুত্র সহ আলোর বৃত্ত অন্ধকার হইয়া যায়। অন্য এক আলোর বৃত্তে সূতপুত্র)।

সূতপুত্র : আর আমি যদি বলি—তোমার ঐ সূতপুত্রের কাহিনী সম্পূর্ণ

অর্থহীন। প্রচলিত কাহিনীকে অতিক্রম করার সাধ্য তোমার কোনদিনই হয়নি। তুমিও আর সকলের মতই মৃত পুত্রকে ব্যবহার করেছ। আর সকলের মতই তুমিও সূতপুত্রকে হত্যা করেছ।

অবনী : কিন্তু সূতপুত্র তো নিহত হন নি। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়পুত্র নিহত হয়েছেন। নিহত হয়েছেন প্রথম পার্থ।

সূতপুত্র : কারণ সূতপুত্রকে সূতভাবে হত্যা করার উপায় ছিল না। ক্ষত্রিয়ের হাতে সূতপুত্র নিহত হবে—এই তো নিয়ম। কিন্তু তুচ্ছ সূতপুত্রের হত্যায় যে ক্ষত্রিয়ের বীরখ্যাতি ম্লান হয়ে যাবে। মহাভাগের সঙ্গে মহাভাগেরই তো প্রতিদ্বন্দ্বীতা। পরম ক্ষত্রিয়ের বৈরীকে তো পরম ক্ষত্রিয় হতেই হবে। তাই সূতপুত্র হলেন প্রথম পার্থ—কানীন গোত্রজ, কিন্তু সূর্যের সন্তান। তারপর···কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মেদিনীগ্রাসিত রথচক্রের পাশে প্রথম পার্থ নিহত হল। তুমি কিন্তু তোমার সূতপুত্র-ভানে অপরাজেই রয়ে গেলে। অথচ আমি কিন্তু সত্য সত্য সূতপুত্র হতে পারতাম। বাহুবলে দ্রোণকে আনত করে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করতাম, ভার্গবের অভিশাপ আমাকে স্পর্শও করত না। ক্ষত্রিয় হবার আকাঙ্ক্ষা কোনদিন আমাকে যন্ত্রণা দিত না। তৃতীয় পাণ্ডবকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হোত না কোনদিন। কোন ব্রাহ্মণের হোমধেনু আমার হাতে নিহত হোত না। কোন ব্রাহ্মণের অভিশাপে মৃত্যুকালে মহাভয় উপস্থিত হোত না আমার। আমার রথচক্রকে পৃথিবী কোনদিন গ্রাস করত না। সূর্যপুত্র না হয়েও সৌরকলঙ্ক মুক্ত হতাম—বীর হতাম—নির্মল হতাম—(কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসে। সূতপুত্র সহ আলোর বৃত্ত অন্ধকার হইয়া যায়। অবনী সুত্রধরপুত্রের ও সূতপুত্রের আলোর বৃত্তের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া শেষের দিকে আনত মস্তকে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন। দ্বিতীয় আলোর বৃত্ত অন্ধকার হইয়া যাওয়ার পরেও অল্পক্ষণের জন্য এইভাবেই রহিলেন। তারপর সোজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত দেহ টান-টান, সর্বাঙ্গ যেন যন্ত্রণার এক মূর্ত প্রকাশ। পিছন হইতে ভাসিয়া আসে হাম্‌্র পায়ের ঘুঙুরের

আওয়াজ, গলার ঠুংরী গান—(মিশ্র পিলু)—

জরা সি বাত কা
ইতনা মানান কর বৈঠে
কিধার খয়াল গয়া
কেয়া খয়াল কর বৈঠে—

অবনী : (ভিতরের সমস্ত যন্ত্রণা নিয়ে) এ সংশয় থেকে কি মুক্তি নেই! অহংকারের এই ভান থেকে কি পরিত্রাণ নেই! ভূমিকাতে লিখেছি—এরা আমার উপন্যাসের নায়ক মাত্র, কিন্তু মনকে জানিয়েছি—আমার আগে এদের ইতিহাস এমন সত্য করে আর কেউ লেখেনি। অথচ এ অহংকারের কোন ভিত্তি ছিল না আমার। ভান শুধু ভান: হাস্নু—তুমি তো আমাকে আমার ভানের মুখোমুখী করে দিয়েছিলে। আমার সমস্ত অহংকার তার সম্পূর্ণ চেহারাটা নিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল। সেদিন আমার সমস্ত ভান দূরে সরিয়ে নির্মল হয়ে, বিশুদ্ধ হয়ে শুধু যদি তোমাকেই ভালবাসতাম। কিন্তু কই—পারিনি তো! অহংকার আমাকে আয়ত্ত করে নিল, বিভিন্ন ভানের মধ্যে আটকেই রইলাম!

হাস্নু—তুমি কি আর আসবে না—

আমার সমস্ত শূন্যতা ভরে অরণ্য কি আর জাগবে না—

হাস্নু—আমার এই অহংকারের কাঠামোটা চূর্ণ করে সেই গহনে খুঁজে নাও আমার বসতি—

সেখানে, সেই পোড়ামাটি-ইটের ভেতর অমৃত হয়তো এখনো আছে—

হাস্নু—হয়তো এখনও সময় আছে, তুমি আমার সেই অমৃতকে উদ্ধার করো—

আমি যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি—হাস্নু—আমি যেন পরিত্রাণ পাই—

॥ **অন্ধকার** ॥

কণ্ঠস্বর : সমুদ্র—তোমার উত্তাল বিশ্বাসে
তোমার উজ্জ্বল শুভ্রতায়

আমি আত্মসমর্পণ করতে এসেছিলাম।

তবু কিন্তু অন্ধকার, দিক নেই দীর্ঘায়িত ত্রিশাবয়োস্ফীত বারাঙ্গনার মত আমার অনুসরণ করে।

তার উদ্ধত কম্পন আমি অনুভব করি আমার দেহে, আমার লজ্জায়; শূন্যতার অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন আমার জাতিস্মর অবচেতনায় সঞ্চারিত হয়।

তবু কিন্তু অন্ধকারে অনেক নিশ্চিন্ত আশ্রয়, ভানমুক্ত শুদ্ধ পরিত্রাণ।

সমুদ্র—আমি অনেক আশায় তোমার কাছে এসেছিলাম, আমার নচিকেতা-ভানে নিরুদ্বিগ্ন থাকব বলে।

সমুদ্র—তোমার শুভ্রতা আমাকে আদিম করেছে, আমাকে বর্বর করেছে—

সমুদ্র—তুমি আমাকে তোমার সফেন শুভ্রতার নীচে প্রেরণ কর—

আমি যেন আমার নচিকেতা-ভানকে অতিক্রম করে অন্ধকারের সেই বর্বর পূর্ণতার মুখোমুখী হই।

[কোন এক সমুদ্রতীর। বামদিকে আরাম কেদারায় অবনী শায়িত। দক্ষিণে অবনীর বিপরীতে ছোট-খাট একটি জটলা। কেউ মাটিতে বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। রাস্তায় নাচ-গান করে জীবিকার্জন করে এমন দুই তরুণ-তরুণী। তরুণের গলায় ঝোলান হারমোনিয়াম। তরুণীর পরিধানে জীর্ণ নাচের পোশাক। দুজনেরই পায়ে ঘুঙুর। তরুণ গান গায়—হিন্দী ফিস্‌মের গান, তরুণী নাচে। ভঙ্গী একটু অশ্লীল। সামনে মদের বোতল হাতে এক পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর বয়সের ভদ্রলোক। মদ্যপান করিতে করিতে তিনিও নাচেন। আশ-পাশের সকলে বাহবা দেয়—বাঃ বুড়োদা—ঘুরে-ফিরে বুড়ো-বাইজী। তিনি আরও উৎসাহ সহকারে নাচেন। গান শেষ হয়। সকলে কিছু কিছু পয়সা ছুঁড়িয়া দেয়। বুড়োদা উল্টোপাল্টা বোল বলিতে বলিতে নাচের ভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়া আসেন। এক হাতে বোতল, আর অন্য হাতে নর্তকীর থুতনি ধরিয়া টলিতে টলিতে—)

বুড়োদা : তুম্ তা না না না—চুন্‌হরিয়া বোল্ বোল্—

বোল্ বোল্ চুন্‌হরিয়া বোল্ বোল্—

[নর্তকী নাচের ভঙ্গীতে মুখ সরাইয়া লইয়া পয়সা কুড়াইয়া সকলকে সেলাম করিতে করিতে সঙ্গীর হিন্দী গানের কলির তালে তালে নাচিতে নাচিতে প্রস্থান করে। অন্য যাহারা বসিয়া গান শুনিতেছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায়—]

একজন : চল বুড়োদা…এবার হোটেলে ফেরা যাক—

বুড়োদা : তোরা যা…আমার কি রকম সুতো কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে—

অন্যজন : তাই বুঝি ঐ রকম কাটা ঘুড়ির মত ফেৎরে যাচ্ছ ?

আরেকজন : (তাহারও হাতে বোতল) সকাল থেকে অত মাল গিললে সুতো আস্ত থাকে কখনো ? ঘুড়ি শালা বাপ বলে কেটে যাবে না। সে বরং বলতে পারিস আমাকে। ভর্তি বোতল নিয়ে বসেছিলাম— এক ঢোঁকও খাইনি। কিন্তু বোতল শালাকে দেখ—আপনা আপনি খালি হয়ে গেল—(বোতল তুলিয়া দেখায়)।

বুড়োদা : (টলিতে টলিতে আসিয়া) কাটা সুতো জোড়া লাগাবি ?

আরেকজন : ব্যবস্থা আছে নাকি ?

বুড়োদা : ওদিকে ঐ যে ভদ্রলোক—ইজিচেয়ারে টান হয়ে শুয়ে—কে জানিস ?

অন্যজন : খুব জানি—ও তো নবেল লেখে—অবনী রায়।

বুড়োদা : তবে তো বড্ড জানিস! ও কাটা-সুতো জোড়া লাগায়—

আরেকজন : কি করে বাবা ? অক্ষর সাজিয়ে ?

বুড়োদা : হ্যাঁ—অক্ষর সাজিয়ে—! এমন সব আলুনি ঘিয়ে ভাজা কথা লেখে না। পড়লে মনে হয়—সুতো যেন কক্ষনো কাটেনি—ঘুড়ি শালা যেন ফর্‌ফর্ ফর্‌ফর্ করে উড়ছে—যাবি—জিজ্ঞেস করবি ?

আরেকজন : তুমি যাও বাবা—আমি ওতে নেই! বলে—এমন দামী নেশা—এত যত্ন করে ইমারতের মত বানিয়ে তুললাম—ভেঙে পড়ুক আর কি! তুমি বাবা যাও—কাটা-সুতো যত খুশি জোড়া লাগাও গে—(টলিতে-টলিতে প্রস্থান পথের দিকে অগ্রস হইতে হইতে অন্যজনকে) আয় রে রমেন—হোটেলেই ফেরা যাক—তুই বল ?—

কাটা-সুতো জোড়া লাগিয়ে কিছু লাভ আছে? নেশা কেটে যাবে না? বল তুই বল—তার চেয়ে শালা ঘুড়ি কেটে যাক—নেশাটা অন্তত আস্ত থাকুক—কি বল—

অন্যজন : (প্রস্থান করিতে করিতে) নিশ্চয়—সে কথা আর বলতে। আর সুতো কাটলেই বা! বিনা লাটাইয়ে ফর্ ফর্ করে উড়ে যাব যেখানে খুশি—লাটাই ধরে মাটিতে নামাবার কেউ নেই—(প্রায় উড়িতে উড়িতে আরেকজনের সঙ্গে প্রস্থান)।

বুড়োদা : যা শালারা—হোটেলেই যা! আমি বরং দেখি—আমার কাটা-সুতোটা একটু জোড়া লাগে কিনা। (ঐরকম প্রায় উড়িতে উড়িতে টলিতে টলিতে অবনীর নিকট আসিয়া) একটু আপনার কাছে এলাম সার।

অবনী : (চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। চোখ খুলিয়া বুড়োদার দিকে না তাকাইয়া—অন্যমনস্কভাবে—) কে যেন কি বললে আমাকে···?

বুড়োদা : (দৃষ্টির সামনে আসিয়া) এই যে আমি সার! একটু আপনার কাছে এলাম—

অবনী : (বুড়োদাকে দেখিয়া) কিছু বলছেন আমাকে?

বুড়োদা : না—মানে—আপনার কাছে একটু এলাম—

অবনী : কিন্তু আমি তো আপনাকে ঠিক—

বুড়োদা : না না—আপনি আমাকে চিনবেন কি করে? বালাই ষাট—সে কথা কি বলতে পারি!—আমি কিন্তু আপনাকে চিনি, আপনার একজন ভক্ত বললেও বলতে পারেন।

অবনী : (একটু উঠে বসে, হেসে) তাহলে ঠিক কিন্তু ভক্ত নয়—কি বলেন?

বুড়োদা : আজ্ঞে, এটা কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছেন—

অবনী : কোন্ জায়গায় আটকে গেলেন, বলুন তো?

বুড়োদা : আজ্ঞে, মাল খেতে খেতে যে জায়গায় আটকে যাই—ঠিক সেই জায়গায়!

অবনী : কিন্তু মাল খেতে খেতে আটকাবার তো কথা নয়! আমি তো শুনেছি বেশ তলিয়ে যাওয়া যায়! লোকে নামে নীচে, অনেক নীচে, তলার পায়ের মাটি সরে সরে যায়—শেষকালে আর থাকেই না!

বুড়োদা : আজ্ঞে ঐ মনে হয় ঐ পর্যন্ত, তার বেশী নয়। খানিক পরে পরেই পায়ের তলায় মাটি ঠেকে যায়! মাটি সরে যাওয়া কি অত সহজ সার। মাটির টান আছে না—মাটি ছাড়বে কেন?

অবনী : ঠিক বলেছেন! মাটি ছাড়বে কেন? (অন্যমনে) আমিও মাটি ফুঁড়ে অনেক—অনেক তলায় যাবার চেষ্টা করেছিলাম—সেই গভীরে যেখানে উৎস থাকলেও থাকতে পারত—কিন্তু পারি নি—

বুড়োদা : পারবেন কি করে? বারে বারে মাটি এসে আটকায় যে! অহংকারের মাটি, লোভের মাটি, মোহের মাটি—

অবনী : নিজের আমির মাটি—

বুড়োদা : ও হয় না সার! মাটি আসবেই! আপনি যেমন অক্ষর সাজিয়ে ডুব দিয়েছিলেন, আমিও তেমনি পাকি মালের বোতলে ডুব দিয়েছিলাম! দুটোই তো একই রকম সাজানো! তাই আপনারও হয়নি, আমারও হয়নি! জানেন সার—আমিও কিন্তু অন্য রকম ছিলাম—

অবনী : কেমন যেন জোর ছিল, দৃষ্টির একটা চেহারা ছিল—তাই না—(উত্তেজিন হয়ে উঠেছেন)।

বুড়োদা : (উত্তেজিত হয়ে) মাটির সেই অতল গভীর থেকে, অনেক অনেক নীচের থেকে খুব শক্ত করে ইমারত গড়ব ভেবেছিলাম—

অবনী : উৎস থেকে মাটি ফুঁড়ে উঠে সোজা হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বুক ফুলিয়ে তাকিয়ে থাকবে—তাই না?

বুড়োদা : ঠিক তাই! (আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে) কিন্তু জানেন সার—কিছু হল না। নড়বড়ে ভিতরে ওপর ইমারতটা কেমন যেন নড়-বড়েই রয়ে গেল।

অবনী : (ঠাণ্ডা গলায়) সমস্ত শরীরটা কেমন যেন বালি দিয়ে গড়া। হাওয়া আসে আর উড়ে উড়ে যায়!

বুড়োদা : হ্যাঁ—হাওয়া আসে আর উড়ে উড়ে যায়। (নিস্তেজ কণ্ঠস্বরে) শেষে একদিন পুরো ইমারতটাই ফুস্ হয়ে গেল! বালি তো—আর তো কিছু নয়।

অবনী : (ওরই মধ্যে একটু রসিকতার মেজাজ নিয়ে) এখন তাহলে উড়ে উড়ে শেষ হয়ে গেছেন বলুন ?

বুড়োদা : এক রকম তাই বলতে পারেন। সারা জীবন ঘুড়ি শুধু কেটে কেটেই গেল। তাই তো আপনার কাছে এলাম সার। অনেক সব কাটা-ছেঁড়া সুতোর টুকরো হয়ে পড়ে আছি—গেরো দিয়ে দিয়ে একটু যদি জোড়া লাগিয়ে দেন!

অবনী : তাতে লাভ কি হবে ? যে কোন সময়েই ফস্কে খুলে যেতে পারেন!

বুড়োদা : তা যাই যাব! তবু যতক্ষণ না যায় ততক্ষণ তো মনে হবে—সত্যি না হলেও অন্তত মনে তো হবে—আপনার যে কোন একটা নবেলের যে কোন একটা চরিত্রের মত মাটিতেই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি!

অবনী : (একটু সামনের দিকে ঝুঁকে, একটু মৃদু হেসে) জানেন, আগে হলে দিতাম। নিজের মিথ্যেটার ওপর কেমন যেন একটা ভরসা ছিল। এখন আর পারছি না। মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেছে—

বুড়োদা : (কেমন যেন বিমর্ষ কণ্ঠস্বরে) বলেন কি সার—আপনারও মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেছে! এমন চোস্ত মিথ্যেবাদী আপনি! আর ধরা পড়ল, একেবারে নিজের কাছে! তাই আমার মত একটা মাতালের কাছে পড়! তাহলে শুধু শুধুই আপনার কাছে এলাম সার—আমার পাকি মালের বোতলই ভাল ছিল। (পকেট থেকে বোতল বার করে বেশ এক ঢোঁক খেয়ে) তাহলে চলি সার। দেখি, শালার নেশায় কাটা-সুতো জোড়া লাগে কিনা। (একটু গিয়ে আবার ফিরে এসে, বোতলটা মুখের সামনে নেড়ে) আপনি কিন্তু কোন কম্মের নয় সার। হাতে অমন বোমা লাটাই, অমন চক্‌-মেলান ছাদ, অমন টানা সুতো, অমন খারা মাঞ্জা, অমন চোখ-

মার্কা ঘুড়ি, তবু সুতো কেটে ফেললেন। তার চেয়ে আমি বাবা মাতাল আছি—বেশ আছি। আমি বাবা মাতাল আছি—বেশ আছি। আমি বাবা মাতাল আছি—বেশ আছি—(বলিতে বলিতে প্রস্থান)।

অবনী : (বুড়োদার প্রস্থানপথের দিকে তাকাইয়া) আমি যদি আপনার মত মাতালও হতে পারতাম! (হঠাৎ পিছনে সেই লোকটির আবির্ভাব। পরণে পাজামা-পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলান ব্যাগ)।

লোকটি : হঠাৎ এই বয়সে এত মাতাল হবার শখ কেন ?

অবনী : (পরিচিত কণ্ঠস্বরে মুখে-চোখে আনন্দ ও বিস্ময়। লোকটির দিকে ফিরে—) আরে। আপনি ? এ সময় ? এখানে ?

লোকটি : (অবনীর সামনে এগিয়ে এসে) আমার তো এই রকমই—যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাওয়া-আসা—

অবনী : কিন্তু জানেন—আমারও কেমন যেন মনে হচ্ছিল—আপনার সঙ্গে দেখা হলে কিন্তু বেশ হয়--

লোকটি : সেইজন্যেই তো দেখা হল। একটা কিন্তু বেশ মজার ব্যাপার—জানেন ? অনেকে বলে—আমাদের ইচ্ছেমত নাকি কিছু হয় না।

অবনী : ওটা কিন্তু ঠিক কথা নয়—জানেন। আমার তো মনে হয়—সবটা আমাদের ইচ্ছে মতই ঘটে।

লোকটি : তাহলে একটু আগের ইচ্ছেটাও ঘটবে বলছেন ?

অবনী : কোন্‌টা বলুন তো ?

লোকটি : কেন ? ঐ মাতাল হবার ইচ্ছেটা ?

অবনী : আরে না না। ওটা তো ইচ্ছে নয়। ওটা তো ক্ষোভ।

লোকটি : ক্ষোভ ? কিসের ক্ষোভ ? এত নাম, এত যশ আপনার ?

অবনী : তবুও ক্ষোভ। বঞ্চনার ক্ষোভ রয়েই গেল।

লোকটি : বঞ্চনা ? কার বঞ্চনা ?

অবনী : হাস্নুর! চেনেন আপনি হাস্নুকে ?

লোকটি : বলুন না—আপনার গল্প শুনতে শুনতে চিনে নিলেও নিতে পারি।

অবনী : হাস্নুর ধারণা—আমার কাপুরুষতা আমাকে ঠিক জায়গায় এগিয়ে দেয়নি।

লোকটি : ওটা তো সত্যি হলেও হতে পারে—

অবনী : তা পারে, কিন্তু পারেনি—সত্যে কোন পক্ষপাত নেই।

লোকটি : হাস্নুর ধারণায় কি পক্ষপাত ছিল ?

অবনী : নিশ্চয় ছিল। জ্বালায় জ্বলার নেশা ছিল হাস্নুর। পাছে নেশা কেটে যায়, তাই আমার ভয়কে পুঁজি করে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। জানেন—আত্মনি গ্রহের মধ্যেও একটা কাপুরুষতা আছে। হাজার নেশা করুন—সেটা কিন্তু থেকেই যায়।

লোকটি : কিন্তু এ ছাড়া তার করবারই বা কি ছিল ?

অবনী : কেন? (ভীষণ উত্তেজিত হয়ে) সে তার আত্মনিগ্রহকে অতিক্রম করে আমার ভয়ের বাধা দূর করে দিতে পারত!—পারত না ? বলুন ?—পারত না ? নিশ্চয় পারত! তাহলে তো আমি পূর্ণতা পেতাম—তাহলে তো আজ আমার সব কিছু এমন করে শূন্য হয়ে যেত না।

লোকটি : সমস্ত কি সত্যিই শূন্য হয়ে গেছে ?

অবনী : সব! যা কিছু লিখেছি—সমস্ত! মিথ্যা, কৃত্রিম—শুধু নিজের অহংকারের ভান—আর কিছু নয়। দুঃস্বপ্ন—দুচিন্তা—চরিত্ররা চারপাশে ঘিরে ধরে!—তাদের বেদনার্ত হাহাকার—কেন এই পক্ষপাত-দোষ, কেন এই নিরর্থক সৃষ্টি-সৃষ্টি খেলা—কেন এই নিজের অহংকারে ভানকে উদ্দীপ্ত করে অপরকে প্রবঞ্চনা করা—কেন? কেন ? কেন ?

লোকটি : জীবন-ভোর তো এই প্রশ্নই করে এলেন—

অবনী : কোন উত্তর কিন্তু আজও পাইনি—প্রশ্নগুলো শুধু অক্ষর হয়েই রইল—

লোকটি : (প্রস্থান করিতে করিতে) দেখুন—এবার হয়তো পেলেও পেতে পারেন—(প্রস্থান)।

অবনী : জানেন—হয়তো কেন ?—বোধহয় পেয়েছি—কই, কোথায়

গেলেন আপনি ? (উঠিয়া সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) শুনুন—শুনে যান—আমারও কেমন যেন মনে হচ্ছে—আমি হাস্নুকে ফিরে পেয়েছি—কেমন যেন ফুলের গন্ধের মত আবার আমাকে ঘিরে ধরেছে—(স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন—বালুকাবেলায় শুয়ে একটি মেয়ে একটি ছেলে—) জানেন—আবারো আমার সেই প্রথম যৌবনের 'আমি'—চারপাশে আমায় ঘিরে-রাখা গর্ভের মত হাস্নুর অন্ধকার—(মেয়েটির দিকে তাকিয়ে) হাস্নু—আমি তো এখানে এসেই তোমাকে পেয়েছি—তুমি কেন আমাকে ফিরে পাচ্ছ না হাস্নু ? আমি তো আমার যন্ত্রণার শেষে দাঁড়িয়ে হাস্নু—তুমি কেন আমাকে আমার তৃতীয় দিগন্ত থেকে মুক্তি দিচ্ছ না ! (ওরা কিন্তু বেশ একটু দূরে—কিছুই শুনতে পায় না। মেয়েটির কিন্তু মনে হয় সেই বোধহয় লক্ষ্য—প্রায়ই নিজের অজ্ঞাতসারে ফিরে ফিরে তাকায়। অন্ধকারে অবনী রায়কে নিস্তব্ধ সাদা মূর্তির মত দেখায়। আলো তখন এদের উপর)।

ছেলেটি : সত্যি—সত্যি—সত্যি টুনু—

টুনু : কি সত্যি ?

ছেলেটি : আমি তোমায় ভালবাসি—

টুনু : এই নিয়ে আজ কিন্তু সাঁইত্রিশবার হল, কথা ছিল—দিনে পঁয়ত্রিশ-বারের বেশী হবে না।

ছেলেটি : তাহলে ওটা বাড়িয়ে নেওয়া যাক—চল্লিশ করে দিই। আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি, সত্যি ভালবাসি, সত্যি ভালবাসি !

টুনু : তাতে কিন্তু কিছু এসে যাচ্ছে না।

ছেলেটি : কেন ?

টুনু : তোমার আমার ভালবাসাটা শুধু কথাতেই রয়ে যাচ্ছে বলে—

ছেলেটি : কথার পাঁচিল ভেঙে ফেললেই হয়—

টুনু : এ পাঁচিল ভাঙার নয়—

ছেলেটি : কেন ?

টুনু : আমার এ অসুখ সারবার নয় বলে—ডাক্তারের কথাবার্তা আড়াল

থেকে যতদূর শুনেছি—আর বড় জোর ছ'মাস—ছ'মাসের মধ্যে যে কোন দিন।

ছেলেটি : ডাক্তার কি হাত দেখে নাকি—যে একেবারে ঠিক ঠিক সময় বলে দিল!

টুনু : না, ঠিক তা নয়। যদি সব রকম শারীরিক আর মানসিক উত্তেজনা এড়িয়ে চলতে পারি—তবে হয়তো আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারি।

ছেলেটি : তোমার আমার বিয়েটা কি উত্তেজনা নাকি? শারীরিক কিংবা মানসিক?

টুনু : ও দুটোই।

ছেলেটি : কি করে?

টুনু : তুমিও যেমন আমাকে ভালবাস—আমিও তেমনি তোমাকে ভালবাসি বলে—

ছেলেটি : সেই জন্যেই তোমার আমার মিলন হবে শান্ত। নিরুদ্বেগ কিন্তু নিস্তেজ নয়—নন্দিত কিন্তু উত্তেজনাবিহীন।

টুনু : নিরন্তর না পাওয়ার মধ্যে ইপ্সিতকে এই যে একান্ত করে পাওয়া —এ কিন্তু প্রচণ্ড উত্তেজনা আনে—শারীরিক আর মানসিক দুই-ই!

ছেলেটি : আনলই বা! দুজনেই না হয় চলে যাব—একসঙ্গে—একই সময়ে—

টুনু : ওটা কথার কথা—কুরুক্ষেত্রের পৌরাণিক গল্প—

ছেলেটি : তুমি বোধহয় জান না—আজ সকালে আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম—

টুনু : না—জানি না তো!

ছেলেটি : রিপোর্ট আনতে গিয়েছিলাম—

টুনু : রিপোর্ট? তার মানে?

ছেলেটি : মানে—আমিও এখানে একটা অসুখ নিয়েই এসেছি—

টুনু : কই—কিছু তো বলনি—

ছেলেটি : কিছুটা মাধুর্য নষ্ট করে লাভ কি হোত?

টুনু : কিন্তু এ তো দুশ্চিন্তা বাড়ালে—

ছেলেটি : রিপোর্ট যা পেয়েছি—তাতে ও ভয় নেই—

টুনু : কি বললেন ডাক্তার ?

ছেলেটি : যা বললেন—তাতে বুঝলাম, তোমার অসুখও এক, বাঁচার মেয়াদ ওই একই রকমের। আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি টুনু—

টুনু : (ছেলেটির কাছে সরে এসে) যাক—এবার তাহলে দুচিন্তা দূর হল।

ছেলেটি : এতক্ষণ তাহলে দুশ্চিন্তা একটা ছিল ?

টুনু : ছিল বই কি। কিন্তু কিসের বল তো ?

ছেলেটি : অনিবার্য মৃত্যুকে হারিয়ে দেওয়ার একটা লোকলজ্জা আছে—

টুনু : ঠিক বলেছ—এতক্ষণে সেই লোকলজ্জার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলাম ! কিন্তু আশিস—তাহলে তো আর দেরী নয়—চল—কালই আমরা চলে যাই, তুমি আর আমি—অন্য কোনখানে—

আশিস : তাই তো যাব। তুমি আর আমি। অন্য এক সমুদ্রের তীরে। যে সমুদ্রের দিগন্ত মৃত্যুর—যেখানে আমাদের পশ্চিমের আকাশ রাঙা আগুনের মত টকটকে লাল করে দিয়ে সূর্য আমাদের অস্ত যাবে।

টুনু : আমাদের মৃত্যুর চেহারাটা কল্পনা করতে পার আশিস ?

আশিস : (টুনুকে দুই বাহুর মধ্যে নিয়ে) পারি বই কি !

টুনু : কি রকম বল তো ?

আশিস : হোলি খেলার মত—আবিরে রাঙানো !

টুনু : এতদিন তোমাকে পাইনি, আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হোত !

আশিস : কি রকম বল তো ?

টুনু : অনেকটা ঐ ভদ্রলোকের মত—কি রকম যেন একা—নিঃসঙ্গ—নিজের মধ্যে কি রকম যেন চাপা—কোথায় যেন অসীম শূন্যতা, ফাঁকা, ব্যর্থ—তুমি ঐ ভদ্রলোককে ভাল করে দেখেছ আশিস ?

ছেলেটি : দেখেছি। মাঝে মাঝে তোমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকেন—আর আপন মনে কি সব বলেন—

টুনু : ওঁর ঐ তাকিয়ে থাকার প্রতি আমার কিন্তু কৌতূহল আছে আশিস—

আশিস : হয়তো বা ওটা স্নেহের মতই সাধারণ—

টুনু : তোমাকে এমন করে পাওয়ার আগে আমার মনে হয়েছে—ওঁর ওই তাকিয়ে দেখা আমার মৃত্যুর মতই অনিবার্য, ওখানে আমার মৃত্যুর মতই গভীর অন্ধকার। জান আশিস—ওঁর ঐ দৃষ্টি সম্পর্কে কৌতূহল কিন্তু এখনও আমার যায়নি।

আশিস : (আরও নিবিড়ভাবে টুনুকে কাছে টেনে নিয়ে) চরিতার্থ করে নিলেই পার।

টুনু : ব্যথা পাবে না ?

আশিস : ব্যথা পেতে যাব কি দুঃখে ! তোমার-আমার-দুজনের মৃত্যুকে হারিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে পেয়েছি—তোমাকে হারাবার ভয় আর আমার নেই ! বরং মৃত্যুর চেহারা সম্পর্কে তোমারই নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

টুনু : চল আশিস—ভেতরে যাই—

আশিস : চল—(দুজনে প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হয়। মেয়েটির আঁচল বালিতে লুটোয়। প্রস্থানের আগে মেয়েটি অবনী রায়ের দিকে দেখে। তারপর আশিসের সঙ্গে প্রস্থান। আলো আসে অবনী রায়ের উপর। এ আলো রাতের মত রূপোলী। ওদের প্রস্থান পথের দিকে তাকিয়ে অবনী রায় কি যেন বলে যাচ্ছেন। রূপোলী আলোয় বিচিত্র দেখায় তাঁকে—ওদের প্রস্থান পথের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বলতে থাকেন—)

অবনী : তোমার নিশ্চয় মনে আছে হাস্নু—একদিন আমারও সূর্য উত্তপ্ত ছিল—

আমারও দিন ছিল আলোর দিগন্তে—

তোমার নিশ্চয় মনে আছে হাস্নু—

আমারো বাতাসে ছিল মাধুর্যের সুগন্ধ।

উদ্‌গত শস্যের মত সবুজ ছিলাম।
হাস্নু—আজ আবারো আমি সেই উত্তাপ অনুভব করছি—
হাস্নু—আলোর দিগন্ত আবারো ফিরে আসে—
বাতাস আবারো সেই মাধুর্যে মধুর হাস্নু—
আবারো আমাতে সেই শস্যের সবুজ—(কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে আরামকেদারায় নিজেকে এলিয়ে দেন। আলো সরে এসে পড়ে সেই প্রথম দিকের দুই বাস-যাত্রীর উপর। অবনী রায়ের সামনে, কিন্তু কাছে এসে বালির ওপর বসে। পরস্পরের দিকে মুখ ফেরান)।

প্রথম : তাহলে বলছিস—?

দ্বিতীয় : কি আবার বললাম ?

প্রথম : না, মানে—কাল তাহলে ফেরা ?

দ্বিতীয় : ওটা কি কোন বলার কথা নাকি ?

প্রথম : (একটু রেগে) কেন ? বলার কথা নয় কেন শুনি ? আসার কথা বলা যেতে পারে, আর ফেরার কথা নয় !

দ্বিতীয় : (বেশ জোরে সঙ্গে) না নয়।

প্রথম : কেন, নয় কেন শুনি ?

দ্বিতীয় : এলে তো ফিরতেই হবে—বলে লাভ কি !

প্রথম : আবার ধোঁয়া দিচ্ছিস ?

দ্বিতীয় : আমি দেব কেন ? তুই ধোঁয়া দেখছিস।

প্রথম : কাছ বরাবর বলেছিস কিন্তু। ক'দিন ধরেই একটু যেন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখছি ! অথচ—এটা কিন্তু উচিত নয়।

দ্বিতীয় : উচিত নয়—মানে ?

প্রথম : এটা আমার দুটো ইচ্ছের মধ্যে একটা।

দ্বিতীয় : কোন্‌টা ?

প্রথম : এই সমুদ্র দেখাটা।

দ্বিতীয় : আর ইচ্ছেটা কি শুনি ?

প্রথম : ছোটবেলা থেকে আমার বড্ড ইচ্ছে ছিল—মানে—সেই অনেক

অনেক ছোটবেলা থেকে—একটা ভীষণ ইচ্ছে ছিল—মানে—

দ্বিতীয় : (অধৈর্য হইয়া) ইচ্ছেটা কি ছিল—শুনি না ?

প্রথম : না—মানে—কি রকম লজ্জা করছে—

দ্বিতীয় : ইচ্ছেটা বলতে ?

প্রথম : (লজ্জা লজ্জা ভাব) না মানে—

দ্বিতীয় : বলে ফেল—নইলে ধোঁয়াটা মাথার মধ্যে ঘুর পাক খেয়েই যাবে—

প্রথম : (বেশ দ্রুত) না মানে—ভীষণ ইচ্ছে ছিল—প্রকাণ্ড বড় একটা তিমি মাছ প্রচণ্ডভাবে দেখি—(বলিয়াই লজ্জায় মুখ নামাইয়া নেয়)।

দ্বিতীয় : কি মাছ ?

প্রথম : (সলজ্জভাবে) তিমি মাছ।

দ্বিতীয় : (অবাক হয়ে) এত দেশ থাকতে তিমি মাছ কেন ?

প্রথম : (সলজ্জভাবে) না—মানে—আমি অনেকদিন ধরে একটা চেহারা খুঁজছি কিনা—

দ্বিতীয় : চেহারা খুঁজছিস কার ?

প্রথম : নিজের।

দ্বিতীয় : তা আয়নার সামনে দাঁড়ালেই পারিস !

প্রথম : দাঁড়াই তো—কিন্তু খুঁজে পাই না- -

দ্বিতীয় : সর্বনাশ ! অনেকদূর এগিয়েছিস দেখছি ! তারপর ?

প্রথম : না—মানে—মানে—

দ্বিতীয় : আবার 'মানে মানে' করে—বল না—

প্রথম : না—মানে, কি জানি কেন মনে হয়েছে—না-মানে-সত্যি বিশ্বাস কর—খালি ভয় ভয় করে—এরকম একটা প্রকাণ্ড রকমের অদ্ভুত ব্যাপার আমার মনের মধ্যে এল কোত্থেকে ?

দ্বিতীয় : (অধীর আগ্রহে) কিন্তু এসে তো গেছে—?

প্রথম : হ্যাঁ—তা এসে গেছে—

দ্বিতীয় : তাহলে বলে ফেল—

প্রথম : (ক্রমশ উত্তেজিত হইতে হইতে) না মানে—খালি মনে হচ্ছে—সমুদ্রটা দেখে ফেলে—এখানকার এই সমুদ্রটা আর ওখানকার ঐ তিমি মাছটা যদি খপ্ করে একবার একসঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে পারতাম, তাহলে নিশ্চয় আমার ঐ অনেকদিনের খোঁজা সত্যটা, তার প্রচণ্ড চেহারা নিয়ে, প্রকাণ্ড আকার নিয়ে, বিচিত্র অদ্ভুত সব রঙ-বেরঙ নিয়ে—কি রকম যেন হঠাৎ হঠাৎ আমার চোখে ধরা পড়ে যেত—(উত্তেজনা কমে এসে, কি রকম যেন নিভে গিয়ে) কিছু বুঝলি ?

দ্বিতীয় : হুঁ—বুঝলাম বই কি !

প্রথম : আমি কিন্তু কিচ্ছু বুঝিনি !

দ্বিতীয় : তোর তো বোঝার কথা নয়—

প্রথম : কেন বল তো ?

দ্বিতীয় : বুঝতেই যদি পারতিস—তাহলে তো এই সমুদ্র আর ঐ তিমি মাছ চোখে দেখার দরকার হোত না—দেখার আগেই মিলিয়ে ফেলতিস—চেহারাটাও ধরা পড়ে যেত।

প্রথম : (একটু যেন অধৈর্য) কিন্তু এখনও তো সময় আছে—পারলেও তো পারতে পারি—(উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়)।

দ্বিতীয় : (উঠে দাঁড়িয়ে) কিন্তু সময় তো আর নেই। অনেক অনেক রাত—শেষ স্টেশনের শেষ গাড়ী—গাড়ীটা তুই ধরতে পারিসনি—

প্রথম : কিন্তু রাত তো ভোর হবে—কাল রাতের গাড়ীটা ধরব—

দ্বিতীয় : তা ধরবি। সেটা এই সময়ের গাড়ী—কিন্তু ঠিক এই গাড়ীটা নয়।

প্রথম : (হতভম্বের ন্যায়) তাহলে ?

দ্বিতীয় : তাহলে আর কি ! চল—ফিরি—গোছগাছ করে নিই ! কাল তো আবার ফেরা। (প্রথমকে ধরিয়া একসঙ্গে প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হয়)।

অবনী : (সচকিত হয়ে একটু উঠে) ফেরা··কে যেন ফেরার কথা বললে···(টুনুকে আসতে দেখা যায়—অবনী রায়ের দিকে। কেমন

যেন বিস্রস্ত বসন, আঁচল বালিতে লুটোচ্ছে) ।···ফেরা ? কিন্তু কোথায় ফেরা ? বারে বারে তো সেই একই অন্ধকার—ফিরে ফিরে তো সেই একই শূন্যতা—তবে কেন ফেরা—কিসের জন্য ফেরা —কোথায় ফেরা ?—শূন্যতার যন্ত্রণায় ফিরে লাভ কি ?

টুনু : (ততক্ষণে অবনী রায়ের পাশে) আর আমি যদি বলি—আলোয় ফেরা—

অবনী : (চমকে উঠে একেবারে সোজা হয়ে বসেন। টুনুর দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে) কে ? হাস্নু—হাস্নু—? (উঠে দাঁড়ালেন। টুনুকে স্পর্শ করতে হাত বাড়ান—টুনু একটু সরে যায়—অবনী রায়ও এগোতে যান, কিন্তু পারেন না—উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি—আরামকেদারাটাকে ধরে সামলে নেন)।

টুনু : আমি হাস্নু নই—টুনু—

অবনী : (টুনুর কথা বুঝতে পারেন না) চল্লিশ বছরের অন্ধকার হাস্নু-সূর্য তাহলে আবারো উঠবে—

টুনু : (কি রকম যেন যন্ত্রণায় চিৎকার করে) শুনুন, আমি আপনার হাস্নু নই, হাস্নুকে আমি চিনি না—কি জানি কেন মনে হয়েছে—আপনার দৃষ্টি আমাকেই খুঁজে খুঁজে ফিরেছে—

অবনী : শোনো হাস্নু—এবার আমরা সত্যিই আলোয় ফিরব ! আবারো উত্তপ্ত হব, নীড়ের উষ্ণতা আবারো আমাদের ঘিরে ধরবে—

টুনু : (বেদনার্ত কণ্ঠস্বরে) শুনুন—মৃত্যুর খুব কাছাকাছি ছিলাম বলে মৃত্যুকে আমি প্রাণভরে ভালবেসে এসেছি—যতবার কাছে এসেছি, ততবার মনে হয়েছে। আপনি আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আপনার ঐ তাকিয়ে দেখার মধ্যে আমি আমার মৃত্যুর সান্নিধ্যকে উপলব্ধি করেছি। সে অন্ধকার আমার ভাল লেগেছিল। আজ সূর্যাস্তের আবীরে রাঙানো আলোয় ফেরার পথে মনে হল—মোহ বুঝি আমার কাটল—কিন্তু রাতের অন্ধকারে যন্ত্রণার গভীর ক্ষত—কে যেন টেনে আনল আমাকে আপনার কাছে—শুনুন—আমি হাস্নু নই—আমি টুনু—আমি আমার সমস্ত সত্ত্বা নিয়ে

আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি—আপনি আমার বাসনাকে তৃপ্ত করে আমাকে মোহমুক্ত করুন—

অবনী : (টুনুর দিকে এগিয়ে যান) শোন হাস্নু—আজ আমাদের উত্তাপ অনুভব করার দিন—

টুনু : (পিছাইতে পিছাইতে। যন্ত্রণাকাতর স্বরে) শুনুন--আমি হাস্নু নই—আমি টুনু—

অবনী : শোন হাস্নু--আলোর দিগন্ত আজ আবারো ফিরে ফিরে আসে—

টুনু : (পিছাইয়া যায়) আপনি আমাকে দয়া করে সাহায্য করুন—আমি আমার মৃত্যুর অন্ধকারকে চিনে নিয়ে মোহমুক্ত হই—

অবনী : (এগিয়ে, প্রায় টুনুকে স্পর্শ করবেন—) আজ আমাদের নীড়ে ফেরার দিন হাস্নু—

টুনু : (কাতর স্বরে চিৎকার করিতে করিতে পিছন ফিরে ছুটতে যাবে—) না না—আমি হাস্নু নই—টুনু—আমি হাস্নু নই—টুনু—আমি হাস্নু নই—টুনু— (প্রস্থান)।

অবনী : (ঐ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে—যেন হাস্নুকে নিজের আয়ত্তে পেয়েছেন—) হাস্নু—আলোর দিগন্ত আজ আবারো ফিরে ফিরে আসে—বাতাস আবারো সেই মাধুর্যে মধুর—আজ আবারো আমাতে সেই শস্যের সবুজ—

হাস্নু—তুমি আমার লক্ষ দিন-যামিনীর বিচিত্র বেদনা—তুমি আমার অসংখ্য কামার্ত চুম্বনের ইতিহাস—

হাস্নু—তোমার শয্যায় আজ আমার পরিশ্রান্ত বাসনা বিশ্রাম লাভ করবে—তোমার সত্বা আজ আমার মধ্যে প্রবাহিত হবে—

হাস্নু—তোমার সন্তান আমার বক্তব্যে মুখর হবে—আমি সার্থক হব —আমার সৃষ্টি সার্থক হবে—আমি চরিতার্থ হব—(উত্তেজনায় আবেগে কাঁপতে থাকেন—পড়ে যেতে যেতে কেদারার হাতলটা কোন মতে ধরে ফেলে—বসতে গিয়ে উপুড় হয়ে কেদারার উপর পড়েন—একটা হাত হাতলের ফাঁক দিয়ে বাইরে ঝুলে পড়ে—দেহ স্থির নিস্পন্দ হয়ে যায়—সারা মঞ্চের আলো অন্ধকার হয়ে আসে।

আলো থাকে শুধু ঐ দেহটার উপর। আগন্তুক আসেন। সেই একই চেহারা, একই পোশাক। আরামকেদারার পিছন দিকটা ধরে দৃষ্টি নামান ঐ দেহটার উপর। কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা— তারপর—)

কণ্ঠস্বর : অধিকৃত সড়কে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে।

দু'পাশে উন্নশীর্ষ গাছেরা—

দু'পাশে সোনার পোশাকে মোড়া ঈশ্বরের দল—

অধিকৃত সড়কে কিন্তু মৃত্যুর অধিকার।

সেখানে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে।

ঐ সব ঈশ্বরের দল—

তারা তোমাকে তোমার হাসি থেকে বঞ্চিত করেছে—

তোমাকে তোমার স্থূল মাংসপিণ্ডের অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে—

তোমার প্রথম মাধুর্যকে ফুলহীন উলঙ্গতায় কুৎসিত করে তুলেছে।

যদিও এগিয়ে আশা অরণ্যের অন্ধকারে আজ ঈশ্বর-ভানের প্রভুত্ব—

যদিও অধিকৃত সড়কে আজ মৃত্যুর অধিকার—

যদিও ওখানে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে—

তবুও তুমি সূর্যের মতই উত্তপ্ত—

নতুন-ওঠা ধানের শীষের মতই উজ্জ্বল সবুজ।

॥ পর্দা নেমে আসে ॥

উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়ারের

রাজা তৃতীয় রিচার্ড

।। চরিত্রলিপি ।।

রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ড্‌।

এডোয়ার্ড্‌, ওয়েল্‌সের যুবরাজ, পরে রাজা পঞ্চম এডোয়ার্ড্‌। } রাজার পুত্রদ্বয়।
রিচার্ড্‌, ইয়র্কের অধিনায়ক। }

জর্জ্‌, ক্ল্যারেন্সের অধিনায়ক। }
রিচার্ড্‌, গ্লস্টারের অধিনায়ক, পরে রাজা তৃতীয় রিচার্ড্‌। } রাজভ্রাতৃদ্বয়।

ক্ল্যারেন্সের বালক-পুত্র, এডোয়ার্ড্‌, ওয়ারউইকের উপাধিনায়ক।

হেন্‌রি, রিচ্‌মণ্ডের উপাধিনায়ক, পরে রাজা সপ্তম হেন্‌রি।

ধর্মাচার্য বুর্‌কিয়ের্‌, ক্যান্টার্‌বেরির ধর্মাধ্যক্ষ।

জন্‌ মর্টন্‌, এলির পুরোহিত।

বাকিংহামের অধিনায়ক।

নরফোকের অধিনায়ক।

সারের উপাধিনায়ক, নর্‌ফোকের পুত্র।

উপাধিনায়ক রিভার্স্‌, রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ডের শ্যালক।

ডর্‌সেটের ভূস্বামী ও মাননীয় গ্রে, রানীর পূর্বপক্ষের পুত্রদ্বয়।

অক্‌সফোর্ডের উপাধিনায়ক।

মাননীয় হেস্টিংস্‌।

মাননীয় স্টান্‌লে, ডার্‌বির উপাধিনায়ক।

মাননীয় লো্‌ভেল্‌।

মাননীয় টমাস্‌ ভন্‌।

মাননীয় রিচার্ড র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌।

মাননীয় উইলিয়াম কেট্‌স্‌বি।

মাননীয় জেম্‌স্‌ টাইরেল্‌।

মাননীয় জেম্‌স্‌ ব্লাণ্ট্‌।

মাননীয় ওয়াল্‌টার হার্‌বার্ট্‌।

মাননীয় রবার্ট্‌ ব্র্যাকেন্‌বেরি, দুর্গরক্ষক।

মাননীয় উইলিয়াম ব্রান্‌ডন্‌।

ক্রিস্টোফার উরস্‌উইক্‌, একজন পুরোহিত।

লণ্ডনের মাননীয় নগরাধ্যক্ষ।

উইল্টশায়ারের চাকলাদার।

হেস্টিংস্‌, জনৈক অনুচর।

ট্রেসেল্‌ ও বার্ক্‌লে, মাননীয় অ্যানের অপেক্ষায় নিযুক্ত ভদ্রদ্বয়।

এলিজাবেথ্‌, রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের রানী।

মারগারেট, রাজা ষষ্ঠ হেন্‌রির বিধবা।

ইয়র্ক্‌-পত্নী, রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ডের, ক্ল্যারেন্সের ও গ্লস্টারের মাতা।

মাননীয়া অ্যান্‌, রাজা ষষ্ঠ হেন্‌রির পুত্র ওয়েল্‌সের যুবরাজ এডোয়ার্ডের বিধবা; পরে গ্লস্টারের অধিনায়কের সঙ্গে বিবাহিতা।

ক্ল্যারেন্সের এক কন্যা (মার্গারেট্‌ প্ল্যান্‌টাজ্যানেট্‌, স্যালিস্‌বেরির ভূস্বামী-পত্নী)।

রিচার্ড্‌-নিহত চরিত্রদের প্রেতমূর্তিগণ।

অভিজাতবর্গ, ভদ্রবর্গ, অনুচরবর্গ, পুরোহিত, লিপিকার, বালক-ভৃত্য, ধর্মাচার্যগণ, নগরপ্রধানগণ, নাগরিকবৃন্দ, সৈন্যগণ, বার্তাবহগণ, হত্যাকারীগণ, কারা-রক্ষক।

দৃশ্যসংস্থান—ইংল্যাণ্ড।

।। প্রথম অঙ্ক ।।

প্রথম দৃশ্য । লণ্ডন । পথ

[প্রবেশ ঃ গ্লস্টারের অধিনায়ক রিচার্ড, একা ।

গ্লস্টার্ : ইয়র্কের এই সূর্যের প্রভায়
আমাদের অতৃপ্তির শীত আজ গ্রীষ্মের গরিমা,
আমাদের বাসগৃহের উপর নেমে আসা সমস্ত মেঘ
মহাসমুদ্রের গভীর অতলে সমাধিস্থ ।
বরমাল্যের বিজয়বন্ধনে আবদ্ধ আমাদের ললাট,
যুদ্ধজীর্ণ অস্ত্র সব আলম্বিত যুদ্ধের স্মারক ;
বিপদের ঘণ্টাধ্বনি আমাদের কঠিন সংকেত,
পরিবর্তে আজ কিন্তু প্রীতি-সম্মেলন,
ভীষণ আমাদের শ্রেণীবদ্ধ পদক্ষেপ
আনন্দে নন্দিত আজ নৃত্যের উল্লাসে ।
যুদ্ধের বর্বর মুখ বলিরেখা মুছে ফেলে দেয় ;
রণসাজে সজ্জিত অশ্বে আরোহণ করে
বিভীষণ প্রতিপক্ষের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার—আর নয়,
মুরজের কামুক রঞ্জনে নৃত্যেতে চপল হয়ে
চঞ্চল পদক্ষেপে সে এখন রমণীর কক্ষে প্রবেশ করে ।
কিন্তু আমি—ব্যসনের চটুল কৌশল সব—
আমি তো গঠিত নই এদের স্বপক্ষে,
কামাতুর দর্পণের স্তুতির জন্য আমি তো নির্মিত নই ;
আমি—রূঢ়ছাপে ছাপ-ধরা আমার আকৃতি,
আর বঞ্চিত আমি প্রেমের মহিমায়,
না হলে, কামাতুরা মন্থরা কামিনী-সম্মুখে
আমি তো সদর্প-পদক্ষেপে দৃপ্ত হতাম—
আমি—যার অনুপাত সুষমা-রহিত,

প্রকৃতির বঞ্চনায় রূপে প্রতারিত,
বিকৃত, অসমাপ্ত, আমার সময়ের পূর্বেই প্রেরিত
এই প্রাণিত পৃথিবীতে, অর্ধেকও প্রায় সৃজিত নয়,
আর সে অর্ধেকও এতই অপূর্ণ, প্রচলিত রূপের এতই বিপক্ষে
যে কুত্তায় চিৎকার করে পাশেতে থামলে—
কেন, আমি, বাঁশির সুরে স্তিমিত এই শান্তির সময়ে,
সূর্যের আলোয় আমার ছায়ার পিছনে গুপ্তচর হতে পারি,
আমার অঙ্গের বিকৃতি নিয়ে গান গাইতে পারি,
এছাড়া তো কালক্ষেপের কোন আনন্দই আমার নেই।
অতএব, যেহেতু—এই সব সুন্দর সুভাষিত দিন—
এদের নন্দন নিমিত্ত আমি প্রেমিক-প্রমাণে পারঙ্গম নই,
সে হেতু, নিজেকে দুর্জন প্রমাণে,
আর এই সব দিনের অলস আমোদের প্রতি ঘৃণায় আমি দৃঢ়সংকল্প।
পেতেছি চক্রান্তজাল, সিদ্ধান্ত বিপদসঙ্কুল,
মদমত্ত আপ্তবাক্যে, স্বপ্নে আর কুৎসার প্রচারে,
আমার ভাই ক্ল্যারেন্স্ আর রাজা
ঘাতক-ঘৃণায় এক যেন অপরের হয় সম্মুখীন ;
আর যদি রাজা এডোয়ার্ড তেমনই সত্য আর যথার্থ হন
আমি যেমন কূট, মিথ্যাচারী আর কৃতঘ্ন,
তবে এই দিনে ক্ল্যারেন্সের ঘনবদ্ধ পিঞ্জরে আবদ্ধ হওয়াই উচিত—
সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্‌বাণী বলে—এডোয়ার্ডের উত্তরাধিকারী
'জি' যেই জন,
সেই হবে হত্যাকারী।
কিন্তু চিন্তানিচয়, ডুব দাও আত্মার গভীরে—
এই আসে ক্ল্যারেন্স্।

[প্রবেশ : প্রহরী বেষ্টিত ক্ল্যারেন্স্ সঙ্গে ব্র্যাকেন্‌বেরি]—

এই যে ভাই, শুভদিন। এই যে সশস্ত্র প্রহরী সব আপনার সেবায়

উপস্থিত—এর অর্থ কি ?

ক্ল্যারেন্স : রাজমহিমা আমার দৈহিক নিরাপত্তার প্রতি সস্নেহ-চিন্তায় আমাকে টাওয়ারে স্থানান্তরিত করার জন্য সহগামী এই পথরক্ষী-দল নিয়োগ করেছেন।

গ্লস্টার : কারণ ?

ক্ল্যারেন্স্ : কারণ, আমার নাম জর্জ্।

গ্লস্টার্ : হায় স্বামীন্, আপনার কোন দোষের মধ্যে তো ওটা নয় ;
তাঁর উচিত, ওটার জন্য আপনার ধর্ম-পিতাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা—
তবে হলেও হতে পারে, হয়তো বা রাজমহিমার কোন ইচ্ছা আছে,
আপনার নতুন নামকরণ হওয়া উচিত, টাওয়ারে।
কিন্তু বিষয়টা কি ক্ল্যারেন্স্ ? আমি কি জানতে পারি ?

ক্ল্যারেন্স্ : তখনই পার রিচার্ড্, যখন আমি জানি ; কারণ আমি প্রতিবাদ করছি—এখনও পর্যন্ত আমিই জানি না ; কিন্তু যতদূর জেনেছি,
তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী আর স্বপ্ন অবধান করেন,
ক্রুশ-চিহ্নিত বর্ণমালার সারি থেকে 'জি' অক্ষরটিকে তোলেন,
আর বলেন, এক তন্ত্রজালিক তাঁকে বলেছে—'জি'র দ্বারা
তাঁর সন্তানের উত্তরাধিকারচ্যুত হওয়াই উচিত ;
আর যেহেতু আমার নামের সূত্রপাতেই 'জি',
তাঁর চিন্তার অনুসরণে আমিই সেই।
যতদূর জেনেছি, এইসব আর এদেরই মত অকিঞ্চিৎকর আর সব,
বর্তমানে আমাকে কারাগারে প্রেরণ করতে তাঁর উন্নত-মহিমাকে উত্তেজিত করেছে।

গ্লস্টার : কেন, পুরুষেরা যখন স্ত্রীলোকের দ্বারা শাসিত হন, তখন এই তো হয় ঃ
যিনি তোমাকে টাওয়ারে পাঠাচ্ছেন তিনি তো রাজা নন,
তিনি তো তাঁর স্ত্রী ক্ল্যারেন্স্ মাননীয়া শ্রীমতী গ্রে, এ তো তিনি,
তিনিই তো তাঁকে কঠোর করেছেন এই নিষ্ঠুর প্রান্তিকে।

আর এও তো সেই তিনি—নয় কি—আর ঐ যে শ্রদ্ধেয় ভালমানুষটি,
অ্যান্থনি উড্ভিল্, ঐ যে তাঁর ভাই,
এঁরাই তো তাঁকে প্ররোচিত করেছিলেন মাননীয় হেস্টিংস্‌কে টাওয়ারে পাঠাতে,
যেখান থেকে আজ উনি মুক্ত হচ্ছেন ?
আমরা নিরাপদ নই ক্ল্যারেন্স্, আমরা নিরাপদ নই।

ক্ল্যারেন্স্ : স্বর্গের দিব্য, আমার মনে হয় এখানে নিরাপদ এমন কোন মানুষই নেই,
ব্যতিক্রম কেবলমাত্র রানীর স্বজনবর্গ, আর ব্যতিক্রম সেই নিশাচর অগ্রদূত সব,
যাঁরা রাজার আর শ্রীমতী শোরের মধ্যে ভারাক্রান্ত গতিতে দূতিয়ালী করেন।
শোন নি তুমি, মাননীয় হেস্টিংস তাঁর মুক্তির জন্য কতই না বিনীত এক প্রার্থী ছিলেন ?

গ্লস্টার্ : শ্রীমতীর দেবীর মহিমা—তাঁর কাছে নিরন্তর দীন অভিযোগ,
তবেই না মহান রাজকঞ্চুকী তাঁর স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছেন।
আমি বলি কি—মনে হয় এটাই আমাদের পথ—
আমরা যদি রাজ-অনুগ্রহে থাকতে চাই,
তবে শ্রীমতীর স্বজন হওয়া আর তাঁর চাপরাস পরাই আমাদের বিধেয়।
ব্যবহারে অতি জীর্ণা সংশয়ান্বিতা ঐ বিবাহিতা বিধবা, আর ঐ শ্রীমতী নিজে,
যেহেতু আমাদের ভাই ওদের ভদ্রমহিলা নামেই নামন্বিতা করেন,
ওঁরা তো আমাদের এই রাজত্বের প্রচণ্ড রটনা।

ব্র্যাকেন্‌বেরি : আপনাদের উভয়ের মহিমাকেই আমাকে মার্জনা করতে অনুরোধ করি ;
রাজমহিমা আদেশ দিয়েছেন—কঠোব আদেশ তাঁর সংকীর্ণ সীমায়—

কোন ব্যক্তিই যেন আপনার ভাইয়ের সঙ্গে—তা সে যত অল্প মাত্রাতেই হোক—
নিভৃত আলাপনের সুযোগ না পায়।

গ্লস্টার্: যদি তাই হয়, আর আপনার যদি অনুগ্রহ হয় পূজ্য ব্র্যাকেন্‌বেরি,
আমরা যাই বলাবলি করি না কেন—আপনি তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন :
আমরা কোন রাজদ্রোহ আলোচনা করছি না মহাশয় :
আমরা বলছি রাজা বেশ জ্ঞানবান এবং ধর্মশীল, আর তাঁর মহান মহিষী
বয়সের চড়ায় বেশ একটু এগিয়ে আটকালেও সুশ্রী, সংশয়ান্বিতাও নন,
আমরা বলছি—শোরের স্ত্রী শ্রীচরণা,
তাঁর টুকটুকে ঠোঁট, গোল চোখ, রসনায় বিলক্ষণ সুচারুভাষিণী,
আর বলছি—রানীর জ্ঞাতি-কুটুম্বদের সম্ভ্রান্ত করা হয়েছে;
আপনি কি বলেন মহাশয়? আপনি কি এসব অস্বীকার করতে পারেন?

ব্র্যাকেন্‌বেরি : উক্ত বিষয়ে স্বামিন্, আমার নিজের তো কোন করণই নাই।

গ্লস্টার্: শ্রীমতী শোরের সঙ্গে কোন তুষ্ককরণই নাই। তোমায় বলি শোন ভদ্রলোক, একজন মাত্র ব্যতিরেকে অন্য কোন জন যদি তার সঙ্গে তুষ্ককরণ করে, তবে যেন নিভৃতে করে, একা একা।

ব্র্যাকেন্‌বেরি : ব্যতিরেকে কোনজন মহিমা আমার?

গ্লস্টার্: তার স্বামী রে নফর! তুই কি আমাকে ধরিয়ে দিবি?

ব্র্যাকেন্‌বেরি : আমাকে মার্জনা করতে আপনার মহিমাকে অনুনয় করি, এবং তৎসহিত বলি—
মহান এই অধিনায়কের সঙ্গে আপনার আলোচনা বন্ধ রাখুন।

ক্ল্যারেন্স্: তোকে প্রদত্ত আদেশ আমরা জানি ব্র্যাকেন্‌বেরি, আর

আমরা তা পালনও করব।

গ্লস্টার্ : আমরা রানীর দাসানুদাস, পালন করতে বাধ্য।

ভাই বিদায়; রাজার মধ্যে আমার ইচ্ছা সঞ্চারিত করি,

আর তুমি যে কোন কাজেই আমাকে নিয়োগ কর না কেন,

যদি রাজা এডোয়ার্ডের বিবাহিতা ঐ বিধবাটিকে ভগ্নী বলে ডাকতেও হয়,

তোমাকে তোমার স্বাধিকারে আনতে আমি তাও করব।

ইতিমধ্যে ভ্রাতৃত্বে নিহিত এই সুগভীর মহিমাচ্যুতি

তোমার সম্ভব-কল্পনাকে অতিক্রম করে আমাকে গভীরতর স্পর্শে স্পর্শিত করেছে।

ক্ল্যারেন্স্ : আমি জানি সম্পর্কিত বিষয় আমাদের কাউকেই ভাল মতে নন্দিত করে না।

গ্লস্টার্ : ভাল কথা, তোমার এ অবরোধ দীর্ঘ হবে না,

আমি তোমাকে মুক্ত করব, নতুবা তোমার সপক্ষে শায়িত হব।

ইতিমধ্যে ধৈর্য রাখ।

ক্ল্যারেন্স্ : রাখতে বাধ্য করব সমস্ত শক্তির নিয়োগে। বিদায়।

(প্রস্থান : ক্ল্যারেন্স্, ব্র্যাকেন্‌বেরি ও প্রহরীগণ)।

গ্লস্টার্ : যা, সেই পথ মাড়িয়ে যা, যে পথে কোনদিনই আর তোর ফেরা নেই।

সরল সহজ ক্ল্যারেন্স্, আমি তোকে এত ভালবাসি,

যে অতি সত্বর তোর আত্মাকে স্বর্গে প্রেরণ করব,

যদি অবশ্য স্বর্গ আমাদের হাত থেকে এ উপহার গ্রহণ করে।

কিন্তু কে আসে এখানে? সদ্যোমুক্ত হেস্টিংস্?

[প্রবেশ : মাননীয় হেস্টিংস্।]

হেস্টিংস্ : দিবসের শুভক্ষণ আমার মহিমান্বিত প্রভুর প্রতি!

গ্লস্টার্ : আমার সুকৃত স্বামিন্ রাজকঞ্চুকীর প্রতিও আমার ঐ একই কথা।

মুক্ত বায়ুতে আপনি সুস্বাগত।

আপনার মহিমা বন্দিত্ব সহ্য করল কি সহকারে ?

হেস্টিংস্ : ধৈর্য সহকারে মহান প্রভু, বন্দীদের অবশ্য-সহকার ঃ

যারা আমার বন্দিত্বের কারণ তাদের ধন্যবাদ দেবার জন্য আমি কিন্তু জীবিত থাকব প্রভু আমার।

গ্লস্টার্ : তাতে সন্দেহ নেই, সংশয়ও ; ক্ল্যারেন্সও তো অবশ্যই থাকবে ;

কারণ যারা আপনার শত্রু তারা তারও,

আর তাদের দাপট তাকে দমিয়েছে একই মাত্রায়, ঠিক যেমন আপনাকে।

হেস্টিংস্ : আরও দুঃখ, উৎক্রোশেরা যখন আবদ্ধ বন্ধনে,

ঠিক তখনই লুব্ধ চিলেরা আর মূর্খ কাজেরা শিকারে স্বাধীন।

গ্লস্টার্ : বাইরের চলতি খবর কি ?

হেস্টিংস্ : বার-চলতি কোন খবরই ভেতরের খবরের মত এত খারাপ নয় ঃ

পীড়িত অশক্ত রাজা অবসাদে ক্ষীণ,

আর তাঁর ভিষকেরা তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আশঙ্কা করছেন।

গ্লস্টার্ : অতঃপর সাধুজনের দিব্য, ঐ সংবাদ মন্দ বটে।

ও, জীবনের কুপথ্যকে তিনি দীর্ঘকাল সযত্নে রক্ষা করেছেন,

এবং তাঁর রাজকীয় মহাশয়টিকে অত্যধিক অপব্যয়ে অপচিত করেছেন ঃ

সম্পর্কিত চিন্তাও অতিশয় শোকের কারণ।

কোথায় তিনি, তাঁর শয্যায় ?

হেস্টিংস্ : হ্যাঁ, তিনি সেখানেই।

গ্লস্টার্ : আপনি অগ্রগমন করুন, এবং আমি আপনাকে অনুসরণ করি।

(প্রস্থান ঃ হেস্টিংস্।)

আমি আশা করি, তিনি বাঁচতে পারেন না, এবং অবশ্যই মরতেও পারেন না,

যতক্ষণ না পর্যন্ত জর্জ্‌কে বেঁধেছেঁদে ঘোড়ার ডাকগাড়ি করে স্বর্গে পাঠান হচ্ছে।

এবার আমার প্রবেশ, ক্ল্যারেন্সের প্রতি তাঁর ঘৃণা যেন

উত্তেজিত হয় আরও,
গুরুভার যুক্তি দিয়ে ইস্পাত-কঠিন করা মিথ্যার আশ্রয়ে ;
এবং আমি যদি আমার গূঢ় অভিসন্ধিতে ব্যর্থ না হই,
তবে আর একদিনও জীবিত নয় ক্ল্যারেন্স্ ঃ
সেই কর্ম কৃত হলে ঈশ্বর রাজা এডোয়ার্ডকে তাঁর করুণার আশ্রয়ে গ্রহণ করুন,
এবং সবরে তৎপর হতে আমাকে এই পৃথিবীতে রেখে দিন।
কারণ তারপর আমি ওয়ারউইকের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করব।
যদিও আমি তার স্বামীকে এবং পিতাকে হত্যা করেছি—
তাতে কিবা আসে যায় ?
বেউশ্যে ছুঁড়ীটির ক্ষতিপূরণ করার সবচেয়ে তৎপর উপায়,
একসাথে তার স্বামী এবং পিতা হওয়া ঃ
ঠিক তাই আমি হব ; ততটাই কিছু প্রেমের .কারণে নয় যতটা
অন্য এক গূঢ় আর মতলবী ইচ্ছায় ;
তাকে বিবাহ করে সেই লক্ষ্যে অবশ্যই হব উপস্থিত।
কিন্তু এখনও তো আমি বাজার যাবার পথে ঘোড়ার আগে আগেই চলেছি ;
শ্বাস নেয় ক্ল্যারেন্স্ এখনও, এডোয়ার্ড, জীবিত এখনও, এখনও রাজত্ব করে ঃ
এদের প্রস্থান হবে, আমার লাভের কড়ি তো তখনই গণনা করা উচিত। (প্রস্থান ঃ গ্লস্টার)।

।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।

[প্রবেশ ঃ রাজা ষষ্ঠ হেন্‌রির মৃতদেহ, প্রহরায় টাঙ্গিধারী ভদ্রগণ ; শোকানুগমনে মাননীয়া অ্যান্ অপেক্ষায় অনুগামী ট্রেসেল্ ও বার্ক্‌লে]

অ্যান্ : নমিত কর, নামিয়ে রাখ তোমাদের সম্মানীয় ভার—
যদি অবশ্য সম্মান শবযানের মধ্যে শবাচ্ছাদানে

আচ্ছাদিত হতে পারে !
যদবধি আমি ক্ষণকালের জন্য অনুবর্তনীর ন্যায় বিলাপ করি
ধর্মশীল ল্যাঙ্কাস্টারের অকাল-পতন।
দীন-দেহ কুঞ্চিকা-শীতল পবিত্র নৃপতি এক !
ল্যাঙ্কাস্টার-অম্বয়ের-বর্ণক্ষীণ শেষ !
সেই রাজশোনিতের হে নিঃশোণিত অবশেষ !
হতভাগিনী অ্যানের শোক বিলাপ শোনার জন্য
এই যে আমি আপনার প্রেতকে প্রার্থনা সহকারে আহ্বান করি,
এ যেন বিধানসম্মত হয়,
পত্নী আমি আপনার এডোয়ার্ডের, আপনার নিহত পুত্রের,
সেই একই হাতের ছুরিকায় সে নিহত, সেই হাত এই সব ক্ষতস্থান
করেছে সৃজন।
দেখুন, এই যে সব বাতায়ন আপনার জীবনকে নির্গত করেছে—
এই সব নির্গমন পথে আমি আমার দীন চক্ষুদ্বয়ের অক্ষম
অশ্রুপ্রলেপ-পাতিত করি।
এই সব মৃত্যু-ভীষণ রন্ধ্র যে হাত নির্মাণ করেছে সে হাত
অভিশপ্ত হোক।
এই কাজ করার মত বৃত্তি যে হৃদয়ের সে হৃদয় অভিশপ্ত হোক !
যে শোণিত এই শোণিতকে এখান থেকে নির্গত করেছে সে শোণিত
অভিশপ্ত হোক !
জাতসাপ, ঊর্ণনাভ, ভেক—এদের প্রতি,
কিংবা বেঁচে-থাকা অন্য কোন বিষধর সর্পিলের প্রতি,
যে দুর্দৈবে আমি অভিপ্রেত হতে পারি,
তার চেয়ে আরও ভয়াবহ দুর্দৈব ঘটুক সেই ঘৃণ্য দুরাত্মার,
যে আমাদের দৈবহীন করে আপনার মৃত্যুর কারণে !
যদি সে কোনদিন সন্তান পায় তবে সে অকাল-জাত হোক,
আকারে অমিত আর যথাসময়ের পূর্বেই
আলোকে আনীত,

কুৎসিত আর অস্বাভাবিক আকার যার
আশান্বিতা মাতাকেও ত্রাসিত করতে পারে দর্শনমাত্রই,
আর সেই সন্তান যেন তার আনন্দের উত্তরাধিকারী হয় !
যদি কোনদিন তার স্ত্রী থাকে,
তার মৃত্যু তাকে শোচনীয় করুক আমার অপেক্ষাও অধিক—
আমি যেমন হয়েছি আমার তরুণ অধিপের আর আপনার
মৃত্যুর কারণে !
চল এখন চার্টসের দিকে তোমাদের পবিত্র ভার বহন করে,
ওখানে সমাহিত করার জন্যই সাধু পলের গীর্জা থেকে আনীত
এই শবাধার ;
তথাপি, যেহেতু ক্লান্ত তোমরা এ ভার বহনে,
বিশ্রাম কর, যদবধি আমি রাজা হেন্‌রির শবদেহ বিলাপ করি।
(বাহকেরা শবাধার গ্রহণ করে। প্রবেশ ঃ গ্লস্টার।)

গ্লস্টার্ : অবস্থান কর, তোমরা যারা শব বহন করছ, আর
ওটাকে নামিয়ে রাখ।

অ্যান্ : কোন কৃষ্ণবৃত্তি যাদুকর এই শয়তানকে ঐন্দ্রজালিত করল,
বাধা দিতে এই সব ধর্মনিষ্ঠ কাজে ?

গ্লস্টার্ : নারকীগণ, শবদেহ অবনমিত কর ঃ অথবা সাধু পলের দিব্য,
অমান্য যে করে তাকে আমি শবে পরিণত করি।

একজন ভদ্র : অধিস্বামীন, পশ্চাদপদ হন, আর
শবাধারকে অগ্রসর হতে দিন।

গ্লস্টার্ : অশিষ্ট কুক্কুর ! স্থিরে দণ্ডায়মান হ, যখন আমি আদেশ করি।
তোর টাঙ্গি আমার উরস্ত্রাণের অপেক্ষায় উর্ধ্বে অগ্রসর কর,
অথবা সাধু পলের দিব্য, আঘাতে আমি তোকে আমার
পদাশ্রয়ী করি,
আর তোর সর্পাধার নিমিত্ত, ওরে ভিক্ষুক, তোর উপর
পদাঘাত করি।
(বাহকেরা শবাধার নামিয়ে রাখে।)

অ্যান্ : কী, তোমরা কি কাঁপছ ? তোমরা সকলেই কি ভীত ?
হায়, আমি তোমাদের দোষ দিই না, কারণ তোমরা নশ্বর,
আর নশ্বর চক্ষু শয়তানকে সহ্য করতে পারে না।
দূর হ, রে নরকের বিভীষণ দূত !
তোর ক্ষমতা তো শুধুমাত্র তার নশ্বর দেহের উপর,
তার আত্মাকে তো তুই পেতে পারিস না : সুতরাং অপসৃত হ।
গ্লস্টার : সুচারু সাধ্বী, ধর্মানুরক্তির নিমিত্ত এতখানি আত্মশপ্ত হবেন না।
অ্যান্ : ঘৃণিত পিশাচ, ঈশ্বরের দোহাই, দূরে যা এখান হতে ;
আমাদের যন্ত্রণা দিস না ;
কারণ নন্দিতা এই ধরিত্রীকে তুই তোর নরকে পরিণত করেছিস,
শাপমুখর বিলাপে, আর সুগভীর হাহাকারে তাঁকে পরিপূর্ণ করেছিস।
তোর নৃশংস কর্মের নিরীক্ষণে তুই যদি আনন্দ পাস,
তোর কসাই-বৃত্তির এই গঠন তুই অবলোকন কর।
হে ভদ্রগণ, দেখুন আপনারা দেখুন ! মৃত হেনরির ক্ষতস্থান সব
উজ্জীবিত রক্তপাতে তাদের ঘনীভূত ক্ষতস্থান উন্মোচিত করে।
রক্তিম হ, তুই লজ্জায় রক্তিম হ অশ্লীল বিকৃতির পিণ্ড স্বরূপ,
কারণ তোর উপস্থিতিই এই শোণিতকে নির্গত করে
শীতল সেই সব শূন্য শিরা হতে, যেখানে বিন্দুমাত্র শোণিতেরও
অবস্থান নেই।
তোর ক্রিয়াকর্ম, অমানুষিক আর অস্বাভাবিক,
অনৈসর্গিক এই শোণিত-প্লাবনকে উত্তেজিত করে।
হে ঈশ্বর, আপনি যিনি এই রুধির সৃষ্টি করেছেন,
এঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিন !
হে ধরিত্রী আপনি এই রক্ত পান করেন, এঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিন !
হয়, হে দ্যৌঃ বজ্রের আঘাতে হত্যাকারীকে হনন করুন,
অথবা হে পৃথিবী বিস্তৃত ব্যাদানে তাকে সত্বর ভক্ষণ করুন,
যেমন আপনি সুকৃত এই অধিপতির রুধির পান করছেন,
সেই অধিপতি যাঁকে এর নরকশাসিত বাহু কসাইয়ের মত হত্যা

করেছে !

গ্লস্টার্ : ভদ্রে, আপনি বদান্যতার কোন নিময়ই জানেন না,

যে নিয়মে মন্দের প্রতিদানে ভাল, অভিশাপের প্রতিদানে আর্শীবাদ।

অ্যান্ : পাপিষ্ঠ-নীচ, তুই না জানিস ঈশ্বরের বিধান, না মানুষের ঃ

এত হিংস্র এমন কোন পশুও নেই যে করুণার স্পর্শে কিছু না কিছু জানে !

গ্লস্টার্ : কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না, সুতরাং আমি পশু নই।

অ্যান্ : ও, শয়তনেরা যখন সত্য বলে, বিস্ময় সত্যই !

গ্লস্টার্ : আরও বিস্ময়, যখন দেবীর মত মহিলারা এত ক্রোধান্বিতা হন।

প্রসন্ন হয়ে অভয় দিন, রমণীর স্বর্গীয় সুষমা-স্বরূপ,

সংস্পৃষ্ট বৃত্তান্তের বিবরণে, ভেবে নেওয়া এই সব অপরাধের দায় হতে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন।

অ্যান্ : তুইও অভয় দে, শৃঙ্খলা-রহিত পুরুষের আক্রান্ত-কলুষ বিষম-স্বরূপ,

এই সব পরিচিত পাপের জন্য সংস্পৃষ্ট বৃত্তান্ত-সহায়ে,

তোর অভিশপ্ত আত্মাকে অভিশাপ দিতে আমাকে সময় দে।

গ্লস্টার্ : জিহ্বা আপনাকে যে অভিধায় অভিহিত করুক না কেন, অপেক্ষায় অধিক শোভনা,

নিজেকে নির্দোষ-প্রমাণে আমাকে কিঞ্চিৎ সহিষ্ণু-অবকাশে অবহিত করুন।

অ্যান্ : হৃদয় যত ঘৃণ্য চিন্তাতেই তোকে চিন্তা করুক না কেন, অপেক্ষায় অনেক জঘণ্য,

নিজেকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণকেই তুই স্রোতবহ করতে পারিস না।

গ্লস্টার্ : ঐ মত হতাশাতেই নিজেকে আমার অভিযুক্ত করা উচিত।

অ্যান্ : ক্ষমার অযোগ্য হত্যায় অপরকে নিহত করে নৈরাশ্যের বিকারে,

নিজের উপর প্রশস্ত প্রতিশোধ গ্রহণেই তুই ক্ষমিত হবি।

গ্লস্টার্ : বলি তাহলে, আমি তাদের হত্যা করিনি ?

অ্যান্ : তাহলে বল, তারা নিহত হয়নি ঃ
কিন্তু তারা তো মৃত, ভ্রষ্ট ক্রীতদাস, নিহত তোর দ্বারা।
গ্লস্টার্ : আমি আপনার স্বামীকে হত্যা করিনি।
অ্যান্ : আচ্ছা ? তাহলে তো তিনি জীবিত।
গ্লস্টার্ : না, মৃত তিনি, নিহত, এডোয়ার্ডের হাতে।
অ্যান্ : তোর কুৎসিত কণ্ঠে তুই মিথ্যা বলছিস ঃ রানী মার্গারেট্ দেখেছেন
জিঘাংসু তোর বাঁকা তলোয়ার তাঁর রক্তে প্রধূমিত ;
সেই বাঁকা তরবারি যা একদিন তুই রানীর বুকের উপর নামিয়েছিলি ,
আর নামিয়েও দিতিস শেষপর্যন্ত, যদি না তোর ভাইয়েরা তার সূচীমুখকে পার্শ্বগতি করত।
গ্লস্টার্ : তাঁর অপভাষী জিহ্বা তাদের পাপ আমার নির্দোষ স্কন্ধে স্থাপন করেছিল, আমি সেই জিহ্বার দ্বারা উত্তেজিত হয়েছিলাম।
অ্যান্ : তুই তোর জিঘাংসু মানসের দ্বারা উত্তেজিত হয়েছিলি,
নৃশংস হত্যা ছাড়া অন্য কিছু তো কোনদিন স্বপ্নেও দেখিস না,
তুই কি এই রাজাকে হত্যা করিসনি ?
গ্লস্টার্ : আপনাকে সম্মতি দিলাম।
অ্যান্ : তুই সম্মতি দিলি, শল্লকীর অধম ? তাহলে ঈশ্বরও আমাকে সম্মতি দিন,
তুই যেন তোর পাপাসক্ত কর্মের জন্য নরকে অভিশপ্ত হোস !
হায় তিনি তো ভদ্র ছিলেন, নম্র আর ধর্মশীল।
গ্লস্টার্ : স্বর্গরাজ্যের রাজা ঈশ্বর, যিনি ওঁকে অধিকার করেছেন, তাঁর পক্ষে তবে তো আরও ভাল।
অ্যান্ : উনি তো স্বর্গে আছেন, তুই তো সেখানে কোনোদিন যাবি না।
গ্লস্টার্ : তাহলে উনি আমাকে ধন্যবাদ দিন, আমি ওঁকে ওখানে পাঠাতে সাহায্য করেছি :
কারণ উনি পৃথিবী অপেক্ষা ঐ স্থানের পক্ষেই যোগ্যতর।

অ্যান্ : আর তুই নরক ব্যতিরেকে অন্য যে কোন স্থানের পক্ষে অযোগ্য।

গ্লস্টার : হ্যাঁ, তবে আর একটি স্থান ছাড়া, আপনি যদি শোনেন তো নাম করতে পারি।

অ্যান্ : কোন্ বন্দিশালা।

গ্লস্টার্ : আপনার শয়নকক্ষ।

অ্যান্ : যেখানে তুই শয়ন করিস সে কক্ষের বিশ্রাম বিঘ্নিত হোক।

গ্লস্টার্ : ঐ মতই হবে ভদ্রে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গে শয়ন করি।

অ্যান্ : ঐ মত আশা করি।

গ্লস্টার্ : আমি ঐ মতই জানি। কিন্তু সুভদ্রে সুধীরা অ্যান্,
যেতে দিন আমাদের চতুর সংলাপের এই তীক্ষ্ণধার মুখোমুখী ফেরা,
আসুন ধীরতর কোন এক রীতিতে প্রবেশ করি,
হেন্‌রি আর এডোয়ার্ড—এইসব প্ল্যাণ্টাজ্যানেটদের
অসময়ে মৃত্যুর ঘটক,
ঘাতকের মতই সমান দোষাবহ নয় কি ?

অ্যান্ : ঘটকের ঘটনা-কারণ—সে তো তুই আর চরমেতে অভিশপ্ত কার্যের স্বরূপ।

গ্লস্টার্ : আপনার সৌন্দর্য আমার নিদ্রায় আমাকে প্রেত-সাক্ষাতে ব্যস্ত করত,
সমস্ত পৃথিবীর মৃত্যুর দায়িত্ব গ্রহণ করে
আমি যেন একটি ঘণ্টাও আপনার সুমিষ্ট আলিঙ্গনে অধিবাসিত হতে পারি।

অ্যান্ : আমি তোকে বলি, শোন হত্যাকারী, আমি যদি ঐ চিন্তা করতাম,
এই সব নখরে ঐ সৌন্দর্য বিদীর্ণ হোত আমার কপোলে।

গ্লস্টার্ : এই চক্ষু ঐ সৌন্দর্যের বিনাশ সহ্য করতে সক্ষম নয়
আমি যদি উপস্থিত থাকি আপনি ওকে কলুষিত করবেন না।
সমস্ত পৃথিবী যেমন সূর্যেতে উৎফুল্ল,

আমিও তেমনি ঐ সৌন্দর্যে : ও তো আমার দিন, আমার প্রাণ।

অ্যান : কালো রাত্রি তোর দিনকে ছায়াবৃত করুক, মৃত্যু তোর প্রাণকে!

গ্লস্টার্ : সুজনে-শোভনা আপনি, নিজেকে অভিশাপ দেবেন না : ও দুই-ই তো আপনি।

অ্যান্ : তাই যদি হতাম, তোর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যও যদি হতাম।

গ্লস্টার্ : এ এক কলহ চূড়ান্ত অস্বাভাবিক
আপনাকে যে ভালবাসে তার উপর প্রতিহিংসিত হবেন!

অ্যান্ : এ এক কলহ ন্যায়েতে সংগত আর সংগত কারণে
আমার স্বামীকে যে হত্যা করেছে তার উপর প্রতিহিংসিত হব।

গ্লস্টার্ : যে আপনাকে স্বামী হতে বঞ্চিত করেছে
সে আপনাকে শ্রেয়তর স্বামীতে উত্তীর্ণ হতে সাহায্যই করেছে।

অ্যান্ : তাঁর অপেক্ষা শ্রেয় এই পৃথিবীর উপর শ্বাস গ্রহণ করে না।

গ্লস্টার্ : তিনি যতটা ভালবাসতে পারতেন তার চেয়ে বেশী যে
আপনাকে বাসে সে কিন্তু জীবিত।

অ্যান্ : নাম কর—

গ্লস্টার্ : প্ল্যাণ্টাজ্যানেট্।

অ্যান্ : কেন, এ তো তিনিই।

গ্লস্টার্ : সেই একই নাম, কিন্তু স্বভাবেতে শ্রেয় একজন।

অ্যান্ : কোথায় সে?

গ্লস্টার্ : এই তো এখানে। (অ্যান্ গ্লস্টারের উপর নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করেন)। কি হেতু আমার প্রতি আপনার এই থুৎকার?

অ্যান্ : যদি এটা মৃত্যুভীষণ হলাহল হোত, অন্ততপক্ষে তোর জন্য!

গ্লস্টার্ : এত মধুর উৎস থেকে হলাহল তো আসেনি কখনো।

অ্যান্ : হলাহল তো কখনও তোর অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত কোন মণ্ডূককে আশ্রয় করেনি।
আমার দৃষ্টির বাইরে যা! তুই আমার চক্ষু সংক্রামিত করছিস।

গ্লস্টার্ : আপনার চক্ষু, সুমধুরা আমার দুটিকেও সংক্রামিত করেছে।

অ্যান্ : তারা যদি তক্ষক হোত, তোকে মৃত্যু-ঘাতে আঘাত করতে।
গ্লস্টার্ : যদি তারা হোত, যাতে আমি সেই মুহূর্তেই মরতে পারতাম ;
কারণ এখন তো তারা প্রাণিত এক মৃত্যু দিয়ে আমাকে নিহত করে।
আপনার ঐ নয়নযুগল আমার দুই চক্ষু হতে লবণ-অশ্রু নির্গত করেছে,
শিশু-সুলভ নয়নবিন্দুর ভাণ্ডারে পরিণত করে তাদের আকৃতিকে লজ্জিত করেছে ঃ
এই দুই চক্ষু, এরা তো কখনও অনুতাপ-অশ্রু বিসর্জন করেনি,
না তখনও না, যখন ক্রূরতায় মসীমুখ ক্লিফোর্ড্ রাট্‌ল্যাণ্ডের সম্মুখে তরবারি আন্দোলিত করেছিল,
যখন সেই রাট্‌ল্যাণ্ডের করুণ বিলাপ শুনে
আমার পিতা ইয়র্ক আর এডোয়ার্ড্ ক্রন্দনে-মুখর, না, তখনও না ;
তখনও না, যখন আপনার রণকুশল পিতা, এক শিশুর মত,
আমার পিতার মৃত্যুর করুণ কাহিনী বলেছিলেন,
আর বলতে বলতে বার-কুড়ি থেমেছিলেন ফোঁপাতে আর কাঁদতে,
যাতে পাশপাশে দাঁড়ান শ্রোতারা তাদের গাল ভিজিয়ে ফেলেছিল,
বৃষ্টিতে ভেজা ভেঙেপড়া গাছের মত ; সেই বিষণ্ণ সময়ে আমার পুরুষচক্ষু দীনতায় দীন এক অশ্রুবিন্দুকে ঘৃণাই করেছিল ;
আর এই সব বিষণ্ণ-বিষাদ তখন যা নির্গত করতে পারেনি,
আপনার সৌন্দর্য তা নিঃসৃত করেছে, অশ্রুতে ওদের দৃষ্টি রুদ্ধ করেছে।
আমি কখনও কোনদিন না-শত্রু না-মিত্র, কারও কাছে অনুনয় করিনি।
আমার জিহ্বা, মধুর সুস্নিগ্ধ বাক্য শেখেনি কখনও ;
কিন্তু এখন আমার প্রাপ্যমূল্য প্রস্তাবিত আপনার সৌন্দর্যে,
অহংকৃত হৃদয় আমার করে অনুনয়, জিহ্বাকে স্মারিত করে সুচারু কথনে।
(অ্যান্ ঘৃণাভরে গ্লস্টারের দিকে তাকান)।

আপনার ওষ্ঠকে ঐ ঘৃণার শিক্ষা দেবেন না,
কারণ ওটি চুম্বনের জন্যই সৃজিত, ঐ ঘৃণার জন্য নয়।
যদি আপনার প্রতিহিংসক হৃদয় ক্ষমায় সক্ষম না হয়,
তবে দেখুন, এই আমি আপনাকে শানিত-বিন্দু তরবারি ঋণ দিচ্ছি ;
যদি আপনি এই তরবারি আমার বিশ্বস্ত বক্ষে নিহিত করে
আপনার প্রশংসায় প্রাণিত আমার আত্মাকে বাহিরে এনে
নন্দিত হন,
তবে সেই মৃত্যুভীষণ আঘাত-সম্মুখে আমি এই বক্ষকে উলঙ্গ
শায়িত করি,
আর জানুভরে নিমগ্ন যাচনায় মৃত্যু ভিক্ষা করি।
(গ্লস্টার বক্ষকে উন্মুক্ত রাখেন। অ্যান্ সেই বক্ষে তরবারি ব্যবহারে
সচেষ্ট হন)।
না, থামবেন না, কারণ রাজা হেন্‌রিকে হত্যা নিশ্চয়ই করেছিলাম,
কিন্তু সে তো আপনারই সৌন্দর্য আমাকে উত্তেজিত করেছিল।
না, এখন বধ করুন ; তরুণ এডোয়ার্ড্‌কে ছুরিকাঘাতে নিহত
করেছিলাম, সে তো আমিই,
কিন্তু সেও তো আপনারই স্বর্গীয় আনন আমাকে প্রবৃত্ত করেছিল।
(অ্যান্ তরবারি পরিত্যাগ করেন)।
হয় ঐ তরবারি আবারও উঠিয়ে নিন, নয় তো আমাকে।

অ্যান্ : উঠে দাঁড়া মিথ্যা অনুভব ঃ যদিও আমি তোর মৃত্যু ইচ্ছা করি,
তবুও তোর ঘাতক হব না।

গ্লস্টার্ : তাহলে নিজেকে হত্যা করতে আমায় আদেশ দিন, অবশ্যই
পালন করব।

অ্যান্ : পূর্বেই তো দিয়েছি।

গ্লস্টার্ : সে তো আপনার ক্রোধের আশ্রয়ে।
আবারও বলুন; এমন কি কথার সঙ্গে সঙ্গে,
আপনার ভালবাসার জন্য আপনার প্রেমাস্পদকে হত্যা
করেছিল এই যে হাত,

সেই হাত সত্যতে অনেক গভীর এক ভালবাসাকে হত্যা করবে
আপনারই প্রেমের জন্য ;
এদের দুজনেরই মৃত্যুর আপনি প্রবর্তক হবেন।
অ্যান্ : আমার অভিলাষ যদি আমি তোর অন্তর জানতেম।
গ্লস্টার্ : আমার জিহ্বায় সে আকার ধারণ করে।
অ্যান্ : আমার তো আমাকে ভয়—দুটোই মিথ্যা।
গ্লস্টার্ : তাহলে তো কোনদিন কোন মানুষই সত্য ছিল না।
অ্যান্ : হয়েছে, হয়েছে, তুলে নে তোর তরবারি।
গ্লস্টার্ : বলুন তাহলে আমার শান্তি আমি স্থাপন করেছি।
অ্যান্ : সেটা পরে জানতে পারবি।
গ্লস্টার্ : কিন্তু আশা ?—আশায় কি আমি জীবিত থাকব ?
অ্যান্ : সব মানুষই, আশা করি, ঐভাবেই জীবিত থাকে।
গ্লস্টার্ : এই অঙ্গুরি ধারণের অনুগ্রহ করুন।
অ্যান্ : গ্রহণ প্রতিদান হয় না। (অঙ্গুরি পরিধান করেন)।
গ্লস্টার্ : দেখুন, আমার অঙ্গুরি আপনার অঙ্গুলিকে কেমন পরিমিত বৃত্তে
বেষ্টন করে,
ঠিক তেমনি আপনার বক্ষ আমার হৃদয়কে মিত প্রকোষ্ঠে
আবদ্ধ করেঃ
আপনি দুটিকেই ধারণ করুন, কারণ ও দুটি তো আপনারই।
আর যদি আপনার দীন সেবকের—অন্য কিছু নয়—
আপনার প্রসন্ন হস্তের একটিমাত্র অনুগ্রহ-দান ভিক্ষা করার
অধিকার থাকে,
আপনি তার আনন্দকে চিরকালের জন্য নিশ্চিত করুন।
অ্যান্ : কোন্ সে অনুগ্রহ ?
গ্লস্টার্ : শোচিত হবার কারণ যার পক্ষে সর্বাধিক
বিষণ্ণ এই সব অভিসন্ধি তার উপর পরিত্যাগ করে প্রসন্ন হোন,
আর অবিলম্বে ক্রস্‌বি প্রাসাদ আশ্রয় করুন ;
এই মহান নৃপতি চার্টসের আশ্রম-মৃত্তিকায় যথাবিধি সমাহিত

করার পর,

আমার অনুশোচনার অশ্রুতে তাঁর সমাধি সিক্ত করে,

উপযোগে সার্বিক এমনই কর্তব্যে আমি অবশ্যই

আপনাকে সাক্ষাৎ করব।

অসম অজ্ঞাত কারণ সব, মিনতি আমার,

প্রসীদ, আমাকে এই বর দান করুন।

অ্যান্: করলাম—সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আর আনন্দও হল খুব,

তোকে এত অনুতপ্ত দেখে।

টেসেল আর বার্ক্‌লে আমার সঙ্গে চল।

গ্লস্টার্: বিদায়ে আমাকে অভিবাদিত করুন।

অ্যান্: সেটা তোর পাওনার অনেক বেশী ;

কিন্তু যেহেতু তোকে তোষামোদ করার পদ্ধতি তুই আমাকে শেখাস,

মনে কর বিদায়বাণী বলা আমার হয়েই গেছে। (প্রস্থান ঃ মাননীয়া অ্যান্, টেসেল ও বার্ক্‌লে)।

গ্লস্টার্: মহাশয়গণ, শবাধার উত্তোলন করুন।

ভদ্রগণ: চার্ট্‌সের দিকে, মহান প্রভু ?

গ্লস্টার্: না, শুক্লবাস মঠে: সেখানে আমার আগমন প্রতীক্ষা করুন।

(প্রস্থান ঃ গ্লস্টার্ বাদে আর সকলে)।

পিরীতের এই রঙে রমণী কি কোনদিন প্রণয়ে প্রার্থিতা ?

ধরনের এই ঢঙে বণিতা কি কোনদিন প্রণয়ে বিজিতা ?

ভোগ আমি তাকে করবই, কিন্তু রাখব না বেশীদিন নিশ্চিত।

কী! এই যে আমি তার স্বামীকে আর

স্বামীর পিতাকে হত্যা করেছি,

তার হৃদয়ের সুতীব্র ঘৃণায় তাকে অধিকারে আনা,

মুখে তার অভিশাপ, চোখে অশ্রুজল

রক্তস্রাবী সাক্ষ্য এই আমার ঘৃণার ;

আছেন ঈশ্বর, আছে তার বিবেক, আর আছে এই সব বাধা

প্রতিপক্ষে আমার,

আর তার উপর আমার প্রণয়-প্রার্থনার সমর্থনে তো
কোন সুহৃৎ নেই,
ব্যতিরেকে শুধুমাত্র দৃষ্টির কাপট্য আর নিখাদ শয়তান,
তবু তাকে জিতে নেওয়া চাই—সারা পৃথিবী যদি
জাহান্নমে যায় যাক!
হা!
তবে সে কি বিস্মৃত হল সাহসিক সেই যুবাধিপতিকে, এডোয়ার্ড্‌কে,
তার অধিস্বামীকে, যাকে মাত্র তিন মাসের সামান্য কিছু বেশী হল,
টিউক্‌স্‌বেরিতে, আমি আমার ক্রোধান্বিত মনে
ছুরিকাঘাতে নিহত করেছি?
এমনই সুচারু সুদর্শন এক সুভদ্র,
নির্মাণেতে প্রকৃতির মুক্তহস্তে ব্যয়,
এমনই তরুণ বীর প্রজ্ঞাপারমিত, আর সন্দেহ নেই, এমনই
উচিত মাত্রায় রাজোচিত,
এই মহাস্থান বসুধা আর কোনদিন জন্মদানে সমর্থ হবে না ঃ
দৃষ্টি তার সুন্দর এই যুবাধিপতির যৌবনের সুবর্ণ-প্রত্যুষ থেকে
সম্ভ্য সংগ্রহ করে
বিষাদশয্যায় তাকে বিধবা করেছে,
তবুও কি সে তার চক্ষু আমার উপর অবনমিত করে তার সেই
দৃষ্টিতে অপকৃষ্ট করবে?
আমার উপর, যার সমস্ত কিছু এডোয়ার্ডের অর্ধাংশেরও সমতুল নয়?
আমার উপর, খঞ্জ যার পদক্ষেপ আর এই কদাকার?
রাসভ-মূল্যের বিনিময়ে আমার ভূস্বামীত্ব
এই সর্বক্ষণ আমি কিন্তু আমার ব্যক্তিটিকে ভুলই করছি।
আমার জীবনের দিব্য, যদিও আমি পারিনি,
সে নিশ্চয় আমার মধ্যে চমৎকার এক উচিত-মানুষকে
আবিষ্কার করেছে।
একখানা মুখ-দেখা আয়নার জন্য খরচের দায় আমার থাকবেই,

আর দেহটাকে সজ্জিত করার জন্য প্রচলিত রীতিতে পাঠ নিতে,
এক কুড়ি কি দু'কুড়ি ওস্তাগর দর্জি আমি পুষবই।
আমার উপর সুন্দরের দাক্ষিণ্যে যেহেতু আমি কুঞ্চিত-গমন,
অল্প কিছু খরচে এ ভার আমি বহন করবই।
কিন্তু আগে আমি সামনের এই মানুষটিকে তার কবরে ফেরাব :
আর তারপর আমার প্রেমিকার কাছে হুতাশে ফিরব।
যতক্ষণ না একখানা দর্পণ আমি কিনছি, রশ্মিতে সূর্য তুমি
উজ্জ্বল থাক,
আমি যাতে পথ পরিক্রমায় আমার ছায়াকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।
(প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য । লণ্ডন । প্রাসাদ

[প্রবেশ ঃ রানী এলিজাবেথ্, মাননীয় রিভার্স এবং মাননীয় গ্রে।]

রিভার্স্ : ধৈর্য রাখুন মাননীয়া ঃ রাজমহিমা যে তাঁর স্বাস্থ্য সত্বর
পুনরুদ্ধার করবেন, তাতে কোন সংশয় নেই।

গ্রে : এ সম্পর্কে আপনি অমঙ্গল অনুভব করুন, তা তাঁকে আরও মন্দই
করবে ঃ
অতএব, ঈশ্বরের দোহাই, সুস্বাচ্ছন্দ্য পোষণ করুন।
আর তাঁর মহিমাকে প্রাণিত প্রফুল্ল চোখে আমোদিত করুন।

এলিজাবেথ্ : উনি যদি মারা যান, আমার কি হবে ?

গ্রে : ঐ-মত এক অধিস্বামীর ক্ষয়, এ ছাড়া অন্য কোন ক্ষতি নয়।

এলিজাবেথ্ : ঐ-মত এক অধিস্বামীর ক্ষয় তো সমস্ত ক্ষতিকেই
অন্তর্ভুক্ত করে।

গ্রে : ত্রিদিব আপনাকে সুপুত্রে সৌভাগ্যবতী করেছেন, ইনি চলে গেলে
ওঁতে আপনার স্বাচ্ছন্দ্যবিধান।

এলিজাবেথ্ : হায়, সে তো তরুণ কিশোর, আর তার নাবালকত্ব,
সেও তো রিচার্ডের দায়িত্বে ন্যস্ত।

রিভার্স্ : তিনিই অভিভাবক হবেন এই কি সিদ্ধান্ত ?

এলিজাবেথ্ : সিদ্ধান্ত এখনও নয়, তবে নির্ধারিত ঃ

কিন্তু এই-মত হবেই, রাজা যদি বাঁচতে অক্ষম হন।

[প্রবেশ ঃ বাকিংহাম্ ও ডার্বি।]

গ্রে ঃ বাকিংহামের আর ডার্বির অধিস্বামীরা আসছেন।

বাকিংহাম্ : আপনার রাজমহিমার প্রতি দিবসের শুভক্ষণ।

ডার্বি : আপনি যেমন নন্দিত, ঈশ্বর আপনার রাজমহিমাকে তেমনই প্রফুল্ল রাখুন।

এলিজাবেথ্ : ডার্বির সুকৃত স্বামিন—অধিস্বামিনী রিচমণ্ড্ কিন্তু

আপনার এই শুভকামনায় কদাচিৎ তথাস্তু বলবেন।

তবুও ডার্বি, আপনার স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও

আর আমাকে না ভালবাসলেও, আপনি নিশ্চিত থাকুন

সুকৃত-স্বামিন,

তাঁর অহংকৃত ঔদ্ধত্যের জন্য আমি কিন্তু আপনাকে ঘৃণা করি না।

ডার্বি : আমি যথার্থই আপনাকে মিনতি করি,

অসত্য তাঁর অভিযোগকারীদের ঈর্ষান্বিত এই সব কলঙ্ক-রটনায়

হয় অনাস্থা রাখুন,

আর না হয়, যদি সত্য-সংবাদে তিনি অভিযুক্ত হন,

তাঁর দুর্বলতাকে সহ্য করুন, ওটার উৎপত্তি আমার মনে হয়,

স্বভাবের বিকার-ব্যাধিতে, প্রোথিত কোন বিদ্বেষে নয়।

এলিজাবেথ্ : আপনি কি রাজাকে আজ দেখেছেন, ডার্বির

সুকৃত স্বামিন ?

ডার্বি : এই তো, এইমাত্র বাকিংহামের অধিস্বামী আর আমি

তাঁর রাজমহিমার সাক্ষাৎ হতে এখানে আসছি।

এলিজাবেথ্ : আরোগ্যে তাঁর উন্নতি-সম্ভাবনা কতদূর, ভদ্রগণ ?

বাকিংহাম্ : আশায় উত্তম বটে ভদ্রে ঃ মহিমা তাঁরা হাসি-খুশিতে কথাবার্তা কইছেন।

এলিজাবেথ্ : ঈশ্বর তাঁকে স্বাস্থ্য অনুগ্রহ করুন। আপনারা কি তাঁর

সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন ?

বাকিংহাম্ : করেছিলাম ভদ্রে ঃ তিনি পুনর্মিলনে আগ্রহী—
গ্লস্টারের অধিস্বামীর সঙ্গে আপনার ভাইদের,
আর এঁদের সঙ্গে মহান রাজকঞ্চুকীর ;
তাঁর রাজমহিমার সম্মুখ-উপস্থিতিতে এঁদের সতর্ক করার জন্য
আহ্বান করেছেন।

এলিজাবেথ্ : সব যদি ভাল হত ! কিন্তু তা কোনদিন কখনও হবে না।
আমার ভয় সুখ আমাদের প্রান্তিক-উচ্চতায়।

[প্রবেশ ঃ গ্লস্টার্, হেস্টিংস্ ও ডর্সেট্।]

গ্লস্টার্ : ওরা আমার প্রতি অন্যায় করছে, আর আমি তা কিছুতেই
সহ্য করব না ঃ
রাজার কাছে নালিশটা করল কে,
যে আমি নাকি, যথার্থই কঠিন-হৃদয়, আর ভালও ওদের বাসি না ?
পবিত্র পলের দিব্য, এইমত ভেদবুদ্ধির গুজবে যারা
তাঁর কান ভর্তি করে,
তারা তাঁর মহিমাকে ভালবাসে বটে, তবে ঐ হালকা-ধরনে।
যেহেতু আমি তোষামোদ করতে পারি না,
নিজেকে সুন্দর দেখাতে পারি না।
লোকের মুখে-মুখে ঠোঁটে-হাসি এই—না, তেলা নই, প্রবঞ্চক নই,
প্রতারকও নই,
ফরাসী কেতায় মাথা নোয়াই না, বাঁদুরে সৌজন্যের ধার ধারি না,
আমি অবশ্যই ঈর্ষান্বিত শত্রু বলেই প্রতিপন্ন হব।
সরল এক মানুষ বাঁচে, কোন ক্ষতির চিন্তা করে না—এটা কি
সম্ভব নয় ?
তার সহজ-সত্যের এইমত অপব্যবহার কি হতেই হবে
চিকনের চেকনাই ফিচেল সব গোলামের অপরাধী-ইঙ্গিতে ?

গ্রে : এই সব উপস্থিতির মধ্যে, মহিমা আপনার,
কাকে উদ্দেশ করে বলছেন ?

গ্লস্টার্ : তোকে, তোর মধ্যে না আছে সততা, না আছে মহিমা।
কবে আমি তোর অহিত করেছি ? কখন তোর প্রতি
অন্যায় করেছি ?
কিংবা তোর প্রতি ? অথবা তোর প্রতি ? কিংবা তোর দলের
আর কারও প্রতি ?
মহামারী তোদের সবায়ের উপর ! রাজকীয় মহিমা তাঁর—
তোদের অভিপ্রায়কে অতিক্রম করে ঈশ্বর তাঁকে নিরাপদে রাখুন !
শান্তিতে থাকতে পারেন এমন এক শ্বাস-মুহূর্তও তো দুর্লভ,
তোরা তো তাকে নিশ্চিত উদ্ব্যস্ত করবি লম্পট-নালিশে।
এলিজাবেথ্ : ভ্রাতা গ্লস্টার্ বিষয়টিতে আপত্তি ভ্রান্ত।
রাজা, তাঁর নিজস্ব রাজকীয় প্রবণতায়,
এবং অন্য কোন অভিযোক্তার দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে,
সম্ভবতঃ আমার সন্ততিদের, ভ্রাতাদের, আর আমার নিজের প্রতিকূলে,
আপনার অন্তরস্থ যে ঘৃণা আপনার বহিরঙ্গ-ব্যবহারে নিজেকে
প্রদর্শিত করে,
সেই ঘৃণার প্রতি লক্ষ্যই তাঁকে এই আহ্বানে প্রবৃত্ত করেছে,
তিনি যাতে আপনার বিদ্বেষের ভিত্তি অবহিত হয়ে ঐ-মত
তাকে দূরীভূত করেন।
গ্লস্টার্ : বলতে পারছি না ঃ দুনিয়াটা এমনই নষ্টামিতে বয়স্ক হচ্ছে
যে ঈগল যেখানে নামতে সাহস পায় না, রেণ্ সেখানে শিকার ধরছে।
প্রত্যেকটা গোলাম ভদ্রজন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
অনেক অনেক ভদ্রলোক গোলামে পরিণত হচ্ছে।
এলিজাবেথ্ : আসুন আসুন ভ্রাতা গ্লস্টার্ আমরা আপনার অভিপ্রায়
অবগত আছি ঃ
আমার এবং আমার মিত্রদের উন্নতিকে আপনি ঈর্ষা করেন।
ঈশ্বর করুন, আমাদের যেন কখনও কোনদিন আপনাকে প্রয়োজন
না হয়।
গ্লস্টার্ : ইতিমধ্যে, ঈশ্বর তো করেছেন, আমার তো আপনাকে প্রয়োজন।

ভ্রাতা আমাদের কারারুদ্ধ আপনারই কৌশলে,
নিজেও আমি মহিমায় অবনমিত, আর যখন যথার্থই অভিজাত
যারা অসম্মানে ধরা,
তখন বিরাট সব পদোন্নতির দৈনন্দিন দানে,
আভিজাত্যে উন্নীত করা সেই সব জন,
যারা দু'দিন আগেও, কদাচিৎ অভিজাত-যোগ্যতায় যোগ্য হতে পারত।

এলিজাবেথ্ : নির্ধারিত যে দৈবকে আমি পরিতৃপ্ত আনন্দে উপভোগ করতাম,
সেই দৈব হতে, ঈশ্বর, যিনি আমাকে এই সতর্ক-উচ্চতায় উন্নত করেছেন, সেই ঈশ্বরের দিব্য,
আমি কখনও তাঁর রাজমহিমাকে ক্ল্যারেন্সের অধিস্বামীর বিরুদ্ধে ক্রোধদীপ্ত করিনি,
বরং তাঁর সমর্থনে উৎসুক এক অকপট অধিবক্তাই ছিলাম।
অধিস্বামিন, এই সব কুৎসিত সন্দেহের মধ্যে মিথ্যাভাবে আমাকে চালিত করে, আপনি আমাকে লজ্জাকর আঘাতই করেছেন।

গ্লস্টার্ : আপনি হয়ত অস্বীকার করতে পারেন,
হেস্টিংসের মহান অধিস্বামীর বিগত কারাবাসের মাধ্যমে আপনি ছিলেন না।

রিভার্স্ : উনি পারেন অধিস্বামিন, কারণ—

গ্লস্টার্ : উনি পারেন অধিস্বামী রিভার্স্ ! আরে, কে না তা জানে ?
ওটিকে অস্বীকার করার উপরেও উনি আরও অনেক কিছু পারেন মহাশয় ঃ
উনি আপনাকে অনেক অনেক সব অনুকূল পদোন্নতিতে
সাহায্য করতে পারেন ;
আর তারপর তাতে যে ওঁর সাহায্যের হাত আছে, সে কথা অস্বীকার করতে পারেন,
আর আপনারউ চ্চাভিলাষের উপর ঐ সব সম্মানপ্রাপ্তির দায় ন্যস্ত করতে পারেন।

কী তিনি পারেন না বলুন ? পারেন তিনি, হ্যাঁ হ্যাঁ পারেন, বিবাহ করতে, পারেন তিনি—বলছি।

রিভার্স্‌ : কী, বিবাহ করতে, পারেন ? পারেন তিনি ?

গ্লস্টার : কী, বিবাহ করতে, পারেন ? পারেন তিনি ? পারেন কোন এক রাজাকে,

কোন এক তরলমতি আর আইবুড়ো শ্রীমানকে,

নিশ্চিত আপনার পিতামহী নিকৃষ্টতর যোটকে বিবাহিতা ছিলেন।

এলিজাবেথ্‌ : গ্লস্টারের অধিস্বামিন আমার, সহ্য আমি করেছি সুদীর্ঘকাল

আপনার স্থূলাগ্র তিরস্কার আর সুতীব্র বিদ্রূপ ঃ

স্বর্গের দিব্য, আমি তাঁর রাজমহিমাকে পরিচিত করার

সেই সব অশ্লীল আশ্লেষে যা প্রায়শঃই আমি সহ্য করেছি।

নিরন্তর দ্বেষণের এই আক্রমণ, ঘৃণায় ঘৃণিত এইভাবে, এইমত বিদ্রূপের ঝড়,

এই সর্তে, মহান এক রানীর অপেক্ষায়

আমি বরং পল্লীগৃহের এক পরিচারিকাই হব।

[পশ্চাতে প্রবেশ ঃ বিধবা রানী মার্গারেট্‌।]

অল্পই আনন্দ এতে, ইংলণ্ডের এই রানী হয়ে থাকা।

মার্গারেট্‌ : (জনান্তিকে) আর সেই অল্প আরও অল্প হোক, ঈশ্বর, আমি তাঁকে মিনতি করি।

তোর সম্মান, অবস্থান আর অধিষ্ঠান, এ সবই তো আমারই প্রাপ্য।

গ্লস্টার : কী। আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, রাজাকে বলে দেবেন বলে ?

বলুন তাঁকে, করুণা করবেন না ! দেখুন, আমি যা বলেছি

তার নিশ্চিন্ত স্বীকৃতি রাজার উপস্থিতিতে আমি নিশ্চয়ই দেব।

টাওয়ারে প্রেরিত হবার দুঃসাহসিক সাহস আমি করি।

এখনই তো বলার সময় ঃ বিস্মরণে সম্পূর্ণ আজ আমার যন্ত্রণা।

মার্গারেট্‌ : (জনান্তিকে) আত্মপ্রকাশ কর শয়তান, দূর হ ! আমি তো ওসব খুব ভালই মনে রেখেছি ঃ

তুই আমার স্বামী হেন্‌রিকে টাওয়ারে হত্যা করেছিস,
আর টিউক্‌স্‌বেরিতে আমার হতভাগ্য পুত্র এডোয়ার্ড্‌কে।

গ্লস্টার্‌ঃ আপনার রানী হবার পূর্বে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিংবা আপনার স্বামীর রাজা হবার পূর্বেই,
আমি তাঁর বিরাট সব কর্মকাণ্ড পরিবহনের অশ্বস্বরূপই ছিলাম,
ছিলাম তাঁর দর্পিত শত্রুদের উচ্ছেদকারী,
তাঁর বান্ধবদের মুক্তচিত্ত পুরুস্কারদাতা।
তাঁর শোণিতকে রাজকীয় করার জন্য আমি আমার নিজস্বকে ব্যয় করেছি।

মার্গারেট্‌ : হ্যাঁ, শুধু নিজস্ব কেন, আরও উৎকৃষ্ট শোণিত, তার কিংবা তোর অপেক্ষায়!

গ্লস্টার্‌ : সেই সমস্ত সময়ে আপনি আর আপনার স্বামী গ্রে
ল্যাঙ্কাস্টার্‌ রাজগৃহের পক্ষে বিবাদী ছিলেন;
আর রিভার্স্‌, আপনিও। আপনার ঐ স্বামী কি সেণ্ট্‌ অ্যাল্‌বান্‌সে
মার্গারেটের যুদ্ধে নিহত হন নি?
অনুমতি করুন আপনার স্মরণে রাখি, যদি আপনি বিস্মৃত হয়ে থাকেন,
এর পূর্বে আপনি কি ছিলেন, আর এখনই বা কি;
আর সেই সঙ্গে আমিই বা কি ছিলাম, আর এখনই বা কি।

মার্গারেট্‌ : (জনান্তিকে) জিঘাংসু দুর্জন ছিলি, এখনও তো তাই।

গ্লস্টার্‌ : হতভাগ্য ক্ল্যারেন্স তাঁর পিতৃতুল্য ওয়ারউইক্‌কে পরিত্যাগ করেছিলেন নিশ্চয়,
হ্যাঁ, সত্য বটে, আর এই পিতৃকল্পকে অস্বীকৃতির মিথ্যা-শপথও
গ্রহণ করেছিলেন—যীশু সে শপথ মার্জনা করুন!—

মার্গারেট্‌ : (জনান্তিকে) ঈশ্বর তার প্রতিশোধ নিন।

গ্লস্টার্‌ : রাজমুকুটের জন্য এডোয়ার্ডের পক্ষে সংগ্রাম করার;—
আর তাঁর যোগ্যতার পুরস্কারে, হতভাগ্য অধিস্বামী,
তিনি আজ আবদ্ধ উপরে।

ঈশ্বর করতেন, আমার হৃদয় যদি এডোয়ার্ডের মত হত—আঘাতে
আগুন আনে এমনই শিলাস্ফটিক!
অথবা এডোয়ার্ডের হৃদয় যদি আমার মত কোমল করুণাময় হত!
এই পৃথিবীর পক্ষে আবাল-নির্বোধ আমি অতীব মাত্রায়।

মার্গারেট্ : (জনান্তিকে) লজ্জায় নরকেতে ত্বরান্বিত হ, দ্রুত এই পৃথিবী
পরিত্যাগ কর,
নরকাত্মা তুই ; ওখানেই তো তোর রাজত্ব।

রিভার্স্ : গ্লস্টারের অধিস্বামিন আমার, ঐ সব কর্মব্যস্ত দিনে
যেখানে আপনি আমাদের শত্রু প্রমাণ করার জন্য আকুল,
সেখানে কিন্তু আমরা আমাদের অধিস্বামীকেই অনুসরণ করেছিলাম,
আমাদের পরাক্রান্ত নৃপতিকে।
যেমন আপনাকেও করতাম, আপনি যদি আমাদের অধিস্বামী
হতেন।

গ্লস্টার্ : যদি আমি হতাম! তার চেয়ে আমি বরং ফেরিওয়ালাই
হতাম!
ঐ চিন্তাও যেন আমার অন্তর হতে অনেক অন্তরে থাকে!

এলিজাবেথ্ : যতটুকু সামান্য আনন্দ, অধিস্বামিন আমার,
আপনি এই দেশের রাজা হলে উপভোগ করতেন বলে মনে করেন,
ঠিক ততটুকুই আনন্দ তার রানী হয়ে আমি আমার মধ্যে উপভোগ
করি বলে আপনি মনে করতে পারেন।

মার্গারেট্ : (জনান্তিকে) এ বিষয়ে রানী অল্পই আনন্দ উপভোগ করে ;
ঠিক! কারণ আমি তো রানী আর সম্পূর্ণ আনন্দহীন,
কিন্তু নিজেকে ধৈর্যে রাখতে আমি আর সক্ষম নই। (অগ্রসর
হইয়া আসিয়া)
শোন, দস্যু তোরা বিবাদে মুখর,
আমার কাছ থেকে যা লুণ্ঠন করেছিস তারই অংশভাগে তোদের
কলহে পতন।
আমার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপে তোদের মধ্যে এমন কেউ,

যে কম্পিত নয় ?

যদি তা না হয়, আমি রানী, তোমরা প্রজাদের মত অবনত হও,

তোমাদের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত আমি, তবুও তোমরা ধৃত

রাজদ্রোহীদের মত ভয়েতে কম্পিত ?

আ, ফিরিস না, ফিরিস না ওরে অভিজাত দুর্জন !

গ্লস্টার্ : কুঞ্চিতা দূষিতা ডাকিনী, কী এমন ঘটনা যা তোকে আমার দৃষ্টিতে নিয়ে এল ?

মার্গারেট্ : কিন্তু তুই যা ধ্বংস করেছিস, তোকে যেতে দেবার পূর্বে তার পুনরাবৃত্তি আমি করবই।

গ্লস্টার্ : মৃত্যু-যন্ত্রণার বিকল্পে কি তুই নির্বাসিত হোস নি ?

মার্গারেট্ : হয়েছিলাম। কিন্তু এখানে, আমার বাসভূমিতে মৃত্যু আমাকে যে যন্ত্রণা দিতে পারে,

তার থেকে অনেক অধিক যন্ত্রণা নির্বাসনে আমি নিশ্চয় পাই।

এক—স্বামী আর এক—পুত্র—আমার কাছে এই ঋণে ঋণী তুই ;

ঋণী তুই রাজ্য-ঋণে ; রাজভক্তি-ঋণে তোমরাও ঋণী সব

এই যে আমার বেদনা, স্বত্বের যাথার্থ্যে এ বেদনায় তোর অধিকার ;

আর এই যে সমস্ত আনন্দ তুই হরণ করেছিস অধিকারস্বত্বে

এ সমস্তই আমার।

গ্লস্টার্ : আমার মহান পিতা যে অভিশাপ তোর উপর স্থাপন করেছিলেন,

তুই যখন তাঁর বীরোচিত ললাট পত্রকিরীটে অশোভিত করেছিলি

তুই যখন তোর ঘৃণার অস্ত্রে তাঁর দুই চক্ষু হতে অশ্রুপ্রবাহিনী নির্গত করেছিলি

আর তারপর সেই অশ্রু মোছার জন্য অধিস্বামীকে দিয়েছিলি

সুচারু রাট্‌ল্যাণ্ডের নির্দোশ-রক্তে-ভেজা এক বস্ত্রখণ্ড—

সেই তখনই, তোর বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়ে আত্মার শোকাবহ

তিক্ততা থেকে উৎসারিত তাঁর সমস্ত অভিশাপ

তোর উপর বর্ষিত হয়েছিল ;

আর আমরা নই, ঈশ্বরই তোর রক্তাক্ত কৃতকর্মকে কলুষে
কলঙ্কিত করেছেন।

এলিজাবেথ্: নিষ্পাপের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারে ঈশ্বর এমনই নির্ভুল।

হেস্টিংস্: ওহ! সেই শিশুকে হত্যা, সে এক ঘৃণ্যতম কাজ,
নির্মম যা কিছু শোনা, চরম নিশ্চয়!

রিভার্স্: অত্যাচারী-পীড়ক যারা, তারাও অশ্রুপাত করেছিল বৃত্তান্ত গোচর হলে।

ডর্সেট্: এর প্রতিশোধের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেনি এমন লোক
একজনও নয়!

বাকিংহাম: নর্দাম্‌বার্‌ল্যাণ্ড, উপস্থিত তখন,—দেখছিলেন আর
কাঁদছিলেন।

মার্গারেট্: কী, আমি আসার আগে তোরা কি তবে ক্রুদ্ধ কুক্কুরদের মত
কর্কশ চিৎকার করছিলি,
একে অপরের টুঁটি টিপে ধরতে উদ্যত ছিলি,
এখন, আমি আসাতে, তোরা কি তোদের যত কিছু বিদ্বেষ
আমার উপর নিক্ষেপ করলি?
ইয়র্কের ভয়াবহ অভিশাপের স্বর্গে কি এতই প্রভাব,
হে হেন্‌রির মৃত্যু, কমনীয় আমার এডোয়ার্ডের মৃত্যু,
তাদের রাজত্ব-পতন, বেদনার্ত আমার নির্বাসন,
এ সবই কি সেই কোপন-স্বভাব শিশুর উত্তরে?
অভিশাপেরা কি মেঘমণ্ডল বিদীর্ণ করতে পারে?
পারে কি স্বর্গে প্রবেশ করতে?
বেশ তো, তবে বিবর্ণ মেঘের দল, দ্রুতগামী আমার অভিশাপদের পথ করে দাও।
যদিও, যুদ্ধে নয়, অতিভোজনে তোমাদের রাজার মৃত্যু হোক,
তোমাদের ঐ ওকে রাজা করে দিতে আমাদের রাজার যেমন
মৃত্যু হয়েছিল হত্যায়।
ওয়েল্‌সের যুবাধিপাতি ছিলেন আমাদের পুত্র এডোয়ার্ড্,

তাঁর পরিবর্তে যুবরাজ এখন তোর পুত্র এডোয়ার্ড্,
একই অকাল-জিঘাংসায় যৌবনেই সে মরুক !
তুই রানী আমার পরিবর্তে, আমি রানী ছিলাম,
আমি নিজে যেমন হতভাগিনী-দীন সেইমত হীন হয়ে
তুই তোর গৌরব অতিক্রমে জীবিত থাক।
তোর সন্তানদের মৃত্যুতে বিলাপ করার জন্য তুই যেন
দীর্ঘজীবী হোস !
তুই যেমন আজ আমার অধিকারে প্রতিষ্ঠিতা,
ঠিক তেমনই, আমি যেমন তোকে আজ দেখছি,
তুই যেন তোর অধিকারে সজ্জিতা অন্য একজনকে সেইমত দেখিস !
তোর নন্দিত সব দিন, তোর মৃত্যুর বহু পূর্বেই যেন
তাদের মৃত্যু হয় ;
শোকভোগে বহু, বহু দীর্ঘায়ত কাল, তারপর মৃত্যু যেন হয়,
মাতা রূপে নয়, পত্নী রূপে নয়, ইংল্যাণ্ডের রানী রূপেও নয় !
রিভার্স্ আর ডর্‌সেট, তোমরা অলস-উপস্থিতিতে শুধুই
উপস্থিত ছিলে,
আপনিও তাই, অধিস্বামী হেস্টিংস্, যখন পুত্র আমার
ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছিল :
ঈশ্বর, আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করি,
আপনাদের মধ্যে কেউ যেন তাঁর স্বাভাবিক বয়ঃক্রম পর্যন্ত
না বাঁচে,
কোন না কোন এক অনপেক্ষিত দুর্ঘটনায় যেন জীবনসূত্র ছিন্ন হয়।
গ্লস্টার্ : শেষ তোর জাদুমন্ত্র, ওরে ঘৃণ্য বিশীর্ণা ডাকিনী !
মার্গারেট্ : শেষ ? তোকে রেখে ? দাঁড়া কুক্কুর, এখনও বাকী, কারণ তুই
আমাকে শ্রবণ করবি।
তোর উপর আক্রমণ করবে এমন কোন মারী যা আমার
অভিলাষ-সামর্থ্যে,
তার অতিক্রমে যদি কোন শোকাবহ মহামারী স্বর্গে সঞ্চিত থাকে,

তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোর সমূহ-পাপ পরিণত না হয়, ততক্ষণ
পর্যন্ত স্বর্গ যেন তা সঞ্চয় করে রাখেন,
আর তারপর, তুই, হতভাগ্য এই পৃথিবীর শান্তির বিঘ্নক,
তোর উপর তাঁরা যেন তাঁদের সেই মারীরূপ ক্রোধ সবলে
নিক্ষেপ করেন !
তোর বিবেকের কৃমিকীট তথাপি যেন তোর আত্মাকে ক্রমাগত
দংশনে ক্ষয় করে !
যতকাল তুই বাঁচিস ততকাল যেন তোর বান্ধবেরা বিশ্বাসঘাতকরূপে
সন্দেহভাজন থাকে,
আর ঘোর বিশ্বাসঘাতকদের তুই যেন তোর প্রিয়তম সুহৃদরূপে
গ্রহণ করিস !
যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন যন্ত্রণাদায়ক স্বপ্নে নরকের অন্ধকার
কুৎসিত কিম্পুরুষেরা তোকে ভীত করে তোলে
ততক্ষণ পর্যন্ত কোনরূপ নিদ্রা যেন মৃত্যুর মত সাংঘাতিক তোর
ঐ চোখকে বন্ধ না করে !
অপকারক-চিহ্নে চিহ্নিত অকালজাত শূকর তুই,
দূষিত-মৃত্তিকা খোঁচাস শূকর-নাসায় !
জন্মসূত্রে ছাপমারা প্রকৃতির ক্রীতদাস্, নরক-সন্তান !
তোর মাতার ভারস্ফীত গর্ভের তুই কলঙ্করটনা !
তোর পিতার কটিজাত যৌনশক্তির ঘৃণ্য এক উৎপাদন ফল !
সম্মানের জীর্ণ কন্থা ! ঘৃণায় ঘৃণিত তুই—

গ্লস্টার্ : মার্গারেট্।

মার্গারেট্ : রিচার্ড্ !

গ্লস্টার্ : হাঁ !

মার্গারেট্ : আমি কিন্তু তোকে আহ্বান করিনি।

গ্লস্টার্ : তবে আমি আপনাকে অনুকম্পা জানাই, কারণ
আমি সত্যই ভেবেছিলাম, ঐ সমস্ত
তিক্ত-কুৎসিত নামে আপনি আমাকেই বিশেষিত করছিলেন।

মার্গারেট্ : ঠিকই তো, তোকেই তো করছিলাম, কিন্তু তোর উত্তরের প্রতীক্ষা করিনি—

ও, আমার অভিশাপ সম্পূর্ণ করতে দে!

গ্লস্টার : সম্পূর্ণ তো আমি করলাম, আর শেষ হল মার্গারেট্-এ।

এলিজাবেথ্ : এইমত আপনার উচ্চারণে আপনার নিজের অভিশাপ নিজেরই বিরুদ্ধে আরোপ করলেন।

মার্গারেট্ : হতভাগিনী তুই রানী-রঙে রঙ-করা, আমার সৌভাগ্যের এক ব্যর্থ আড়ম্বর নিষ্ফল-কৃত্রিম!

বিষে-ফোলা, পিঠে-কুঁজ বোতলের মত ঐ মাকড়সাটা—

কেন তুই ওর উপর চিনি ছেটাচ্ছিস?

ওর সাংঘাতিক জাল না তোর চারপাশে তোকে পাশবদ্ধ করেছে?

মূঢ়, নির্বোধ, শান-পাথরে তুই ছুরি শানাচ্ছিস

নিজেকে হত্যা করতে।

দিন কিন্তু আসবেই যখন তুই আমাকে ইচ্ছা করবি

কুব্জ-পিঠ বিষাক্ত এই মণ্ডুকটাকে অভিশাপ দিতে আমি

যেন তোকে সাহায্য করতে পারি।

হেস্টিংস্ : তোর বলা ভবিষ্যতে মিথ্যায় মুখরা তুই নারী, শেষ কর তুই তোর ক্ষিপ্ত অভিশাপ,

নইলে আমাদের ধৈর্যের মত ধৈর্যকেও তুই তোর নিজের

ক্ষতিসাধনে গতিশীল করে তুলতে পারিস।

মার্গারেট্ : নামুক তোদের উপর লজ্জার কুৎসিত ধিক্কার। আমার ধীরতাকেও তোরা সকলে মিলে বিচলিত করে তুলেছিস।

রিভার্স্ : ভালই হত তোর মত প্রভুর সেবা, যদি তোকে কর্তব্য শেখান যেত।

মার্গারেট্ : আমাকে ভাল মতে সেবা করতে গেলে আমার প্রতি আনত-কর্তব্যে তোদের সকলের নত হওয়াই উচিত,

আমি তোদের রানী হব আর তোরা আমার প্রজা হবি,

আমাকে তোরা সেই শিক্ষাই দে:

ভালমতে আমার সেবা করা—নিজেকে তোরা ঐ কর্তব্যে শিক্ষিত কর।

ডর্‌সেট্‌: ওঁর সঙ্গে তর্ক করবেন না : উনি উন্মাদ।

মার্গারেট্‌: শান্তি, শ্রীমান অধিস্বামিন, ধৃষ্টতায় উদ্ধত তুমি ঃ
কদাচিৎ প্রচলিত তোমার আতপ্ত-নূতন সম্মানপত্র।
এখনও শৈশবকাল তোমার অভিজাত-মহিমার,
ঐ সম্মান হারিয়ে শোচনীয় হওয়া যে কি, তার কী-ই বা বিচারে তুমি সমর্থ!
যাদের আজ উচ্চে অধিষ্ঠান অবস্থানে অস্থির তারা অনেক ঝঞ্ঝায় ;
কিন্তু যদি তাদের পতন হয়, তবে তারা সবেগে সপাটে পড়ে চূর্ণ হয়ে যায়।

গ্লস্টার্‌: মেরীর দিব্য সৎ পরামর্শ অধিস্বামিন, নীতি-বাক্য শিখে নিন, অধিস্বামিন, শিখে নিন।

ডরসেট্‌: ওটা কিন্তু আমাকে যতটা আপনাকে ঠিক ততটাই স্পর্শ করে অধিস্বামিন আমার।

গ্লস্টার্‌: আর শুধু ততটা কেন, আরও অনেক বেশী ঃ
কিন্তু নাগালের অনেক উঁচুতে আমার জন্ম,
আমাদের ইয়র্কের বাচ্চা ঈগলরা দেবদারুর উচ্চ-চূড়ায় বাসা বাঁধে,
বাতাসের সঙ্গে খেলায় মাতে, সূর্যকে তাচ্ছিল্য করে।

মার্গারেট্‌: আর সূর্যকে তাই ছায়ায় ফেরায়, হায়! হায়!
আমার সূর্যস্বরূপ পুত্রকে সাক্ষী রাখ, সে এখন মৃত্যুর ছায়ায় ;
তোর মেঘবর্ণ ক্রোধ চারদিক আলো-করা উজ্জ্বল তার রশ্মিরেখাকে
অনন্ত অন্ধকারে আবৃত করে রেখেছে।
তোদের ঈগল-শাবকরা আমাদের ঈগল-বাচ্চাদের বাসায়
বাসা বেঁধেছে।
হে ঈশ্বর, তুমি তো দেখেছ, ক'রো না—এ সহ্য ক'রো না ঃ
এ যেমন রক্তক্ষয়ে জেতা, রক্তেই যেন বিজিত হয়!

বাকিংহাম্‌: শান্ত হোন, প্রসন্নচিত্তের উদারতায় না হন, অন্তত লজ্জায় শান্ত হোন।

মার্গারেট্ : না আমাকে উত্তেজিত করবেন না চিত্তের ঔদার্যে কিংবা
লজ্জা অনুভবে ঃ
অনুদারচিত্ত-ব্যবহারে আপনারা আমাকে ব্যবহার করেছেন,
আর নির্লজ্জ আপনাদের হত্যায় আমার আশা সব সমূলে নিহত
অপমানজাত ক্ষোভ সেই তো ঔদার্য আমার, লজ্জা,
সে তো সমগ্র জীবন ;
আর আমার দুঃখের প্রচণ্ড ক্রোধ এখনও তো বাস করে
সেই সে-লজ্জায় !

বাকিংহাম্ : সমাপ্ত হোক, এবার শেষ করুন !

মার্গারেট্ : হে রাজকীয় বাকিংহাম্, বাসনা আমার
আমি আপনার হস্ত চুম্বন করি
আপনার সঙ্গে মিলনের আর মিত্রতার নির্দেশস্বরূপ।
আপনার আর আপনার মহান গৃহ-পরিজনের বর্তমান যেন শুভ হয়।
আপনার পরিচ্ছদ তো আমাদের রক্তচিহ্নে কলঙ্কিত নয়,
আপনি তো আমার অভিশাপের পরিধির মধ্যে নেই।

বাকিংহাম্ : এখানে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও তো কেউ নেই,
কারণ, অভিশাপ, যারা প্রকাশ্যে ধ্বনিত করে সরব-নিঃশ্বাসে,
অভিশাপ, কখনও কোনদিন, তাদের ওষ্ঠাধর অতিক্রম করে না।

মার্গারেট্ : আমি তো অন্য চিন্তা করব না, এক চিন্তা,
তারা যেন আকাশে আরোহণ করে,
আর সেখানে শান্ত-নিদ্রার প্রশান্তি থেকে ঈশ্বরকে জাগরিত করে।
ও বাকিংহাম্, দূরবর্তী ঐ কুকুরটির প্রতি মনোযোগ দিন !
দেখবেন, যখন ও তোষামোদ করে তখনই কামড়ায়,
আর যখন কামড়ায়,
তখন ওর বিষদাঁত যতক্ষণ না মৃত্যু, ততক্ষণ যন্ত্রণা দেয়।
ওর সঙ্গে কোন ব্যবহার রাখবেন না, ওর সম্পর্কে সাবধান হন ঃ
পাপ বলুন, মৃত্যু বলুন, আর নরকই বলুন, তাদেরই মুদ্রায় তারা
ওর উপর চিহ্ন রেখে গেছে,

তাদের দূতেরা সব ওরই সেবায়, অপেক্ষা করে ওরই আদেশ।

গ্লস্টার্ : বাকিংহামের অধিস্বামিন আমার, ও কি বলছে ?

বাকিংহাম্ : আমি শ্রদ্ধা করি তেমন কিছু নয় মহিমান্বিত প্রভু আমার।

মার্গারেট : কী, আমার অনুদ্ধত সৎ-পরামর্শের প্রতিদানে তুই আমাকে
অবজ্ঞায় তুচ্ছ করিস ?
যে শয়তান থেকে আমি তোকে সতর্ক করি সেই শয়তানকে
তুই তোষণে স্নিগ্ধ করিস ?
ও, এ কিন্তু তুই স্মরণ করিস অন্য এক দিন,
যেদিন দুঃখ দিয়ে সে তোরই হৃদয় বিদীর্ণ করবে,
আর সেদিন যেন বলিস হৃতভাগিনী মার্গারেট্ ভবিষ্যদবাদিনী ছিলেন।
তোরা প্রত্যেকে জীবিত থাক ওর ঘৃণার প্রসঙ্গ-স্বরূপ
আর ও যেন থাকে তোদের ঘৃণার বিষয় হয়ে, আর তোরা সকলে যেন
থাকিস—ঈশ্বরের ! (প্রস্থান)।

হেস্টিংস্ : ওর অভিশাপ শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

রিভার্স্ : আমারও ঠিক তাই ঃ আমি তো ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না,
কেনই বা ওকে ছেড়ে রাখা হয়েছে।

গ্লস্টার : আমি ওঁকে দোষ দিতে পারি না ঃ
ভগবানের পবিত্র মায়ের দিব্যি,
উনি অনেক বেশী অন্যায়-ব্যবহার পেয়েছেন ;
ওঁর প্রতি আমার কৃতকর্মের যে ভূমিকা, তার জন্য আমি অনুতপ্ত।

এলিজাবেথ্ : আমার জ্ঞানে ওঁর প্রতি আমার কিন্তু কোন অন্যায় নেই—

গ্লস্টার্ : তথাপি, ওঁর প্রতি কৃত অন্যায়ের সমস্ত সুবিধাই আপনি
লাভ করেছেন।
আর আমি—যে কোনও—কারও ভাল করার পক্ষে তখন বড় বেশীই
উত্তপ্ত ছিলাম,
এখন কিন্তু ঐ চিন্তায় মাত্রাধিক নিরুত্তাপ শীত।
মাইরি, যেমন ধরুন ক্ল্যারেন্স্, সে তো তার প্রদত্ত ঋণের পরিশোধ
ভালমতেই পেয়েছে ;

তার শ্রমের বিনিময়ে সে তো বলিপ্রদত্ত-শূকরের চিহ্নে
চিহ্নিত হয়ে স্থূলাঙ্গ হবার জন্য খোঁয়াড়ে আবদ্ধ ঃ
যারা উক্ত সব অন্যায়ের কারণ স্বরূপ ঈশ্বর-তাদের মার্জনা করুন !

রিভার্স্ : যারা আমাদের ক্ষতিসাধন করেছে তাদের জন্য
প্রার্থনা করা,
এ এক ধর্মনিষ্ঠের উপযুক্ত, এক খ্রিশ্চিয়ানের উপযুক্ত উপসংহার !

গ্লস্টার্ : আমি তো বরাবরই তাই করি—(স্বগত) কারণ সম্পর্কিত
পরামর্শ তো ভালই পেয়েছি,
কারণ এখন যদি অভিশাপ দিতাম, সে অভিশাপ নিজেকেই দিতাম।

[প্রবেশ ঃ কেট্স্‌বি ।]

কেট্স্‌বি : মাননীয়া, রাজমহিমা আপনাকে আহ্বান জানিয়েছেন ঃ
আর আপনার মহিমাকেও, আর মহিমান্বিত প্রভুগণ, আপনাদেরও ।

এলিজাবেথ্ : আমি আসছি কেট্স্‌বি। অধিস্বামীগণ, আপনারা কি
আমার সঙ্গে আসবেন ?

রিভার্স্ : আমরা আপনার মহিমারই অপেক্ষায়। (প্রস্থান ঃ সকলের,
গ্লস্টার্ ব্যতীত)।

গ্লস্টার্ : অন্যায় আমিই করি, নালিশ-ঝগড়াও
প্রথম আমিই আরম্ভ করি ।
আমারই চালু-করা গোপন বজ্জাতি সব,
অপরের দুঃখবহ দায়িত্বের মধ্যে সেই সব বজ্জাতির ফাঁদ
আমিই পেতে রাখি ।
ক্ল্যারেন্স্, যাকে আমিই বাস্তবিক অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছি,
সেই ক্ল্যারেন্সের জন্যই আবার অনেক অনেক সব সরল-বিশ্বাসী
বোকচন্দের কাছে দুঃখের কান্নায় কেঁদেছি ;
নাম করে বলতে গেলে ধরুন, ডার্‌বির কাছে, হেস্টিংসের কাছে,
বাকিংহামের কাছে ;
আর কেমন তাদের বলি—রানী এবং তাঁর পরামর্শসূত্রে আবদ্ধ
বন্ধুরা

রাজাকে অধিস্বামী আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন।
এখন তারা এটা বিশ্বাস করে ; আর সমভাবে আমাকে
শাণিত করে
রিভার্সের উপর, ডর্‌সেটের উপর, গ্রের উপর প্রতিশোধিত হতে ঃ
কিন্তু আমি তখন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি, আর ছোট এক টুকরো
ধর্মীয় অনুশাসন যোগ করে তাদের বলি,
ঈশ্বর অহিতের প্রতিপক্ষে হিতসাধনের আদেশই আমাদের
করেছেন ঃ
আর এই মত, পবিত্র শাস্ত্র থেকে অসম-উদ্ধৃতি সব চুরি করে আমি
আমার অতি নীচ উলঙ্গ-পাপাচারকে পরিচ্ছদ পরিহিত করাই ;
আর তখন আমাকে সন্ন্যাসী বলেই মনে হয়, ঠিক তখন, যখন আমি
উচ্চতম গ্রামে শয়তানের ভুমিকায় অভিনয় করি।

[প্রবেশ ঃ দুই ঘাতক।]

কিন্তু ধীরস্বর ! নিযুক্ত ঘাতকেরা আমার ঐ আসে।
এই তো পরিশ্রমী সাহসী দুই সঙ্গী আমার সঙ্কল্পতে স্থির,
এখন কতদূর ?
কাজটিকে কি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে যাচ্ছ ?

প্রথম ঘাতক : তাই তো যাচ্ছি মহান প্রভু আমার,
আজ্ঞাপত্রটি চাইতে এসেছি, যাতে ও যেখানে আছে সেখানে ঢুকতে
পারি। এই ভেবেই এলাম।

গ্লস্টার্ : বেশ ভালই ভেবেছ, ওটা এখানে আমার কাছেই আছে।
(আজ্ঞাপত্রটি দেন)।
যখন দেখবে কাজটি করে ফেলেছ, ক্রস্‌বি-প্লেসে ফিরে যেও।
কিন্তু মহোদয়গণ, নির্বাহে আকস্মিক হ'য়ো,
সেই সঙ্গে কঠিন পাষাণ-হৃদয়, শুনো না তাকে অনুনয় করতে,
আত্মপক্ষ-সমর্থনের অনুনয় ;
কারণ বলতে ক্ল্যারেন্স্ ভালই পারেন, আর সম্ভবত ঃ
তোমাদের হৃদয় দুটিকে করুণায় বিচলিত করলেও করে ফেলতে

পারেন, যদি তোমরা তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগে নিবিষ্ট হও।

প্রথম ঘাতক : ছ্যাং ছ্যাং, কী যে বলেন প্রভু আমার, নিরর্থক কথায়
আমরা নিশ্চয়ই নিবিষ্ট হব না ;
বাক্যবাগীশরা তো কাজের কাজী হয় না ঃ আপনি নিশ্চিত হোন
আমরা আমাদের হাত লাগাতে যাচ্ছি, জিভ নয়।

গ্লস্টার্ : বাঃ! যেখানে বোকাদের চোখে জল পড়ে সেখানে তোমাদের
চোখে দেখি যাঁতাকলের পাথর পড়ে।
নাঃ ছোকররা! আমার তো তোমাদের বেশ পছন্দ হচ্ছে ঃ
একেবারে সোজা নিজের কাজে—
যাও যাও, ত্বরিত নির্বাহ কর।

প্রথম ঘাতক : নিশ্চয়—নিশ্চয় করব, মহান অধিস্বামী আমার—
(প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য । লণ্ডন । টাওয়ার

[প্রবেশ ঃ ক্ল্যারেন্স্ ও ব্র্যাকেন্‌বেরি।]

ব্র্যাকেন্‌বেরি : আজ আপনার মহিমাকে এত ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছে কেন ?

ক্ল্যারেন্স্ : ও, আমি এক দুঃসহ দুর্যোগের নিশি যাপন করেছি,
ভীষণ সব স্বপ্নের, কুৎসিত সব দৃশ্যের ভয়াল ভয়ংকর এক রাত্রি,
সে এমনই যে, ব্যক্তি-স্বরূপে একজন বিশ্বস্ত ক্রিশ্চিয়ান হওয়া সত্ত্বেও,
আমি ঐ-মত আর এক যামিনী যাপন করতে কোন মতেই
ইচ্ছুক নই,
যদিও ঐ নিশিযাপনের বিনিময়ে এমনই এক পৃথিবী ক্রীত হয়,
যে পৃথিবী শুধু সুখৈশ্বর্যের দিন, তবুও নয়,
এমন ভয়াল ভীষণ ঐ রাত্রির কাল।

ব্র্যাকেন্‌বেরি ঃ কী আপনার স্বপ্ন প্রভু ? প্রার্থনা আমার—
আপনি আমাকে বলুন।

ক্ল্যারেন্স্ : মনে হল আমি টাওয়ার থেকে গোপনে নির্গত হয়ে,
অর্ণবযানে সমুদ্র পার হয়ে বার্‌গ্যাণ্ডি যাচ্ছি,

সঙ্গে আমার ভাই গ্লস্টার্,
গ্লস্টার্ তার কক্ষ থেকে এসে,
সংলগ্ন-তলের তরঙ্গরোধক আবরণ যেখানে ইচ্ছামত সরান যায়,
সেখানে যেতে আমাকে প্রলুব্ধ করল।
সেখান থেকে আমরা ইংল্যাণ্ডের দিকে দেখলাম,
লক্ষ করলাম কালের কত সহস্র ভারাক্রান্ত মুহূর্ত,
ইয়র্ক্ আর ল্যাঙ্কাস্টারের যুদ্ধের সময়
যে সব মুহূর্ত আমাদের সম্মুখীন হয়েছিল।
শিথিল ঐ আবরণীর পাদাচ্ছাদনে আমরা যখন পাদচারণা করছিলাম
মনে হল গ্লস্টার্ যেন পতনোন্মুখ, আর সেই পতনোন্মুখ অবস্থায়
নিজেকে স্থির রাখার চিন্তায় আমাকে আঘাত করল
আর উৎক্ষিপ্ত আমি সেই মহাসমুদ্রের আবর্তিত তরঙ্গে
নিক্ষিপ্ত হলাম।
ও ঈশ্বর, মনে হল নিমজ্জিত হওয়ার সে কী যন্ত্রণা!
আমার শ্রুতিতে সে কী ভয়াবহ জলকল্লোল!
আমার চোখের মধ্যে সে কী দৃশ্য—সব কুৎসিত মৃত্যুর!
মনে হল, হাজারো ভয়াবহ ধ্বংস যেন দেখলাম;
হাঙরেরা দাঁত বসাতে এল হাজারো মানুষে;
পাথর সব মূল্যেতে নিরূপণের অতীত, অমূল্য সব রত্ন,
সমুদ্রের তলদেশে সব ছত্রাকার।
কিছু রইল মৃত মানুষদের মাথার খুলিতে;
কিছু বা উঁকি দিল আঁখির কোটরে, যেখানে একদিন
চোখের বসতি ছিল,
যেন ঘৃণায়, চোখের প্রতি ঘৃণায় ঐ সব মণির বিচ্ছুরিত ছটা
ঐ গভীরের ক্লেদাক্ত তলদেশের অনুরাগে অনুরক্ত হয়ে
চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো মৃত সব হাড়গুলোকে ব্যঙ্গ করছে।

ব্র্যাকেন্‌বেরি: মৃত্যুকালে আপনার কি এমনই অবসর ছিল
যে গভীরের ঐ সব গোপনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখবেন?

ক্ল্যারেন্স্ : আমার তো মনে হয়, ছিল ; আর আমি আমার প্রাণ-প্রেতকে
মৃত্যু-সমর্পিত করতে প্রায়শঃই সচেষ্ট ছিলাম :
কিন্তু সর্বক্ষণই সেই তরঙ্গপ্লাবিত বিদ্বেষ আমার অন্তরাত্মায়
প্রতিহত হচ্ছিল
সে যেন তাকে কোন মতেই প্রবাহিত অনিলের বিরাট শূন্যতায়
নির্গত হতে দেবে না ;
কিন্তু আমার এই ঘন ঘন-শ্বসিত দেহের মধ্যে সে তাকে
শ্বাসরোধ করে প্রতিহত করেছে তখনই,
যখনই, কষ্টশ্বাস আমার এই দেহ নিজেকে বিস্ফোরিত করেও
তাকে উদ্‌গিরণ করতে অস্থির।
ব্র্যাকেন্‌বেরি : দারুণ দুঃসহ এই যন্ত্রণাতেও আপনি জাগরিত হন নি ?
ক্ল্যারেন্স্ : না না, স্বপ্ন আমার দীর্ঘায়িত হয়েছিল, আমার জীবন-সীমাকে
অতিক্রম করেও।
ওহ ! তারপরই আমার অন্তরাত্মায় ঝড়ের সূত্রপাত।
মনে হল বিষাদে বিষণ্ণ বন্যা পার হয়ে এলাম,
ঐ যে কবিরা লিখেছেন—পারঘাটা তরণীর সেই রুক্ষ কর্ণধার,
তারই সঙ্গে পার হয়ে এলাম—
সেই-সে রাজত্বে যেথা সুচির শর্বরী।
সেখানে প্রথম যিনি আমার আগন্তুক অপরিচিত আত্মাকে
সম্ভাষণ করলেন তিনি আমার মহান শ্বশ্রূপতি
প্রখ্যাত ওয়ার্‌উইক্ :
তিনি উচ্চরবে বললেন, 'অন্ধকার এই রাজত্বের তিমির-শাসন
মিথ্যাচারী ক্ল্যারেন্স্‌কে মিথ্যা-শপথের জন্য কোন্ শাস্তিই বা
দিতে পারে।
আর বলেই অদৃশ্য হলেন। তারপর এল ভ্রাম্যমান এক প্রেত
দেবদূত সদৃশ, রক্তে-ভেজা উজ্জ্বল তার কেশদাম,
আর এসেই তীক্ষ্ণ চিৎকারে উচ্চৈস্বরে ধ্বনিত করল,
'এসেছে ক্ল্যারেন্স্, মিথ্যাচারী অমৃত-শপথে কলুষিত চপল ক্ল্যারেন্স্

সেই ক্ল্যারেন্স্, যে আমাকে ট্যুইক্স্‌বেরির যুদ্ধক্ষেত্রে ছুরিকাঘাতে নিহত করেছিল ঃ

হে প্রতিহিংসার ভৈরবীগণ, তোমরা ওকে অধিকার করে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় নিক্ষেপ কর !'

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল অসংখ্য কুৎসিত সব পিশাচের দল
আমাকে বেষ্টন করে আমার শ্রুতিতে গর্জন করে উঠল
এমনই ভয়াবহ সেই গর্জিত চিৎকার যে সেই কুৎসিত উচ্চরবে
কম্পিত আমি জাগরিত হলাম, আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত—
আমি যে নরকে ছিলাম—এ ছাড়া অন্য কিছু বিশ্বাস করতে সমর্থ হই নি—
আমার স্বপ্নের এমনই ভয়াবহ মুদ্রণ হৃদয়ে মুদ্রিত ছিল।

ব্র্যাকেনবেরি : না, বিস্ময়ের কিছু নেই প্রভু, যদিও এই স্বপ্ন আপনাকে ভীত করেছে ;
আমার তো মনে হয়, আপনাকে এর কাহিনী বলতে শুনে আমিও ভীত।

ক্ল্যারেন্স্ : ও ব্র্যাকেন্‌বেরি, এডোয়ার্ডের স্বপক্ষে এইসব কৃতকর্ম আমিই করেছি
আর এখন তারা আমারই আত্মার প্রতিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে
আর দেখ—সেই এডোয়ার্ড্—আমাকে তার কেমনই ঋণ-পরিশোধ !
হে ঈশ্বর। যদি আমার মর্মের গভীর প্রার্থনা তোমাকে প্রশমিত করতে না পারে,
যদি আমার দুষ্কার্যের প্রতিফলে তোমাকে তৃপ্ত হতেই হয়,
তবে যেন তোমার প্রচণ্ড ক্রোধ—আমাতে—একমাত্র আমাতেই নির্বাহ হয় ;
হে ঈশ্বর, আমার নিষ্পাপ স্ত্রীকে, আমার অসহায় সন্তানদের ঐ আয়ত্ত থেকে মুক্ত রেখ !
প্রতিহার-প্রধান, আমার অনুনয়, ক্ষণকাল আমার পাশে উপবেশন কর ;

ভারাক্রান্ত হৃদয় আমার, আমি নিদ্রা যেতে ইচ্ছুক।

ব্র্যাকেন্‌বেরি : নিশ্চয় করব স্বামিন। ঈশ্বর আপনার মহিমাকে
সুষম-বিশ্রাম প্রদান করুন। (ক্ল্যারেন্স্‌ নিদ্রা যান)।
বিষাদেতে অবিশেষ বিশেয়-সময় আর বিশ্রামের কাল,
নিশিকে প্রভাত করে আর মধ্যাহ্নেতে রাত্রির প্রকাশ।
অভিজাত রাজন্য সব, গৌরবে উপাধিসার, আর কিছু নয়
বাহিরের প্রদত্ত সম্মান, ভিতরের ক্লিন্ন পরিশ্রম ;
অনায়ত্ত অনুভবে নেই কোন কল্পনার লেশ
উপলব্ধিতে প্রায়-নিরন্তর—অন্য এক ভূমণ্ডল—নাম যার
অস্থির উদ্বেগ,
তাই তো তাদের ঐ উপাধি আর স্বভাবের নীচ-নামে
পার্থক্য কিছুই নেই, শুধু মাত্র বাহিরের খ্যাতির প্রভেদ।

[প্রবেশ ঃ সেই দুই ঘাতক।]

প্রথম ঘাতক : হো! কে আছ হেথায়?

ব্র্যাকেন্‌বেরি : কি চাওটা কি? আর এখানে এলেই বা কি করে?

প্রথম ঘাতক : চাই ক্ল্যারেন্সের সঙ্গে কথা বলতে, আর এখানে এলাম পায়ের উপর চড়ে।

ব্র্যাকেন্‌বেরি : কী, এতই সংক্ষেপে?

দ্বিতীয় ঘাতক : সেটাই তো ভাল মশাই, বেশী বলে বিরক্ত করার চেয়ে সেটাই তো ভাল। উনি আমাদের পরোয়ানাটা দেখুন, আর ঐ দেখা, তার বেশী কোন কথা যেন না বলেন। (ব্র্যাকেন্‌বেরি নির্দেশনামাটি পড়েন)।

ব্র্যাকেন্‌বেরি : এই নির্দেশপত্র—ক্ল্যারেন্সের মহান অধিস্বামীকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি।
কী এর তাৎপর্য—তা নিয়ে যুক্তিবিচার আমি করব না নিশ্চয়,
কারণ এর অর্থবোধের পাপ থেকে মুক্ত আমাকে থাকতেই হবে।
ওই ওখানে নিদ্রিত রয়েছেন অধিস্বামী, আর এই এখানে রইল
এই চাবির গোছা।

আমি রাজসকাশে যাব, তাঁর নিকট ব্যক্ত করব

আমি এইভাবে আমাতে অর্পিত দায় তোমাদের দায়িত্বে দিলাম।

(প্রস্থান : ব্র্যাকেন্‌বেরি)।

দ্বিতীয় ঘাতক : তাহলে? আমরা কি ঘুমন্ত অবস্থাতেই ওকে ছোরা মারব ?

প্রথম ঘাতক : না, কক্ষনো না ; তাহলে ঘুম থেকে উঠেই বলবে কাজটা কাপুরুষের মত হয়েছে ।

দ্বিতীয় ঘাতক : কেন ? ও তো আর কোনদিন উঠছেই না,

অন্তত শেষ বিচারের আগের দিন পর্যন্ত তো নয়ই।

প্রথম ঘাতক : কেন ? তখন তো উঠবে—তখন উঠেই বলবে আমরা ঘুমন্ত ওকে ছোরা মেরেছিলাম।

দ্বিতীয় ঘাতক : দেখ—এই বিচার কথাটার খোঁচায় আমার মনে কেমন যেন একটা অনুতাপ জাগছে।

প্রথম ঘাতক : কি, ভয় পাচ্ছ নাকি ?

দ্বিতীয় ঘাতক : না না, ওকে মারতে নয়, সে তো পরোয়ানাই রয়েছে ;

কিন্তু ওকে মেরে যদি নরকে অভিশপ্ত হতে হয়,

সেই নরক থেকে তো কোন পরোয়ানাই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রথম ঘাতক : ভেবেছিলাম তুমি সংকল্পে দৃঢ়।

দ্বিতীয় ঘাতক : দৃঢ় তো বটেই, তবে ওকে মারতে নয়, বাঁচতে দিতে।

প্রথম ঘাতক : বেশ, আমি গ্লস্টারের অধিস্বামীর কাছে ফিরে যাব,

আর তাঁকে এই কথাই বলব।

দ্বিতীয় ঘাতক : না না, আমার অনুরোধ. আর একটু থাক। আশা করছি আমার এই প্রগাঢ় বয়স্থ অবস্থাটি বদলে যাবেই : ঐ কুড়ি পর্যন্ত গোণার অপেক্ষা—কেউ কুড়ি পর্যন্ত গুণে যাক, তারপর আর থাকছে না।

প্রথম ঘাতাক : তা এখন নিজেকে কেমন বোধ করছ ?

দ্বিতীয় ঘাতক : বিশ্বাস কর, দু-এক চিলতে বিবেক এখনও আমায় মধ্যে

রয়েছে।

প্রথম ঘাতক : ইনামের কথাটা মনে কর, কাজ কিন্তু সারা হলে।

দ্বিতীয় ঘাতক : কই এস এস, ও মৃত, মরে গেছে : ইনামের কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

প্রথম ঘাতক : কোথায় গেল এখন ? তোমার বিবেক ?

দ্বিতীয় ঘাতক : ও, বিবেক ? কেন ? গ্লস্টারের অধিস্বামীর টাকার থলির মধ্যে।

প্রথম ঘাতক : তারপর যখন তিনি তাঁর থলি খুলে আমাদের ইনাম দেবেন তখন তো তোমার বিবেকটি ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে।

দ্বিতীয় ঘাতক : তাতে কিবা আসে যায়, যেদ্দাও ওটাকে। ক'টা লোকই বা, নেই বললেই হয়—যে ওটাকে এস-জন-বস-জন বলে সৎকার করবে।

প্রথম ঘাতক : কিন্তু ওটি যদি তোমার কাছে আবার ফিরে আসে—তাহলে ?

দ্বিতীয় ঘাতক : আসে আসুক—আমি আর ওটিকে ঘাঁটাচ্ছি না ঃ ওটি মানুষকে কাপুরুষ করতে একটি ! কেউ চুরি করতে পারবে না—কেন ?—না, ও তাকে দোষারোপ করবে। কেউ দিব্যি গালতে পারবে না—ও তাকে ঠেকিয়ে দেবে। কেউ তার প্রতিবেশীর বউএর পাশে শুতে পারবে না, ও তাকে ধরে ফেলবে।

ওটা একটা ক্ষণে ক্ষণে লজ্জা পেয়ে লাল-হয়ে-ওঠা ভাব যেটা কেবল মানুষের বুকের মধ্যে বিদ্রোহ করে ওঠে। কেবল বাধা, কেবলই বেড়া, ওটা বেড়ায় বেড়ায় মানুষকে ভর্তি করে দেয়। আরে আমি যে আমি, ওটা আমাকেই একবার পড়ে-পাওয়া এক থলি সোনার টাকা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। ওটাকে যে রাখে তাকেই ও ভিখিরী করে দেয়। বিপজ্জনক বস্তু বলে ওটিকে নগর থেকে বার দেওয়া হয়েছে, আর যে লোকই হোক না, যে ভালভাবে বেঁচে-বর্তে থাকতে চায়, সে নিজেকে বিশ্বাস করেই বাঁচে আর ওটিকে ছাড়াই বাঁচে।

প্রথম ঘাতক : ওটা কিন্তু এখন আমারই পাশে, খুব কাছাকাছি,

একেবারে কনুইয়ের পাশে, আমাকে প্ররোচিত করেছে,

অধিস্বামীকে যেন হত্যা না করি।

দ্বিতীয় ঘাতক : শয়তানকে তোমার মনের জেলখানায় পুরে আটকে রেখে দাও, আর ওটাকে বিশ্বাস করো না। ও কিন্তু ধীরে ধীরে তোমার বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠবে, তখন আর কিছু নয়, দেখবে, হুতোশের লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ছ তুমি।

প্রথম ঘাতক : আমি শক্ত ধাতুতে গড়া, আমার সঙ্গে পারবে কেন!

দ্বিতীয় ঘাতক ঃ এই তো লম্বা লোকের মত কথা, নিজের সুনামকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এমন একটা লম্বা লোক। তাহলে? আমরা কি কাজে নামব?

প্রথম ঘাতক ঃ তোমার তলোয়ারের হাত-মুঠোটা দিয়ে ওর ঐ বড় আতার মত মাথাটাকে ঠুকে নাও, তারপর পাশের ঘরে

ম্যাল্ম্‌সে মদের পিপেটার মধ্যে ওকে ফেলে দাও।

দ্বিতীয় ঘাতক ঃ ওঃ বাতলেছ চমৎকার! ফেলে দিই, আর একেবারে মদে ভেজা সপসপে রুটি।

প্রথম ঘাতক : আস্তে, জাগছে।

দ্বিতীয় ঘাতক ঃ মারো ঘা!

প্রথম ঘাতক : না, আগে ওর সঙ্গে যুক্তিতে আসব।

ক্ল্যারেন্স্‌ ঃ কোথায় তুমি প্রতিহার? আমাকে এক পাত্র সুরা দাও।

দ্বিতীয় ঘাতক : সুরা যথেষ্টই পাবেন, অধিস্বামিন, অবিলম্বেই পাবেন।

ক্ল্যারেন্স্‌ : ঈশ্বরের দোহাই, তুমি কে?

প্রথম ঘাতক : একজন ব্যক্তি মাত্র, যেমন আপনি।

ক্ল্যারেন্স্‌ : কিন্তু না, আমার মত রাজোচিত নও।

প্রথম ঘাতক : আপনিও তো আমাদের মত রাজানুগত নন।

ক্ল্যারেন্স্‌ : তোমার কণ্ঠস্বর বজ্রের মত, কিন্তু তোমার দৃষ্টি দীন।

প্রথম ঘাতক : আমার কণ্ঠস্বর এখন রাজকণ্ঠস্বর, আমার নিজস্ব মাত্র।

ক্ল্যারেন্স্‌ : তুমি যে এই কথা বলছ, কী নিরানন্দ, কী মৃত্যুর মত ভয়ানক!

তোমাদের চোখ আমাকে ভীত করছে, তোমাদের দৃষ্টি বিবর্ণ কেন?

কে তোমাদের এখানে পাঠাল ? কোথা থেকেই বা তোমরা আসছ ?

দ্বিতীয় ঘাতক : আমরা আসছি, আপনাকে—মানে—করতে—মানে—
ইয়ে করতে—মানে—করতে—

ক্ল্যারেন্স্ : কি করতে ? আমাকে হত্যা করতে ?

উভয়ে : হ্যাঁ—হ্যাঁ—

ক্ল্যারেন্স্ : আমাকে ঐ কথা বলার মত কঠোর হৃদয় তোমাদের নেই
বললেই হয়,
কাজেই ঐ কাজ করার মত নিষ্ঠুর মন তোমাদের থাকতেই পারে না।
বন্ধুরা আমার, কোথায়, কোন্ জায়গায় আমি তোমাদের প্রতি দোষ
করেছি ?

প্রথম ঘাতক ঃ আমাদের প্রতি তো দোষ করেন নি, করেছেন রাজার প্রতি।

ক্ল্যারেন্স্ : তাঁর সঙ্গে আবারও আমি পুনর্মিলিত হব।

দ্বিতীয় ঘাতক : কখনও না, কোনদিনও হবে না প্রভু আমার,
'কাজেই মরতে প্রস্তুত হোন।

ক্ল্যারেন্স্ : এই সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে তোমাদেরই কি নির্বাচিত করা
হয়েছে একজন নিরাপরাধকে হত্যা করার জন্য ? কী অপরাধে ?
কোথায় সেই সাক্ষ্য যা আমাকে অভিযুক্ত করে ?
বিধসঙ্গত কোন্ সব অনুসন্ধান তাদের ন্যায়নিষ্ঠ-নিষ্পত্তি কোন্ বিচা-
রকের চিন্তান্বিত ভ্রূকুটিকে প্রদান করেছে ?
অথবা, কেই বা উচ্চারণ করল হতভাগ্য ক্ল্যারেন্সের মৃত্যুর
এই তিক্ত আদেশ ?
বিধি-ব্যবহারের স্বাভাবিক গতিতে আমি অপরাধী প্রমাণিত
হবার পূর্বেই
মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞায় আমাকে ভীত করা—সে তো
নীতিবিরুদ্ধ-অবৈধের চরম।
যেহেতু শোচনীয় আমাদের সমস্ত পাপের জন্য খ্রীষ্টের
প্রিয়-শোণিতপাতে তোমরা তোমাদের পাপমুক্তির আশা রাখ
সেহেতু আমি তোমাদের আদেশ করি, মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞায় আমাকে

ধ্বত না করে তোমরা প্রস্থান কর।

যে কাজে তোমরা প্রবৃত্ত হয়েছ, নারকীয় অভিশাপে অভিশপ্ত

সেই কাজ—সেই কাজ ঘৃণিত নরক।

প্রথম ঘাতক : আমরা যা করব, তা আমরা আদিষ্ট বলেই করব।

দ্বিতীয় ঘাতক : আর আদেশ যিনি দিয়েছেন তিনিই আমাদের অধিপতি।

ক্ল্যারেন্স্ : নীচ মিথ্যাচারী হীন যত দাস! সমস্ত অধীশ্বরেরই

যিনি পরম ঈশ্বর

তিনি তাঁর নির্দেশ-তালিকায় আদেশ করেছেন

'কোনরূপ হত্যা ক'রো না, কখনও না'। তবে?

তোমরা কি তাঁর নির্দেশে পদাঘাত করে পালন করবে সামান্য

এক মানুষের আদেশ?

সাবধান! প্রতিশোধের ভীষণ-শাস্তি তিনি তাঁর বজ্রহস্তে

ধারণ করে আছেন

তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘিত হলেই অমান্যকারীদের শিরে সবেগে

নিক্ষিপ্ত হবে সেই বজ্র।

দ্বিতীয় ঘাতক : ঐ একই প্রতিশোধ তিনি তোমার উপরও নিক্ষেপ করবেন মিথ্যা-শপথে অস্বীকার করার জন্য, আর হত্যার জন্য তো বটেই :

তুমিও তো নিয়েছিলে পবিত্র শপথ

বিরোধেতে অংশ নেবে ল্যাঙ্কাস্টার্‌দের সপক্ষ-সংগ্রামে।

প্রথম ঘাতক : আর ঈশ্বরের নামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের মত

সে শপথ তুমিও তো করেছ লঙ্ঘন; আর তোমার যিনি রাজাধিরাজ

তাঁর পুত্রের অন্ত্রদেশ বিদীর্ণ করেছ তুমি অস্ত্রের কৃতঘ্ন ফলকে।

দ্বিতীয় ঘাতক : যাকে তুমি সস্নেহে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত ছিলে।

প্রথম ঘাতক : আর ঈশ্বরের সেই ভীষণ বিধান সবেগে আমাদের প্রতি

প্রযুক্ত হোক—এ প্রার্থনা তুমি কি করে জানাও,

যখন তুমি নিজে তা লঙ্ঘন করেছ অমনই মহার্ঘ মাত্রায়?

ক্ল্যারেন্স : হায়! কার জন্য সেই কুকর্ম আমি করেছিলাম?

এডোয়ার্ডের জন্য, আমার ভাইয়ের জন্য, আমার ভাই যে
এডোয়ার্ড্—তার জন্য।
এর জন্য আমাকে হত্যা করতে সে নিশ্চয় তোমাদের পাঠায়নি,
কারণ ঐ পাপে তার নিমজ্জন আমার নিমজ্জনের মতই গভীর।
ঐ কাজের প্রতিকূলে ঈশ্বর যদি তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহা তৃপ্ত
করতেই চান,
ও, তবে অন্ততঃ এখনও তোমাদের জানা উচিত, তা তিনি সর্বসমক্ষেই
করবেন।
শক্তিধর তাঁর বাহু থেকে ঐ কলহকে তোমরা নিজেরা
গ্রহণ ক'রো না
যারা তাঁকে কুপিত করেছে তাদের নির্মূল-নিষ্পত্তির জন্য
পরোক্ষ কিংবা অনবিধান কোন কার্যক্রমের তাঁর প্রয়োজন নেই।

প্রথম ঘাতক : যখন সাহসী, নির্ভীক, সম্মানরক্ষায় সদাই তৎপর
সেই প্ল্যান্টাজেনেট্, রাজোচিত সেই স্বধর্ম-শিক্ষার্থী
আপনারই আঘাতে নিহত হল,
কে তখন আপনাকে তার রক্তাক্ত-যাজকে পরিণত করেছিল?

ক্ল্যারেন্স্ : আমার ভ্রাতার প্রতি আমার প্রেম, শয়তান আর আমার
উদ্দীপিত ক্রোধ।

প্রথম ঘাতক : আপনার ভ্রাতার প্রতি আমাদের প্রেম, আমাদের কর্তব্য-
বোধ, আর আপনার যত কিছু দোষ-অপরাধ,
আমাদেরও এখানে উদ্দীপিত করেছে আপনাকে হত্যা করতে।

ক্ল্যারেন্স্ : যদি তোমরা আমার ভাইকে ভালবেসে থাক, তবে আমাকে
ঘৃণা ক'রো না;
জেন, আমি তাঁরই ভাই, আর আমি তাঁকে খুবই ভালবাসি।
যদি তোমরা পারিতোষিকের বিনিময়ে নিযুক্ত হয়ে থাক, আবারও
ফিরে যাও,
আর আমি তোমাদের আমার ভাই গ্লস্টারের কাছেই ফিরে পাঠাব,
আমার জীবন-রক্ষার জন্য তিনি তোমাদের যে পুরস্কার দেবেন

তা উত্তমতর নিশ্চয়,

আমার জীবনহানির সংবাদে এডোয়ার্ড্ যা দেবেন তার অপেক্ষায়।

দ্বিতীয় ঘাতক : তুমি প্রতারিত : তোমার ভাই গ্লস্টার্ তোমাকে ঘৃণা করেন।

ক্ল্যারেন্স্ : ও, না, তিনি আমাকে ভালবাসেন, প্রিয়জনের মতই মহার্ঘ মনে করেন।

আমার নিকট হতে তাঁর কাছে যাও।

প্রথম ঘাতক : নিশ্চয় তাই তো আমরা যাব।

ক্ল্যারেন্স্ : ব'লো তাঁকে, ইয়র্ক্, আমাদের সেই রাজোচিত জনক,

যখন তিনি তাঁর বিজয় বাহু উত্তোলিত করে তাঁর তিন পুত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন,

আর যখন তিনি তাঁর আত্মিক প্রেরণায় আমাদের প্রত্যেককে প্রাণিত করেছিলেন, অপরকে ভালবাসতে,

তখন তাঁর চিন্তায় এই বিভক্ত-বন্ধুত্বের আভাসমাত্রও ছিল না।

গ্লস্টার্কে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিও, দেখো, সে অশ্রুপাত করবে নিশ্চয়।

প্রথম ঘাতক : হ্যাঁ নিশ্চয় ; পেষাইয়ের পাথরের মত ; ঠিক আমাদের যেমন অশ্রুপাতের পাঠ শিখিয়েছিল—তেমনই।

ক্ল্যারেন্স্ : ও, না, তাঁর কুৎসা ক'রো না, দয়াবান তিনি।

প্রথম ঘাতক : বটেই তো, ঠিক ফসলের সময় নেমে-আসা তুসারের মত।

শোন, তুমি নিজেকে প্রতারিত করছ ;

এখানে তোমাকে হত্যা করতে সে-ই তো আমাদের পাঠিয়েছে।

ক্ল্যারেন্স্ : এ হতেই পারে না, কারণ আমার দুর্ভাগ্যে সে অশ্রুপাত করেছিল, নিবিড় আলিঙ্গনে তার বাহুতে আমাকে আবদ্ধ করেছিল,

অস্ফুট ক্রন্দনে শপথ নিয়েছিল

যে সে সমস্ত যন্ত্রণা নিয়ে আমার মুক্তির নবজন্মে যত্নবান হবে।

প্রথম ঘাতক : মুক্তির নবজন্ম ? কেন ? তাই তো সে দেবে—যখন সে তোমাকে এই পৃথিবীর ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করে

স্বর্গীয় আনন্দে সমর্পণ করবে, তখন।

দ্বিতীয় ঘাতক : ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি-স্থাপন করুন অধিস্বামিন আমার, কারণ নিহত আপনাকে হতেই হবে।

ক্ল্যারেন্স্ : সেই পবিত্র অনুভূতি, তা কি তোমাদের জীবাধারে আছে, যে তোমরা আমাকে ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিস্থাপনে পরামর্শ দিতে পার? আর তোমরা কি তোমাদের জীবাত্মার শুভাশুভের প্রতি এতই অন্ধ, যে আমাকে হত্যা করেও ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পার? মহাশয়গণ, বিবেচনা করুন, যারা আপনাদের এই কাজে নিযুক্ত করেছে, তারা আপনাদের এই কাজের জন্যই ঘৃণা করবে।

দ্বিতীয় ঘাতক : কিন্তু আমরা কি করব?

ক্ল্যারেন্স্ : কেন? কোমল দয়ার্দ্র হয়ে নিজ নিজ আত্মাকে রক্ষা করুন। আপনাদের মধ্যে কোন জন, যদি তিনি রাজবংশের সন্তান হতেন, ঠিক আমি এখন যেমন তেমনই যদি তিনি স্বাধীনতা-হীনতায় আবদ্ধ থাকতেন, যদি আপনাদের মতই দুজন হত্যাকারী আপনাকে হত্যা করতে আসত, তবে বলুন—আপনাদের মধ্যে কোন জন?—তাঁর নিজের জীবনের জন্য প্রার্থনা করতেন না? ঠিক তেমনই তো আমি প্রার্থনা করি আমারই মত দুর্দৈবে অবস্থান করলে যেমনটি আপনারা করতেন।

প্রথম ঘাতক : কোমল দয়ার্দ্র সে তো কাপুরুষেরা হয়, মেয়েরা হয়।

ক্ল্যারেন্স্ : কিন্তু কোমলতা যদি না থাকে, দয়ার্দ্র যদি না হয়! —সে তো জন্তুর মত, অসভ্যের মত, শয়তানের মত। বন্ধু আমার, (দ্বিতীয় হত্যাকারীকে) আপনার দৃষ্টি-গোপনে আমি কিছু করুণার সন্ধান পেয়েছি; ও, যদি আপনার দৃষ্টি স্তাবকতার ভান না হয়, তবে আমার পক্ষে আসুন, আমার স্বপক্ষে প্রাণভিক্ষা করুন। ভিক্ষায় রত আমি রাজোচিত ভিখারী এক, কোন্ ভিক্ষুক না আমাকে করুণা করবে?

দ্বিতীয় ঘাতক : পিছনে দেখুন অধিস্বামিন আমার।

প্রথম ঘাতক : (ছুরিকাঘাত করে) এই নিন, এই আরও নিন ঃ
এতেও যদি না হয়, তবে
আমি আপনাকে ম্যাল্‌ম্‌সে-পূর্ণ মদ্যাধারে নিমজ্জিত করব।
(দেহটি টানিয়া বাহিরে লইয়া যায়)।

দ্বিতীয় ঘাতক : পরিণামের সামান্যতম চিন্তা না করেই রক্তাক্ত
এক কুকর্মের ত্বরায় নিষ্পত্তি হল !
কত না উৎসুক আমি পিলাতের মত, আমার হাত ধুয়ে ফেলতে,
এই শোচনীয় হত্যা হতে দূরে সরে থাকতে !
(প্রথম ঘাতক ফিরে আসে)।

প্রথম ঘাতক : এ কেমন ? তোমার মতলবটা কি ? তুমি যে আমাকে
সাহায্য করছ না বড় ?
স্বর্গের দিব্য, অধিস্বামী কিন্তু জানবেন তোমার কাজে তুমি কত
শিথিল ছিলে !

দ্বিতীয় ঘাতক : আহা—সত্যই যদি তাঁকে জানান যেত—
আমি তাঁর ভাইকে রক্ষা করেছি !
ও পারিশ্রমিক তুমি নাও, আর আমি যা বললাম গিয়ে তাঁকে বল,
কারণ আমি আমাতে অনুতাপ করি—এই যে অধিস্বামী
এখানে নিহত—অনুতপ্ত আমি তাঁরই কারণে। (প্রস্থান)।

প্রথম ঘাতক : আমি কিন্তু ঐ মত নই—অনুতাপ আমি করি না। তুই
যেমন কাপুরুষ, দূর হয়ে যা।
যাক হল এক রকম ! এখন আমি গিয়ে
ওই দেহটাকে কোন এক গর্তে গোপন করব,
যতদিন না পর্যন্ত অধিস্বামী ওকে সমাধিস্থ করার আদেশ দেন ঃ
আর তারপর পুরস্কারটি পেলেই দূরে চলে যাব,
কারণ প্রকাশ এর হবেই, আর তখন কিন্তু কাছাকাছি থাকা আমার
চলতেই পারে না। (প্রস্থান)।

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। প্রাসাদ

[তূর্যধ্বনি। অশক্তের উপযুক্ত আরাম কেদারায় বাহিত হয়ে পীড়িত রাজা এডোয়ার্ডের প্রবেশ। সঙ্গে রানী এলিজাবেথ্, ডর্সেট্, রিভার্স্, হেস্টিংস্, বাকিংহাম্, গ্রে এবং অন্যান্যরা।]

রাজা এডোয়ার্ড্ : কেন, ভালই তো ঃ একদিনে যা করা যায়,
বেশ ভালই করেছি।
এখন তোমরা, সমকক্ষ আমার পারিষদবর্গ, এই ঐক্যবদ্ধ
সম্মিলনকে অবিশ্রান্ত রাখ ঃ
প্রতিদিন আমি আমাকে এখান থেকে উদ্ধারের জন্য
আমার পরম পরিত্রাতা প্রেরিত দূতের অপেক্ষায় আছি,
আমার আত্মা এখন অনেক বেশী শান্তিতে পরলোক গমন করবে,
কারণ ইহলোকে আমি আমার সুহৃদদের
শান্তির সন্ধিতে আবদ্ধ করেছি।
হেস্টিংস্ আর রিভার্স্, তোমরা পরস্পরের কর গ্রহণ কর ;
মিথ্যা-সৌজন্যে ঘৃণাকে গোপন ক'রো না, প্রেমেতে শপথ নাও।

রিভার্স্ : স্বর্গের দিব্য, ঈর্ষান্বিত-ঘৃণা হতে বিরোচিত আত্মা মোর ;
আমার এই প্রসারিত করের সাহায্যে আমার অন্তরের আন্তরিক-প্রেম
মুদ্রিত হল আজ প্রমাণ-মুদ্রায়।
ঐ-মতই উন্নতি আমার—কারণ একই শপথে আমারও শপথ !

রাজা এডোয়ার্ড্ : সতর্ক হও—উদাসীন তোমাদের অলস-কাপট্য
তোমাদের রাজসমক্ষকে যেন তুচ্ছ না করে ;
সাবধান—সকল রাজার যিনি রাজা, রাজ-অধিরাজ সেই নৃপতি-পরম
তিনি যেন তোমাদের গোপন-মিথ্যাকে বিমূঢ় প্রকাশে
প্রকাশিত করে তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের
শেষ-নিষ্পত্তির নির্বন্ধ না করেন।

হেস্টিংস্ : ঐ মত সমৃদ্ধিতে সফল আমি, পূর্ণ-প্রেমের শপথ আমার !

রিভার্স্ : আর আমিও, যেহেতু হেস্টিংস্‌কে আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়েই ভালবাসি।

রাজা এডোয়ার্ড্ : মাননীয়া, আপনিও কিন্তু এ-থেকে মুক্ত নন,
পুত্র ডর্‌সেট্, তুমিও নও ; বাকিংহাম্, আপনিও নন ;
পত্নী আমার, অধিস্বামী হেস্টিংস্‌কে স্নেহ কর, তাঁকে তোমার হস্তচুম্বনে অনুমতি দাও,
আর এই যে স্নেহ-ভালবাসা—যাই তুমি কর না কেন,
ভানমুক্ত হয়েই কর।

রানী এলিজাবেথ্ : আসুন হেস্টিংস্ ; আমাদের পূর্বসঞ্চিত ঘৃণা আমি আর কোনদিন স্মরণে আনব না ;
এতই সমৃদ্ধ আমি আমার মানসে !

রাজা এডোয়ার্ড্ : ডর্‌সেট্, ওঁকে আলিঙ্গন কর ; হেস্টিংস্, অভিজাত এই অধিস্বামীকে প্রেমে আবদ্ধ করুন।

ডর্‌সেট্ : প্রেমের এই আদান-প্রদান, আমি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করছি, আমার দিক থেকে অলঙ্ঘনীয়ই থাকবে।

হেস্টিংস্ : আর ঐ মতই পশথ আমার। (পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন)।

রাজা এডোয়ার্ড্ : এবার রাজোচিত বাকিংহাম্, আপনার পত্নীর বান্ধবদের প্রতি আপনার আলিঙ্গনে
এই সম্মিলনকে মুদ্রাঙ্কিত করে আপনাদের একতায় আমাকে নন্দিত করুন।

বাকিংহাম্ : (রানীকে) আপনার মহিমা-উদ্দেশে যখনই বাকিংহাম্ তার ঘৃণাকে ফেরাবে,
যে তার কর্তব্যনিষ্ঠ প্রেমে আপনাকে আর আপনার সপক্ষকে সযত্নে লালন করে,
তখনই ঈশ্বর যেন আমাকে শাস্তি দেন তাদেরই ঘৃণা দিয়ে
যাদের প্রেমে আমার সর্বাধিক প্রত্যাশা !
যখন এক বন্ধুর নিয়োগ আমার সর্বাধিক প্রয়োজন

যখন তার বন্ধুত্বে আমি সর্বাধিক নিশ্চিত,
ঠিক তখনই যেন সে আমার প্রতি গভীর-শূন্যসার-কৃতঘ্ন
প্রতারণায় পরিপূর্ণ হয় !
যখনই আপনার অথবা আপনাদের প্রতি প্রেমেতে শীতল আমি,
ঠিক তখনই, এই মোর প্রার্থনা, এইমত ভিক্ষা চাই ঈশ্বরের
কাছে। (পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ)।

রাজা এডোয়ার্ড্ : আপনার এই প্রতিজ্ঞা রাজোচিত বাকিংহাম্,
মনোরম উদ্দীপক এ পীড়াজীর্ণ হৃদয়ে আমার।
এই সন্ধি, এই শান্তি—সমাপ্তি স্বর্গীয় হয়,
অপেক্ষায় উপস্থিতি ভ্রাতা গ্লস্টারের।

বাকিংহাম্ : আর যথাকালে উপস্থিতি,
ঐ আসেন মাননীয় রিচার্ড্ র‍্যাটক্লিফ্ আর অধিস্বামী নিজে।
(প্রবেশ : গ্লস্টার ও র‍্যাট্‌ক্লিফ্)।
গ্লস্টার্ : শুভদিন রাজ-অধিরাজ, অধিরাজ্ঞী আমার
আর, রাজোচিত মহোদয়গণ, দিনের উৎসবক্ষণ হোক অধিগত !

রাজা এডোয়ার্ড্ : শুভ বাস্তবিক, যাপিত যেহেতু দিন।
গ্লস্টার্, করেছি প্রেমের কাজ,
বদ্ধমূল বিদ্বেষের করি রূপান্তর এনেছি সপক্ষ-শান্তি,
অন্যায়েতে ক্ষুব্ধ-ক্রোধ—ক্রোধেরই দহনে স্ফীত এইসব অভিজাত
অধিস্বামীগণ,
এদেরই মাঝারে ঘৃণা আজ পরিণত মনোরম প্রেমে।

গ্লস্টার্ : ধন্য ঐ পরিশ্রম স্বর্গীয় আশিসে, হে আমার সর্বোত্তম
রাজ-অধিরাজ !
এই অভিজাত রাজোচিত স্তূপে, এখানে যদি কেউ থাকেন,
যিনি আমাকে শত্রু বলে বিবেচনা করেন ; যদি আমি
অজ্ঞাতসারে এমন কিছু করে থাকি যা এই উপস্থিতি কারও
পক্ষে পীড়াদায়ক, তবে আমি তাঁর সঙ্গে বান্ধবের সন্ধিতে
পুনঃস্থাপিত হতেই চাই।

শত্রুতায় অবস্থান, সে তো মৃত্যু মোর কাছে ;
সুভদ্র সকল জনের প্রেমে ইচ্ছা মোর, তাই ঘৃণা করি ঐ
অবস্থান।
প্রথমে মাননীয়া সত্য-সন্ধি প্রার্থনা আমার আপনার নিকট,
সেই সন্ধি ক্রীত হবে সেবার কর্তব্যে ;
বাকিংহাম্ মহান আত্মীয়বর ;
যদি কখনও কোন বিদ্বেষ আমাদের মধ্যে অধিবাস করে থাকে ;
আপনি আর আপনি, অধিস্বামী রিভার্স্ আর অধিস্বামী ডরসেট্,
আপনি, অধিস্বামী উড্‌ভিল্, আর আপনিও অধিস্বামী স্কেল্‌স্,
আপনারা সকলেই—যাঁরা অকারণ-ক্রোধে আমার উপর
ভ্রূকুঞ্চিত করেছেন,
ভূস্বামী-অধিস্বামী, প্রধান কুলীন সব, সুভদ্র সকলে
বাস্তবিক, আপনাদের সকলের কাছেই আমার ঐ একই প্রার্থনা।
আজ রাত্রে যে নবজাতক জন্ম নেয় তার সঙ্গে আমার যদি
বিরোধ থাকে,
তবে এ কথাও সত্য, আমি কিন্তু এমন কোন ইংরাজকে
জীবিত বলে জানি না,
যার সঙ্গে আমার আত্মার বিসংবাদ ঐ বিরোধ অপেক্ষা
এক বিন্দুও অধিক ঃ
আমার নম্রতার জন্য আমার ঈশ্বরকে আনতচিত্তে
ধন্যবাদ জানাই।

রানী এলিজাবেথ্ : আজ এইদিন ভবিষ্যতে গণ্য হবে পবিত্র দিবস ঃ
ঈশ্বর করুন সানুপাত মিলন-মিশ্রণে
হয় যেন নিরসন যত কিছু দ্বন্দ্ব বিসংবাদ।
অধিপতি হে রাজন প্রবল প্রতাপ
মহত্বে উন্নীত আপনি, আমি রাখি অনুনয়,
আমাদের ভ্রাতা ক্ল্যারেন্স্‌কে অনুগ্রহে করুন গ্রহণ
আপন প্রাসাদে।

গ্লস্টার্ : সে কি মাননীয়া ! এই যে অকপট প্রীতি আমি
নিবেদন করলাম, সে কি এইজন্য ?
এই রাজকীয় উপস্থিতিতে এইভাবে বিদ্রূপে অপমানিত হবার জন্য ?
কে না জানে মৃত সেই সুভদ্র প্রধান ?
তাঁর শবদেহের প্রতি অবজ্ঞার এই উপহাস, এতে আপনারা
তাঁর আত্মাকেই আহত করছেন ।

রিভার্স্ ঃ কে না জানে মৃত সেই সুভদ্র সুজন ! কিন্তু—মৃত তিনি—
একথাই বা জানে কোন্ জন ?

রানী এলিজাবেথ্ : সর্বদ্রষ্টা স্বর্গভূমি, কী এক পৃথিবী এই !

বাকিংহাম্ : অধিস্বামী ডর্সেট্, অবশিষ্ট সকলে যেমন, আমাকে কি ঠিক
তেমনই বিবর্ণ দেখাচ্ছে ?

ডর্সেট্ : নিশ্চয়, সুকৃত স্বামিন, আর এই উপস্থিতিতে এমন কেউ নেই
যাঁর রক্তাভা তাঁর কপোল পরিত্যাগ করে তাঁকে বিবর্ণ করেনি ।

রাজা এডোয়ার্ড্ : নিহত ক্ল্যারেন্স্ তবে ? কিন্তু বিপরীতে
প্রত্যাদেশ তো ছিল ।

গ্লস্টার্ : কিন্তু তিনি, হতভাগ্য সেই জন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হয়
প্রথম আদেশেই,
সে আদেশবাহক, গতিবেগ তুরন্ত তাঁহার, পাদুকায় পক্ষধর
ঠিক যেন দেবতা মার্কারি,
দেবরাজ-বার্তা নিয়ে আকাশেতে দ্রুত ধাবমান ।
আর প্রত্যাদেশ ? ওর বাহক মন্থরগতি কোন এক পঙ্গু
কিংবা খঞ্জ হবে
অনেক বিলম্বে এল, এসে দেখে সমাধিস্থ তিনি
ঈশ্বর করুন মহত্ত্বে আর আনুগত্যে ন্যূন কোন জন,
প্রতিবেশী নিকট আরও রক্তাক্ত চিন্তার, কিন্তু নিকট নয়
রক্তের-সম্পর্ক-জাত দাক্ষিণ্য-দাবিতে,
হতভাগ্য ক্ল্যারেন্স্ অপেক্ষা মন্দভাগ্য তারও কিন্তু প্রাপ্য নয়,
সেও কিন্তু চলে-ফেরে স্বচ্ছন্দ গতিতে সন্দেহের অতীত থেকে ।

[প্রবেশ ঃ মাননীয় স্ট্যান্‌লে ঃ ডার্‌বি]

স্ট্যান্‌লে : অনুগ্রহ-উপহার, হে রাজন, আমার সেবার !

রাজা এডোয়ার্ড্‌ : তোমাকে অনুনয়, শান্ত হও ঃ বিষাদেতে পূর্ণ আজ
অন্তর আমার।

স্ট্যান্‌লে : জীবনের স্বত্বচ্যুত সেবক আমার, হে রাজন,
ভিক্ষা চাই জীবন তাহার ;
নর্‌ফোকের ভূস্বামীর উপচর্যায় রত, ভোগাসক্ত
উচ্ছৃঙ্খল সাম্প্রতিক অনুচর এক
আমার ঐ ভৃত্য তাকে আজ হত্যা করেছে।
হে রাজন, ভিক্ষা চাই স্বত্বচ্যুত জীবন তাহার।

রাজা এডোয়ার্ড্‌ : আমার ভ্রাতার মৃত্যু, জিহ্বা কি সক্রিয়
আমার সেই মৃত্যুর বিচারে,
অথচ দাসের অধম এক, ঐ একই জিহ্বায় তাকে কিন্তু
দিতে হবে ক্ষমার আদেশ ?
আমার ভ্রাতা কিন্তু কাউকে হত্যা করেনি—
কাজে নয় শুধুমাত্র ভাবনায়—অপরাধে অপরাধী চিন্তা শুধু তার,
অতি তিক্ত মৃত্যু এক তবু কিন্তু শাস্তি হল তার।
তার জন্য কে আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল ?
ক্রোধান্বিত আমি, আমার সেই অবস্থায় কেউ কি আমার
পততলে জানু পেতে বসে সুপরামর্শে আমাকে সাবধান হতে
অনুনয় করেছিল ?
কেউ কি বলেছিল ভ্রাতৃত্বের কথা ? বলেছিল কি কেউ
ভ্রাতৃপ্রেমের কথা ?
কেউ কি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল—হতভাগ্য দীন সেইজন
শক্তিধর ওয়ারউইকের পক্ষ ত্যাগ করে আমার পক্ষে
অস্ত্রধারণ করেছিল ?
কেউ কি বলেছে আমাকে—
যখন ট্যুইক্‌স্‌বেরির রণক্ষেত্রে

পরাজিত—আমাকে অক্‌স্‌ফোর্ড্‌ তাঁর আয়ত্তের মধ্যে
পেয়েছিলেন,
তখন ঐ আমার ভাই, সে-ই আমাকে উদ্ধার করে বলেছিল
'দীর্ঘজীবী হও, রাজা হও, প্রিয় ভাই আমার' ?
কেউ কি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যখন শীতের কঠিন
তুহিনে মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি হয়ে দুজনে আমরা
মাঠেতে শায়িত ছিলাম,
তখন কিভাবে এমন কি তার নিজের পরিচ্ছদে আমাকে
আবৃত করে,
শীর্ণ-আবরণে প্রায় অনাবৃত নিজেকে সে সমর্পণ করেছিল
অবশ-করা রাত্রির হীমশীতল আক্রমণে ?
আমার পাশব-ক্রোধ পাপহস্ত করেছিল উন্মূলন
এই সব কৃতজ্ঞ—স্মরণ
কিন্তু তোমাদের মধ্যে কারও কি লাবণ্য ছিল সেই-যে-মাত্রায়,
যাতে স্মৃতির ঐ সব কৃতজ্ঞ-চারণ ফিরে আসে আমার মনেতে ?
কিন্তু যখন তোমাদের কোন শকট-চালক কিংবা ঐমত কোন
হীন-দাস, পানোন্মত্ত হত্যায় লিপ্ত হয়ে আমাদের পরমপ্রিয়
পরিত্রাতার অমূল্য প্রতিরূপ বিকৃত করে,
তখনই তোমরা সোজা জানুর উপর উপবিষ্ট হও—
মার্জনা নিমিত্ত, মার্জনা ভিক্ষায়,
আর আমিও অন্যায়ভাবেই, সেই ভিক্ষা দান করে অবশ্যই
তোমাদের অনুগৃহীত করি। (স্ট্যান্‌লে উঠেন)।
কিন্তু আমার ভ্রাতার সপক্ষে কেউ কিছু বলবে না,
আর আমিও, এমনই লাবণ্যহীন, নিজের কাছেও তার সপক্ষে
কিছু বলি না, হতভাগ্যে দীন সেইজন।
তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক অহংকার যার,
তার কাছে সেও কিন্তু ঋণী ছিল জীবদ্দশায় ;
তবু কিন্তু তোমাদের কেউ একবারও তার জীবনের সপক্ষে

আমার কাছে প্রার্থনা কর নি।

হে ঈশ্বর, ভীত আমি তোমার বিচারে, তোমার চরম-ন্যায়ে

আমি কিন্তু ধৃত হব স্বজন সহিত,

তোমরাও, আর তোমাদের স্বজনবর্গ—এই যে কুৎসিত কর্ম

—এই কর্মের কারণে, সব কিন্তু ধৃত হবে ঐ ভীষণ বিচারে।

এস হেস্টিংস্, আমাকে আমার শয়নকক্ষে যেতে সাহায্য কর।

হায়! হতভাগ্য ক্ল্যারেন্স্!

(তিনি বাহিত হন। অনুগামী : রানী, রিভার্স্ ও ডরসেট্)।

গ্লস্টার্ : হঠকারিতার ফল এইসব। লক্ষ্য করনি তোমরা—

রানীর ঐসব অপরাধী আত্মীয়স্বজন—

ক্ল্যারেন্সের মৃত্যু শুনে ওদের কেমন যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছিল ?

ও, হত্যার আদেশে ওরা সদাই রাজাকে উত্তেজিত করেছে!

ঈশ্বর এর প্রতিশোধ নেবেনই! আসুন অধিস্বামীগণ,

আমাদের সঙ্গদানে এডোয়ার্ড্‌কে সান্ত্বনা দিই,

আসবেন কি আপনারা ?

বাকিংহাম্ : আমরা আপনার মহিমার অপেক্ষায়। (প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। প্রাসাদ।

[প্রবেশ : রাজমাতা বৃদ্ধা ইয়র্ক্‌পত্নী, সঙ্গে ক্ল্যারেন্সের দুই সন্তান—পুত্র ও কন্যা।]

পুত্র : ঠাকুমা, ভাল-মাগো, বল না, আমাদের বাবা কি মারা গেছেন ?

ইয়র্ক্‌পত্নী : না তো।

কন্যা : তবে তুমি অত কাঁদ কেন, বুক চাপড়াও আর

চিৎকার করে কাঁদ—'ও ক্ল্যারেন্স্, অসুখী সন্তান আমার' ?

পুত্র : তবে কেন তুমি আমাদের দিকে তাকিয়ে ওভাবে মাথা নাড়,

'কেন বল—আমরা অনাথ, ভাগ্যহীন, ফেলে দেওয়া জঞ্জাল,

বলতে কি পারতে ওসব—যদি আমাদের মহান পিতা

জীবিত থাকতেন ?

ইয়র্ক্‌-পত্নী : ফুটফুটে দাদা, ফুটফুটে দিদিটি আমার,
তোরা কিন্তু দুজনেই আমাকে ভুল বুঝেছিস।
দুঃখ আমি করি নিশ্চয়, সে কিন্তু ঐ রাজার অসুখের জন্য,
যদি তাকে হারাই! তোদের বাবার মৃত্যুর জন্য নয় ;
লাভ কি বল? যে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে,
তার জন্য কাঁদলে—সে কান্নাও তো হারিয়ে যাবে।

পুত্র : তাহলে ঠাকুমা, তুমি শেষ পর্যন্ত বলছ, তিনি মৃত।
ঐ রাজা, আমার জেঠা—দোষ যদি দিতে হয়, তবে
তাঁকেই দিতে হবে :
ঈশ্বর এর প্রতিশোধ নেবেনই—অকপট প্রার্থনায় ওই মর্মে
আমি তাঁর কাছে সাগ্রহে যাচ্ঞা করব।

কন্যা : আমিও।

ইয়র্ক্‌-পত্নী : ওরে তোরা শান্ত হ, তোরা শান্ত হ।
রাজা তোদের সত্যিই খুব ভালবাসেন।
ধারণায় অসমর্থ ক্ষুদ্রবুদ্ধি নিষ্কলঙ্ক শিশু তোর
তোরা ভাবতেই পারছিস না, কে তোদের পিতার মৃত্যু ঘটিয়েছে।

পুত্র : ভাবতে আমরা কিন্তু পারি ঠাকুমা ; কারণ আমার শুভাকাঙ্ক্ষী
খুল্লতাত গ্লস্টার্‌ আমাকে বলেছেন
রাজা রানীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে,
হীন কৌশলে মিথ্যা সব অভিযোগ উদ্‌ভাবন করেছিলেন
পিতাকে বন্দী করার জন্য ;
আর যখন আমার খুল্লতাত আমাকে এই সব বলছিলেন,
তখন তিনি কাঁদছিলেন ঠাকুমা,
আর আমাকে সহানুভূতিতে সিক্ত করে গালে অনুগ্রহের
চুম্বন এঁকে দিয়েছিলেন ;
আমাকে আদেশ করেছেন—আমি যেমন আমার পিতার উপর
নির্ভর করতাম, ঠিক তেমনই যেন তাঁর উপরও নির্ভর করি,
আর তিনি আমাকে ভালবাসবেন, আমি তাঁর

মহার্ঘ সন্তান-স্নেহের স্নেহাস্পদ হব।

ইয়র্ক্‌পত্নী : হায় সে তস্করবৃত্তি, প্রতারণা চুরি করে

এমই এক ভদ্রের আকার,

মুখেতে ধার্মিক মুখোশ, গোপনে গভীর পাপ

পুত্র সে আমার, নিশ্চয়, আর সেই হেতু লজ্জাও সে আমার

তবুও—আমার এই স্তনদ্বয়—এ থেকে নিঃসৃত নয়

তার এই মিথ্যা প্রতারণা।

পুত্র : ঠাকুমা, তুমি কি মনে কর খুল্লতাত মিথ্যা বলেছেন ?

ইয়র্ক্‌পত্নী : হ্যাঁ, ভাই।

পুত্র : আমি কিন্তু তা ভাবতেও পারি না। কিন্তু শোন। কি এক কোলাহল ঐ ?

[প্রবেশ ঃ অবিন্যস্ত কেশে রানী। পিছনে রিভার্স্‌ ও ডরসেট্‌।]

রানী এলিজ্যাবেথ্‌ : হায় কেবা করে প্রতিরোধ আমার এই

শোকের বিলাপে করুণ রোদনে,

আমি যদি আমার ভাগ্যকে ভর্ৎসনা করি, নিজেকে যন্ত্রণা দিই,

তারই বা কোন প্রতিরোধ ?

আমার আত্মার বিরুদ্ধে মসিকৃষ্ণ নৈরাশ্যের সঙ্গে যুক্ত করব,

নিজে নিজের শত্রু হব।

ইয়র্ক্‌পত্নী : কেন এই অধৈর্যের অশিষ্ট প্রকাশ, কি এর তাৎপর্য ?

রানী এলিজাবেথ্‌ : শোকাবহ ঘটনার প্রবল আঘাত :—এ অধৈর্য

চিহ্নিত করে সেই-সে-প্রাবল্য।

আমার অধিস্বামী, আপনার পুত্র আমাদের রাজা,

মৃত আজ এডোয়ার্ড্‌ !

মূলই যদি চলে যায় তবে কিবা প্রয়োজন শাখার বর্ধনে ?

প্রাণরস নাই যেথা, পত্রপুষ্প হোক না বিশুষ্ক ?

জীবিত যদি বা থাক, শোক শুধু শোক ; তার চেয়ে যদি মরি,

মুহূর্তে মরণ হোক,

যেন আমাদের দ্রুতপক্ষ-আত্মা রাজাত্মার সহগামী হয়,

অথবা আজ্ঞাবহ প্রজার ন্যায় তাঁকে অনুসরণ করে
তাঁর ঐ নতুন রাজ্যে যেথা রাত্রি চিরন্তন !

ইয়র্ক্‌পত্নী : হায়, তোমার মহান স্বামী, তাঁতে স্বত্ব যতটুকু,
যেটুকু আমার অধিকার,
ঠিক ততটুকু, তোমার শোকেতে আমার সেই একই অংশভাগ !
আমিও কেঁদেছি কত যোগ্য এক স্বামীর মৃত্যুতে,
আমারও তো কেটেছে জীবন, তাঁরই প্রতিকৃতি সব—
তাঁরই সন্তান—চেয়ে চেয়ে দেখে :
কিন্তু বিদ্বেষী মৃত্যুর করে খণ্ডে-খণ্ডে বিদীর্ণ এখন
রাজকীয়-অনুরূপ তাঁর দুইটি দর্পণ,
আর আমার আনন্দদানে বাকী যে দর্পণ এক মিথ্যা-অনুরূপ
—তাতে শুধু দেখা যায় আমাকে লজ্জিত-করা আমার ধিক্কার।
বিধবা তুমি ; তবুও তো মা,
সন্তানেরা তোমার, এখনও তো রয়ে গেছে সেটুকু আনন্দ :
কিন্তু ঐ মৃত্যু এই দুই বাহু থেকে ছিন্ন করে নিয়ে গেছে
স্বামীকে, আমার,
আমার এই ক্ষীণ দুই হাত, অবলম্বনের দুটি যষ্টি, ক্ল্যারেন্স্‌
আর এডোয়ার্ড্‌,
তাও কিন্তু ঐ মৃত্যু মূলশুদ্ধ কেড়ে নিয়ে গেল।
ও, কোন্ সে নিমিত্ত আমার, কি এর কারণ!
আমার বিলাপ, তোমার বিষাদ কিন্তু ক্ষুদ্র এক অংশমাত্র তার,
তাই তো আমার শোক অতিক্রম করে যায় তোমার বেদনা,
নিমজ্জিত করে দেয় তোমার ক্রন্দন !

পুত্র : হায় খুড়ীমা ! তুমি তো আমাদের পিতার মৃত্যুতে
একটুও কাঁদ নি,
আমরা কি করে আমাদের আত্মীয়তার অশ্রুপাতে তোমাকে
সাহায্য করি বল ?

কন্যা : আমাদের পিতৃহীন দারুণ যন্ত্রণা অশোচিতই ছিল,

তোমার বৈধব্য-দুঃখ অনুরূপই তো হবে, শোকাশ্রুবিহীন !

রানী এলিজাবেথ্ : শোচনায় কোন সাহায্য আমাকে দিও না ;

শোকাশ্রুর জন্মদানে আমি তো বন্ধ্যা নই ঃ

সমস্ত নির্ঝর তাদের ধারাস্রোত আমার দুই চোখে সংহত করে,

আমি যেন, স্রোতাধিপতি চন্দ্রের দ্বারা শাসিত বলেই,

এই পৃথিবীকে নিমজ্জিত করতে প্রচুর নয়নাশ্রু প্রবাহিত করতে পারি

প্রিয় অধিস্বামী এডোয়ার্ডের জন্য !

পুত্র ও কন্যা : (একযোগে) হায় রে হায়, আমাদের পিতার জন্য,

প্রিয় অধিস্বামী ক্ল্যারেন্সের জন্য !

ইয়র্ক্-পত্নী : হায়, দুজনেরই জন্য, দুজনেই তো আমার,

এডোয়ার্ড্ আর ক্ল্যারেন্স্ !

রানী এলিজাবেথ্ : এডোয়ার্ড্ ছাড়া আমার নির্ভর কি ? আর

সেই চলে গেল।

পুত্র-কন্যা : (একযোগে) ক্ল্যারেন্স ছাড়া আমাদেরই বা নির্ভর কি ?

আর তিনিই চলে গেলেন।

ইয়র্ক্-পত্নী : ওরা দুজন ছাড়া আমারই বা কোন নির্ভর ? আর

ওরা দুজনেই চলে গেল।

রানী এলিজাবেথ্ : বিধবা হয়ে যে মহার্ঘ ক্ষতি স্বীকার করলাম তা

অন্য কোন বিধবাকে কোনদিন করতে হয়নি।

পুত্র ও কন্যা : (একযোগে) অনাথ হয়ে যে মহার্ঘ ক্ষতি হল, তা

অন্য কোন অনাথের কোনদিন হয়নি।

ইয়র্ক্-পত্নী : মা হয়ে যে মহার্ঘ ক্ষতি স্বীকার করলাম, তা অন্য কোন

মাকে কোনদিন করতে হয়নি।

হায় এই সব শোকের আমিই জননী !

খণ্ড-ক্ষুদ্র এদের যন্ত্রণা,

কিন্তু আমার ? সব কিছু ধরে-নেওয়া সাধারণ-এক।

এডোয়ার্ড্-এক—তার জন্য ঐ রানী, আমিও তো কাঁদি ;

ক্ল্যারেন্স্-এক—তার জন্য আমি কাঁদি, ঐ রানী কিন্তু কাঁদে না ঃ

এই ছেলে-মেয়ে, এরা কাঁদে ক্ল্যারেন্সের তরে, আমিও
তো কাঁদি তাই ;
কিন্তু ওই এডোয়ার্ড্-এক, ওর জন্য আমি কাঁদি, এই ছেলে-মেয়ে
—এরা কিন্তু নয় ঃ
হায়, তোরা তিনজন, ত্রিগুণ বিষাদে,
যত আছে নয়নের জল, ঢাল তোরা আমার উপর,
ধাত্রী আমি তোদের দুঃখের,
আর ঐ সব দুঃখ যত, সযত্নে লালিত হবে আমার শোকেতে।

ডর্‌সেট্ : প্রিয় মা আমার, হও সান্ত্বিতা ঃ ঈশ্বরও তো ক্ষুব্ধ এতে,
তাঁর কাজ অকৃতজ্ঞচিত্তে তুমি করেছ গ্রহণ ঃ
অনুগ্রহের যেই ঋণ উদার হাতের,
সেই ঋণ শোধ দিতে ইচ্ছার যে নির্বোধ-অভাব
কৃতঘ্নতা তার নাম সাধারণ পার্থিব-বিষয়ে ;
কিন্তু স্বর্গীয় ইচ্ছার এত বিপরীত, সে তো আরও অধিক,
ঋণ রূপে এসেছিল রাজা, স্বর্গের ইচ্ছা, সেই ঋণ শোধ দিতে হবে।

রিভার্স্ : দেবী, মাতার সতর্ক চিত্তে স্মরণ করুন,
আপনার যুবক পুত্র কুমারের কথা। এই মুহূর্তে তাঁকে আহ্বান করুন ;
তিনি অভিষিক্ত হোন, আপনার আশ্বস্ত-সান্ত্বনার তিনিই আশ্রয়।
আশাহীন শোক মৃত এডোয়ার্ডের সমাধিতে নিমজ্জিত করুন
জীবিত এডোয়ার্ডের সিংহাসনে আপনার উৎসব রোপিত হোক।
[প্রবেশ : গ্লস্টার্, বাকিংহাম্, ডার্‌বি, হেস্টিংস্ ও র‍্যাট্‌ক্লিফ।]

গ্লস্টার্ : ভগ্নী, শান্ত হোন। উজ্জ্বল এই নক্ষত্র-নির্বাণ আমাদের সকলের
শোকের যথেষ্ট কারণ
কিন্তু ঐ যথেষ্ট কারণেও কারও শোক আমাদের ক্ষতিপূরণে
সাহায্য করতে সমর্থ নয়।
মহাদেবী, মা আমার, আমি আপনার করুণা ভিক্ষা করি ;
আপনার মহিমা এতক্ষণ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।
অতি দীন আমি, ভূমিতে জানু স্পর্শ করে আমি আপনার

আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

ইয়র্ক্‌পত্নী : ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন ; তোমার হৃদয়কে করুন
নম্রতার আধার,
প্রেমে দাতার করুণায়, আজ্ঞানুবর্তনে আর যথাকর্তব্যে
তিনি যেন তোমাকে অবহিত-চিত্ত রাখেন।

গ্লস্টার্‌ : এবমস্তু ! তাই যেন রাখেন, মাগো। (জনান্তিকে) আর
তিনি যেন আমাকে বেশ ভাল মতে বুড়ো করে তবে মারেন !
মা-জননীর আশীর্বাদের শেষ-কথা, মানে কুঁদোটি কিন্তু এইটেই ;
আমি তো বেশ একটু অবাকই হচ্ছি—মাতৃমহিমা আমার
শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদের এই শেষ কথাটি ছেড়েই গেলেন।

বাকিংহাম্‌ : মেঘাচ্ছন্ন রাজস্বজনবর্গ, আন্তর-বেদনায় আর্ত অভিজাতবৃন্দ
পারস্পরিক শোকের এই গুরুভার আপনারা গ্রহণ করেছেন,
পরস্পরের প্রতি প্রেমে এখন আপনারা একে অপরকে
প্রফুল্লিত করুন।
যদিও প্রসূত শস্যের মতই বিগত এই নৃপতিকে আমরা
নিংশেষে ব্যয় করেছি,
তবুও তো এঁর পুত্রকে আমরা নবজাত শস্যের মতই
ভোগ করতে সমর্থ।
আভিজাত্যের উচ্চ অহংকারে অতি স্ফীত হৃদয়ের বিচ্ছিন্ন বিদ্বেষে
এই তো সম্প্রতি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত আপনারা এক অন্য হতে ;
এই তো সম্প্রতি ; ঐ সব খণ্ডের একত্র-সংগ্রহ, তারপর একত্র-সংযোগ,
সযত্নে রক্ষিত হোক, সস্নেহে লালিত হোক সেই-সে সংযুক্তি।
আমার তো মনে হয় এটাই বিধেয়—ক্ষুদ্র এক পারিষদ প্রেরিত হোক
আমাদের নৃপতিরূপে অভিষিক্ত হবার জন্য আমাদের যুবরাজ
লাড্‌লো থেকে এখানে এই লণ্ডনে অবিলম্বে আনীত হোন।

রিভার্স্‌ : কিন্তু মাননীয় বাকিংহাম্‌ অধিস্বামিন—পরিষদ ক্ষুদ্র হবে কেন ?

বাকিংহাম্‌ : মাতা মেরীর দিব্য, অধিস্বামিন আমার, সংখ্যায় অধিক হলে
পাছে সদ্যসুস্থ বিদ্বেষের ক্ষত আবারও প্রকাশ পায় ;

অল্পদিনের এই ইয়র্ক্‌রাজত্ব, আর অল্প যতদিন, শাসন তো
ততই অল্প,
আর ততই তো বিপদ অধিক ;
এই সে রাজত্ব, এখনও যেখানে প্রত্যেকটি অশ্ব তার নিজস্ব আদেশে
ইচ্ছামত গতিপথে হয় অগ্রসর,
নিশ্চিত আশঙ্কা যেথা অমূলক ভ্রম মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে,
তাই আমি বলি, ঐ সব ঘটনা কিন্তু নিবার্য আমার মতে ।

গ্লস্টার্ : আমার তো মনে হয় আমরা সকলেই একমত ; রাজা আমাদের
সকলের সঙ্গেই শান্তিসূত্রে পুনর্মিলিত হতে চেয়েছিলেন ;
সেই সূত্রে দৃঢ়নিষ্ঠ সত্যসন্ধ আমি ।

রিভার্স্ : আমিও, আর আমার তো মনে হয়—আমরা সকলেই ।
তবুও যেহেতু এ রাজত্বের অল্পই বয়স, সম্ভাব্য-বিভেদ-আভাস
থাকে যেন দৃষ্টির আড়ালে,
বহুলোক সমাবেশ হয়তো বা সে আভাস উত্তেজিত হবে ঃ
তাই মহান বাকিংহাম যা বলেন, আমিও তাই বলি,
যুবরাজকে নিয়ে আসার জন্য প্রেরিত লোকের সংখ্যা
অল্পই যেন হয় ।

হেস্টিংস্ : আমারও ঐ একই কথা ।

গ্লস্টার্ : তবে তাই হোক ; আসুন আমরা স্থির করি,
অবিলম্বে অতি দ্রুত লাড্‌লোয় কারাই বা প্রেরিত হবে,
মাননীয়া আপনি, আর ভগ্নীপ্রতিম আপনি, আপনারা তো
নিশ্চয় যাবেন,
এই কাজে আপনাদের সুচিন্তিত সম্মতি জানাতে ?

রানী ও ইয়র্ক্‌পত্নী : নিশ্চয় যাব, অন্তরের সমস্ত আবেগ নিয়ে ।
(প্রস্থান ঃ সকলে, বাকিংহাম্ ও গ্লস্টার্ বাদে) ।

বাকিংহাম্ : অধিস্বামিন, যুবরাজকে আনতে আর যেই যাক,
ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের দিব্য, আমরা-দুজন যেন এখানেই
থেকে না যাই ।

সম্প্রতি যে কাহিনী আমাদের মধ্যে আলোচিত,
তারই সূত্রপাত-স্বরূপ—নিমিত্ত আমার নিরূপণ—
রানীর গর্বিত-স্বজন আর যুবরাজ, এই দুইয়ে ব্যবধান আনা।

গ্লস্টার্: হে আমার আত্মার ওপিঠ, আমার মন্ত্রণাদাতার
গোপন মন্ত্রণাকক্ষ,
দৈববাণী আমার, ভবিষ্যদ্বক্তা হে আমার অতিপ্রিয় আত্মীয়প্রবর!
আমি শিশুর মত আপনার নির্দেশের অনুগামী হব।
তাহলে আত্মীয়প্রবর, আমরা তো পিছনে পড়ে থাকার নই,
এখন তো তাহলে লাড্‌লোর দিকে। (প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। সরণী

[কোন এক গৃহদ্বারে একজন নাগরিক, আরেকটিতে
আরেকজন। দ্বিতীয় নাগরিক দ্রুত গমনোদ্যত।]

প্রথম নাগরিক : আরে—সুপ্রভাত প্রতিবেশী, সুপ্রভাত।
এত জোরে যাচ্ছেন কোথায়?

দ্বিতীয় নাগরিক : শপথ করে বলছি আপনাকে, কোথায় যে যাচ্ছি—
আমি নিজে প্রায় জানি না বললেই হয়।
বাইরের খবর শুনেছেন?

প্রথম নাগরিক : হ্যাঁ শুনেছি—রাজা মারা গেছেন।

দ্বিতীয় নাগরিক : দুঃসংবাদ, মেরী মাতার দিব্য—দুঃসংবাদ; সুসংবাদ
আসে কদাচিৎ। ভয়, আমার কিন্তু সত্যিই ভয়,
রাজ্যপাট হবে কিন্তু অস্থির-চঞ্চল।
(প্রবেশ : অন্য এক নাগরিক)।

তৃতীয় নাগরিক : ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাদের সাফল্য ত্বরিত হোক
প্রতিবেশীবৃন্দ।

প্রথম নাগরিক : সুপ্রভাত জানাই মহাশয়, সুপ্রভাত।

তৃতীয় নাগরিক : সত্য কি রাজা এডোয়ার্ডের মৃত্যুর সংবাদ?

দ্বিতীয় নাগরিক : হ্যাঁ মহাশয়, অতি নিদারুণভাবেই সত্য; ঈশ্বর যেন

এ দুঃসময়ের সাহায্যে আসেন।

তৃতীয় নাগরিক : তাহলে মহাশয়েরা, নিশ্চিত থাকুন—
রাজ্যপাটে দুরন্ত বিপদ।

প্রথম নাগরিক : না না ; ঈশ্বরের সুমহিমায় পুত্র হবে রাজা,
সেই করবে রাজত্ব শাসন।

তৃতীয় নাগরিক : সে দেশে সমূহ বিপদ, যে দেশ শাসিত হয়
শিশুর নৃপত্বে।

দ্বিতীয় নাগরিক : কিন্তু তার মাঝে সুশাসনের আশা তো রয়েছে,
যতদিন নাবালক, ততদিন পরিষদ রয়েছে নীচে শাসন নিমিত্ত,
আর পূর্ণ বয়ঃক্রমকালে—তখন তো নিজেরই শাসন,
কাজেই সন্দেহ নেই, কিবা অপ্রাপ্তবয়স্ক কাল, কিবা পূর্ণ বয়ঃক্রম,
শাসন ভালই হবে।

প্রথম নাগরিক : একই তো অবস্থা ছিল, ষষ্ঠ হেন্‌রি যখন অভিষিক্ত
হয়েছিলেন প্যারিসে, মাত্র ন'মাস বয়সে।

তৃতীয় নাগরিক : একই তো অবস্থা ছিল ? না না, সুমতি বন্ধুরা আমার
ছিল না ;
ঈশ্বর জানেন, ছিল না ;
তখন তো এই দেশ রাজনীতিক গুরু-উপদেশে খ্যাতিবান,
অর্থবান ছিল ;
তখন তো রাজার ধর্মনিষ্ঠ খুল্লতাতেরা ছিলেন তাঁর মহিমাকে
রক্ষা করার জন্য।

প্রথম নাগরিক : কেন, এখনও তো রয়েছে, পিতা আর মাতা—উভয়
দিকেরই খুল্লতাত আর মাতুল।

তৃতীয় নাগরিক : আরও ভাল হোত, সকলেই যদি তাঁর পিতার দিক
থেকেই আসতেন,
অথবা তাঁর পিতার দিক থেকে যদি কেউই না থাকতেন ;
মহিমা-রক্ষার প্রতিযোগিতায় যিনি সর্বাপেক্ষা নিকটতম
সন্নিকট থেকেই তাঁর বিষাক্ত-স্পর্শ আমাদের স্পর্শ করবে

যদি না ঈশ্বর বাধা দেন।

ও! যত কিছু বিপদের পরিপূর্ণ আধার, গ্লস্টারের এই অধিস্বামী!

আর অহংকারে উদ্ধত সব—রানীর দুই পুত্র আর ভ্রাতা;

তারা যদি শাসন না করে শাসিত হয়,

তবেই না আগের মত, জরাজীর্ণ এই রাষ্ট্রের রোগ-উপশম।

প্রথম নাগরিক: থামুন থামুন, আমরা সব থেকে খারাপটারই

আশঙ্কা করে যাচ্ছি;

দেখবেন, সব কিন্তু ভালই হবে।

তৃতীয় নাগরিক: মেঘ দেখা দিলে বুদ্ধিমানেরা আঙরাখাটি চাপিয়ে নেন;

যখন বড় বড় পাতা ঝরে তখন শীত তো সন্নিকট;

সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন কে না রাত্রির প্রতীক্ষায় থাকে?

অকালের ঝড় তো ফলনের অভাবই সৃষ্টি করে।

সব তো ভালই হবে, কিন্তু ঈশ্বর যদি সেইমত ব্যবস্থা করেন তবেই,

কিন্তু সেই ব্যবস্থার উপযুক্ত হওয়া, আমাদের যোগ্যতার অধিক,

আশারও অতীত।

দ্বিতীয় নাগরিক: সত্যি, ভয়ে ভীত লোকের হৃদয়।

আলোচনা হয়তো করা যায়, কিন্তু লোক তো নেই,

প্রায় সকলেই তো প্রচণ্ডভাবে ভীত, সবায়েরই তো দৃষ্টিতে

দুশ্চিন্তার গুরুভার।

তৃতীয় নাগরিক: পালাবদলের আগে এই তো হয়;

ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তি এই মানুষের, সংশয়ে সন্ত্রস্ত হয় অনুবর্তী বিপদে;

প্রমাণেতে দেখি জলরাশি স্ফীত হয়ে উঠে উথাল ঝড়েতে।

যাই হোক সবকিছু-ভবিষ্যৎই ঈশ্বর-ভরসা।—কিন্তু গন্তব্য এখন?

প্রথম নাগরিক: মাতা মেরীর দিব্য, বিচার-পরিষদ

আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

তৃতীয় নাগরিক: আমাকেও। চলুন—আপনাদেরই সঙ্গী হই।

(প্রস্থান)।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[প্রবেশ ঃ ইয়র্কের ধর্মাধ্যক্ষ, ইয়র্কের যুবাধিস্বামী, রানী এলিজাবেথ্, ও রাজমাতা ইয়র্ক্‌পত্নী ।]

ধর্মাধ্যক্ষ : শুনেছি, স্টোনি-স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে গত রাত্রে শুয়েছিল সব,
আর নর্দাম্‌টনে আজ রাতের বিশ্রাম।
এখানেতে উপস্থিত হয় কাল নয় তার পরদিন।

ইয়র্কপত্নী : সমস্ত অন্তর চায় দেখি যুবরাজে।
সেই কবে শেষ-দেখা, তার থেকে অনেক বেড়েছে নিশ্চয়
বয়সে আকারে!

রানী এলিজাবেথ্ : কিন্তু আমি তো শুনেছি—না ; ওরা তো বলে
আমার এই পুত্র ইয়র্কও
বাড়েতে প্রায় নাকি তার মাথায় মাথায়।

ইয়র্ক : হ্যাঁ মা—শুনেছ ঠিকই—কিন্তু ঐ অতখানি বাড়া—
ঠিক ঐ মাথায় মাথায়, আমি তো চাইনি তা।

ইয়র্কপত্নী : কিন্তু নাতি, চাওনি কেন ? ভালই তো—
দিনে দিনে মাপমত বেড়ে-ওঠা।

ইয়র্ক্ : তাহলে শোন ঠাকুমা, এক রাত্রি আমরা যখন
নৈশভোজে বসেছিলাম
আমার মাতুল রিভার্স্ বলেছিলেন—আমি কেমন আমার
ভাইয়ের চেয়ে মাথায় আরও বেড়ে উঠেছি।
শুনে আমার খুল্লতাত গ্লস্টার্ বললেন—'হ্যাঁ, সত্য বটে,
নিকুঞ্জের ছোট ছোট গাছ কিন্তু শ্রীমণ্ডিত সব ঃ কিন্তু
বড় বড় বুনো গাছে আগাছার ঝাড়, দ্রুত বেড়ে ওঠে।'
সেই থেকে আমার বিবেচনায়—আর কিন্তু তাড়াতাড়ি
বেড়ে ওঠা নয়,
কারণ সুগন্ধী ফুল যত বিকাশেতে ধীর, আর যত বুনো গাছ,
তাতে আগাছার দ্রুতি।

ইয়র্ক্‌পত্নী : বাস্তবিক কিন্তু, তোর বাড়েতে তার যে ঐ আপত্তি,
তার যে ঐ কথা,
তার নিজের বেলায় কিন্তু খাটেনি।
যখন সে ছোট ছিল, তখন তো সে অসাধারণ কুৎসিত,
আর বাড় ?—অনেক অনেক অবসর নিয়ে এত দীর্ঘ দিন ধরে
একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে যে,
যদি তার বিধানই সত্য হয়, তবে তার তো শ্রীমণ্ডিত হওয়াই
উচিত ছিল।

ধর্মাধ্যক্ষ : কিন্তু মহিমান্বিতা মাননীয়া আমার, এতে তো সংশয় নেই—
তিনি তো শ্রীমান এখন।

ইয়র্ক্‌পত্নী : আশা করি, হয়তো বা শ্রীমান এখন ; তবুও থাক,
মায়েদের সন্দেহের অবকাশটুকুই থাক।

ইয়র্ক্‌ : সত্যের শপথ, এখন আমার যদি স্মরণ থাকত ;
আমি আমার খুল্লতাতের শ্রীকে বিদ্রূপ করতে পারতাম
তিনি আমার কাছাকাছি আসার অপেক্ষায় আমি তাঁর নিকটতর
হয়ে তাঁর উচ্চতাকে স্পর্শ করতাম।

ইয়র্ক্‌পত্নী : কিন্তু ছোট্ট ইয়র্ক্‌ আমার—কেমন করে ?
আমাকে একটু বল শুনি।

ইয়র্ক্‌ : মেরীর দিব্য, লোকে বলে খুল্লতাত আমার এত তাড়াতাড়ি
এত বাড় বাড়তেন,
যে মাত্র দু'ঘণ্টা বয়স—দিব্য পাউরুটির মাথা চিবোতেন
অথচ দু'বছর বয়সের আগে আমার তো একটা দাঁতও হয়নি
কিন্তু—ঐ যে বলছিলাম ঠাকুমা—যদি ঐ রকমই হতাম—
তবে তো বিদ্রূপটা তীক্ষ্ণই হোত।

ইয়র্ক্‌পত্নী : কিন্তু ফুটফুটে ইয়র্ক্‌—বল্‌ তো কে তোকে এ গল্প করেছে ?
ইয়র্ক্‌ : কেন ঠাকুমা, ওঁর ধাই—
ইয়র্ক্‌পত্নী : ওর ধাই ! সে তো তুই জন্মাবার আগেই মারা গেছে।
ইয়র্ক্‌ : তবে ? ধাই যদি না হয়—তবে তো বলতে পারব না—

গল্পটা কে বলেছে।

রানী এলিজাবেথ্ : কথার ঠোকড় এক বাচাল বালক! ছিঃ! নিজেকে বড়ই সেয়ানা ভাব তুমি!

ধর্মাধ্যক্ষ : সুভদ্রে, ক্রুদ্ধ হবেন না, বয়সে বালক মাত্র।

রানী এলিজাবেথ্ : আপনি জানেন না, কলসেরও কান আছে। (প্রবেশ : দূত)।

ধর্মাধ্যক্ষ : এ দেখি দূত একজন। কি সংবাদ ?

দূত : সংবাদ এমনই প্রভু, নিবেদনে যন্ত্রণা আমার।

রানী এলিজাবেথ্ : যুবরাজ কেমন আছেন ?

দূত : ভালই আছেন মাননীয়া, সুস্বাস্থ্যেই আছেন।

ইয়র্ক্‌পত্নী : কি তোমার সংবাদ ?

দূত : অধিস্বামী রিভার্স্ আর অধিস্বামী গ্রে পম্‌ফ্রেটে প্রেরিত হয়েছেন, আর এদের সঙ্গে আছেন মাননীয় টমাস্ ভন্, এঁরা তিনজনেই বন্দী!

ইয়র্ক্‌পত্নী : এঁদের কারাগারে প্রেরণ করল কে ?

দূত : গ্লস্টার্ আর বাকিংহাম্—শক্তিধর দুই অধিনায়ক।

ধর্মাধ্যক্ষ : কোন্ অপরাধে ?

দূত : যেটুকু আমার জ্ঞানের আয়ত্তে, সেটুকু সবই বলেছি।
কিন্তু কেন বা কি জন্য মহান-অধিস্বামীদ্বয় কারাগারে প্রেরিত,
এ সমস্তই আমার অজানা, কৃপাময় প্রভু আমার।

রানী এলিজাবেথ্ : ওঃ! আমি দেখি ধ্বংস হয় আমার স্বজন!
শান্ত নম্র হরিণী আজ বাঘের কবলে
রাজাসন নির্ভয় নিষ্পাপ,
আজ সেথা ধারাস্রোতে
অপমান-পীড়নের হল সূত্রপাত।
স্বাগত বিনাশ, স্বাগত রক্তস্রোত আর হত্যার প্রলয়
আমি যেন মানচিত্রে দেখি—সংহার সংহার আজ সমূহ সংহার।

ইয়র্ক্‌পত্নী : অভিশপ্ত অশান্ত যত কলহের দিন
আমার এই দুই চক্ষু তোমাদের কত না দেখেছে!

মুকুটের অধিকার নিতে স্বামী মোর দিয়েছে জীবন ;
আর পুত্রেরা আমার,
জীবন তরঙ্গভঙ্গে উপরে কখনও বা, কখনও বা নীচে
তাদের ঐ উঁচু-ওঠা নীচে-নামা লাভ ক্ষতি-ঘাত প্রতিঘাত
সেখানেও সেই আমি আনন্দে উৎফুল্ল বা ক্রন্দনে বিহ্বল ;
আমি কিন্তু বসে আছি,
আর স্ফীতকায় গৃহদ্বন্দ্ব বিদীর্ণ হয় মুহূর্তে মুহূর্তে
পুত্রেরা আমার,
ভাই ভাই যুদ্ধ করে একে অন্য সাথে,
নিজেরা বিজয়ী হয়, নিজেরা বিজিত
নিজের বিরুদ্ধে নিজে, একই রক্ত যুদ্ধ করে একই রক্ত সাথে।
ওঃ ! ওরে নিদারুণ অসঙ্গত অসম্ভব এক ক্রোধোন্মত্ত ক্রোধ
হয় তুই শেষ কর তোর অভিশাপ দ্বেষ,
আর নয়, আর যাতে মৃত্যু না দৃষ্টিতে আসে, আমাকে নিহত কর।

রানী এলিজাবেথ্ : চল পুত্র, আমরা গীর্জায় আশ্রয় নিই।

ইয়র্ক্‌পত্নী : দাঁড়াও, আমিও তোমাদের সঙ্গেই যাব।

রানী এলিজাবেথ্ : আপনার যাবার তো কোন কারণ নেই।

ধর্মাধ্যক্ষ : (রানীকে) তাই চলুন মহিয়সী মাননীয়া।
আপনার ধনসম্পত্তিও সঙ্গে নিয়ে চলুন।
আমার দিক থেকে, ধর্মাধ্যক্ষের যে মুদ্রা আমি রেখেছি
তা আমি আপনাকে সমর্পণ করব ;
আপনার প্রতি, এবং আপনাদের সকলের প্রতি আমার
যেরূপ সুভদ্র ব্যবহার
আমার ভবিতব্যও যেন সেইরূপই হয়।
আসুন, আমি আপনাদের গীর্জার আশ্রয়ে নিয়ে যাই। (প্রস্থান)

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। পথ

[তূরীবাদন। প্রবেশ : ওয়েল্সের যুবাধিপতি, গ্লস্টার্, বাকিংহাম্, কেট্স্বি, পোপ-মন্ত্রীসভার অন্যতম ধর্মাধিনায়ক বুর্কিয়ের ও অন্যান্যরা।]

বাকিংহাম্ : স্বাগত যুবরাজ, সুচারু-সুন্দর, লণ্ডনে স্বাগত আপনি
আপনার শাসন-আলয়ে।

গ্লস্টার্ : স্বাগত ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বাগত আমার চিন্তার সর্বাধিনায়ক।
ক্লান্তিকর পথ আপনাকে বিষণ্ণ করেছে।

যুবরাজ : না খুল্লতাত, বিষণ্ণ নই। নানা পথশ্রম বিরক্ত করেছে,
ক্লান্তিকর এই যাত্রাপথ, ভারেতে দুর্বহ।
কিন্তু অন্য সব খুল্লতাত, তাঁদেরও স্বাগত-সম্ভাষণ ঈপ্সিত আমার।

গ্লস্টার্ : লাবণ্যময় যুবাধিপতি, শুদ্ধতায় নিষ্কলুষ আপনার এই
অল্পবয়ঃক্রম
এখনও নিমগ্ন নয় আপনার বেগে,
সংসারের প্রতারণার সমুদ্র-গভীরে ;
কোন এক মানুষের বাহ্য-প্রদর্শন,
এর অধিক স্বতন্ত্র-বিচার আপনাতে সম্ভব নয়।
ঈশ্বর জানেন, হৃদয়-তরঙ্গভঙ্গে কখনও অশান্ত নয় এই বাহ্য
এই সব বাহ্য-প্রদর্শন।
ঐ সব খুল্লতাত, ঈপ্সিত আপনার যারা, তারা কিন্তু উৎস বিপদের,
চারুবাক ওরা সব, ওদের মিথ্যা-যত শর্করা-মধুর, শুনেছেন
আপনার মহিমা
কিন্তু অন্তরের ভরা-বিষ আসেনি গোচরে।
ঈশ্বর আপনাকে ওদের আয়ত্ত হতে রক্ষা করুন,
ওই সব ভণ্ড যত বান্ধব-স্বজন।

যুবরাজ : ওই সব ভণ্ড যত বান্ধব-স্বজন—ঈশ্বর আমাকে ওদের

আয়ত্ত হতে রক্ষা করুন!
কিন্তু ওরা তো অস্তিত্ব-বিহীন।
গ্লস্টার্: অধিপতি প্রভু আমার, লণ্ডনের নগরাধ্যক্ষ আপনাকে
অভিবাদন জানাতে এসেছেন।
(প্রবেশ : মহামহিম নগরাধ্যক্ষ ও তাঁর অনুচরবর্গ)।
নগরাধ্যক্ষ : সুস্বাস্থ্য আর উৎসব-জীবন, আপনার মহিমাকে
ঈশ্বরের আশীর্বাদ।
যুবরাজ : আপনার সুমহিমাকে ধন্যবাদ প্রভু, আপনাদের
সকলকে ধন্যবাদ।
ভেবেছিলাম আমার মা, আর আমার ভাই ইয়র্ক্
এর অনেক আগেই পথে আমাদের সঙ্গে মিলবেন।
কিন্তু ধিক! হেস্টিংস্ কী অলস! তিনিও তো আসছেন না!
এসে বলতেও তো পারেন—ওঁরা আসবেন কি না!
(প্রবেশ ঃ মাননীয় হেস্টিংস্)।
বাকিংহাম্ : আর একেবারে ঠিক সময়ে, ঐতো আসছেন
ঘর্মাক্ত হেস্টিংস্।
যুবরাজ : স্বাগত স্বামিন! কি সংবাদ—মা কি আসবেন?
হেস্টিংস্ : কোন্ সে ঘটনা, কীই বা কারণ, ঈশ্বর জানেন, আমি তো না,
রানী, আপনার মা, আর ইয়র্ক্, আপনার ভাই, তাঁরা তো
গীর্জার আশ্রয়ে।
স্বভাবে কোমল সেই রাজকুমার, আমার সঙ্গে আপনার
মহিমার সাক্ষাতে আসার জন্য হয়তো বা উৎসুকই ছিলেন
কিন্তু উৎসাহ প্রতিহত হল মাতৃ-প্রতিরোধে।
বাকিংহাম্ : ধিক তাঁকে! এ কী তাঁর পরোক্ষ এই কার্যক্রম
কোপন-স্বভাব?
মহামহিম ধর্মাধিনায়ক, আপনার মহিমা কি ইয়র্কের অধিনায়ককে
তাঁর রাজোচিত ভ্রাতার সমক্ষে এখনই প্রেরণ করতে রানীকে প্রবৃত্ত
করতে পারেন?

যদি তিনি অস্বীকার করেন, মহিমান্বিত হেস্টিংস্,
আপনি ওঁর সঙ্গে যান,
সন্দেহেতে ক্রুর তাঁর ঐ বাহুর আশ্রয়—সেই আশ্রয় থেকে
যুবাধিনায়ককে ছিনিয়ে নিয়ে আসুন শক্তির প্রয়োগে।

ধর্মাধিনায়ক : মহিমান্বিত বাকিংহামের নায়ক আমার, যদি আমার দুর্বল
বাচন মায়ের আশ্রয় হতে ইয়র্কের অধিনায়ককে জিতে নিতে পারে
তবে অবিলম্বেই তাঁকে এখানে আশা করবেন ;
কিন্তু যদি তিনি আমার নম্র-প্রার্থনার প্রতি নিতান্তই
পাষাণ-হৃদয় হন,
স্বর্গেতে ঈশ্বর আছেন, পবিত্র সে ধর্মস্থান স্বর্গীয় আশিসে !
ঈশ্বর না করুন, আমরা সেই ধর্মস্থানের পবিত্র অধিকার
লঙ্ঘন না করি।
কী গভীর সে পাপ ! সমগ্র এই দেশ—তার বিনিময়েও সেই পাপে
পাপী হতে আমি তো ইচ্ছুক নই !

বাকিংহাম্ : অতি মূঢ় আপনার এই অনমনীয়তা প্রভু
বড় বেশী প্রথানুগ, নিয়মের বাঁধাবাঁধি বড়ই অধিক,
স্থূল এই কাল, সব কিছু মোটা দাগে মাপা,
এক পরিমাপে তুলাদণ্ডে রাখুন ওজন, ধর্মীয়
বিধান যত সমানে সমান,
এই ভেবে যদি তাকে নিয়ে আসেন শক্তির প্রয়োগে,
লঙ্ঘিত হবে না কিন্তু মন্দিরের দিব্য অধিকার।
যোগ্য যাঁরা তাঁদের জন্য ঐ পুণ্য আশ্রয় তো সর্বদাই স্বীকৃত
আর স্বীকৃত তাঁদেরই অধিকার যাঁরা বিচার-সহ বুদ্ধিতে
ঐ আশ্রয় দাবি করেন।
রাজকুমার তো দাবিও করেন নি, আর যোগ্যও নন
সুতরাং আমার মতে, তিনি এই অধিকার তো পেতেই পারেন না।
অতএব ওঁকে যদি ওখান থেকে নিয়ে আসেন তাহলে আপনি তো
পুণ্যস্থানের কোন বিশেষ ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করছেন না কিংবা

সনন্দ-সম্মত কোন পুণ্য-অধিকার লঙ্ঘনও করছেন না।

ধর্মস্থানের সুরক্ষিত আশ্রয় বয়স্ক ব্যক্তিরা পেয়ে থাকেন—

প্রায়ই শুনেছি,

কিন্তু এখনও পর্যন্ত শুনি নি কখনও—বালকেরা পেয়েছে সে আশ্রয়।

ধর্মাধিনায়ক : মাননীয় আমার, অন্ততঃ এই একবারের জন্যও আপনি আমার মনের উপর আধিপত্য করবেন।

আসুন মহিমান্বিত হেস্টিংস্, আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে ?

হেস্টিংস্ : নিশ্চয় যাব প্রভু।

যুবরাজ : আপনারা সুভদ্র স্বামিন, যতটা দ্রুতিতে আপনারা সমর্থ, সেই দ্রুতবেগে আপনারা ত্বরান্বিত হোন। (প্রস্থান ঃ ধর্মাধিনায়ক ও হেস্টিংস্)।

আচ্ছা খুল্লতাত গ্লস্টার্, যদি আমার ভাই আসেনই,

তবে আমাদের অভিষেক পর্যন্ত কোথায় আমরা

কালাতিপাত করব ?

গ্লস্টার্ : কেন ? রাজোচিত আপনি, আপনার পক্ষে যে স্থান সর্বতোভাবে উপযুক্ত, সেই স্থানেই।

যদি আপনাকে পরামর্শ দেবার অধিকার আমার থাকে তবে বলি,

দু-একদিনের জন্য আপনার মহান মহিমা টাওয়ারে বিশ্রাম

গ্রহণ করুন,

তারপর যেখানে আপনার অভিরুচি, যে স্থান আপনার সর্বতোভাবে

উপযুক্ত মনে হবে

কিবা সুস্বাস্থ্যে, কিবা আমোদে-প্রমোদে।

যুবরাজ : অন্য যে কোন স্থানের তুলনায় আমার কিন্তু ঐ টাওয়ার পছন্দ হয় না।

আচ্ছা অধিস্বামিন—সত্য কি ঐ দুর্গাধিবাস জুলিয়াস সিজার

নির্মাণ করেছিলেন ?

গ্লস্টার্ : আরম্ভ তিনিই করেছিলেন, মহিমান্বিত প্রভু আমার,

তারপর থেকে, পরবর্তী সব কালে, নানাভাবে নির্মিত আবার।

যুবরাজ : এ কথা কি ইতিহাসে লেখা আছে, না পূর্ববর্তী কাল থেকে
পরবর্তী কালে লোকপরম্পরায় শোনা গেছে মাত্র ?
বাকিংহাম্ : লেখা আছে মহিমান্বিত প্রভু আমার।
যুবরাজ : কিন্তু বলুন অধিস্বামিন, ভালই হোত যদি লেখা না থাকত।
আমার তো মনে হয়—সকলি নাশের সেই যে অন্তিমের দিন—
সেই দিন পর্যন্ত সত্যের উচিত কিন্তু বাহিত হওয়া,
অল্প অল্প মূল্যে ভেঙে-ভাগ হয়ে, সমগ্র উত্তরকালের
যুগ থেকে যুগে।
গ্লস্টার্ : (জনান্তিকে) এত অল্প বয়সে যখন এত বেশী জ্ঞান,
লোকে বলে কখনই দীর্ঘজীবী হবে না শ্রীমান।
যুবরাজ : কি যেন বললেন, খুল্লতাত ?
গ্লস্টার্ : বলছিলাম, বাঁচার অক্ষর বিনা মুছে যায় জীবনের লিপি,
যশ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়।
(জনান্তিকে) তাহলে নীতিকথা নাটকের পাপ নামে প্রথাসিদ্ধ
চরিত্রের মত
একই বাক্যে দুই অর্থ, দুই অর্থে দুই নীতি করেছি প্রকাশ।
যুবরাজ : যশস্বী বিখ্যাত এই জুলিয়াস সিজার ;
তাঁর বীরত্ব তাঁর জ্ঞানকে ঐশ্বর্যবান করেছিল
সেই ঐশ্বর্যের যথাশক্তি নিয়োগ, যাতে তাঁর বীর খ্যাতি জীবিত থাকে।
মৃত্যু এই বিজয়ীকে বিজিত করেনি ;
কারণ তিনি তাঁর যশেতেই জীবিত, যদিও জীবনে নন।
আত্মীয়প্রবর বাকিংহাম্, আমি আপনাকে বলে রাখছি—
বাকিংহাম্ : কি মহিমান্বিত প্রভু ?
যুবরাজ : যদি আমি বয়ঃক্রম প্রাপ্তি পর্যন্ত বেঁচে থাকি,
তবে, হয় ফ্রান্সে আমাদের প্রাচীন অধিকার
আবার আমি জয় করে আনব,
আর নয়, যেমন রাজার মতই জীবন যাপন, তেমনই
যোদ্ধার মতই মৃত্যুবরণ।

গ্লস্টার্ : (জনান্তিকে) অল্পই বয়স, ক্ষণস্থায়ী ক'টি গ্রীষ্মকাল—তাই
এই লঘুচিত্ত সম্মুখ-লম্ফন।

(প্রবেশ ঃ হেস্টিংস্ ও ধর্মাধিনায়ক, সঙ্গে বালক ইয়র্ক্)।

বাকিংহাম্ : এই তো! যথা সময়ে উপস্থিত ইয়র্ক্-প্রধান।

যুবরাজ : ইয়র্কাধিপ রিচার্ড্! স্নেহময় ভ্রাতা আমাদের কেমন আছেন ?

ইয়র্ক্ : ভালই আছি, শঙ্কনীয় প্রভু আমার, এখন থেকে আপনাকে
এইমত সম্ভাষণে আমি বাধ্য।

যুবরাজ : হ্যাঁ ভাই, কিন্তু এতে আনন্দ নেই, এ শোক তোমার আমার ঃ
যিনি এই উপাধি নিজ নামে ব্যবহার করতে পারতেন,
অতি সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে,
তাঁর সেই মৃত্যুতে লুপ্ত এর অনেক মহিমা।

গ্লস্টার্ : মহান ইয়র্কাধিপ, ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের, আছেন কেমন ?

ইয়র্ক্ : সুভদ্র খুল্লতাত, আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা প্রভু,
আপনি তো বলতেন, অনাবশ্যক আগাছার বড় বেশী বাড় ঃ
কিন্তু যুবরাজ, আমার এই ভাই, উনি তো বাড়েতে আমাকে অনেক
ছাড়িয়ে।

গ্লস্টার্ : সত্যই, অনেক ছাড়িয়ে, প্রভু আমার।

ইয়র্ক্ : তবে উনি কি অনাবশ্যক ?

গ্লস্টার্ : ও না না, সুদর্শন ভ্রাতুষ্পুত্র আমার, ও কথা তো আমি
বলতেই পারি না।

ইয়র্ক্ : তবে তো উনি আপনার নিকট আমার অপেক্ষা
অনেক বেশী বাধিত।

গ্লস্টার্ : আমার নৃপতি-স্বরূপে উনি আমাকে আদেশ করতে পারেন,
কিন্তু আত্মীয় স্বরূপে আমাতে আপনার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে।

ইয়র্ক্ : আমার প্রার্থনা খুল্লতাত, এই ছোরাটি আমাকে দিন।

গ্লস্টার্ : আমার এই ছোরা ? নিশ্চয় দেব, কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র আমার,
এই প্রীতি-উপহারে আমার সমস্ত অন্তর।

যুবরাজ : কি বল ভাই ?

তুমি তাহলে প্রার্থী এক,

ইয়র্ক্ : দোষ কি ? বিশেষ করে অনুগ্রাহী আমার

এই খুল্লতাতের কাছে,

আমি তো জানি ওটি উনি আমাকে দেবেনই,

তুচ্ছ খেলনার মতই এক সামগ্রী, ওটি দিতে ওঁর

কোন কষ্টই হবে না।

গ্লস্টার্ : মহার্ঘতর উপহার আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিতে পারতাম।

ইয়র্ক্ : মহার্ঘতর উপহার ? ও, ঐ যে তরবারিটি ওর সঙ্গে

সংযুক্ত রয়েছে।

গ্লস্টার্ : হ্যাঁ, সুভদ্র ভ্রাতুষ্পুত্র, যদি অবশ্য এটি যথেষ্ট লঘু হোত।

ইয়র্ক্ : ও, অর্থাৎ, তুচ্ছ এক উপহার মূল্যেতে যদি লঘু হয়, তবেই আপনি দেবেন ;

আর যদি মূল্যেতে মহার্ঘতর হয়, তবে আপনি

প্রার্থীকে না-ই বলবেন।

গ্লস্টার্ : আপনার মহিমার ধারণের পক্ষে এই তরবারি অতি গুরুভার।

ইয়র্ক্ : যদি গুরুভারই হয় হোক, আমি ওটিকে লঘুভারেই গ্রহণ করব।

গ্লস্টার্ : আপনি কি আমার এই অস্ত্রটি নিতে ইচ্ছা করেন, বয়ঃকনিষ্ঠ প্রভু আমার !

ইয়র্ক্ : নিতাম, যাতে দেবার সময় আমাকে ঐ ভাবে বিশেষিত করলে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারতাম।

গ্লস্টার্ : কি ভাবে ?

ইয়র্ক্ : ঐ যে—বয়ঃকনিষ্ঠ।

যুবরাজ : ইয়র্কের অধিস্বামী দেখি বিরক্ত এখনও কথায়বার্তায় ঃ

খুল্লতাত, আপনার মহিমা তো জানেন কিভাবে ওঁকে সহনেতে লঘুভার করবেন।

ইয়র্ক্ : অর্থাৎ আপনি বলতে চান, বহনেতে আমাকে লঘুভার করবেন, সহনেতে নয়।

জানেন খুল্লতাত, আমার ভাই, আপনাকে আর আমাকে

—আমাদের উভয়কেই ব্যঙ্গ করছেন।
যেহেতু আমি মর্কটের মতই ক্ষুদ্র,
উনি মনে করেন আপনি আমাকে আপনার উচ্চ-স্কন্ধে
বহন করবেন।

বাকিংহাম্ : (স্বগত) কথা যখন বলে, সে কথা বুদ্ধিতে কী তীক্ষ্ণ,
বোধেতে কী অর্থবহ !
লঘু যাতে মনে হয় খুল্লতাত-প্রতি তার অশ্রদ্ধা-পোষণ
নিজেকে বিদ্রূপ করে সুন্দর চাতুর্যে :
আশ্চর্য কিন্তু—কত ধূর্ত অথচ কত অল্প বয়ঃক্রম।

গ্লস্টার্ : মহান প্রভু, আপনি কি অনুগ্রহ করে অগ্রসর হবেন ?
আমি নিজে আর আত্মীয়প্রবর সুভদ্র বাকিংহাম্—
আমরা আপনার মাতার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রার্থনা জানাব
তিনি যেন টাওয়ারে আপনাদের সাক্ষাতে এসে স্বাগত জানান।

ইয়র্ক্ : কী ? আপনি কি সত্যই টাওয়ারে যাবেন মহান প্রভু ?

যুবরাজ : আমার মহান অভিভাবক ঐরূপ প্রয়োজনই বোধ করেন।

ইয়র্ক্ : কিন্তু আমি তো ঐ অধিবাসে নির্ভয়ে নিদ্রিত থাকব না।

গ্লস্টার্ : কেন ? কি সে ভয় আপনার ?

ইয়র্ক্ : মেরীর দিব্য, আমার খুল্লতাত ক্ল্যারেন্সের ক্রুদ্ধ প্রেতে :
ঠাকুমা আমাকে বলেছিলেন, উনি ওখানেই নিহত।

যুবরাজ : আমি কোন মৃত খুল্লতাতকে ভয় করি না।

গ্লস্টার্ : আশা করি, কোন জীবিতকেও নয়।

যুবরাজ ; আর যদি জীবিতই হন, তাতেও আমার ভয় করার
কোন প্রয়োজন নেই।
কিন্তু আসুন মহান প্রভু আমার ; ওঁদেরই চিন্তায়
দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে
আমরা টাওয়ারে গমন করি।
(শোভাযাত্রা করে প্রস্থান-ঘোষণায় তূরীবাদন। হেস্টিংস্ ও ধর্মাধিনায়ক রাজকুমারদ্বয়ের অনুগমন করেন। বাকিংহাম ও কেট্‌স্‌বি

সহ গ্লস্টার্।)

বাকিংহাম্: আপনার কি মনে হয় না অধিস্বামিন, বাচাল বালক এই
ইয়র্ক্ তার মাতার চতুরশাঠ্যে ক্রোধে প্ররোচিত,
তাই না উপহাসে আর অবজ্ঞায় আপনাকে সে এইরূপে
নিন্দিত করে?

গ্লস্টার্: সন্দেহ নেই, কোনই সংশয় নেই: ও, এ বালক
সত্যই এক কথার ধোকড়;
সাহসী-হৃদয়, দ্রুত-বুদ্ধি বোধ, উদ্ভাবনে পটু, সমর্থ, তৎপর,
একেবারে পুরোপুরি মায়ের ধরন, আপাদ মস্তক।

বাকিংহাম্: ভাল, বিশ্রাম করুক এখন। আসুন কেট্স্বি,
দৃঢ়বদ্ধ শপথে আপনি আমাদের উদ্দেশ্য মত স্বকার্য সাধনে,
পরামর্শ কথাবার্তা যত, নিবিড় শপথ আপনার গোপন রাখার
আমাদের এই পথে আমার হেতু আপনি জানেন।
আপনার কি মনে হয়? সুবিখ্যাত এই দ্বীপভূমির রাজাসনে এই
মহান অধিনায়ককে স্থাপন করার জন্য
মহিমান্বিত উইলিয়াম হেস্টিংস্কে আমাদের করে নেওয়া কি খুবই
সহজ নয়?

কেট্স্বি: উনি কিন্তু পিতার জন্য পুত্রকে এতই ভালবাসেন,
যে রাজকুমারের বিরুদ্ধে কোন কিছুতেই উনি সম্মত হবেন না।

বাকিংহাম্: স্ট্যান্লে সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? হবে না?

কেট্স্বি: হেস্টিংস্ যা করবেন উনিও সর্বতোভাবে তাই করবেন।

বাকিংহাম্: ভাল, তাহলে এখন শুধু এইটুকুই, আর বেশী নয়: সুভদ্র
কেট্স্বি আপনি অগ্রসর হোন,
আর যেহেতু লক্ষ্য এখনও দূরে, আপনি
মহান হেস্টিংস্কে বাজিয়ে দেখুন
আমাদের প্রস্তাবের আপেক্ষিকে কিভাবে বিন্যস্ত তিনি;
আর আগামীকাল তাঁকে টাওয়ারে আহ্বান করুন
অভিষেক সম্পর্কে আলোচনার জন্য।

যদি আপনি তাঁকে আমাদের প্রতি বশ্য বলে মনে করেন,
তবে তাঁকে উৎসাহিত করবেন, আমাদের সমস্ত যুক্তি তাঁকে
জ্ঞাপন করবেন ঃ
যদি দেখেন নিস্পন্দ, হিমশীতল, অনিচ্ছুক,
আপনিও তদ্রূপ হবেন, আর অতএব, বুঝতেই পারছেন, আলোচনা
থেকে নিরস্ত হবেন,
আর তাঁর মতি-গতি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করাবেন ঃ
কারণ, আমরা স্বতন্ত্র সভার আয়োজন করছি,
আর সে সভাতে আপনি উচ্চ-দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবেন।

গ্লস্টার্ : মাননীয় মহিমা উইলিয়ামের নিকট আমার সম্পর্কে সপ্রশংস
উল্লেখ করবেন ঃ তাঁকে আপনি বলবেন কেট্‌স্‌বি,
তাঁর বিপজ্জনক প্রতিপক্ষীয়দের স্ফোটকের ন্যায় প্রাচীন
গ্রন্থিসংযোগে
আগামীকাল শল্য প্রযুক্ত হয়ে রক্তধারা নিঃসৃত হবে পম্‌ফ্রেট্ দুর্গে
আর আমার হয়ে শ্রদ্ধেয় মহিমাকে প্রার্থনা জানাবেন
এই আনন্দ সংবাদ উপলক্ষে রক্ষিতা শ্রীমতী শোরকে তিনি যেন
সংখ্যায় আর একটি অধিক সুনম্র এক চুম্বন উপহার দেন।

বাকিংহাম্ : তাহলে সুভদ্র কেট্‌স্‌বি, আসুন, এই বিষয়কে নিশ্ছিদ্ররূপে
কার্যকরী করুন।

কেট্‌স্‌বি : সুভদ্র আমার প্রভুদ্বয়, নিশ্চয় করব, আমার সামর্থ্যের সর্বাধিক
যত্ন নিয়ে।

গ্লস্টার্ : কেট্‌স্‌বি, আমরা নিদ্রিত হবার পূর্বেই কি তোমার নিকট থেকে
সংবাদ পাব ?

কেট্‌স্‌বি : নিশ্চয় পাবেন, প্রভু আমার।

গ্লস্টার্ ঃ ক্রসবি প্রাঙ্গণ—সেখানে আমাদের উভয়কেই পাবে।
(প্রস্থান ঃ কেট্‌স্‌বি)।

বাকিংহাম্ : কিন্তু অধিস্বামিন আমার, যদি বুঝি শ্রদ্ধেয় হেস্টিংস্
আমাদের এই একত্র-চক্রান্তে

অংশগ্রহণ করতে সম্মত নন, তখন আমরা কি করব ?

গ্লস্টার্ : কেন তাঁর মাথাটি উড়িয়ে দেব, আর ওড়াবার মত কোন একটা অজুহাতও আমরা নিশ্চয় ঠিক করে নেব।
আর দেখুন, আমি যখন রাজা হব, তখন আপনি আমার
কাছ থেকে হিয়ারফোর্ডের অধিস্বামিত্ব দাবি করবেন,
হ্যাঁ—আর দাবি করে নেবেন—সেই সমস্ত
অস্থাবর সম্পত্তি আর লোক-লস্কর, যা
আমার ভ্রাতার অর্থাৎ ভূতপূর্ব রাজার নিজস্ব অধিকারে ছিল।

বাকিংহাম্ : আপনার প্রতিশ্রুত এই দান গ্রহণের দাবি আপনার মহিমার করতলে আমি নিশ্চয় রাখব।

গ্লস্টার্ : আর দেখবেন, ঐ দান যেন সর্বসংহৃত করুণায় প্রদত্ত হয়।
আসুন, যথোচিত সময়ে আমরা নৈশভোজ সম্পূর্ণ করি,
যাতে ভোজশেষে, বাকি সময়ে, কোন না কোন আকারে
আমাদের এই একত্র-চক্রান্ত পরিপাকে সমর্থ হই।
(প্রস্থান ঃ গ্লস্টার্ ও বাকিংহাম্)।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[মহিমান্বিত হেস্টিংসের গৃহ-সম্মুখ, রাত্রি। দ্বারদেশে এক বার্তাবহের প্রবেশ।]

বার্তাবহ : (দ্বারে আঘাত করিয়া) প্রভু! প্রভু আমার!

হেস্টিংস্ : (ভিতর হইতে) দ্বারে আঘাত করে কে ?

বার্তাবহ : মহিমান্বিত স্টান্লে প্রেরিত এক বার্তাবহ।

হেস্টিংস্ : (ভিতর হইতে) ঘড়িতে সময় কত ?

বার্তাবহ : চার-ঘড়ি বাজার মুখে—

হেস্টিংস্ : এই সব ক্লান্তিকর রাত, মহিমান্বিত স্ট্যান্লে কি নিদ্রায় অতিবাহিত করতে পারছেন না ?

বার্তাবহ : আজ্ঞে—আমি যা বলতে এসেছি, তা থেকে তো তাই মনে হয়।
প্রথমতঃ তিনি নিজেকে আপনার মহান মহিমার নিকট

সমর্পণ করেছেন।

হেস্টিংস্ : তারপর ?

বার্তাবহ : তারপর তিনি নিশ্চিত করে বলেন—আজ রাতে তিনি স্বপ্ন
দেখেছেন, নির্দিষ্ট এক শূকর তাঁর মস্তক নিশ্চিহ্ন করে
বিলুপ্ত করেছে ঃ
ব্যতিরেকে, তিনি বলেন, দুটি মন্ত্রণাসভার আয়োজন হয়েছে ;
একটিতে স্থিরীকৃত হতে পারে, অপরটিতে যাতে আপনারা
শোচনীয় বিষাদে নিপতিত হন।
এই কারণেই, আপনার মহিমার অভিরুচি জানার জন্য তিনি
আমাকে প্রেরণ করেছেন,
তাঁর মনে যে বিপদের আশঙ্কা, সেই আশঙ্কাকে দূরত্বে
পরিহার করার জন্য
আপনি যদি অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে অশ্বারোহণে সর্বসম্ভাব্য
গতিবেগে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হন।

হেস্টিংস্ : যান ভদ্রমহোদয়, আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন,
আমার হয়ে অনুরোধ করুন, তিনি যেন বিভক্ত মন্ত্রণা-সভাকে
ভয় না করেন :
মাননীয় তিনি আর আমি নিজে, আমরা একটিতে আছি,
আর একটিতে আছেন আমার সুভদ্র বান্ধব কেট্‌স্‌বি ;
সংবাদ আমার অগোচর থাকবে—ওখানে আমাদের সম্পর্কে
এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।
ব'লো তাঁকে, অমূলক ভীতি তাঁর সংকীর্ণ-চিন্তায় ঃ
আর তাঁর স্বপ্নের কথায়—আমি তো বিস্মিত দেখে
তিনি এত সহজ সরল
যে বিদ্রূপে বিশ্বাস করেন, অশান্ত নিদ্রার।
আর ঐ বন্য শূকর আমাদের অনুধাবন করার পূর্বেই আমরা
যদি পলায়ন করি
তবে তো আমরাই তাকে আমাদের অনুসরণ করতে

ক্রোধোদ্দীপ্ত করব,
আর অনুধাবনের যেখানে কোন চিন্তাই ছিল না, সেখানে
আমরা-তাঁকে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে বাধ্য করাব।
যাও মহোদয়, তোমার প্রভুকে গাত্রোত্থান করতে
আমার হয়ে অনুরোধ কর,
তিনি আমার এখানে আসুন ;
দুজনে একত্রে আমরা টাওয়ারে গমন করি,
সেখানে তিনি স্বচক্ষেই দেখবেন, বন্য শূকর আমাদের
সঙ্গে দয়ার্দ্র-চিত্তে অমায়িক ব্যবহারই করছেন।

বার্তাবহ : আমি যাচ্ছি প্রভু, এবং আপনার বক্তব্য তাঁকে নিবেদন
করছি। (প্রস্থান)।
(প্রবেশ ঃ কেট্‌স্‌বি)।

কেট্‌স্‌বি : মহান প্রভু আমার, শুভ হোক আপনার আগামী
সব অনেক সকাল।

হেস্টিংস্‌ : শুভ প্রাতঃকাল—আজ তুমি তৎপর অনেক সকালে ঃ
বল, কি সংবাদ, কি সংবাদ এই রাষ্ট্রে আজ ?

কেট্‌স্‌বি : বাস্তবিকই প্রভু আমার—কম্পমান পৃথিবী এ-এক
আর আমার বিশ্বাস, এর পক্ষে উচ্চশির অস্তিত্বে বিরাজ
কখনও সম্ভব নয়।
অন্ততঃ যতক্ষণ পর্যন্ত রিচার্ড্‌ এই রাজ্যের বরমাল্য গ্রহণ
না করছেন।

হেস্টিংস্‌ : কি হল ? বরমাল্য গ্রহণ ? তুমি কি রাজমুকুট অর্থ করছ ?

কেট্‌স্‌বি : হ্যাঁ, সুভদ্র মহিমা আমার।

হেস্টিংস্‌ : রাজমুকুট এমন অন্যায়ভাবে অস্থানে স্থাপিত দেখার পূর্বেই
আমি আমার স্কন্ধদ্বয়ের উপর থেকে আমার এই
মস্তক মুকুট অপসৃত করব।
কিন্তু অনুমানে তোমার কি মনে হয়—তাঁর লক্ষ্য কি এই ?

কেট্‌স্‌বি : জীবনের শপথে বলতে পারি, নিশ্চয়, তাঁর আশা,

এই থেকে আপনার নিজস্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায়, তিনি
আপনাকে তাঁর পক্ষেই অগ্রসর পাবেন।
আর এই কারণেই তিনি আপনাকে এই শুভ সংবাদ প্রেরণ করেছেন
—আজ, এই রাত্রিতেই আপনার শত্রুরা, অর্থাৎ রানীর স্বজনবর্গ,
পম্‌ফ্রেটে মৃত্যুবরণ করবেই।

হেস্টিংস্ : বাস্তবিক, এই সংবাদের আমি কোন শোকানুগামী নই,
কারণ, এখনও তারা আমার প্রতিপক্ষই,
কিন্তু তাই বলে রিচার্ডের পক্ষে মতদান করে,
আমি আমার প্রভুর উত্তরাধিকারীর ন্যায়মত ধারাবাহে
বাধা সৃষ্টি করব—
ঈশ্বর জানেন, এ আমি কখনই করব না, মৃত্যুর প্রতিপক্ষেও নয়।

কেট্‌স্‌বি : ঈশ্বর যেন আপনার মহিমাকে এই মহিমান্বিত-মানসে
সুরক্ষিত রাখেন।

হেস্টিংস্ : কিন্তু যারা আমাকে প্রভুর ঘৃণায় ঘৃণিত করেছিল
তাদের বিষাদময় পরিণতি দেখতে আজও আমি জীবিত আছি—
এই চিন্তায় আমি নিশ্চয় আনন্দ পাব, কিন্তু আজ নয়, আজ থেকে
বর্ষকাল বাদে;
ভাল কথা কেট্‌স্‌বি—পক্ষকাল বয়স বৃদ্ধির পূর্বেই
কিছু ষড়যন্ত্রীকে আমি যথাস্থানেই প্রেরণ করব—তারা কিন্তু এখনও
একথা চিন্তাই করতে পারে না।

কেট্‌স্‌বি : কিন্তু—লোকে যখন মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, কোথাও
মৃত্যুর চিহ্ন পর্যন্ত দেখে না—
তখন যদি মৃত্যু আসে—এ কিন্তু জঘন্য বিষয় এক, মহিমান্বিত
প্রভু আমার।

হেস্টিংস্ : ও দানবিক জঘন্য নিশ্চয়! কিন্তু তাই তো হয় দেখি
রিভার্সের ক্ষেত্রে, ভনের ক্ষেত্রে, গ্রের ক্ষেত্রে : আর আর কিছু লোক
—তাদের ক্ষেত্রেও সেই একই তো হবে দেখি—এরা কিন্তু ঠিক তোমার
আমার মতই নিজেদের নিরাপদ বলেই মনে করে,

হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি আর আমি—যেমন আর কি তুমি জান

আমরা রাজোচিত রিচার্ডের আর বাকিংহামের অতি প্রিয়জন।

কেট্‌স্‌বি : যুবরাজেরাও আপনার হিসাবটা বেশ উঁচু অঙ্কেই করেন

(স্বগত) কারণ তাঁরা ওঁর বিচ্ছিন্ন মস্তকটি লণ্ডন সেতুর উচ্চতা থেকে

প্রদর্শিত হবার হিসাবেই রাখেন।

হেস্টিংস্‌ঃ তাঁরা যে করেন—আমি জানি, আর নিজেকে আমি ঐ হিসাবের

সুযোগ্য বলেই মনে করি।

(প্রবেশ ঃ মাননীয় মহিমা স্ট্যান্‌লে।)

আরে আসুন আসুন মহাশয়, কই আপনার শুয়োর-মারা বর্শাটি কই ?

শুয়োরে আপনার ভয়, অথচ এমন অসজ্জিত চলা-ফেরা,

খালি হাতে বর্শাবিহীন ?

স্ট্যান্‌লে : শুভ প্রাতঃকাল, মহিমা আমার, কেট্‌স্‌বি শুভ প্রাতঃকাল ঃ

আপনি উপহাস করতে পারেন, কিন্তু পবিত্র-ক্রসের দিব্য,

ভিন্ন ভিন্ন এইসব মন্ত্রণা-সভা, এ আমার মনোমত নয়,

পছন্দ করি না আমি।

হেস্টিংস্‌ : আপনার জীবন আপনার নিকট যেমন, আমার জীবন আমার

নিকট ঠিক তেমনই মহার্ঘ ;

আর আমার বিগত দিনে, হ্যাঁ—আমি প্রতিবাদই করছি,

আমার বিগত দিনে এ জীবন এখনকার মত এত মূল্যবান

বলে কখনই মনে হয়নি :

আপনি কি মনে করেন, আমাদের অবস্থা যদি নিরাপদ মনে না

করতাম,

তাহলে—এই যেমন আমাকে দেখছেন—সত্যই কি থাকতাম আমি

এমন আনন্দ-উল্লাসে ?

স্ট্যান্‌লে : পম্‌ফ্রেটে সমবেত নায়কেরা, যখন লণ্ডন থেকে

অশ্বারোহণে এলেন,

তখন তো তাঁরা নন্দিতই ছিলেন, মনেও করেছিলেন অবস্থা তাঁদের,

নিশ্চিত নিরাপদ,

আর বাস্তবিক, অবিশ্বাসের কোন কারণও তো তাঁদের ছিল না,
তবুও দেখুন, কতই সত্বর, মেঘাচ্ছন্ন হল দিন।
বিদ্বেষের ছুরিকার এই সহসা-আঘাত—এতে তো আমার সংশয়
প্রার্থনা ঈশ্বর, আমি বলি, আমি যেন অপ্রয়োজনেই
কাপুরুষ প্রমাণিত হই!
কি বলুন, আমরা কি টাওয়ারের দিকে অগ্রসর হব? দিন বয়ে যায়।

হেস্টিংস্: আসুন, আসুন, সংবাদ জানুন। জানেন কি প্রভু আমার?
যে সব নায়কদের কথা বলছিলেন, তাঁদের সকলেরই মস্তক আজ
দেহচ্যুত হয়েছে।

স্ট্যান্‌লে: যাঁরা ওঁদের অভিযুক্ত করেছেন, তাঁরা কিন্তু পদমর্যাদার টুপিটি
পরেই আছেন;
অভিযুক্ত ওঁরা কিন্তু, ওঁদের সততার জন্য,
এঁদের এই টুপি পরে থাকার অপেক্ষায় ওঁদের নিজেদের কাঁধের
উপর মাথাটি পরে থাকার বিষয়ে যোগ্যতরই ছিলেন।
কিন্তু আসুন প্রভু আমার, আমরা অগ্রসর হই।
(একজন অনুচরের প্রবেশ)।

হেস্টিংস্: আপনারা আগেই এগোন: আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে
একটু সেরে নিই।
(প্রস্থান: স্ট্যান্‌লে ও কেট্‌স্‌বি)।
তারপর? এখন কেমন মহাশয়? দুনিয়া আপনার সঙ্গে তাল
রেখে চলছে কেমন?

অনুচর: পূর্বাপেক্ষা ভালই, যেহেতু আপনার মহিমা অনুগ্রহপূর্বক
জিজ্ঞাসা করেছেন।

হেস্টিংস্: আমিও তোমাকে বলি মহাশয়, আমি এখন
ভালই আছি পূর্বের অপেক্ষায়
—সেই পূর্বে, যখন তুমি আমার সাক্ষাৎ পেয়েছিলে, ঠিক এখন
যেখানে আবার আমরা মিলেছি:
তখন আমি বন্দী হয়ে টাওয়ারে যাচ্ছিলাম, রানীর মিত্রদের ইঙ্গিতে,

কিন্তু এখন, আমি তোমায় বলি শোন, অবশ্য কথাটা নিজের কাছেই রেখ—

আজ ঐ সব শত্রুরা মৃত্যুতে সমর্পিত হয়েছে,

আজ আমার অবস্থান পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল, এত ভাল অবস্থায় পূর্বে কোনদিনই থাকিনি।

অনুচর: আপনার সম্মানিত মহিমার সুসন্তোষে, ঈশ্বর যেন আপনার এই অবস্থাকে স্থির রাখেন।

হেস্টিংস্: ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন মহাশয়—এটি নাও—পান করো।

(মুদ্রার থলি ছুঁড়িয়া দেন)।

অনুচর: আপনার সম্মানিত মহিমাকে ধন্যবাদ। (প্রস্থান)।

(প্রবেশ: একজন পুরোহিত)।

পুরোহিত: খুব সময়ে সাক্ষাৎ হয়েছে, প্রভু আমার; আপনার সম্মানিত মহিমার সাক্ষাতে আমি আনন্দিত।

হেস্টিংস্: আপনাকে ধন্যবাদ সুভদ্রজন্, আন্তরিক ধন্যবাদ।

আপনার ধর্মকথার গং-নিবেদনে আমি আপনার নিকট ঋণী;

(কানে কানে কি যেন বলেন)।

(প্রবেশ: বাকিংহাম্)।

বাকিংহাম্: পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলছেন মহিমান্বিত রাজকঞ্চুকী ?

ভাল, পমফ্রেটে আপনার বান্ধবদের সত্যই একজন

পুরোহিতের প্রয়োজন।

সম্মানিত মহিমা আমার, আপনার তো স্বীকারোক্তির

মাধ্যমে পাপ-মুক্তির প্রসঙ্গ এখন নেই।

হেস্টিংস্: বাস্তবিক সরল বিশ্বাসেই বলছি, এই পুরোহিতের

সঙ্গে সাক্ষাতেই—ওই যে যাঁদের কথা আপনি বলছেন—

ওঁদের কথাই আমার মনে এল।

কি টাওয়ারের দিকে যাচ্ছেন ?

বাকিংহাম্: যাচ্ছি প্রভু; কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারব না।

আপনার মহিমার ঐ স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই

আমি ফিরে আসব।

হেস্টিংস্ : না পারাই সম্ভব, সম্ভাবনা যথেষ্টই, কারণ মধ্যাহ্নভোজে আমি ওখানেই থাকছি।

বাকিংহাম্ : (স্বগত) শুধু মধ্যাহ্নভোজে কেন ? নৈশভোজেও— যদিও নিমন্ত্রণ এখনও আপনার অজ্ঞাতই।

(প্রকাশ্যে) আসুন, যাবেন কি ?

হেস্টিংস্ : চলুন, আপনার মহিমার অপেক্ষায়। (একত্রে প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য। পম্‌ফ্রেট্ দুর্গ

[প্রবেশ : মাননীয় রিচার্ড্ র‍্যাট্‌ক্লিফ্, সঙ্গে টাঙ্গিধারীদের প্রহরায় মৃত্যু-অভিমুখী অভিজাতগণ—রিভার্স্, গ্রে ও ভন্।]

রিভার্স্ : মাননীয় রিচার্ড্ র‍্যাট্‌ক্লিফ্, অনুমতি করুন, আপনাকে বলি ; সত্যের জন্য, কর্তব্যের জন্য, রাজানুগত্যের স্বপক্ষে এক প্রজার মৃত্যু আজ আপনি অবলোকন করবেন।

তোমাদের ন্যায় ষড়যন্ত্রী বৃক-সমাবেশ ! তোমাদের আয়ত্ত থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ যেন রাজকুমারকে সুরক্ষিত রাখে !

ভন্ : আজ তোমরা জীবিত রইলে শুধু মাত্র ভবিষ্যতের নিজ-নিজ সর্বনাশের নিদারুণ সরব-ঘোষণার কারণে।

র‍্যাট্‌ক্লিফ্ : সত্বর বধ কর : অন্তিম তোমাদের জীবনের সীমারেখা।

রিভার্স্ : ও পম্‌ফ্রেট্ : পম্‌ফ্রেট্ ! ওরে রক্তাক্ত কারাগার,

মহান অভিজাত-সব—অকল্যাণ তুই, তাদের মৃত্যুর জনক !

অপরাধী তোর এই প্রাচীর-বেষ্টনী, এরই মাঝে মৃত্যুতে প্রেরিত হন

দ্বিতীয় রিচার্ড্ খণ্ড খণ্ড হয়ে :

ভীষণ অশুভ-প্রকাশ তুই, ওরে কারাগার,

যাতে তোর কলঙ্ক-কালিমা আরও অধিক হয়

তারই কারণে, নির্দোষ এই রক্ত দিই তোর পানের নিমিত্ত।

গ্রে : এইবার মার্গারেটের অভিশাপ নেমে আসে মাথার উপর,

হেস্টিংসের প্রতি, আপনার প্রতি, আমার প্রতি তাঁর সেই

ধিক্কৃত চিৎকার,

রিচার্ডের ছুরিকায় পুত্র তাঁর নিহত যখন, তখন পাশেতে আমরা

কিন্তু নীরবেই স্থির।

রিভার্স্: তখন তিনি রিচার্ড্কে অভিশাপ দিয়েছিলেন,

শাপিত করেছিলেন বাকিংহামকে,

অভিশপ্ত হয়েছিল হেস্টিংস্। হে ঈশ্বর স্মরণেতে রেখ,

শুনেছিলে প্রার্থনা তাঁর ওদের বিপক্ষে, ঠিক এখন যেমন

এনেছ স্মরণে, আমাদের প্রতিপক্ষে তাঁর সেই চিৎকৃত ধিক্কার!

তুমি তো জান প্রভু, অন্যায় হবে এই রক্তপাত,

তবুও, আমার ভগ্নীর সপক্ষে, আর তাঁর রাজোচিত পুত্রদের

সপক্ষে সন্তুষ্ট থেক প্রিয় প্রভু, আমাদের বিশ্বস্ত-রক্তের এই

নিবেদনে।

র‍্যাট্ক্লিফ্: দ্রুত হও, আগত মৃত্যুর কাল।

রিভার্স্: আসুন গ্রে, আসুন ভন্, আমরা আলিঙ্গন করি:

বিদায়, যতক্ষণ না স্বর্গেতে আবার সাক্ষাৎ হয়।

(প্রহরী-পরিচালিত অবস্থায় প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য। লণ্ডন। টাওয়ার মধ্যস্থ এক কক্ষ

[উপবিষ্ট, টেবিল বেষ্টন করে: বাকিংহাম্, স্ট্যান্লে, হেস্টিংস্

এলির ধর্মাচার্য, র‍্যাট্ক্লিফ্, লোভেল, ও অন্যেরা।]

হেস্টিংস্: এখন, মাননীয় অভিজাতবৃন্দ, যে কারণে মিলেছি আমরা

—অভিষেকের দিন-নির্ধারণ।

ঈশ্বরের নামে বলুন এখন। কবে সেই রাজোচিত দিন?

বাকিংহাম্: রাজোচিত সেই কাল—তার জন্য সবই কি প্রস্তুত?

স্ট্যান্লে: সবই তো প্রস্তুত, বাকি শুধু দিন-নির্ধারণ

বিশেষে চিহ্নিতকল্পে।

এলি: আমার বিচারে, কালই তো হতে পারে সুখের সে-দিন।

বাকিংহাম্: এ বিষয়ে মহান রাজরক্ষকের মনোভিলাষ কেউ কি জানেন?

মহান অধিস্বামীর সর্বাধিক অন্তরঙ্গই বা কে ?

এলি : মহিমা আপনার, আমরা মনে করি, সব আগে তাঁর
মনোভিলাষ আপনার মহিমারই জ্ঞাত হওয়া উচিত ।

বাকিংহাম্ : মুখ-চেনা বহিরঙ্গে আমরা দুজনেই প্রত্যেকে অপরকে জানি,
কিন্তু অন্তরঙ্গে,
আমি আপনাদের মন যেমন জানি, তার অপেক্ষা বেশী তিনি
আমার মন জানেন না,
অথবা, আপনারা আমার মন যেমন জানেন, প্রভু আমার,
অপেক্ষায় তার বেশী, আমিও তাঁর মন জানি না ।
মহান হেস্টিংস্, আপনি এবং তিনি, আপনারা তো প্রীতিতে
নিকটতর ।

হেস্টিংস্ : তাঁর মহিমাকে ধন্যবাদ, আমি জানি, ভাল
তিনি আমাকে ভালই বাসেন :
কিন্তু অভিষেক বিষয়ে তাঁব অভিলাষ,
এ-সম্পর্কে আমি তাঁকে ধ্বনিত করিনি, আর তিনিও, সে
বিষয়ে তাঁর শোভন অভিরুচি কোনভাবেই আমাকে জ্ঞাপন
করেন নি ঃ
কিন্তু আপনারা, আমার সম্মানিত প্রভুবৃন্দ, অভিষেক-কাল
ইচ্ছা করলে চিহ্নিত করতে পারেন ;
আমি অধিনায়কের হয়ে সে বিষয়ে আমার মতদান
নিশ্চয় করব,
আর আমার মনে হয়, সেই মতদান তিনি শান্ত চিত্তেই গ্রহণ
করবেন । (প্রবেশ ঃ গ্লস্টার্) ।

এলি ; উপযুক্তক্ষণেই উপস্থিত, ঐ তো, অধিনায়ক নিজেই ।

গ্লস্টার্ : মহান প্রভুবৃন্দ আমার, আত্মীয়বরেরা সব, দিন যেন শুভ হয় ।
যদিও অভ্যাস নয়, আজ কিন্তু দীর্ঘক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম ;
আমার বিশ্বাস, আমার উপস্থিতিতে চূড়ান্তে গৃহীত হবে,
এই ধারণায়, আমার অনুপস্থিতি উপযুক্ত কোন পরামর্শকে

নিশ্চয় অবহেলা করেনি।

বাকিংহাম : আপনি যদি আপনার কথারম্ভে প্রবেশ না করতেন, প্রভু,
তবে মহান উইলিয়াম হেস্টিংস্ রাজ-অভিষেক বিষয়ে
আপনার অভিমত আপনার হয়েই প্রকাশ করতেন।

গ্লস্টার্ : কারণ এ-সম্পর্কে মাননীয় হেস্টিংস্ অপেক্ষা নির্ভীকচিত্ত আর
তো কেউ হতেই পারে না ;
কারণ, মহান প্রভু, তিনি আমাকে ভালই জানেন, আর ভাল
তিনি আমাকে ভালই বাসেন।
এলির মহান ধর্মাধ্যক্ষ, শেষবার যখন আমি
হোল্‌বোর্নে ছিলাম
সুপক্ক স্ট্রবেরী দেখেছিলাম আপনার উদ্যানে,
আপনাকে অনুনয়, যদি আমার জন্য কিছু আনিয়ে দেন।

এলি : মাতা মেরীর শপথ, নিশ্চয় দেব, মহান অধিনায়ক আমার,
আন্তরিক অভিলাষে। (প্রস্থান)।

গ্লস্টার্ : বাকিংহাম্, স্বজনপ্রবর, আপনার সঙ্গে একটি কথা। (তাঁকে
পার্শ্বে অপসৃত করেন)।
আমাদের বিষয় সম্পর্কে কেট্‌স্‌বি হেস্টিংস্‌কে বাজিয়েছেন,
দেখেছেন—ক্রোধন এই ভদ্রলোক এতই উত্তপ্ত,
—ইংলণ্ডের সিংহাসনে তিনি তাঁর প্রভুপুত্রের—হ্যাঁ মান্য করে
তিনি তাঁকে ঐ নামেই অভিহিত করেন—
তিনি তাঁর প্রভুপুত্রের রাজ অধিকার হারানোয় সম্মতিদানের পূর্বে
তিনি বরং তাঁর নিজের মাথাটি হারাতেও সম্মত আছেন।

বাকিংহাম্ : ক্ষণিকের জন্য অন্তরালে আসুন, আমি
আপনার সঙ্গেই আসছি।
(দুজনের অন্তরালে প্রস্থান)।

স্ট্যান্‌লে : আমরা কিন্তু এখনও করিনি স্থির সর্বজনীন এ-উৎসবের দিন।
আগামীকাল আমার বিচারে, কিন্তু অতীব সহসা ;
কারণ, উপযুক্ত ব্যবস্থায় আমি নিজে তো প্রস্তুত নই ;

অন্যথায় প্রস্তুতিতে সম্পূর্ণ হতাম, বিলম্বেতে দিন স্থির হলে।
(এলির ধর্মাচার্য ফিরে আসেন)।
এলি : কোথায় গ্লস্টারের অধিনায়ক, প্রভু আমার ?
তাঁর সেই স্ট্রবেরী আমি তাঁর জন্য আনিয়েছি।
হেস্টিংস্ : আজ সকালে মহিমাকে তাঁর প্রফুল্ল আর স্নিগ্ধই দেখায় ;
কিছু তো অনুমান আছে, যখন অমর প্রাণের সঙ্গে তিনি
শুভদিন কামনা করেন, তখন অপরে তো তাঁকে ভালই
পছন্দ করে।
ভালবাসা কিংবা ঘৃণা—এই দুই তাঁর অপেক্ষা
অপ্রকাশে রাখতে পারে,
খ্রীষ্ট-রাজত্বে কোথাও কোন সময়ে এমন কেউ আছে বলে আমার
তো মনে হয় না।
তাঁর মুখ দেখে সোজা তুমি তাঁর হৃদয়ের পরিচয় পাবেই।
স্ট্যান্‌লে : এমন কি বুঝলেন আপনি, অন্তরের কোন্-সে-প্রকাশ
তাঁর মুখের দর্পণে,
আচরণের কোন্-সে-সাদৃশ্য আজ তাঁর ব্যবহারে ?
হেস্টিংস্ : মাতা মেরীর দিব্য, এখানে কারও সম্পর্কেই তিনি তো
অসন্তুষ্ট নন ; কারণ,
তা যদি হোত, তবে তা তাঁর মুখভাবেই প্রদর্শিত হোত।
(প্রত্যাবর্তন : গ্লস্টার ও বাকিংহাম্ ; ক্ষণকাল পূর্বের তুলনায়
মুখভাব বিস্ময়করভাবে অপ্রসন্ন, কুঞ্চিত-ভ্রূ, ওষ্ঠাধর দংশনে
অপ্রসন্নতার প্রকাশ)।
গ্লস্টার্ : আপনাদের সকলের নিকট আমার প্রার্থনা,
অভিশপ্ত জাদুবিদ্যার নারকী চক্রান্তে যারা
আমার মৃত্যুর ষড়যন্ত্র করে,
অভিশপ্ত নারকী সেই সব মন্ত্রের সম্মোহন, দেখুন কার্যকরী
আজ আমার দেহের উপরে,
বলুন, বলুন আমাকে, কি তাদের উচিত শাস্তি ?

হেস্টিংস্ : যে কমনীয় প্রীতিতে আমি আপনার মহিমার প্রতি
অনুরক্ত, প্রভু আমার,
সেই প্রীতিবশেই আপনার রাজোচিত-সন্নিধানে সর্বাধিক
অগ্রসর আমি, দোষী যারা, তাদের বিচারে ঃ
আমি বলছি, প্রভু আমার, তাঁরা যেই হোন, মৃত্যুই
তাঁদের উপযুক্ত প্রাপ্তি।

গ্লস্টার্ : তবে আপনার চক্ষু তাদের কু-মন্ত্রের সাক্ষ্য হোক।
দেখুন, কেমন আরোপ সে-মন্ত্রের আমার উপরে ;
এই দেখুন আমার বাহু,
ক্ষয়ধরা রোগগ্রস্ত চারা যেন এক অমূল নীরস !
আর কে ? না—ঐ সেই এডোয়ার্ডের স্ত্রী, সেই ভীষণা
ডাকিনী,
বেশ্যার অধম খানকি বারঙ্গনা শোর, তার সঙ্গে
একসাথে মিলে,
তাদেরই মোহিনীমন্ত্রে এই আমি এই-কুরূপে চিহ্নিতা।

হেস্টিংস্ : মহান প্রভু আমার, যদি তারা করে থাকে এই কাজ—

গ্লস্টার্ : যদি ! রক্ষক তুই অভিশপ্তা ঐ বারাঙ্গনার,
আর তুই কিনা বলিস আমাকে 'এই-সব, ঐ-সব, যদি' ?
বিশ্বাসঘাতক তুই ঃ
ওর মাথাটা নামিয়ে নাও। সাধু পলের শপথে বলছি,
যতক্ষণ ওর মাথা না নামছে দেখছি, ততক্ষণ আহারে বসছি না।
লোভেল আর র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌ দেখবেন যেন নামানো হয় ঃ
বাকি যাঁরা আমাকে স্নেহ করেন, উঠুন, আমার অনুগমন করুন।
(প্রস্থান : সকলের, হেস্টিংস্, র‍্যাট্‌ক্লিফ ও লোভেল ব্যতীত)।

হেস্টিংস্ : সর্বনাশা ধ্বংস ! সর্বনাশ, ইংলণ্ডের সমূহ সর্বনাশ !
আমার কিন্তু লেশমাত্রও নয় ;
কারণ আমি নির্বোধ অতি, নয়তো বাধা হয়তো
আমিই দিতে পারতাম।

স্ট্যান্‌লে তো স্বপ্ন দেখেছিলেন, নির্দিষ্ট এক শূকর
আমাদের মস্তক নিশ্চিহ্ন করে বিলুপ্ত করেছে,
সে স্বপ্নের ইঙ্গিত আমি তো সত্যই অবজ্ঞায় তুচ্ছ করেছি,
পালাতে তো সত্যই ঘৃণা বোধ করেছি :
তার কিংখ্যাবসজ্জায় বাধা পেয়ে আমার অশ্ব আজ
উৎক্ষিপ্ত হয়েছে তিন তিনবার
টাওয়ার যখনই দেখেছে তখনই চকিত সহসা
নিতান্তই অনিচ্ছুক যেন বহনে আমাকে এই
কসাইখানায়।
ও, ঐ যে পুরোহিত, আমার সঙ্গে কথা কয়েছিল,
তাকে তো প্রয়োজন হবে আমার এখন ;
আমি তো অনুতপ্ত এখন, ঐ যে অনুচরকে বলেছিলাম,
যেন মাত্রাধিক জয়োল্লাসে,
কিভাবে পম্‌ফ্রেটে নিহত আজ রক্তাক্ত হত্যায় আমার শত্রুরা
আর অনুগ্রহে মহিমায় কতই না নিরাপদ আমি।
ও মার্গারেট্‌, মার্গারেট্‌, গুরুভার শাপ তোর আজ
নেমেছে দুর্বহভারে অতি দীন হেস্টিংসের হতভাগ্য মাথার উপরে !

র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌ : নাও, নাও, স্বগত-সংলাপ দ্রুত কর শেষ, অপেক্ষায়
অধিনায়ক মধ্যাহ্ন ভোজের ঃ
স্বীকারোক্তি সংক্ষিপ্ত কর ; দেহচ্যুত মস্তক তোমার দেখতে
ব্যাকুল তিনি, আগ্রহে অধীর।

হেস্টিংস্‌ : ও, মর্ত্য সব মানুষের ক্ষণিক-করুণা,
আমরা তো অধিক ব্যস্ত শিকার-সন্ধানে তার ঈশ্বরের
করুণার চেয়ে !
তোর সে অনুগ্রহ-বায় আশা-অট্টালিকা যে করে নির্মাণ
পানোন্মত্ত নাবিকের ন্যায় বাস তার মাস্তুল উপরে,
পতনে উন্মুখ সে যে কোন কম্পনে
অনিবার্য-মৃত্যুর সেই সমুদ্র-গভীরে।

লোভেল : নাও, নাও, দ্রুত কর শেষ ; অকর্মণ্য নিষ্ফল এই সরব প্রকাশ।
হেস্টিংস্ : রক্তলুব্ধ রিচার্ড্! হতভাগ্য ইংলণ্ড!
বলে যাই বিভীষণ মহাকাল অতিক্রমে তোর
ইতিহাসে তোর কখনও আসেনি আগে অপেক্ষায় এর চেয়ে
ভয়ের সময়।
চল, নিয়ে চল যূপকাষ্ঠে, উপহার দাও তাকে দেহচ্যুত মস্তক আমার।
আজ যারা হাসে উপহাসে, অচিরেই মৃত্যুদণ্ডে মৃত হবে তারা।
(তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রস্থান ঃ প্রহরী বেষ্টিত হেস্টিংস্)।

পঞ্চম দৃশ্য। টাওয়ার। প্রাচীর।

[প্রবেশ ঃ গ্লস্টার্ ও বাকিংহাম্, বর্মাবৃত, যুদ্ধসাজে সজ্জিত, বর্ম ও সজ্জা অতি পুরাতন, জীর্ণ, বিস্ময়করভাবে দেখিতে বিশ্রী। যেন সময় ছিল না, আত্মরক্ষার্থে কোনমতে পরিধান করিতে হইয়াছে।]

গ্লস্টার্ : আপনি কি সমর্থ নন আত্মীয়প্রবর, ভয়েতে কম্পিত আর
বর্ণেতে বিবর্ণ হতে ?
নিশ্বাস নিহত করে কথার মাঝেতে থেমে থেমে যাওয়া,
তারপর আবারও আরম্ভ করে, ফিরে ফিরে থামা,
যেন ভয়ে ভীত হতবুদ্ধি উন্মাদের প্রায়,
—আপনি কি সমর্থ নন, স্বজনপ্রবর ?

বাকিংহাম্ : ধ্যুৎ, এ তো ছোট কথা, বিষাদ-নাটক—তার অভিনেতা—
হুবহু নকল তার এনে দিতে পারি,
কথা বলি, পিছনে তাকাই, উঁকি মারি এদিক-ওদিক,
কেঁপে উঠি, চমকাই, খড়ের কাঁপনে
উদ্দেশ্য সংশয়-প্রকাশ, গভীর সন্দেহ যেন ঃ
বিবর্ণ মুখের ভাব—যেন ভূত-দেখা-মুখ, জোর করে টেনে আনা
মৃদু-হাসি-রেখা,
এ-দুই-ই তো আমার সেবায় ;
উন্মুখ রয়েছে এরা নিজ কর্মস্থলে

আমাকে আনন্দ দিতে এদের নিয়োগে, প্রতারণ-প্রয়োজন
চূড়ান্ত যখন।
কিন্তু একি, কেট্‌স্‌বি ? চলে গেল নাকি ?
গ্লস্টার্ : গিয়েছিল, ঐ আসে—নগরাধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে আসে।
(প্রবেশ : নগরাধ্যক্ষ ও কেট্‌স্‌বি)।
বাকিংহাম : মহান নগরাধ্যক্ষ—(কিসে যেন চমকিত)।
গ্লস্টার্ : ওদিকে ঐ টানা-পুলটার দিকে দেখুন।
বাকিংহাম্ : শুনুন—একটা নাকারা বাজছে !
গ্লস্টার্ : এইসব প্রাচীর কেট্‌স্‌বি, পর্যবেক্ষণে রাখুন।
বাকিংহাম্ : মহান নগরাধ্যক্ষ যে কারণে আপনাকে এখানে এনেছি—
গ্লস্টার্ : পিছনে দেখুন, আত্মরক্ষা করুন, শত্রুরা উপস্থিত।
বাকিংহাম্ : ঈশ্বর জানেন, আমরা নির্দোষ ! ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের,
নির্দোষিতা আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের প্রহরী হোন।
গ্লস্টার্ : ধৈর্য রাখুন, ওঁরা আমাদের বন্ধু, র‍্যাট্‌ক্লিফ্ আর লোভেল্।
(প্রবেশ : লোভেল্ আর র‍্যাট্‌ক্লিফ্ সঙ্গে নিয়ে দেহচ্যুত
হেস্টিংসের শির)।
লোভেল্ : নীচ সে বিশ্বাসঘাতক, এই তার শির,
সংশয়ভাজন নয় অথচ বিপদ সঙ্কুল—এই যে হেস্টিংস্।
গ্লস্টার্ : এত ভাল আমি মানুষটাকে বাসতাম যে আমাকে তো
কাঁদতেই হয়।
আমি তো মনে করেছিলাম—অকপট 'নিরীহ একজন, ক্ষতির কারক
নয় কোনমতে
ক্রীশ্চিয়ান এক, এই মর্তে যাপেন জীবন ;
স্বীকারোক্তির পুস্তক আমার, সেখানে আমার আত্মা লিপিবদ্ধ
করেছিল ইতিহাস তার যত গোপন চিন্তার।
পুণ্য সব নীতির প্রলেপে পাপ তার বর্ণলেপে এমনই মসৃণ
যে অগ্রাহ্য করেছি আমি অতি স্পষ্ট অপরাধ তার,
শোর-পত্নী সঙ্গে তার অবৈধ সঙ্গম,

তাই তো সে জীবিত ছিল সংশয়ের কলঙ্ক চিহ্নে চিহ্নিত না হয়ে।
বাকিংহাম্ : ভাল রে ভাল, এ যে দেখি সব সেরা বিশ্বাসঘাতক এক,
সুরক্ষিত রেখেছিল সত্য পরিচয় সবার গোপন এক ছদ্ম আবরণে,
ভাবতে পারেন, আর শুধু ভাবাই বা কেন,
প্রায় বিশ্বাসও করতে পারেন,
নেহাতই নিজেদের মহতী প্রচেষ্টায় এ কাহিনী
বলার জন্য বেঁচে আছি তাই,
নইলে ভাবুন, অতি ধূর্ত ঐ বিশ্বাসঘাতক
মন্ত্রণাধিকরণে আমাকে আর আমার সুকৃত স্বামী গ্লস্টারের
অধিনায়ককে আজই—হ্যাঁ হ্যাঁ আজই—হত্যা করার
ষড়যন্ত্র করেছিল।
নগরাধ্যক্ষ : করেছিল বুঝি ?
গ্লস্টার্ : মানে! কি মনে করেন আপনি ? অবিশ্বাসী নাস্তিক আমরা,
না তুরকোর দল ?
অথবা কি ভাবেন আপনি ? বৈধ যে বিধান-গঠন, তার
প্রতিকূলে অস্বাভাবিক অবৈধ দ্রুতিতে নারকী ঐ দুর্জনের
প্রাণ নিতে এইমত হব অগ্রসর ?
কিন্তু না, তা তো নয়, জানেন কি—সর্বনাশা এ ষড়যন্ত্রে
অতীব বিপদ জেনে,
ইংলণ্ডের শান্তির সপক্ষে আর আমাদের ব্যক্তিগত
নিরাপত্তার কারণে,
বাধ্যই ছিলাম আমরা এই প্রাণনাশে ?
নগরাধ্যক্ষ : তবে এখন আপনাদের শুভ হোক। মৃত্যুই
তার উপযুক্ত প্রাপ্তি ;
সুকৃত মহিমা আপনাদের, উভয়েই আপনারা উপযুক্ত
ব্যবস্থায় সু-অগ্রসর,
সাদৃশ কোন চেষ্টায় নিশ্চয় বিরত হবে এ-থেকে শঙ্কিত হয়ে
বন্ধুভানে আছে যারা বিশ্বাসঘাতক সব।

বাকিংহাম্ : ঐ যে—শ্রীমতী শোরের খপ্পরে পড়ল, তারপর থেকে আমি
কিন্তু কোনদিন এর কাছ থেকে এর থেকে ভাল কিছু আশা করিনি।
ও হ্যাঁ, এর অন্তিমক্ষণ দেখার জন্য আপনি উপস্থিত হওয়ার আগেই
এর মৃত্যু হবে, আমরা কিন্তু এটা চাইনি,
কিন্তু আমাদের এই বন্ধুরা আমাদের বড্ড ভালবাসেন,
সেই ভালবাসার তাড়াতেই তাড়াতাড়ি করে ফেললেন,
আমাদের চাওয়ার বিরুদ্ধেই করলেন, সাধে বাদই সাধলেন ঃ
কেন চাইনি জানেন ? কারণ আমাদের ইচ্ছা ছিল, আপনি
স্বকর্ণে শুনুন,
অবহিত হতেন এর রাষ্ট্রদ্রোহের উদ্দেশ্য আর
পদ্ধতি সম্পর্কে ;
তাহলে একে কথা বলতে শুনতেন, শুনতেন এর ভয়-ভয়
স্বীকারোক্তি ;
তাহলে, সেই সব নাগরিক যাঁরা এ বিষয়ে আমাদের সম্পর্কে
বেঠিক-বিচার করলেও করতে পারতেন,
এবং এর মৃত্যুতে শোক-বিলাপ করলেও করতে পারতেন,
সেই তাঁদের কাছে আপনি এ বিষয়ের তাৎপর্য বেশ
ভালমতেই বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

নগরাধ্যক্ষ : কিন্তু সুকৃত স্বামিন আমার, আপনার মহিমার
কথাই তো যথেষ্ট,
একই তো হল, এ তো আমি যেন ওকে চাক্ষুষই দেখলাম,
ওর কথা যেন স্বকর্ণেই শুনলাম ঃ
যথার্থই রাজ-পরিজন দুজনে আপনারা এ সম্পর্কে কোন সংশয়ই
রাখবেন না,
এই যে বিষয়ের এই যে ন্যায়সঙ্গত কার্যক্রম,
এর যাথার্থ সম্পর্কে আমাদের কর্তব্যপরায়ণ নাগরিকদের আমি
পরিচিত করাব।

গ্লস্টার্ : আর এই উদ্দেশ্যেই এখানে আপনার মহিমার উপস্থিতি

আমরা ইচ্ছা করেছিলাম,
যাতে এড়িয়ে যেন যেতে পার খুঁতধরা সমাজের দোষধরা
মতামত যত।
বাকিংহাম্ : যেহেতু আপনি আমাদের অভিপ্রায়ের বেশ একটু
বিলম্বেই এলেন
সেহেতু আমাদের উদ্দেশ্যমত-কাজের কথা শুনে, একরকম
তার চাক্ষুষ সাক্ষীই হয়ে রইলেন।
সুতরাং নগরাধ্যক্ষ সুকৃত-মহান, আপনার মঙ্গল-প্রার্থনায়
বিদায় এখন। (নগরাধ্যক্ষের বিদায় গ্রহণ)।
গ্লস্টার্ : যান যান, আত্মীয়প্রবর বাকিংহাম,
পুরসভা অভিমুখী নগরাধ্যক্ষের ত্বরান্বিত পশ্চাদ্ধাবনে
দ্রুততম হন :
সেখানে আপনার সর্বাধিক সুবিধাজনক মুহূর্তে,
এডোয়ার্ড্-সন্তানদের জারকত্ব সিদ্ধান্তে আনুন।
বলুন তাদের, কিভাবে এডোয়ার্ড্ কোন এক নাগরিককে
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন,
সে শুধু বলেছিল, সে তার পুত্রকে মুকুটের
উত্তরাধিকারী করবে,
'মুকুট' বলতে কিন্তু তার বাণিজ্যালয়ের অভিধাচিহ্ন মাত্র,
ব্যবসায় তার ঐ নামেই চিহ্নিত।
অধিকন্তু, উত্তেজিত প্রচারে আনুন ঘৃণিত লাম্পট্য তার,
আর পাশবিক স্পৃহা আর লালসার অস্থির চাঞ্চল্যে ;
আরও বলুন, স্ত্রী-কন্যা-দাসীরা তাদের, কেউ কিন্তু ছিলনাকো
সে লালসার বিস্তারের সীমার বাহিরে,
এমন কি কোন স্থানভেদ নেই,
অন্যায়ত্ত বর্বর-হৃদয় কিংবা উত্তেজিত দৃষ্টি তার পেয়েছে যেখানে
সেখানেই রেখে গেছে লালসা-শিকার।
না, না, শুধু তাই নয়, যদি প্রয়োজন পড়ে, এতদূর পর্যন্ত

আমার ব্যক্তিগত-সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ উল্লেখে আসবেন :
বলবেন তাদের, অতৃপ্তকামী ঐ এডোয়ার্ড্‌কে যখন আমার মা
গর্ভে ধারণ করেছিলেন,
মহান ইয়র্ক্‌, আমার রাজোচিত পিতা, ফ্রান্সে তখন যুদ্ধে ব্যস্ত ;
আর জেনেও ছিলেন তিনি সময়ের নির্ভুল হিসাবে,
এ-সন্তান জাত নয় তাঁর জন্মদানে ;
সেটা কিন্তু স্পষ্টই প্রতীয়মান ছিল, কিবা মুখাকৃতিতে,
কিবা অবয়বে
কোথাও সে সদৃশ নয় মহান অধিনায়ক সেই আমার পিতার :
তবুও এই তারে স্পর্শ যেন পরিমিত হয়, অতি পরিমিত, যেন
অতি দূরদূরান্ত আভাস,
কারণ, আপনি তো জানেন, প্রভু আমার, মা আমার
জীবিত এখনও।

বাকিংহাম্ : সংশয় রাখবেন না, প্রভু আমার, নিরপেক্ষ বক্তার ভূমিকায়
আমি এমনই অভিনয় করব,
যেন মনে হবে, যে স্বর্ণমণ্ডিত পুরস্কারের জন্য আমার
এই অভিনয়,
সে-পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা আমার নিজেরই—অন্য কারও নয়।
তাহলে, প্রভু আমার বিদায় এখন।

গ্লস্টার্ : যদি আপনি ভালই এগোন, তবে ওঁদের বেইনার্ড্
দুর্গপ্রাসাদে আনবেন,
সেখানে আমাকে সুসঙ্গেই পাবেন
শ্রদ্ধেয় সব ধর্মপিতাদের সঙ্গে, আর সুশিক্ষিত সব
ধর্মযাজকদের সঙ্গে।

বাকিংহাম্ : তাহলে এখন চলি, পুরসভায় যদি কোন খবর হয়, তবে তা
তিনটে চারটে নাগাদ আশা করবেন। (প্রস্থান)।

গ্লস্টার্ : যান লোভেল্, যত দ্রুত পারেন, আচার্য শ-এর নিকট,
(কেট্‌স্‌বিকে) আর আপনি যান মঠাধ্যক্ষ পেঙ্কারের কাছে,

বলুন দুজনকে,
বেইনার্ড্ দুর্গপ্রাসাদে এই সময়ের মধ্যে তাঁরা যেন আমার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করেন। (প্রস্থান : লোভেল্ ও কেট্‌স্‌বি)।
এবার তো যেতে হয় গূঢ় এক নির্দেশনামায়
ক্ল্যারেন্সের বাচ্চা দুটো সরে যেন চোখের বাহিরে
আরও এক বিজ্ঞপ্তি-প্রকাশে : যে-কোন্-সময়ে যে-কোন-ভাবের
যে-কোন-ব্যক্তি যে-কোন-নিবেদনে সম্মুখীন না
যেন হয় কুমারদ্বয়ের। (প্রস্থান : গ্লস্টার্)।

ষষ্ঠ দৃশ্য। লণ্ডন। পথ

[একজন লিপিকরের প্রবেশ, হাতে বিজ্ঞপ্তিলিপি]।

লিপিকর : সুকৃত স্বামী হেস্টিংস্ সম্পর্কে এই অভিযোগপত্রে
তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে—
এটি যাতে আজ সেন্ট্‌পলের গীর্জায় পঠিত হতে পারে :
দেখুন, ঘটনাক্রমের সঙ্গতিতে উপসংহার কেমনই সুবদ্ধ :
এটিকে আদ্যোপান্ত লিখতে আমি এগারটি ঘণ্টা ব্যয় করেছি
কারণ, মাত্র গতরাত্রেই কেট্‌স্‌বি কর্তৃক এটি আমার কাছে
প্রেরিত হয়েছিল ;
মূল পত্রটি কিন্তু পুরো মাপে-মাপ এমনই দীর্ঘ।
অথচ পাঁচ ঘণ্টাও হয়নি হেস্টিংস্ জীবিত ছিলেন
অকলঙ্ক ছিলেন, অবিচার্য ছিলেন, মুক্ত ছিলেন, ছিলেন স্বাধীন।
অথচ এ-মুহূর্তের বর্তমানে এ দুনিয়া কেমনই সুন্দর !
এমন কে নির্বোধ আছে যার কাছে স্পষ্ট নয় এ কৌশলী-চক্রান্ত ?
কিন্তু বলতে তো হবে—কই, সে তো কিছু বোঝেনি—
না-বলার এমন সাহসে কে-ই বা সাহসী ?
মন্দ এ দুনিয়া ; আর পরিণামে সব কিছু শূন্য হয়ে যাবে,
যখন এই-সব মন্দ-ব্যবহার চিন্তায় সুস্পষ্ট হয়ে দৃশ্যমান হবে।
(প্রস্থান)।

সপ্তম দৃশ্য। বেইনার্ড দুর্গপ্রাসাদের সম্মুখের অঙ্গন

[প্রবেশ : গ্লস্টার্ ও বাকিংহাম্, বিভিন্ন দ্বারপথে]।

গ্লস্টার্ : এখন কেমন, কি অবস্থা, কতদূর, নাগরিকেরা কি বলে ?

বাকিংহাম্ : এখন ? আমাদের প্রভু যিশুর পবিত্র মাতার দিব্য,

নাগরিকেরা একেবারে চুপ, একটি কথাও নয়।

গ্লস্টার্ : আভাসে কি স্পর্শ করেছিলে এডোয়ার্ড্-সন্তানদের

জারজত্ব-কথা ?

বাকিংহাম্ : করেছিলাম বই কি, মাননীয়া শ্রীমতী লুসির সঙ্গে তাঁর

বৈবাহিক চুক্তির কথা,

আবার ঐ একই চুক্তি, ফ্রান্সে, প্রতিনিধি পাঠিয়ে ;

বলেছিলাম, বাসনার তার অবিতৃপ্ত লোভ ;

বলাৎকারে নাগরিক-বধূদের শ্লীলতার হানি ;

অত্যাচার তুচ্ছের কারণে, নিজেও সে জারজ,

কারণ আপনার পিতা যখন ফ্রান্সে

ভ্রূণরূপে তখনই সে গর্ভাশ্রিত হয়,

আরও বলেছি, সাদৃশ্যে সে অধিনায়কের নয় অনুরূপ :

এ ছাড়াও সিদ্ধান্তে এনেছি, কিবা আকৃতিতে, কিবা মুখভাবে

আপনাতেই যথার্থ-ভাব আপনার পিতার,

দেহের আকারে কিংবা মনের মাহাত্ম্যে ;

স্কট্‌ল্যাণ্ডে আপনার বিজয়-কাহিনী যত খুলে বলেছি,

যুদ্ধেতে শৃঙ্খলাবোধ, জ্ঞানবুদ্ধি শান্তির সময়ে,

আপনার উদারতা, ধর্মবোধ, সুচারু-নম্রতা—এসবও বলেছি ;

আপনার উদ্দেশ্য-সাফল্যে যদি কিছু কাজে লাগে

তাই, কথায়বার্তায়, না ছুঁয়ে কিংবা সামান্য ছুঁয়ে ছেড়ে

কিছু দিইনি :

আর যখন সমাপ্তির দিকে এল আমার এই বাঁধানো-বক্তৃতা,

অনুরোধ জানালাম,

ভাল যাঁরা বেসেছেন দেশের কল্যাণ

চিৎকারে ধ্বনিত করুন তাঁরা

রিচার্ড্, তিনি ইংলণ্ডের রাজোচিত-রাজা,

তাঁকে রক্ষা করুন ঈশ্বর।

গ্লস্টার্ : আর চিৎকারে কি তারা তাই ধ্বনিত করল ?

বাকিংহাম্ : না, তাই তো বলি, ঈশ্বর আমার সহায় হোন, তারা কিন্তু একটি কথাও বলেনি ;

কিন্তু মূক যেন প্রতিমূর্তি সব, প্রাণিত পাথর যেন,

মৃতবৎ মন্দপ্রভ হয়ে অন্যজনে একদৃষ্টে দেখে

যখনই দেখলাম, তিরস্কারে তাদের লাঞ্ছিত করলাম,

প্রশ্ন করলাম নগরাধ্যক্ষকে, স্বেচ্ছাকৃত এই নীরবতা,

এর অর্থ কি ?

উত্তর তাঁর, *লিপিকরের বিজ্ঞপ্তি-পাঠ ভিন্ন,*

অন্য কিছু শোনায় লোকেরা তো অভ্যস্ত নয়।

আমার ঐ কাহিনী পুনরায় বলতে অনুরুদ্ধ হয়ে

বললেন তিনি, কিন্তু নিজদায়িত্বে নিশ্চিত করে কিছু নয়,

'অধিনায়ক এই বলেছেন, এই তাঁর সিদ্ধান্ত' ঃ অপ্রত্যক্ষ

বলার ধরণ তাঁর।

যখন তাঁর বলা হয়ে গেল, তখন সভাকক্ষের পশ্চাৎ-প্রান্ত

থেকে আমারই নিজস্ব অনুগামী ক'জন

সজোরে তাদের টুপি নিক্ষেপ করে গুটিদশেক

কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে উঠল 'ঈশ্বর রাজা রিচার্ড্কে রক্ষা করুন !'

আর আমিও ঐমত ঐ-ক'জন সপক্ষের সুবিধা নিলাম,

সঙ্গে সঙ্গে বললাম 'ধন্যবাদ সুভদ্র নাগরিকবৃন্দ, ধন্যবাদ বন্ধুগণ,

'এই সাধারণ সরব-সমর্থন, এই আনন্দ-ঘোষণা

আপনাদের জ্ঞানবুদ্ধিই প্রমাণ করে, প্রমাণ করে রিচার্ডের প্রতি

আপনাদের প্রেম'—

আর এখানেই ইতি করে আমিও কেটে এলাম।

গ্লস্টার্ : কি ব্যাপার—এ কেমন মূর্খ সব, কেটো-মাথা জিহ্বাবিহীন ?

কথা কি তারা বলবেই না ?
তাহলে ? নগরাধ্যক্ষ আর তাঁর ভাই-বেরাদার সব ? তাঁরা কি
আসবেন না ?

বাকিংহাম্ : নগরাধ্যক্ষ তো এসেই গেছেন, এখানে, ওই হাতের গোড়ায়।
স্মরণ রাখবেন—অভিপ্রায় কিন্তু ভয়ের সঞ্চার ;
কথা তখনই বলবেন, যখন উপযুক্ত সামর্থ্যের যোগ্য অনুনয়—
না হলে কিন্তু নয়
দেখবেন, আপনার হাতে যেন একখানি প্রার্থনা-পুস্তক থাকে
আপনি কিন্তু থাকছেন দুজন ধর্মযাজকের মাঝে, সুভদ্র প্রভু আমার ;
কারণ, আপনার ঐ অবস্থানের ভিত্তিতেই আমি রচনা করব এক
পবিত্র সঙ্গীতের আলাপ আর বিস্তার ;
আর ভাল কথা—আমাদের অনুনয়ে যেন সহজে
পরাজিত হবেন না।
কুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন :
যখন নিচ্ছেন, তখনও কিন্তু উত্তরে 'না'ই বলছেন।

গ্লস্টার্ : চলি আমি। আর তাদের হয়ে তোমার অনুনয় যতই সরব,
আমার দিক থেকে তোমাকে প্রত্যাখ্যান যদি ততই সোচ্চার হয়
তবে তো সংশয় সুখপ্রদ হবে কিন্তু আমাদের আনীত
সুফল। (প্রস্থান : গ্লস্টার্)।

বাকিংহাম : যান, যান, আরম্ভে অগ্রসর হোন : নগরাধ্যক্ষ
দ্বারদেশে উপস্থিত।
(প্রবেশ : মহান নগরাধ্যক্ষ, নগরনায়কবৃন্দ, ও নাগরিকগণ)।
স্বাগত মহান প্রভু আমার। আজ্ঞাকারী আমি আদেশের অপেক্ষায়
আছি ; কিন্তু মনে হয়, অধিনায়কের সঙ্গে
কথা বলা কোন মতেই সম্ভব নয়। (প্রবেশ : কেট্‌স্‌বি)।
এই তো কেট্‌স্‌বি, আমার অনুরোধের উত্তরে
প্রভু তোমার কি বললেন ?

কেট্‌স্‌বি : মহান প্রভু আমার, তিনি আপনার মহিমার নিকট

প্রার্থনা জানিয়েছেন,
আপনি যেন তাঁর সঙ্গে আগামীকাল কিংবা তার পরদিন
সাক্ষাৎ করেন
তিনি এখন অন্তর্বর্তী-কক্ষে দুজন শ্রদ্ধেয় আচার্যের সঙ্গে
ঐশ্বরিক মহিমায় আনত আছেন ঈশ্বর-চিন্তায় ঃ
পার্থিব কোন বিষয় উপলক্ষেই পবিত্র এই ধর্মানুশীলনে বিরত
হবার অভিপ্রায় তাঁর নেই।
বাকিংহাম : ফিরে যান সুভদ্র কেট্‌স্‌বি, মহিমান্বিত অধিনায়ককে বলুন,
আমি নিজে, নগরাধ্যক্ষ, আর নগরনায়কবৃন্দ,
গভীর এক প্রকল্পের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক মুহূর্তে,
সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে প্রয়োজন যার কম কিছু নয়,
আমরা তাঁর মহিমার সঙ্গে পরামর্শসভায় মিলিত হতে এসেছি।
কেট্‌স্‌বি : এই পর্যন্ত সমস্ত আমি এখনি তাঁর নিকট প্রকাশ করছি।
(প্রস্থান)।
বাকিংহাম্ : আঃ হাঃ প্রভু আমার, এই রাজপুত্র কিন্তু কোন এক
এডোয়ার্ড্ নন।
অলস-শয়নেতে ভ্রষ্ট নন ইনি কোন এক কামুক-শয্যায়,
জানু পেতে মগ্ন ইনি ঈশ্বর-চিন্তায়,
পদস্থা বেশ্যার সঙ্গে মত্ত নন তুচ্ছ সব অলস-আমোদে
ধ্যানেতে নিরত তিনি, সঙ্গে তাঁর যাজক-দুজন, জ্ঞানেতে গভীর ;
না না, নিদ্রা পর্যন্ত যাচ্ছেন না, অলস শরীর যেন স্থূল না হয়
নিদ্রার আলস্যে,
প্রার্থনায় রত তিনি, সদ্য জাগ্রত আত্মা তাঁর হয় যেন ঐশ্বর্যমণ্ডিত।
সুখী হবে ইংল্যাণ্ড যদি এই ধর্মশীল যুবরাজ স্বমহিমায়
তুলে নেন এ রাজ্যের অসপত্ন-প্রভুত্ব-ভার।
কিন্তু নিশ্চিত, আমার ভয়, আমরা কিন্তু অসমর্থ হব এই মতে
তাঁকে জিতে নিতে।
নগরাধ্যক্ষ ঃ মাতা মেরীর নিকট প্রার্থনা, ঈশ্বর রক্ষা করুন, তাঁর মহিমা

যদি 'না' বলাই উচিত মনে করেন।

বাকিংহাম্ : আমার কিন্তু ভয়, তিনি কিন্তু করবেন ঠিক তাই।

এই তো আবারও কেট্ স্‌বি।

(পুনঃপ্রবেশ ঃ কেট্‌স্‌বি)।

এখন কেট্‌স্‌বি, মহিমা তাঁর কি বলছেন ?

কেট্‌স্‌বি : প্রভু আমার,

বিস্ময় তাঁর, আপনারা একত্র করেছেন, এইমত

নাগরিক-সব-নগরপ্রধান,

দলবদ্ধ হয়ে এঁরা যেন তাঁর সমীপে উপস্থিত হন,

কিন্তু কোন্ যে উদ্দেশ্যে, কি তার কারণ।

মহিমা তাঁর পূর্ব থেকে এ-সম্পর্কে কিছু জ্ঞাত নন,

তাই তাঁর ভয়, প্রভু আমার, আপনারা তাঁর মঙ্গলার্থী নন।

বাকিংহাম্ : দুঃখিত আমি—আমার মহান স্বজনপ্রবর আমাকে

সন্দেহ করেন

—আমি তাঁর নিকট তাঁর মঙ্গলার্থে প্রতীয়মান নই।

স্বর্গের দিব্য, আমরা তাঁর কাছে এসেছি নির্দোষ-নিষ্কলুষ প্রেমে

সুতরাং আপনি আর একবার ফিরে যান, তাঁর মহিমাকে

অবহিত করুন।

(প্রস্থান ঃ কেট্‌স্‌বি)।

যখন পূত-চরিত্র ধর্মনিষ্ঠ ভক্তজনেরা জপমালার

বীজগণনাক্রমে প্রার্থনায় রত,

তখন সে অবস্থা থেকে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে আসা এতই

—এতই কঠিন,

অত্যাসক্ত আগ্রহী সেই ঈশ্বর-চিন্তা এতই মধুর।

(উপরে গ্লস্টার্, দুই ধর্মাচার্যের মধ্যে। ফিরে আসেন কেট্‌স্‌বি)।

নগরাধ্যক্ষ : দেখুন—দু'পাশে দুই যাজক মাঝে উপস্থিত মহিমা তাঁর।

বাকিংহাম্ : খ্রীশ্চিয়ান্ কুমার এক—দু'পাশে দুই ধর্মীয় আশ্রয়,

অহংকারের নিশ্চিত পতন—তা থেকে রক্ষার হেতু ;

আরও দেখুন—পুণ্যবানের নিদর্শন সত্য অলংকার
হাতে তাঁর প্রার্থনা-পুস্তক।
সুবিদিত প্ল্যাণ্টাজ্যানেট্—সেই বংশের মহিমান্বিত কুমার পরম
আমাদের অনুরোধে অনুকূল-শ্রুতি প্রদান করুন
আপনার ধর্মনিষ্ঠ উপাসনায়, আপনার প্রকৃত-খ্রীশ্চিয়ান-উপযুক্ত
ব্যগ্রতায় বাধাস্বরূপ আমরা—আপনি আমাদের মার্জনা করুন !

গ্লস্টার্ : মান্যবর আমার, ঐ মত মার্জনা ভিক্ষার কোনই প্রয়োজন নাইঃ
আমি বরং আপনার মহিমাকে অনুরোধ করি—
আমাকে ক্ষমা করুন,
ঈশ্বর সেবার আগ্রহে আমি সুহৃদ-সাক্ষাতে বিলম্ব করেছি।
কিন্তু থাক সে কথা, বলুন, কেন এই অনুগ্রহ, আপনার মহিমার
কোন্ সে অভিলাষ ?

বাকিংহাম্ : এমনই সে অভিলাষ, আমি আশা করি, পূর্ণ হলে উপরে
ঈশ্বরও তুষ্ট হবেন,
আর তুষ্ট হবেন অশাসিত এই দ্বীপের সমস্ত সজ্জন।

গ্লস্টার্ : সন্দেহ আমার—কোন্ দোষে দোষী আমি,
এ নগরীর চোখে মনে হয় সেই দোষ অতি লজ্জাস্কর,
অজ্ঞতাজনিত ত্রুটি—সন্দেহ আমার—আপনারা আমার
অজ্ঞতাকে ভর্ৎসনা করতে এসেছেন।

বাকিংহাম্ : দোষ আপনি করেছেন প্রভু আমার !
আমাদের প্রার্থনায় সেই ত্রুটি সংশোধন করে যদি আপনি
আপনার মহিমাকে আনন্দিত করেন।

গ্লস্টার্ঃ নিশ্চয় ! নতুবা, কেনই বা এই পবিত্র খ্রীষ্টিয় দেশে
এ-প্রাণ ধারণ ?

বাকিংহাম্ : জানুন তাহলে—এই আপনার দোষ—
পরিত্যাগ করেছেন আপনি সর্বোচ্চ আসন,
মহতী মহিমান্বিত রাজসিংহাসন,
আপনি ঔদাসিন্যে পরিত্যাগ করেছেন আপনার পূর্বপুরুষদের

রাজশক্তি-শাসিত সেই রাজকার্য,
পরিত্যাগ করেছেন—আপনার জন্মসূত্রের ন্যায্য উত্তরাধিকার
আপনার সৌভাগ্য-বিভব,
আপনার রাজবংশের বংশানুক্রমিক পরম-মহিমা আপনি
সমর্পণ করেছেন,
কলঙ্কিত এক বংশের দূষিত কলুষে ;
নিদ্রিত প্রায় আপনার স্বদেশচিন্তা,
তাকে আমরা এখানে জাগ্রত করছি দেশের কল্যাণে
যখন আমরা জানি—আপনার ঐ চিন্তার কোমলেই মহান এই
দ্বীপের উপযুক্ত অঙ্গের আকাঙ্ক্ষা।
অকীর্তির ক্ষতচিহ্নে মুখ তার বিরূপ-বিকৃত
রাজবংশ-রাজোদ্যান—সেখানে প্রবিষ্ট যত অকীর্তিকর
পরগাছা-কলম
মহান এ দ্বীপের মতই এই রাজোদ্যান—
সবলে নিক্ষিপ্তপ্রায় অন্ধকার বিস্মৃতির গ্রাস-করা স্মৃতিহর
গভীর সাগরে।
আপনার মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের নিকট আন্তরিক এ আমাদের
প্রার্থনা—একে সুস্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনতে
নিজ স্কন্ধে তুলে নিন আপনার এই স্বরাজ্যের রাজোচিত
শাসনের ভার।
না, না, রক্ষকরূপে নয়, তত্ত্বাবধায়করূপে নয়,
পরিবর্তস্বরূপ নয়
অথবা অপরের লাভের সহায়ে নিম্নতর কোন পদাধিকারীরূপেও নয়
স্বহস্তে গ্রহণ করুন—এ রাজত্ব, নিজস্ব এ প্রাপ্য আপনার,
রক্ত থেকে রক্তের প্রবাহে জন্মসূত্র শোণিতের ন্যায্য অধিকার।
এই কারণেই, মহিমা আমার, আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল
আপনারই সুহৃৎ এই নাগরিকবৃন্দের উত্তেজিত-উৎসাহে
এঁদেরই সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের এই ন্যায্য অভিপ্রায়ে

আপনার মহিমাকে সম্মত করাতেই আমার এখানে আগমন।
গ্লস্টার্ : নিঃশব্দে প্রস্থান কিংবা আপনাদের নিন্দায় তিক্ত তিরস্কার
কোন্‌টি যে সর্বাধিক উপযুক্ত হবে আপনাদের অবস্থার
কিংবা আমার পদমর্যাদার—তা কিন্তু বলতে আমি পারঙ্গম নই।
যদি না উত্তর দিই, আপনারা সম্ভবতঃ মনে করতে পারেন,
স্নেহবশতঃ আমার উপর আরোপে ইচ্ছুক সেই-সে-আধিপত্যের
স্বুবর্ণবন্ধনভারে
মুখবন্ধ গৌরবলালসা আমার নিরুত্তর সম্মতি জানায়।
আবার আমার প্রতি আপনদের বিশ্বস্ত এই প্রেম—
এই প্রেমরসিত প্রতিবেদনের জন্য যদি আপনাদের নিন্দা করি
তবে, অপরপক্ষে, আমার সুহৃৎদের অগ্রসরমান সৌহার্দ্যকে
তো বাধাই দিলাম।
অতএব—উত্তরে কথা বলতেই হয়—এমনই উত্তর যাতে
প্রথমের হয় পরিহার,
আবার উত্তর দেবার কালে আবদ্ধ না হই যেন
দ্বিতীয়ের দায়ে—
এইরূপে চূড়ান্ত এ-উত্তর আমার আপনাদের প্রতি :
আপনাদের স্নেহের সপক্ষে আমার ধন্যবাদ আপনাদের
প্রাপ্য নিশ্চয়,
কিন্তু অযোগ্য আমার এ আকাঙ্ক্ষামরু সসঙ্কোচে করে
পরিহার আপনাদের এই গুরু-অনুরোধ।
প্রথমতঃ খণ্ডিত হোত যদি বাধা যত আছে,
যদি বা সুষম হোত মুকুটের পথ,
প্রাপ্যের পরিণত ভারে আর জন্মগত বৈধ অধিকারে,
তবুও আমার এ অন্তর-দৈন্য এতই অধিক আর এতই প্রবল,
ত্রুটি এত সংখ্যায় অধিক,
যে, মিথ্যা-সে-মর্যাদার অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখার
অন্যায় যে লোভ,

আর মিথ্যা-সে-গৌরবের লঘুবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ হওয়া,
অপেক্ষায় ঐ-সে-মাহাত্ম্য থেকে বরং আমি নিজেকে
গোপনেই রাখব—
কারণ, ক্ষুদ্র এক পোত আমি, প্রবল ঐ সমুদ্র-সংঘাত—ও
আমার সহ্যের অতীত।
কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাকে কোন প্রয়োজনই হবে না—
আর প্রয়োজন যদি হোতই, তবে আপনাদের সাহায্য করা কিন্তু
আমি অবশ্য-প্রয়োজন বলেই মনে করি।
আমাদের উত্তরাধিকার—রাজবৃক্ষ রেখে গেছে রাজকীয় ফল,
কালের তস্করবৃত্তি, সময়ের দণ্ড-দণ্ড ক্ষয়ে সেই ফল পরিপক্ক হয়ে
সুযোগ্য আবাস হবে রাজমহিমার,
আর আমারও, কোনই সন্দেহ নেই, সুখেতে শাসিত হব
রাজত্বে তাঁহার।
আপনারা আমাকে প্রয়োগে ইচ্ছুক, আমি যেন তাঁর উপর নিজেকে
প্রয়োগ করি—
ঈশ্বরে আশ্রিত তাঁর শুভপ্রদ নক্ষত্রের দান, সৌভাগ্য আর
ন্যায্য-অধিকার,
আমি যেন বলপূর্বক গ্রহণ করি।

বাকিংহাম্: প্রভু আমার, এ বিতর্ক আপনার মহিমায়
বিবেকের উপস্থিতিই সপ্রমাণ করে;
কিন্তু, সর্বদিক ধরে, অবস্থা-বিচারে, সূক্ষ্মতায় লঘু শুধু নয়,
অপ্রত্যক্ষ তুচ্ছ অতি যুক্তির গুরুত্ব।
আপনি বলছেন, এডোয়ার্ড্ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র,
আমরাও তাই বলি, কিন্তু আপনার ভ্রাতার স্ত্রীর গর্ভজাত নয়;
মাননীয়া লুসি, তাঁরই সঙ্গে ছিল প্রথম বিবাহ-চুক্তি—
আপনার মাতা সেই প্রাক্ বিবাহ-শপথের সাক্ষীরূপে
জীবিত এখনও—
এবং পরে, পরিবর্ত উপস্থিত করে, আপনার ভ্রাতা বাগদানে আবদ্ধ

হন 'বোনা'র সঙ্গে, ফ্রান্সের রাজার ভগিনী।
কিন্তু এ-দুজনের সঙ্গেই বিবাহ স্থগিত হল, দুঃস্থা এক
আবেদনকারিণী,
জীবনের ঝঞ্ঝারাতে ক্লান্ত জননী এক অনেক সন্তানের,
নিভে-আসা সৌন্দর্যের দুঃস্থা বিধবা এক,
এমন কি, যৌবনের পরম দিনের সেই অপরাহ্ন বেলায়,
পেল পুরস্কার—আপনার ভ্রাতার কামাতুর অশিষ্ট-চক্ষু, ম্লান
সেই সৌন্দর্যের ক্রয়মূল্যে কেনা,
পদমর্যাদার সেই ঊর্ধ্ব-অনুপাত—
তাকে ধর্মভ্রষ্ট-নীতি ভ্রষ্ট করে ইতর অধঃপতনে আর
অতি-ঘৃণ্য বিধবা-বিবাহে।
তাঁর সেই অবৈধ-শয্যায় ঐ-সে-বিধবা, তারই গর্ভজাত,
ঐ সূত্রেই তাঁর পাওয়া,
আমাদের আচারণবিধির আহ্বানে আজ যিনি যুবরাজ,
সেই এডোয়ার্ড্।
হয়তো আরও তিক্ত ভাষায় আমি অনুযোগ করতে পারতাম,
কিন্তু কোন-এক জীবিত-মাননীয়ের প্রতি শ্রদ্ধার অপেক্ষায়
জিহ্বা সংযত আমার পরিমিতির সংকীর্ণ সীমায়।
সুতরাং সুকৃত স্বামিন আমার, আপনার রাজোচিত নিজত্বে
আপনারই মর্যাদার উপযুক্ত প্রস্তাবিত এই সুযোগ অবলম্বন করুন;
যদি আমাদের আর তৎসহিত এই দেশের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ
নিজেকে মনে না করেন, না করুন
অন্ততঃপক্ষে, মহান আপনার কূলগোত্রকে অশ্লীল-অবাচ্য-কালের
এই কলুষ থেকে মুক্ত করে
রাজকূলের সত্যসম্ভূত ধারায় প্রবাহিত করুন।

নগরাধ্যক্ষ : করুন, সুকৃত স্বামিন আমার, আপনার নাগরিক-প্রজাবৃন্দ
আপনাকে প্রার্থনা জানায়।

বাকিংহাম্ : শক্তিমান নায়ক, নিবেদিত এই প্রেম প্রত্যাখ্যান করবেন না।

কেট্‌স্‌বি : আপনি এঁদের উৎফুল্ল করুন প্রভু, এঁদের বৈধ আবেদন অনুমোদন করুন।

গ্লস্টার্ : হায়, কেনই বা এই উদ্বেগের ভার আমার উপর স্তূপীকৃত করার আকাঙ্ক্ষা আপনাদের ?

রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রীয় মহিমা—এ দুইয়েরই তো অনুপযুক্ত আমি।

আপনাদের নিকট আমার একান্ত অনুনয়, দোষ ধরবেন না :

আপনাদের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারিও না, সম্মতি দেবও না।

বাকিংহাম্ : আপনার যেরূপ স্নেহ আর আগ্রহ—যদি

আপনি অসম্মত হন,

যদি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ বালককে সিংহাসনচ্যুত

করা আপনার মনোমত না হয়—

আর হতেও পারে, আমরা তো জানি আপনার কোমল হৃদয়,

বিনম্র, স্নেহেতে-সদয় আপনার নারীসুলভ মর্মপীড়া—

এ তো আমরা আপনার মধ্যে লক্ষ্যই করেছি—

সমস্ত স্বজন-প্রতি, সমভাবে-সমস্ত-বিষয়ে বাস্তবিকই আপনার

এই মনোভাব—

তবুও জানবেন, আপনি রাখুন বা না রাখুন আমাদের

এই অনুরোধ, আপনার ভ্রাতার পুত্র কভু নাহি হবে রাজা,

এ রাজত্ব কভু না শাসিবে ;

বসাব আরেক চারা, সিংহাসনে বসিবে অপরে,

লজ্জা আর অপমান—এ বংশ-আপনার এ-রাজসম্মান

হবে অবনত।

আর এখানে এই সিদ্ধান্তেই আমরা আপনার নিকট বিদায় নিচ্ছি।

আসুন নাগরিকবৃন্দ। খ্রীষ্টদেহে ক্ষতচিহ্নের শপথ,

আর নয় অনুনয়।

গ্লস্টার্ : ও, শপথ নেবেন না, বাকিংহামের মহান প্রভু আমার,

উচিত নয়।

(প্রস্থান : বাকিংহাম্, নগরাধ্যক্ষ ও নাগরিকবৃন্দ)।

কেট্‌স্‌বি : ওঁকে ফেরান, আবারও আহ্বান করুন, সুভদ্র
রাজন আমার, গ্রহণ করুন ওঁদের ঐ আবেদন, সম্মতি জানান।
অসম্মত যদি হন, সে-অসম্মতি সমগ্র দেশের হবে বিলাপ-কারণ।
গ্লস্টার্‌ : তোমরা কি আমাকে বাধ্য করবে দুশ্চিন্তার পৃথিবীতে
সমর্পিত হতে ?
বেশ, ফিরে ডাক ওদের আবার। আমিও তো প্রস্তরে নির্মিত নই,
তোমাদের ঐ অনুগ্রহ-অনুনয় আমাকেও তো বিদ্ধ করে,
আমিও তো দুর্ভেদ্য নই
যদিও বিপক্ষে আমার আত্মা, প্রতিরোধে বিবেক আমার।
(পুনঃপ্রবেশ : বাকিংহাম্‌ ও অন্যান্যরা)।
বাকিংহাম আত্মীয়প্রবর, বিবেচক-গুরুজ্ঞানী মান্যবর সব,
আমার ইচ্ছা থাক বা না থাক, আপনারা যেহেতু ভারবহনের জন্য
সৌভাগ্যকে আমার পৃষ্ঠে বন্ধনীসংবদ্ধ করবেনই,
ঐ গুরুভার সহ্য করার মত ধৈর্য আমাকে রাখতেই হবে ;
কিন্তু যদি কলঙ্কের কালো কিংবা তিরস্কারের কদর্য ভঙ্গিমা
আপনাদের এই সমর্পণকে পরবর্তী ঘটনা-স্বরূপ অনুসরণ করে,
তবে, আপনাদের দ্বারা বাধ্য যে হয়েছি আমি এ-ভার গ্রহণে,
শাসনের অশুদ্ধ কালিমাচিহ্ন যত, যত কিছু মালিন্যের রেখা,
যত-কিছু-দোষ থেকে মুক্তি পাব আমি ঐ বাধ্যতায় ;
কারণ ঈশ্বর সম্পূর্ণ জানেন, আপনারা আংশিক,
এই রাজ্য-অভিলাষ—এ থেকে কতই না দূরত্বে আমি।
নগরাধ্যক্ষ : ঈশ্বর আপনার মহিমাকে আশীর্বাদ করুন ! সে তো
আমরা দেখতেই পাচ্ছি প্রভু—আর এ আমরা বলবই।
গ্লস্টার্‌ : বলবেন যখন তখন জানবেন—আপনারা সত্য বই
মিথ্যা বলছেন না।
বাকিংহাম্‌ : তাহলে এই রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করে আমি আপনাকে
অভিবাদন জানাই—
রাজা রিচার্ড্‌ দীর্ঘজীবী হোন, ইংলণ্ডের যোগ্য নরপতি— !

সকলে : এবমস্তু।

বাকিংহাম্ : আগামীকাল কি আপনার অভিরুচি হবে—
মুকুটে শোভিত হতে ?

গ্লস্টার্ : ঐরূপই যখন আপনাদের ইচ্ছা, তখন যখনই
আপনাদের অভিরুচি।

বাকিংহাম : কাল তবে আমরা আপনার মহিমারই অপেক্ষায় ;
আর আজ তবে আমাদের সর্বাধিক আনন্দ বিদায়।

গ্লস্টার্ : (ধর্মাচার্যদ্বয়কে) আসুন, আমরা আমাদের পবিত্র-কার্যে
আবারও নিযুক্ত হই।
বিদায় আত্মীয় প্রবর, বিদায় সুভদ্র-সুহৃদবর্গ। (প্রস্থান)।

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য । লণ্ডন । টাওয়ারের সম্মুখভাগ

[প্রবেশ : রানী এলিজাবেথ্, রাজমাতা ইয়র্কপত্নী, সম্ভ্রান্ত ডরসেট্ ; অন্য দ্বারপথে গ্লস্টার্পত্নী অ্যান্ আর তাঁকে অনুসরণ করে ক্ল্যারেন্স্-কন্যা মাননীয়া মার্গারেট্ প্ল্যান্টাজ্যানেট।]

ইয়র্ক্পত্নী : দেখ, কার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ এখানে ? পৌত্রী আমার
প্ল্যান্টাজ্যানেট্,
ভ্রাতুষ্পুত্রী এসেছে আজ দয়াময়ী গ্লস্টার্পত্নী খুল্লমাতা তার, তাঁরই হাত ধরে ?
আমি জীবনের শপথে বলতে পারি, টাওয়ারে যায় সে নিশ্চিত,
বিশুদ্ধ হৃদয়ের পবিত্র সেই স্নেহ-ভালবাসায় অভ্যর্থনা জানাবে ও
বয়সে-স্বভাবে কোমল ঐ রাজপুত্রদের।
বধূমাতা আমার, শুভ হোক আমাদের এ-সাক্ষাৎ।

অ্যান্ : ঈশ্বর আপনাদের মহিমাদ্বয়কে দান করুন
দিবসের আনন্দ-সময় আর উৎসবের কাল !

রানী এলিজাবেথ্ : আপনার প্রতিও ঈশ্বরের যেন সেই ইচ্ছাই হয়,
সুকৃতা ভগিনী ! কত দূরে যাচ্ছেন ?

অ্যান্ : বেশী দূরে নয়, টাওয়ার পর্যন্তই
আর আমার যতদূর ধারণা, আপনাদের মত শ্রদ্ধানুরাগেই
ওখানে যাচ্ছি দুই রাজকুমারকে অভিনন্দিত করতে।
রানী এলিজাবেথ্ : ধন্যবাদ, কোমলা ভগিনী আমার ঃ চলুন,
আমরা সকলে একত্রেই প্রবেশ করি।
(প্রবেশ ঃ ব্র্যাকেন্‌বেরি)।
এই তো, ঠিক সময়ে এসেও গেছেন, টাওয়ারের
ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক।
অধিনায়ক মহাশয়, যদি অনুমতি করেন, তবে
আপনার নিকট জানতে প্রার্থনা,
কেমন আছেন যুবরাজ, কেমন আছেন আমার কনিষ্ঠ পুত্র
ইয়র্কের অধিস্বামী ?
ব্র্যাকেন্‌বেরি : যথোচিত ভালই আছেন, মাননীয়া মহাশয়া।
আপনাদের সহিষ্ণুতাই আমার সাহস মাননীয়া, ওঁদের সঙ্গে
সাক্ষাতের অনুমতি হয়তো বা আমর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।
—বিপরীতে রাজার কঠোর নির্দেশ !
রানী এলিজাবেথ্ : রাজা ! কে সে ?
ব্র্যাকেন্‌বেরি : না, মানে, মহান রাজরক্ষক।
রানী এলিজাবেথ্ : মহান ঈশ্বর তাঁকে ঐ রাজসম্বোধন থেকে রক্ষা করুন
তিনি কি তাদের ভালবাসা আর আমার মধ্যে অনতিক্রম্য-সীমা
নির্দেশ করে দিয়েছেন ?
আমি তাদের মা ; তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতে বাধা দেবে কে ?
ইয়র্ক্ পত্নী : আমি তাদের পিতামহী, আমিও তাদের দেখতে যাব।
অ্যান্ : বিধিমতে আমি তাদের খুল্লতাত, কিন্তু ভালবাসায়
আমি তাদের মায়েরই সমান।
তবে তাদের দৃষ্টি-সমক্ষে আমাকে উপস্থিত করুন ;
আপনার দোষের দায় আমি বহন করব।
আপনার এ-কার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করছি,

সর্বনাশ আমারই হোক।

ব্র্যাকেন্‌বেরি : না, মাননীয়া না। ঐভাবে দায়িত্ব-ত্যাগ

আমার পক্ষে সম্ভব নয়;

শপথেতে বদ্ধ আমি, সুতরাং আমাকে মার্জনা করুন। (প্রস্থান)।

(প্রবেশ ঃ স্ট্যান্‌লে)

স্ট্যান্‌লে : মাননীয়াগণ, একঘণ্টা পর আবার আমাকে

আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিন।

মহিমান্বিতা ইয়র্ক্‌পত্নী, আপনি তখন রাজমাতারূপে,

সুশোভনা সুন্দরী তুই রাজপত্নীর শ্রদ্ধেয় পরিদর্শকরূপে

আমার অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

(অ্যান্‌কে) আসুন মাননীয়া, সোজা ওয়েস্ট মিনিস্টার চলুন,

সেখানে রিচার্ডের রাজরানীরূপে অভিষিক্ত হোন।

রানী এলিজাবেথ্‌ : হায়, কর্তিত কর, ছিন্ন-ভিন্ন করে দাও পরিচ্ছেদের

এই কিংখাব-সজ্জা।

স্পন্দনের কিছু তো সুযোগ পাক আবদ্ধ-হৃদয় আমার,

নতুবা আমি তো মুর্ছিত হই হত্যাকারীসম মৃত্যুরূপ

ভীষণ এ সংবাদে।

অ্যান্‌ : ঘৃণ্য-জঘন্য বার্তা! অপ্রীতিকর বিদ্বেষী এ সংবাদ!

ডরসেট্‌ : আনন্দ-সময়, আপনি আনন্দে থাকুন, তারপর মাতা, মহিমা

আপনার কেমন আছেন?

রানী এলিজাবেথ্‌ : ও ডরসেট্‌, কথা বলিস না আমার সঙ্গে, চলে যা

এখান থেকে, যে করে পারিস দ্রুত চলে যা!

মৃত্যু আর ধ্বংস তোর পায়ে পায়ে ফেরে

তোরা সব সন্তান-সন্ততি, অশুভ যে তোদের পক্ষে তোদেরই

মায়ের নাম

চাস যদি মৃত্যুকে পশ্চাতে ফেলিতে, যা তবে সমুদ্র পার হয়ে যা,

বাস কর রিচ্‌মণ্ড্‌-সাথে, নরকের আয়ত্ত ছাড়িয়ে।

যা, ত্বরা কর, দ্রুত চলে যা বধ্যভূমি এই হত্যার আগার থেকে,

মৃতের সংখ্যা পাছে তুই বর্ধিত করিস,
পাছে আমারও অন্তিম আনিস মার্গারেটের
অভিশাপ-দাসত্ব-বন্ধনে ;
তখন মাতা নয়, পত্নী নয়, নহি তো মহিষী বিধানসম্মত,
অভিশাপ-বন্ধনে মৃতা দাসী মাত্র এক।

স্ট্যান্‌লে : মাননীয়া, আপনার বিচক্ষণ-চিন্তায় পূর্ণ এই উপদেশ।
গ্রহণ করুন দ্রুত সব সময়-সুযোগ
আপনারই সপক্ষে আমার পুত্রের সমীপে আমি পত্র
লিখে দেব,
সে যেন পথেই অগ্রসর হয়ে এসে আপনার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করে।
মূঢ় এ-কালহরণ, অযথা-বিলম্বের দায়ে আবদ্ধ হবেন না।

ইয়র্ক্‌পত্নী : ওঃ! দুর্বিপাক-যন্ত্রণার অশুভ-বিক্ষিপ্ত প্রবাহ !
ওঃ! মৃত্যুর পর্যঙ্ক যেন অভিশপ্ত এ-গর্ভ আমার এ পৃথিবীতে
করেছে প্রসব পুরাণ-বর্ণিত সেই সর্প
অনতিক্রম্য দৃষ্টি যার জিঘাংসা-আকীর্ণ !

স্ট্যান্‌লে : (অ্যান্‌কে) আসুন্ মাননীয়া, আসুন ; আপনাকে নিয়ে
যাওয়ার জন্য সত্বর প্রেরিত আমি ত্বরান্বিত-বেগে—

অ্যান্ : আর সমস্ত অনিচ্ছাভারে ধীরগতি আমার গমন।
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা—অন্তর্নিবেশী স্বর্ণময় ঐ ধাতব-বেষ্টনী
আমার ললাটকে যখন বেষ্টন করবেই
—তখন তা যেন উত্তাপে লোহিত ইস্পাতের ন্যায় আমার
মস্তিষ্ক পর্যন্ত দগ্ধ করে দেয়।
মৃত্যুর মত ভয়াবহ বিষের সিঞ্চনে আমি যেন অভিষিক্ত হই,
আর, ঈশ্বর রানীকে রক্ষা করুন-লোকমুখে এই কথা উচ্চারিত
হবার পূর্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

রানী এলিজাবেথ্ : যাও, হতভাগিনী, যাও ; তোমার এ গৌরব আমি
ঈর্ষা করি না।

তোমার কোন অনিষ্ট-কামনা না করে আমি আমার অনুভূতিকে
তৃপ্ত রাখতেই চাই।

অ্যান্ : কেন ? কেন অনিষ্ট-কামনা করেন না, কেনই বা ঈর্ষা
করেন না ?
আমি যখন হেন্‌রির শবানুসরণে, আমার বর্তমান স্বামী তো
তখনই আমার নিকট এসে প্রস্তাব করেছিলেন,
সবে তখন ভাল করে ধুয়ে-মুছে গেছে কি না গেছে
শোণিতের রঙ
দেবদূতসম আমার অপর স্বামী-নির্গত সে-শোণিত সেই দেহ থেকে,
অনুসরণে আমি তাঁর, অতি প্রিয় মহাত্মা-সুজন তিনি—
ও, আমি বলছি শুনুন, যখন আমি রিচার্ডের
মুখের দিকে তাকালাম
তখন ইচ্ছা ছিল বলার 'তুমি অভিশপ্ত হও—
তরুণী যুবতী আমি—এমনই অল্পবয়স আমার,
আমাকে বিধবা করে করেছ বয়স্কা ;
তোমার যখন বিবাহ হবে, দুঃখ যেন তোমার শয্যায়
ফেরে তোমারই সন্ধানে ;
আর তোমার স্ত্রী, যদি ঐ অভিধায় অভিহিত হতে ইচ্ছুক
কোন উন্মাদিনী সত্যই থাকে,
তবে তোমার জীবন যেন তাকে আরও দুঃখ দেয়—
আমার প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুর কারণস্বরূপ তুমি আমাকে
যে দুঃখ দিয়েছ, তা থেকে আরও আরও অধিক।'
কিন্তু দেখুন, মনে মনে ইচ্ছা করার পর ঐ অভিশাপ
পুনরাবৃত্তি করার পূর্বেই
ঐ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার রমণী-হৃদয়
স্থূলভাবে বন্দী হল তার ঐ সুমধুর স্তুতির বন্ধনে
আমার ঐ আন্তরিক অভিশাপের বিষয়বস্তুরূপে নিজেই
প্রমাণিত হল,

এতাবৎ-কাল যে রমণী-হৃদয় আমার অপসৃত রেখেছিল
আমার দৃষ্টিকে অবশিষ্ট সর্বজন হতে ;
তার শয্যায়, এতাবৎ-কাল, এমন কি এক ঘণ্টার জন্যও,
উপভোগ করিনি আমি সুনিদ্রার সুবর্ণ শিবির ;
তাকে নিয়ে ভীরু-ভীরু স্বপ্নের ভীতির মুহূর্ত সব, এ ছাড়া তো
সদাই জাগ্রত আমি।
এ ছাড়া আমাকে সে ঘৃণা করে আমার পিতা ওয়ারউইকের
কারণে
আর এতে তো সংশয় নেই, আমার বন্ধন থেকে অতীব সত্বর
নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আমাকে সে দূর করে দেবে।

এলিজাবেথ্ : হায় অসহায়, অতিদীন, রমণী-হৃদয়, বিদায় !
আমি দুঃখ পাই, অভিযোগ তোমার করুণা উদ্রেক করে।

অ্যান্ : আপনারও অনুযোগে-সব আমার অন্তর দিয়ে আমিও
তো দুঃখ পাই সম-পরিমাণ।

ডর্‌সেট্ : শুভকামনায় বিদায় আপনাকে অধিশ্বরী-গৌরবের
শোকময়ী স্বাগতকারিণী !

অ্যান্ : বিদায় অতিদীন রমণী-হৃদয় আমার আপনার শুভ কামনায়
বিদায় গ্রহণ করে !

ইয়র্ক্‌পত্নী : (ডর্‌সেট্‌কে) তুই রিচমণ্ডের কাছে যা ; সৌভাগ্য
তোকে পথ দেখাক !
(অ্যান্‌কে) তুমি রিচার্ডের কাছে যাও, সুভদ্র দেবদূতরা
তোমায় রক্ষা করুন !
(রানী এলিজাবেথ্‌কে) তুমি দেবালয়ের আশ্রয়ে যাও, সুচিন্তা
যেন তোমায় অধিকারে রাখে।
আমি অগ্রসর হই আমার সমাধির দিকে, শান্তির শয্যায় আর
বিশ্রাম-শয়নে !
দেখেছি তো দুঃখে-ভরা আশিটি বছর,
একটিমাত্র সপ্তাহের শোকতাপ ধ্বংস করে দেয় প্রতিটি

ঘণ্টার সামান্য যা-কিছু থাকে নন্দন-সুঞ্চয় ।

রানী এলিজাবেথ্ : অপেক্ষা কর, এখনও অন্তত: ক্ষণকালের জন্যও,
আমার সঙ্গে পিছনে ঐ টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখ ।
হে প্রাচীন প্রস্তর-সমষ্টি, ঐ কোমল শিশুদের তুমি করুণা কর !
তোমার ঐ প্রাচীরের অন্তরালে ঈর্ষায় আবদ্ধ ওরা,
ক্ষুদ্র দুই সুন্দর শিশুর পক্ষে অতীব কর্কশ ঐ বিশ্রাম আধার ।
কোমল ঐ রাজকুমারদের পক্ষে বন্ধুর-কর্কশ-ধাত্রী, রুষ্ট এক
ক্রীড়াসঙ্গী বয়সে প্রাচীন তুমি,
আমার শিশুদের সযত্নে ব্যবহার করো ।
এইমত প্রার্থনায় আমার বিষণ্ণ-দুঃখেরা-সব তোমার ঐ
প্রস্তর সমষ্টির কাছে শুভকামনায় বিদায় জানায় । (প্রস্থান) ।

দ্বিতীয় দৃশ্য । লণ্ডন । প্রাসাদ

[তুরীধ্বনি । প্রবেশ ঃ রাজ-আড়ম্বরে ও রাজরূপে রিচার্ড্ ।
পিছনে বাকিংহাম্, কেট্স্‌বি, র‍্যাট্‌ক্লিফ্, লোভেল, একজন
বালক ভৃত্য, ও অন্যান্যরা ।]

রাজা রিচার্ড্ : সকলে পৃথক হোন । স্বজনপ্রবর বাকিংহাম্ ।

বাকিংহাম্ : মহিমান্বিত নৃপতি আমার !

রাজা রিচার্ড্ : হাতে হাত রাখুন—(এখানে তিনি সিংহাসনে আরোহণ
করেন । তুরীধ্বনি ।) এই উচ্চাসনে এইমত উচ্চতায়,
আপনারই পরামর্শে, আপনারই সহায়তায়, রাজা রিচার্ড্
উপবিষ্ট আজ ।
একি শুধু একদিনের জন্যই, এইসব মহিমার পরিধান-সব,
এইসবে কি আমরা আনন্দ করব, এরা কি স্থায়ী হবে ?

বাকিংহাম্ : এখনও রয়েছে এরা, থাকে যেন চিরকাল ।

রাজা রিচার্ড্ : ও বাকিংহাম, এবার তো আমি আপনাকে
আপনার অনুভবের সুরেই বাজাব,
পরখ করে দেখব, আপনি বাস্তবিকই সচল সোনার মুদ্রা কিনা ।

জীবিত কিন্তু তরুণ এডোয়ার্ড্‌—এখন ভেবে বলুন তো, আমি কি বলতে চাচ্ছি।

বাকিংহাম্‌ : বলে যান প্রেমময় প্রভু আমার।

রাজা রিচার্ড্‌ : কেন, বাকিংহাম্‌, আমি বলি আমি তো রাজা হতে চাই—

বাকিংহাম : কেন, আপনি তো রাজাই, প্রভু আমার ত্রিগুণ-প্রখ্যাত।

রাজা রিচার্ড্‌ : হাঃ হা! রাজা কি আমি? হ্যাঁ—তাই তো, কিন্তু এডোয়ার্ড্‌ তো জীবিত।

বাকিংহাম্‌ : সত্য বটে মহান রাজন।

রাজা রিচার্ড্‌ : ও তিক্ত ফলাফল :
এখনও জীবিত এডোয়ার্ড্‌—অথচ, সত্য বটে মহান রাজন!
স্বজনপ্রবর, এতটা নির্বোধ হতে আপনি তো অভ্যস্ত নন।
আমি কি সহজ সরল হব? আমি চাই জারজ দুটোর মৃত্যু হোক।
আর আমি চাই—অকস্মাৎ ঘটে যেন।
এখন আপনি কি বলেন? বলুন, দ্রুত বলুন, সংক্ষিপ্ত হোন।

বাকিংহাম্‌ : আপনার মহিমার যা অভিলাষ আপনি তা করতে পারেন।

রাজা রিচার্ড্‌ : ছিঃ ছিঃ, আপনি একেবারে পুরোপুরি বরফ; আপনার দয়ামায়া-সব ঠাণ্ডায় জমেছে।
বলুন, ওদের মৃত্যুতে আপনার সম্মতি কি পাব?

বাকিংহাম্‌ : এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলার আগে,
মুহূর্ত সময় দিন প্রিয় প্রভু, একটু বিরতি।
আপনার এ-প্রশ্নের নিশ্চিত-সমাধানে এখনি এখানে আপনার সমক্ষে আসছি। (প্রস্থান।)

কেট্‌স্‌বি : (জনান্তিকে, পার্শ্বস্থ একজনকে) রাজা কিন্তু ক্রুদ্ধ; দেখুন, উনি ওষ্ঠাধর দংশন করছেন।

রাজা রিচার্ড্‌ : বুদ্ধিতে নিরেট লোহা মূর্খ যত আছে, তাদের সঙ্গেই কথা বলব (সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।)
বিচারবুদ্ধিহীন যত ছোকরা-বালক, কথা না হয়
তাদের সঙ্গেই বলব;

বিচারের চোখ নিয়ে ঐ যারা আমার অন্তর দেখে, ওরা তো
আমার দিকের কেউ নয়।
উচ্চাভিলাষী বাকিংহাম্ সতর্ক হয় বিচার বুদ্ধিতে !
কে আছিস ছোকরা !

বালক-ভৃত্য : প্রভু ?

রাজা রিচার্ড্ : এমন কি কাউকে জানিস, সোনা যাকে দূষিত করে প্রলুব্ধ
করে হত্যার গোপন কাজে ?

বালক ভৃত্য : আমি এক মহাশয়কে জানি সদাই অতৃপ্ত তিনি,
অতি অল্প আয় তাঁর মেলে নাকো উঁচু আর উদ্ধত মেজাজে।
এক সোনা তাঁর কাছে জনা-কুড়ি বাগ্মীর সমান,
এতে তো সংশয় নেই—তিনি তো প্রলুব্ধ হবেন যে কোন কাজেতে।

রাজা রিচার্ড্ : কি তার নাম ?

বালক-ভৃত্য : প্রভু আমার টাইরেল্ নাম তার।

রাজা রিচার্ড্ : লোকটাকে খানিক চিনি। যা ছোকরা, ডেকে তাকে
নিয়ে আয় এখানে। (বালক-ভৃত্যের প্রস্থান)।
বুদ্ধিমান বাকিংহাম্ গভীরেতে ঘূর্ণমান চিন্তার চক্রেতে,
আমার গোপন মন্ত্রণার প্রতিবেশী সে তো আর হবে না কখনও।
এতদিন ছিল সে আমার সঙ্গে অক্লান্ত-সপক্ষে
আজ কিনা থেমে যায় ক্ষণেক বিরতি চেয়ে ? ভাল,
তবে তাই হোক।
(প্রবেশ : স্ট্যান্‌লে)।
মহান স্ট্যান্‌লে ! অবস্থা এখন ? কি সংবাদ ?

স্ট্যান্‌লে : অবহিত হোন প্রেমময় প্রভু আমার,
যতদূর শুনি, পলাতক নায়ক-ডর্‌সেট্ রিচমণ্ড্ সমীপে,
রিচ্‌মণ্ড্ বাস করে ঐ-যে-অঞ্চলে, তারই প্রতিবেশে (অল্প দূরত্ব রেখে
এক পার্শ্বে অবস্থান)।

রাজা রিচার্ড্ : এদিকে এস কেট্‌স্‌বি, শোন, দিকে দিকে গুজব রটাও
অ্যান্, আমার স্ত্রী, শোচনীয়ভাবে পীড়িত এক উৎকট পীড়ায়,

তারই হিতার্থে তাকে নিভৃতে আবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।
আমাকে সন্ধান দাও ভদ্রজন, অধম দরিদ্র এক,
তার সঙ্গে বিবাহ দেব ক্ল্যারেন্স-কন্যার—
ছেলেটা নির্বোধ, আর তাকে আমি করি নাকো ভয়।
দেখেছ, কেমন আছ তুমি স্বপ্নের ঘোরেতে! আবারও বলছি,
গুজব রটাও—
অ্যান্, আমার মহিষী, পীড়িত, আর সম্ভবতঃ মৃত্যু-সন্নিকট!
হ্যাঁ হ্যাঁ, এ সম্পর্কে গুজব রটাও ; কারণ, আমার আকাঙ্ক্ষার
ক্ষতি করে যে-সব গোপন-আশা,
উন্মেষ তাদের বন্ধ করে দিলে তবে সমূহ কল্যাণ সপক্ষে আমার।
(প্রস্থান ঃ কেট্‌স্‌বি)।
আমার ভ্রাতার দুহিতাকে বিবাহ আমাকে করতেই হবে,
নতুবা রাজ্য যে স্থাপিত হবে ভঙ্গুর কাচের ভিত্তিতে।
ওর ভ্রাতাদের আমি হত্যা করব, তারপর ওকে বিবাহ করব।
লাভের অনিশ্চিত পথ! কিন্তু এতই প্রবিষ্ট আমি রক্তের গভীরে,
পাপ করে আকর্ষণ পাপ।
করুণার অশ্রুপাত এই চক্ষে বাস নাহি করে।
(পুনঃ প্রবেশ ঃ টাইরেল্ সহ বালক-ভৃত্য)।
তোর নাম টাইরেল্?

টাইরেল্ : জেম্‌স্ টাইরেল্, আপনার অতি বশম্বদ প্রজা।

রাজা রিচার্ড্ : কে? তুই? সত্যি?

টাইরেল্ : আমাকে পরীক্ষা করুন, মহিমান্বিত প্রভু আমার।

রাজা রিচার্ড্ : তুই কি আমার এক বন্ধুকে হত্যার সংকল্প নিতে
সাহস করিস?

টাইরেল্ : যদি আপনাকে তুষ্ট করে।
কিন্তু আমি বরং আপনার দুজন শত্রুকে মারতাম।

রাজা রিজার্ড্ : আচ্ছা, তাহলে তো পেয়েই গেছিস। ঘোর দুই শত্রু,
এমনই বিঘ্ন তারা আমার সুখনিদ্রার, এমনই শত্রু

তারা আমার বিশ্রামের,

আমি চাই—তুই কাজ কর তাদের উপর।

টাইরেল্, মানে আমি বলতে চাই, ঐ যে জারজ-দুটো টাওয়ারে রয়েছে ওখানে—

টাইরেল্ : তাহলে সহজ রাস্তা একটা আমাকে করে দিন, আমি যেন অবাধে ওদের কাছে যেতে পারি,

আর দ্রুত যেন ওদের সম্পর্কে ভয় থেকে আপনাকে মুক্ত করি।

রাজা রিচার্ড্ : তুই তো বেশ মিষ্টি স্বরে গান করিস।

শোন, এদিকে আয় টাইরেল্। কাছে যাবি এই নিদর্শনে।

ওঠ, কান পেতে শোন। (মৃদু স্বরে কথা বলেন)।

বুঝলি, এই শুধু, আর কিছু নয় ঃ এসে শুধু বল—হয়েছে নিষ্পত্তি।

তাহলে আমি তোকে ভালও বাসব, আর বেশী পছন্দও করব।

টাইরেল্ : ত্বরায় নিষ্পত্তি হবে, মহিমা আমার। (প্রস্থান ঃ টাইরেল্, পুনঃ প্রবেশ ঃ বাকিংহাম্।)

বাকিংহাম্ ঃ প্রভু আমার, যে অনুরোধ আপনি আমার মানসতন্ত্রীতে ধ্বনিত করেছিলেন, আমার বোধে আমি তা বিচার করেছি।

রাজা রিচার্ড্ : ভাল, সে বিচার বিশ্রাম করুক। ডর্‌সেট্ পলায়িত রিচ্‌মণ্ড-সন্নিধানে।

বাকিংহাম্ : সে সংবাদ শুনেছি প্রভু।

রাজা রিচার্ড্ : স্ট্যান্‌লে, ও কিন্তু তোমার পত্নীর পুত্র ঃ ভাল, প্রণিধান কর, তন্ন তন্ন বিচার কর।

বাকিংহাম্ : প্রভু আমার, আমি পুরস্কার দাবি করি, প্রতিশ্রুত প্রাপ্য আমার,

অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ আপনার সততা, সম্মান আপনার ;

হের্‌ফোর্ড্ ভূস্বামীর সম্ভ্রান্ত-সে-পদ, অস্থাবরে অধিকার,

এ-সব আমার হবে এই ছিল প্রতিজ্ঞা আপনার।

রাজা রিচার্ড্ : স্ট্যান্‌লে, তোমার স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখ ; পত্র যদি পাঠান তিনি রিচ্‌মণ্ড সমীপে,

তুমি কিন্তু দায়ী হবে।

বাকিংহাম্ : আমার এই ন্যায্য-অনুরোধ, এ সম্পর্কে আপনার
মহান মহিমা কি বলেন ?

রাজা রিচার্ড্ : নিশ্চয়, আমার নিজেরও স্মরণে আছে ঃ
রাজা ষষ্ঠ হেন্‌রি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন—রাজা হবে রিচ্‌মণ্ড,
সে কবে ? রিচ্‌মণ্ড্ বালক তখন, মেজাজেতে খিটখিটে
কোপন-স্বভাব।
রাজা ! এক যে হবে রাজা !—বোধহয়—

বাকিংহাম্ : প্রভু আমার—

রাজা রিচার্ড্ : কিন্তু কি করে হয়, যদিও ঐ সময় আমি নিকটেই ছিলাম,
ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা রাজা যদিও আমাকে বললেও বলতে পারতেন,
কিন্তু কই, বলেন নি তো—আমিই ওকে হত্যা করব ?

বাকিংহাম্ : প্রভু, আমার ঐ ভূস্বামীত্বের জন্য আপনার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি—

রাজা রিচার্ড্ : তাই। রিচ্‌মণ্ড্ ! শেষ যখন আমি এক্‌সেটারে ছিলাম
নগরাধ্যক্ষ সৌজন্যবোধে আমাকে দুর্গপ্রাসাদ দেখিয়েছিলেন,
প্রাসাদের নাম বলেছিলেন রুজ্‌মাউণ্ট, ঐ-নামে আমি চমকে ছিলাম,
কারণ আয়ারল্যাণ্ডের এক গেঁইয়া কবিয়াল আমাকে একবার
বলেছিল রিচ্‌মণ্ড দেখার পর আমি আর বেশী দিন বাঁচব না।

বাকিংহাম্ : প্রভু—

রাজা রিচার্ড্ : ও, ঠিক বটে, কিন্তু ঘড়িতে ক'টা বাজে ?

বাকিংহাম্ : আজ্ঞ আমি এইরূপই ধৃষ্ট, আমার প্রতি আপনার
প্রদত্ত-প্রতিশ্রুতি আমি আপনার মহিমাকে স্মরণ করিয়ে দিই।

রাজা রিচার্ড্ : ভাল কথা, কিন্তু ঘড়িতে ক'টা বাজে ?

বাকিংহাম্ : দশটা বাজল বলে।

রাজা রিচার্ড্ : ভাল, বাজতে দিন।

বাকিংহাম্ : বাজতেই বা দিচ্ছেন কেন ?

রাজা রিচার্ড্ : কারণ তাহলে—ঐ যে আকৃতিতে তাসের গোলাম—
ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিয়ে সময় রাখে,

ঠিক তারই মত আপনিও সময় রাখবেন আপনার উৎকোচ-প্রার্থনা
আর আমার ঈশ্বর-অনুধ্যানের মধ্যে।
আমি আজ দেওয়ার মেজাজে নেই।

বাকিংহাম্: আমার আবেদনের নিষ্পত্তিতে আপনি প্রসন্ন হোন।

রাজা রিচার্ড্: আপনি আমাকে বিব্রত করছেন; বললাম তো, আমি আজ মেজাজে নেই। (প্রস্থান: বাকিংহাম্ ভিন্ন অন্য সকলে)।

বাকিংহাম্: ও, এই তবে হয়? আমার গভীর সেবার এইমত অবজ্ঞায় এই প্রতিদান? আর এরই জন্য আমি তাকে রাজা করেছি?
ও, হেস্টিংসের কথা চিন্তা করি, আর বরং ব্রেক্‌নকে যাই,
মৃত্যুভয়ে ভীত এই শির যতক্ষণ মাথা তুলে আছে। (প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। প্রাসাদ

(প্রবেশ: টাইরেল্)।

টাইরেল্: হল শেষ নিষ্ঠুর রক্তাক্ত খুন,
এই-দেশ অপরাধী বহু অপরাধে
কিন্তু নারকীয় এই যে মর্মস্পর্শী অবৈধ-সংহার
এ-থেকে তো কখনও ভীষণ নয় তার অপরাধ
ডাইটন্ আর ফোরেস্ট্—এরাই নিযুক্ত হল আমার নিয়োগে
মর্মভেদী শোচনীয় ঐ সে-হত্যায়,
হলেই বা খুনে দুই কুত্তা,
হলেই বা মনুষ্যচর্মে ঢাকা দুই নারকী শয়তান,
স্নেহে আর নম্র করুণায় তারাও তো বিগলিত হল,
মৃত্যুর সেই শোচনীয়-বিষন্ন-কাহিনী-কথনে তাদেরও তো
উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন, দুজনাই শিশু যেন।
'ও এইভাবে' বলে ওঠে ডাইটন্ 'ধীর শান্ত দুই শিশু এইভাবে শুয়ে'—
'এইভাবে এইভাবে', বলে ওঠে ফোরেস্ট্, 'তাদের মর্মরতুল্য নিষ্কলঙ্ক' বাহুর বেষ্টনী-বন্ধনে আবদ্ধ করে একে অপরের

কটিদেশ।
অধরোষ্ঠ তাদের একই বৃন্তে রক্তগোলাপ যেন চায়,
আর উষ্ণ সেই লাবণ্য-শয়নে তারা পরস্পর পরস্পরে করিছে
চুম্বন।
প্রার্থনার বই এক উপাধানে রাখা ;
ফোরেস্ট বলে 'এই দেখে একবার প্রায় মন ঘুরে গেল ;
কিন্তু, ও শয়তান'—আর ঐখানে থেমে যায় নারকী দুর্জন,
তারপর এইমত বলে ডাইটন্ঃ
'সৃষ্টির আদি থেকে এ-পর্যন্ত এই সে প্রকৃতি যত কিছু করেছে
সৃজন
তার মধ্যে পূর্ণতম তুই সৃষ্টি অতি মনোহর আমরা শ্বাসরুদ্ধ
করলাম'।
এ-কারণ দুজনেই চলে গেল, মনস্তাপে আর বিবেক-দংশনে—
কথা তারা বলতেই পারছে না ; আর তাই তাদের দুজনকেই
বাদ দিয়ে
আমিই এনেছি সংবাদ খুনে এই রাজার সমীপে।
(প্রবেশ ঃ রাজা রিচার্ড)
আর ঐ সে আসে। সুস্বাস্থ্যে থাকুন, অধিপতি প্রভু আমার।
রাজা রিচার্ড্: সহৃদয় টাইরেল্, সুখী কি হব আমি তোমার সংবাদে ?
টাইরেল্: দায়িত্বে অর্পিত কাজ সম্পূর্ণ হলে যদি আপনার সুখ হয়,
তবে সুখী হোন,
কারণ সম্পুর্ণ সে-কাজ।
রাজা রিচার্ড্: তুমি কি তাদের মৃত দেখেছ ?
টাইরেল্: দেখেছি, প্রভু আমার।
রাজা রিচার্ড্: আর সমাধিস্থও, সুভদ্র টাইরেল্ ?
টাইরেল্: টাওয়ারের পুরোহিত ওদের সমাধিস্থ করেছেন ;
কিন্তু, সত্য কথা বলতে কি, ঠিক কোন্ স্থানে তা আমি জানি না।
রাজা রিচার্ড্: নৈশ আহারের পর বিশ্রাম-সময়, ঐ সময় অবিলম্বে তুমি

আমার নিকট এস
তখন তুমি বর্ণনা করবে ধাপে ধাপে তাদের মৃত্যুর কাহিনী।
ইতিমধ্যে চিন্তা কর, কিভাবে তোমার ভাল আমি করতে পারি,
তোমার ইচ্ছা-পূরণের উত্তরাধিকারী আমি হতে পারি।
ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায়।

টাইরেল্ : দীন আমি, দীনভাবে আমিও বিদায় নিই। (প্রস্থান)।

রাজা রিচার্ড্ : সন্নিবদ্ধ করেছি আজ ক্ল্যারেন্স্-তনয়ে,
সম্বন্ধ করেছি কন্যার তার ইতর এক বিবাহ-সম্পর্কে,
এডোয়ার্ডের পুত্রদ্বয় নিদ্রা যায় ধর্মনিষ্ঠ-বিশ্বাসীর অন্তিম-নিবাসে,
আর অ্যান্, আমার পত্নী, এই পৃথিবীকে বিদায়ের শুভরাত্রি করে।
এখন, যেহেতু আমি জানি, ব্রিটানীয় রিচ্মণ্ড্, লক্ষে তার
ভ্রাতুষ্পুত্রী আমার ঐ কিশোরী এলিজাবেথ্,
আর ঐ সে-গ্রন্থির জোরে গর্বিত দৃষ্টি তার এ-রাজমুকুটে,
যাব আমি ঐ কিশোরী-সমীপে, কিশোরী-প্রেমের ফুর্তিতে
উৎফুল্ল এক শ্রীমান প্রেমিকরূপে।
(প্রবেশ : র‍্যাট্‌ক্লিফ্)

র‍্যাট্‌ক্লিফ্ : প্রভু।

রাজা রিচার্ড্ : নির্বোধের মত তোমার এই আগমন,
সুসংবাদ, না দুঃসংবাদ ?

র‍্যাট্‌ক্লিফ্ : দুঃসংবাদ প্রভু : মর্টন্ পলায়িত রিচ্মণ্ড-সমীপে।
আর বাকিংহাম্, ওয়েল্সের নির্ভীক সাহসী সব লোক
সমর্থনে রণক্ষেত্রে নেমে গেছে, আর সৈন্যশক্তি তার
এখনও ক্রমবর্ধমান।

রাজা রিচার্ড্ : রিচ্মণ্ডের সঙ্গে এলি, এ-উপদ্রব অনেক নিকটে
অপেক্ষায় দূরে আছে বাকিংহাম্ আর তার হটকারী এই সংগ্রহ সৈন্যের
এস, আমি জানি ভীতিপ্রদ টীকা আর টিপ্পনি
সীসার মত জড়বৎ এই সব ভার জন্ম দেয় নিশ্চেষ্ট বিলম্বের

বিলম্ব দুর্বল করে, নিয়ে আসে ধীরগতি ভিক্ষাবৃত্তি
ভিক্ষুক-জীবিকা।
অগ্নিময় অভিযান হোক পক্ষ মোর
দেবদূত দেবেন্দ্র প্রেরিত, এই অভিযান, বার্তাবহ দূত সে রাজার!
যাও, সমবেত কর সৈন্যজন, বুদ্ধি হবে বর্ম মোর
সময়ে সংক্ষিপ্ত হব, বিশ্বাসঘাতক সব রণক্ষেত্রে করে বিচরণ
সদর্প-সাহসে। (প্রস্থান ঃ রাজা রিচার্ড্।)

চতুর্থ দৃশ্য। লণ্ডন। প্রাসাদ-সম্মুখ

[প্রবেশ ঃ বৃদ্ধা রানী মার্গারেট্।]

রানী মার্গারেট্ : সুতরাং গলিত সৌভাগ্য এখন ফোঁটা ফোঁটা পড়ে এসে
পচনে বিকৃত এই মৃত্যুর মুখেতে।
এই সব সীমার নিষেধে গুপ্ত অবস্থানে, অসহায় তুচ্ছ এক
নির্বোধের প্রায়
শুধু লক্ষ্য করে যাওয়া ন্যূন হয় শত্রুরা আমার।
ভীষণ এক সূচনার সাক্ষী আমি এক,
ইচ্ছা আছে ফ্রান্সে যাবার,
আশা আছে এই একই তিক্ত ফল, শোক-কৃষ্ণ, বিষাদমণ্ডিত।
নিজেকে অপসৃত কর হতভাগিনা মার্গারেট্। কে আসে এখানে?
(অন্তরালে নিজেকে অপসৃত করিলেন।
প্রবেশ ঃ রানী এলিজাবেথ্ ও ইয়র্ক্‌পত্নী)

রানী এলিজাবেথ্ : আঃ, হতভাগ্য আমার রাজপুত্রেরা! হায়,
কোমল শিশুরা আমার!
অবিকশিত ফুলেরা আমার, নবোদ্‌গমে সুমিষ্ট সুগন্ধ সব!
থাক তোরা আমারই পাশে পাশে হাওয়ার পাখায়
শোন তোরা বুকফাটা কান্না আজ তোদের মায়ের।

রানী মার্গারেট্ : থাক ওরা ওরই পাশে পাশে হাওয়ার পাখায়;
বল তবে ঠিকে-ঠিক উচিতে-উচিত সব নিষ্প্রভ করেছে

তোর শৈশব-সকাল বয়োজীর্ণা রাত্রির আঁধারে।

ইয়র্ক্‌পত্নী : এত সব শোকতাপে কণ্ঠস্বর বিকৃত আমার
দুঃখক্লিষ্ট জিহ্বা আমার স্থির ও নীরব।
এডোয়ার্ড্‌ প্ল্যান্টাজ্যানেট্‌ কেন তুই মৃত আজ ?

রানী মার্গারেট্‌ : প্ল্যান্টাজ্যানেটে প্ল্যান্টাজ্যানেট্‌ শোধ
এডোয়ার্ড্‌ শোধ করে মৃত্যুকালে বাকী-রাখা এডোয়ার্ডের ঋণ।

রানী এলিজাবেথ্‌ : মেষ শিশু দুই অমন কোমল, ও ঈশ্বর,
পালাবে কি দূরে তুমি সন্নিধান হতে,
তাদের নিক্ষেপ করে নেকড়ের জঠরে ?
অমন এক কাজ করা হল, ঈশ্বর, কখন ঘুমোলে তুমি ?

রানী মার্গারেট্‌ : কেন যখন মৃত হল পূতচরিত্র হ্যারি আর
মৃত হল আমার সুভদ্র পুত্র, ঠিক তখন।

ইয়র্ক্‌পত্নী : মৃত প্রাণ, অন্ধ দৃষ্টি, দীন অতি মর্ত্য এ প্রাণীত প্রেত
শোচনীয় দৃশ্যপট, লজ্জা পৃথিবীর, জীবনের কেড়ে নেওয়া
সমাধির ন্যায্য প্রাপ্য বিনা অধিকারে,
সংক্ষেপে সংক্ষিপ্তসার, ক্লান্তিকর দিবসের হিসাব-নিকাশ
তোমার এ অশান্ত-অস্থির বিশ্রাম-শয়নে রাখ ইংলণ্ডের বৈধ
এই সমাধিভূমিতে, (বসিলেন)
নিষ্পাপের রক্তপানে মাতাল যে ভূমি আজ অবৈধ অন্যায়ে।

রানী এলিজাবেথ্‌ : হায় আপনি তো সত্বর সমাধি-ভূমিতেই সম্মত হবেন
যেহেতু সম্মত নন ছেড়ে দিতে বিষাদ-বিষন্ন এক বসার আসন !
তবে তো এখানে বিশ্রামে নয়, আমার দেহাস্থি সব
গোপনেই থাক।
হায়, আমাদের ছাড়া অন্য কারও শোকের কী-ই বা কারণ ?
(ইয়র্ক্‌পত্নীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন)।

রানী মার্গারেট্‌ : (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) যদি বয়সে প্রাচীন
শোক শ্রদ্ধেয় হয় সবার অধিক,
তবে অগ্রাধিকারের সুযোগ দাও আমার বিষাদে,

আর আমার এ দুঃখ যত প্রাধান্যের ভ্রূকুটি করুক।
দুঃখ যদি নিয়ে আসে সমাজবন্ধন, (উভয়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন)
তবে আমার এ শোকের বিচারে আবারও বর্ণনা কর তোমাদের শোকের কাহিনী যত।
আমারও এক এডোয়ার্ড্ ছিল যতদিন না একজন রিচার্ড্ তাকে নিহত করেছে ;
আমারও একজন স্বামী ছিল, যতদিন না এক রিচাড্ তাকে নিহত করেছে ;
তোমারও এক এডোয়াড্ ছিল, যতদিন না একজন রিচাড্ তাকে নিহত করেছে,
তোমার একজন রিচাড্ও ছিল যতদিন না এক রিচার্ড্ তাকে নিহত করেছে ;

ইয়র্ক্‌পত্নী : আমারও তো একজন রিচার্ড্ ছিল, তুমিই
তাকে নিহত করেছ ;
আমার এক র‍্যাট্‌ল্যাণ্ডও ছিল, তুমি তার হত্যায় সাহায্য করেছ ;

রানী মার্গারেট্ : তোমার একজন ক্ল্যারেন্স্ও তো ছিল, আর
রিচার্ড্ই তাকে নিহত করেছে।
তোমার গর্ভের কুক্কুর-আবাস থেকে অতর্কিতে নির্গত এক
নারকীয় শিকারী কুক্কুর
আমরা সকলে শিকার তার, সকলকে শিকার করে মৃত্যুর শিকারে।
এমনই কুক্কুর এক দাঁত যার চোখের আগেতে
যাতে সে উত্যক্ত করে মেষশিশু যত, যাতে সে লেহন করে
তাদেরই সুশান্ত শোণিত,
ঈশ্বরের শিল্পকর্মের সেই-সে অশ্লীল বিকৃতিকার
দৌরাত্ম্যে বিরাট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সে দুর্জন অতি চমৎকার
যে তার রাজত্ব করে অশ্রুঝরা সব হৃদয়ের কেঁদে কেঁদে
ক্ষয়ে যাওয়া চোখের মণিতে

তোমারই গর্ভমুক্ত সেই-সে দুর্জন আমাদেরই পিছু পিছু আসে
সমাধি পর্যন্ত।
হে ঈশ্বর, ন্যায়বান, যথার্থ তুমি, সত্য-ধর্মদাতা,
এই যে ইন্দ্রিয়সর্বস্ব পাশব কুক্কুর নিজ মাতৃদেহজাত সন্তান
শিকার করে,
মাতার স্বজন সহ অন্যকে কাঁদায়,
এর জন্য ধন্যবাদ জানাই কিরূপে !

ইয়র্ক্‌পত্নী : শোন হ্যারির পত্নী, আমার শোকে উল্লাস করো না !
ঈশ্বর আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন, তোমার শোকে আমি কিন্তু
অশ্রুপাত করেছি।

রানী মার্গারেট্‌ : আমাকে সহ্য কর, প্রতিহিংসায় বুভুক্ষু আমি
আর তাই তো এখন, ঐ সব চিন্তা করে ; এইসব দেখে-শুনে
ক্ষুন্নিবৃত্তি করে নিজেকে পরিতৃপ্ত করি।
আমার এডোয়ার্ডের হত্যাকারী মৃত আজ তোমার এডোয়ার্ড্‌
তাই তো নিহত অন্য এক এডোয়ার্ড্‌ শোধ দিতে
আমার এডোয়ার্ড্‌-ঋণ ;
বালক ইয়র্ক্‌, সে তো অতিরিক্ত মাত্র, মূল্যের বাহিরে,
কারণ এই উভয়ে দুজন
সমান করে না কভু আমার ক্ষতির পূর্ণতা, তার উচ্চ পরিমাপ।
নিহত আজ তোমার ক্ল্যারেন্স্‌, হত্যা সে করেছিল আমার
এডোয়ার্ডে ছুরিকাঘাতে,
আর উন্মত্ত এই নাটকের দর্শকেরা সব,
ব্যভিচারে দূষিত হেস্টিংস্‌, রিভার্স্‌, ভন্‌, গ্রে,
অকালেই শ্বাসরুদ্ধ তারা ধূসর কবরে তাদের।
রিচার্ড্‌ জীবিত এখনও, নরকের কৃষ্ণ-বার্তাবহ ;
কুঠিয়ালী তাদের সংরক্ষিত রেখেছে, আত্মা কিনে কিনে
নরকে পাঠাতে।
কিন্তু আসন্ন, আসন্ন সত্বর,

অনুবর্তী হবে তার মর্মান্তিক নিষ্করুণ শেষ।
পৃথিবী মুখ ব্যাদান করে, নরক দাহিত হয়, শয়তানরা
গর্জন করে, সন্তরা প্রার্থনা
তারা তাকে চায়, চায় তারা এই স্থান থেকে তাকে
দ্রুত নিয়ে যেতে।
জীবন-বন্ধন তার ছিন্ন করে দাও, হে প্রিয় ঈশ্বর, প্রার্থনা আমার,
আমি যাতে বেঁচে থেকে বলি 'মৃত সে কুক্কুর'।

রানী এলিজাবেথ্ : ও, আপনি কিন্তু ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন
এমনই দিন আসবে যখন ঐ বোতলাকৃতি ঊর্ণনাভটাকে,
কুৎসিত ঐ কুব্জপৃষ্ঠ মণ্ডুকটাকে অভিশাপ দিতে
আপনার সাহায্য আমার ঈপ্সিত হবে।

রানী মার্গারেট্ : তখন আমি তোমায় বলেছিলাম, আমার সৌভাগ্যের এক
ব্যর্থ আড়ম্বর, নিষ্ফল কৃত্রিম ;
বলেছিলাম রানী-রঙে রঙ-করা হতভাগিনী ছায়ামাত্র এক,
আমি যা ছিলাম আমার সময়ে, ঠিক তারই প্রতিরূপ মাত্র,
আর কিছু নয়,
ভয়াবহ ভীষণ এক সমারোহের চিত্তরঞ্জক তর্জনীনির্দেশ।
উপরে উৎক্ষিপ্ত শুধু অধঃপাতে হয় যেন সজোরে নিক্ষিপ্ত,
মাতা-এক, দুই শিশু তার, সুন্দর কোমল, শুধু মাত্র উপহাসই
করে তাকে,
তুমি যা অতীতে ছিলে তারই স্বপ্ন এক, জরীদার আড়ম্বরে
সাজান নিশান এক
লক্ষ্য হয় আক্রমণের যে কোন বিপদে,
মর্যাদার সূচক চিহ্ন, একটি নিঃশ্বাস, বুদ্‌বুদ্‌মাত্র এক,
দৃশ্য যেন ভর্তি থাকে, শুধু সে কারণে তামাসার রানী এক।
তোমার স্বামী এখন কোথায় ? কোথায় তোমার ভাইয়েরা ?
তোমার দুই পুত্র কোথায় ? কোথায়ই বা তোমার আনন্দ ?
কারা তোমাকে অনুসরণ করে, কারাই বা নতজানু হয়ে

সম্মান জানায়, কারাই বা বলে—ঈশ্বর, রানীকে
দীর্ঘজীবী করুন ?
কোথায় সেই নতজানু সম্ভ্রান্তবর্গ, তোষামোদে যারা
তোমায় তুষ্ট করত ?
কোথায়ই বা সেই অশ্বারোহী সৈন্যগণ তোমায় যারা
অনুসরণ করত ?
এই সব পরিহারে দেখ কী তুমি এখন ;
সুখী এক সধবার পরিবর্তে বিধবা এক চরম দুর্দশায়
উৎফুল্লা মাতার পরিবর্তে সন্তানের নাম ধরে বিলাপে আকুল ;
অনুযোগ জানাত যাকে সেই এখন দীন অনুযোগী ;
রানী না, দুশ্চিন্তার মুকুটপরা ঘৃণ্য একজন ;
ছিলাম অবজ্ঞার পাত্রী আমি তার, তুলনায় আজ, অবজ্ঞার
পাত্রী সে আমার ;
ভীতির কারণ ছিল সকলের, সেই কিন্তু ভীত সবার সম্পর্কে ;
আদেশ তার সকলেরই মান্য, আজ কিন্তু কারও মান্য নয়।
ন্যায়ের চলার পথ এই মত পুরো ঘুরে গেল
তোমাকে সে রেখে গেল সময়ের শিকার মাত্র করে,
আর শুধু রেখে গেল তোমার অতীত, অতীতে কি ছিলে তুমি,
যন্ত্রণা দিতে বর্তমানে আজ তুমি যা হয়েছ তাকে ;
হরণ করেছ তুমি আরোহ আমার
হরণ কি করবে না তুমি আমার বিষাদ সেই একই অনুপাতে !
একই যুগে জোতা তুমি আর আমি, আমার জোয়ালের ভার তাই
তোমার ঐ গর্বিত গ্রীবায় আধাআধি পড়ে,
ঐ-যে জোয়াল-বন্ধন থেকে আজ, এমন কি এখানেও, আমার
ক্লান্ত মাথা আমি মুক্ত করে নিই,
আর ঐ বোঝার সমস্ত ভার ছেড়ে দিই তোমার উপর।
বিদায় ইয়র্ক্‌পত্নী, আর বিদায় দুর্দৈবের রানী,
চরিত্রে ইংরাজ এইসব দুঃখশোক ফ্রান্সেতে এনে দেবে

উপেক্ষার মৃদু হাসি আমার মুখেতে।

রানী এলিজাবেথ্ : হায়, অভিশাপে সুপটু তুমি, থাক আর কিছুক্ষণ,
শেখাও আমাকে শাপ দিতে শত্রুদের আমার।

রানী মার্গারেট্ : রাত্রিতে বিনিদ্র থেক, দিনে উপবাসী,
অতীতের মৃত সব সুখের প্রহর, তার সাথে তুলনায় রেখ
বর্তমানের জীবন-যন্ত্রণা।
মনে ভাব যত না মধুর ছিল তোমার শিশুরা, অপেক্ষায়
তা থেকে মধুর তারা।
আর তাদের যে হত্যাকারী যত না অন্যায় সে, তা থেকে
আরও অন্যায়,
তোমার ক্ষতিকে আরও মূল্যবান মনে কর, তবেই না
ক্ষতিকারক অধমতর মনে হবে ;
এই তত্ত্ব ঘোরাও-ফেরাও ; তবেই না শেখা হবে কিরূপেই বা
দেবে অভিশাপ।

রানী এলিজাবেথ্ : আমার কথার শব্দে-সব রয়েছে জড়ত্ব, তোমার
কথায় তাদের তীক্ষ্ণ করে গতিশীল কর !

রানী মার্গারেট্ : তোমার যন্ত্রণাই তাদের তীক্ষ্ণ করবে, আর আমার মতই
তারাও তখন হবে তীক্ষ্ণ সূচীমুখ। (প্রস্থান)।

ইয়র্ক্ পত্নী : কথা আর কথা, কথাতেই বা পূর্ণ কেন সর্বনাশের কাল ?

রানী এলিজাবেথ্ : যত কিছু শোক আর যন্ত্রণা মক্কেল তাদের, তারা
শুধু শূন্যগর্ভ বায়ুপূর্ণ কথার উকিল,
শূন্যগর্ভ অনুগামী ভিত্তিহীন আনন্দের সব,
দুর্দশার সপক্ষে হীন সব জীয়ন্ত বক্তার দল,
পাক তারা অবকাশ, যদিও পরামর্শ যা দেবে
সাহায্য হবে না কিছুই তবুও তো হৃদয় স্বচ্ছন্দ হবে।

ইয়র্ক্ পত্নী : তাই যদি হয়, তবে জিহ্বাকে আবদ্ধ রেখ না, চল আমার
সঙ্গে, তিক্ত সব শব্দের নিঃশ্বাসে চল আমরা শ্বাসরুদ্ধ করি
তোমার দুই কমনীয় সন্তানের শ্বাসরুদ্ধকারী আমার সেই

অভিশপ্ত পুত্রকে।

তূর্যধ্বনি হয় ; চিৎকারে আর যথার্থ-প্রকাশে যথেষ্ট হও। (প্রবেশ : দামামাবাদকদের ও তূরীবাদকদের সঙ্গে রাজা রিচার্ড্ ও তাঁর অনুগামীবর্গ)

রাজা রিচার্ড্ ; আমার অভিযানে কে আমাকে বাধা দেয় ? কে ?

ইয়র্ক্‌পত্নী : অভিশপ্ত গর্ভের মধ্যেই শ্বাসরুদ্ধ করে যে তোকে জন্ম দিতে বাধা দিয়ে তোর মত
নরাধমকে সমস্ত হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত করতে পারত !

রানী এলিজাবেথ্ : গোপনেই রাখ তুই ঐ ললাট তোর সোনার মুকুটে ঢাকা !
ঠিক যদি ঠিক হোত, তবে তো উত্তপ্ত লৌহ-চিহ্নে ওখানে
চিহ্নিত হোত হত্যা যুবরাজের, ও মুকুট প্রাপ্য অধিকার যার,
আমার পুত্রদের আর ভ্রাতাদের ভীষণ মৃত্যু ওখানেই রেখে যেত কলঙ্কের ছাপ ?
ওরে দুর্জন-দুরাত্মা দাস, বল তুই সন্তানেরা কোথায় আমার ?

ইয়র্ক্‌পত্নী : ওরে মণ্ডুক, কুৎসিত মণ্ডুক, তোর ভ্রাতা ক্ল্যারেন্স্‌ই বা কোথায় ? নেড্ প্ল্যান্টাজ্যানেট্, তাঁর পুত্র, সে-ই বা কোথায় ?

রানী এলিজাবেথ্ : সুভদ্র রিভার্স্, ভন্, গ্রে, কোথায় এরা সব ?

ইয়র্ক্‌পত্নী : সহৃদয় হেস্টিংস্‌ই বা কোথায় ?

রাজা রিচার্ড্ : রণবাদ্যের আড়ম্বর, তূর্যধ্বনি ! ঘণ্টাধ্বনি বিপদ সংকেতের, বাজাও দামামা !
স্বর্গ যেন শোনে নাকো রটনাকারিনী এই সব স্ত্রীলোক
গালি দেয় কুৎসিত রটনায় ঈশ্বরের পবিত্র বারিসিঞ্চিত এই
অভিষিক্ত সম্পর্কে।
বাজাও বাজাও, আদেশ আমার ! (বাদ্যের আড়ম্বর ঘণ্টাধ্বনি)
হয় ধৈর্য রাখ, আর আমার প্রতি শোভন ব্যবহার কর,
নয়তো, এই রণশব্দ-কোলাহলে এই মত নিমজ্জিত করব
তোমাদের এই চিৎকৃত ঘোষণা সব।

ইয়র্ক্‌পত্নী : তুই কি আমার পুত্র ?

রাজা রিচার্ড্‌ : আজ্ঞে হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার পিতার এবং আপনার।

ইয়র্ক্‌পত্নী : তবে ধৈর্য ধরে শোন আমার অধৈর্য-কাহিনী।

রাজা রিচার্ড্‌ : মাননীয়া, আপনার অবস্থার স্পর্শ আমাকেও তো স্পর্শ করেছে তিরস্কারের তীক্ষ্ণধ্বনি এই আমারও তো সহ্যের বাহিরে।

ইয়র্ক্‌পত্নী : ও, আমাকে বলতে দে।

রাজা রিচার্ড্‌ : বলুন তাহলে ; আমি কিন্তু শুনছি না।

ইয়র্ক্‌পত্নী : শব্দ ব্যবহারে আমি কোমল আর ভদ্রই হব।

রাজা রিচার্ড্‌ : সেই সঙ্গে সংক্ষিপ্তও হোন, সুশীলা মাতা আমার, কারণ আমার তাড়া আছে।

ইয়র্ক্‌পত্নী : এতই তাড়া তোর ? আমি তো তোর জন্যই অপেক্ষায় আছি, ঈশ্বর জানেন, পীড়ন আর দুঃসহ যন্ত্রণায়।

রাজা রিচার্ড্‌ : অবশেষে আমি কি এলাম না উপশমে আপনাকে শান্তি দিতে ?

ইয়র্ক্‌পত্নী : না, পবিত্র ক্রুশের দিব্য, এও কিন্তু তুই ভালই জানিস—
এ পৃথিবীতে এলি তুই, সঙ্গে সঙ্গে এ পৃথিবী আমার নরক হল।
শোচনীয় দুর্বহ এক ভার হল জন্ম তোর আমার উপর,
অবাধ্য শৈশব তোর কোপন্‌ স্বভাব
হতাশায় ক্ষিপ্ত, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর বন্য তোর
বিদ্যাভ্যাস-কাল,
যৌবনের পরম সময়ে সাহসে-দুঃসাহসে নির্ভয়-নির্ভীক,
বয়সে পরিণত হলি, হলি কূট, হলি অহংকারী, ধূর্ত আর
রক্তাক্ত হত্যাকারী এক—
একটু যেন শান্ত, কিন্তু ঘৃণায় আরও বেশী ক্ষতিকর প্রকার এক।
উল্লেখে কি মনে আসে তোর এমন কোন ক্ষণ
যখন তোর সঙ্গ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে মহিমান্বিত করেছে ?

রাজা রিচার্ড্‌ : বিশ্বাস করুন, কোন সময়ই নয়, কেবল একবার মাত্র ;

হাম্‌ফ্রের নামে চিহ্নিত সেই নিরাহারক্ষণ যখন আপনাকে
আমার সঙ্গ থেকে প্রাতরাশে ফিরিয়ে নিয়েছিল।
যদি আমি আপনার চোখে এতই কদর্য হই,
তবে আমাকে অগ্রসর হতে দিন, মাননীয়া, আমি যেন
আপনার নিকট দোষাবহ না হই।
দামামা বাজাও, বাজাও দামামা।

ইয়র্ক্‌পত্নী : অনুনয় করি তুই শোন, আমি বলি।

রাজা রিচার্ড : আপনি বলেন, কিন্তু তিক্ত বড় ভাবে ও ভাষায়।

ইয়র্ক্‌পত্নী : শোন তুই, আমার একটাই কথা,
কারণ, আমি আর কখনও তোর সঙ্গে কোন কথাই বলব না!

রাজা রিচার্ড : অতএব—

ইয়র্ক্‌পত্নী : হয় ঈশ্বরের যথার্থ অধ্যাদেশে এই যুদ্ধে বিজয়ী হবার
পূর্বেই মৃত্যু তোর হবেই,
আর নয়, শোকে আর চরম বার্ধক্যে আমি ধ্বংস হয়ে যাব
আর কোনদিন কখনও তোর মুখ দেখব না।
তাই চরমতম শোচনীয় অভিশাপ আমার তুই সঙ্গে নিয়ে যা,
যে সম্পূর্ণ রণসজ্জা তুই পরিধান করে আছিস
তার অপেক্ষাও আমার এই অভিশাপ তোকে আরও
ক্লান্ত করবে!
তোর প্রতিপক্ষের কল্যাণে আমার প্রার্থনা-সব তাদেরই
সপক্ষে যুদ্ধ করবে;
আর এডোয়ার্ডের সন্তানদের শিশু-আত্মারা সব মৃদুকথনে
তোর শত্রুদের সাহসে-তেজে উৎসাহিত করে
ওদের সাফল্যে আর নিশ্চিন্ত-বিজয়ে প্রতিশ্রুত হবে।
রক্তলিপ্ত হত্যাকারী তুই; রক্তাক্তই হবে তোর শেষ।
জীবন তোর সেবিত হয় ধিক্কারে-লজ্জায়, ঐ লজ্জা অনুগামী
হবে তোর ধিক্কৃত মৃত্যুর! (প্রস্থান)।

রানী এলিজাবেথ্‌ : যদিও কারণ অনেক বেশী, তবুও শাপ দিতে

অত তেজ নেই আমার ভিতরে :
তথাস্তু বলি আমি ওঁর অভিশাপে।

রাজা রিচার্ড্ : অপেক্ষা করুন, মাননীয়া, আপনার সঙ্গে একটা কথা
আমাকে কইতেই হয়।

রানী এলিজাবেথ্ : রাজ-রক্তের অন্য কোন পুত্র তো আর আমার নেই
তোর হত্যার নিমিত্ত।
কন্যারা আমার উপাসিকা সন্ন্যাসিনী হবে, অশ্রুমুখী রানী নয়।

রাজা রিচার্ড্ : আপনার তো কন্যা আছে এক এলিজাবেথ্ নামে,
ধর্মশীলা, সুদর্শনা, রাজকীয়া, লাবণ্যময়ী।

রানী এলিজাবেথ্ : এর জন্য কি তাকে মরতেই হবে ?
ও, ওকে বাঁচতে দাও,
আমি ওর শিষ্টাচার অশিষ্ট করব, ওর সৌন্দর্য কলুষিত করব,
নিজেকে কলঙ্কিতা করব এডোয়ার্ড্ শয্যায় মিথ্যাচারিণী বলে,
ওর উপর নিক্ষেপ করব জঘন্য প্রকাশ্য অপযশের অবগুণ্ঠন,
ও যেন বজ্র নিঃস্রাবি হত্যার ক্ষতচিহ্নে অচিহ্নিত থেকেই
জীবিত থাকে ;
আমি মিথ্যা পাপ স্বীকার করব—ও এডোয়ার্ডের কন্যা নয়।

রাজা রিচার্ড্ : ওঁর জন্মের প্রতি অন্যায় করবেন না। উনি রাজবংশ-স
সম্ভূতা রাজকুমারী।

রানী এলিজাবেথ্ : ওর জীবন বাঁচাতে আমি বলব, ও তা নয়।

রাজা রিচার্ড্ : ওঁর জীবন কিন্তু সবচেয়ে নিরাপদ একমাত্র ওঁর জন্মেই।

রানী এলিজাবেথ্ : আর একমাত্র ঐ নিরাপত্তাতেই
ওর ভ্রাতাদের মৃত্যু হয়েছে।

রাজা রিচার্ড্ : দেখুন, ওদের জন্মের সময় শুভ নক্ষত্রেরা সব
প্রতিকূল ছিল।

রানী এলিজাবেথ্ : না, ওদের জীবনে অসৎ বন্ধুরা সব বিপরীতে ছিল।

রাজা রিচার্ড্ : ভাগ্যের বিচারে মৃত্যু অপরিহার্য সকলেরই।

রানী এলিজাবেথ্ : সত্য, যখন করুণার পরিহার ভাগ্যকে নির্মাণ করে ;

সন্তানেরা আমার চিহ্নিত ছিল আরও উচিত মৃত্যুতে
যদি করুণার আশীর্বাদে হোত তোর উচিত জীবন।

রাজা রিচার্ড্ : আপনি এমন বলছেন যেন আমিই আমার স্বজন
ভ্রাতুষ্পুত্রদের হত্যা করেছি।

রানী এলিজাবেথ্ : স্বজনই বটে ; নইলে খুল্লতাত কর্তৃক দুর্জনিত
হয়ে বঞ্চিত হয় স্বাচ্ছন্দ্যে, বাক্যে, আত্মীয়-স্বজনে,
স্বাধীনতায়, প্রাণে।
যারই হাত তাদের কোমল হৃদয় ছুরিকাবিদ্ধ করুক না কেন,
মস্তিষ্ক তোর, সমস্তই অপ্রত্যক্ষে, দিয়েছে নির্দেশ।
এতে তো সন্দেহ নেই হত্যাকারী সেই ছুরিকা ছিল স্থূলমুখ,
তাতে ছিলনাকো ধার,
পরে তোর পাথর-কঠিন হৃদয়েতে ঘসে শান দেওয়া হল
যাতে সে পানোৎসবে মত্ত হয় আমার সন্তানদের
অন্ত্রের ভিতর।
কিন্তু শোকের এই নিঃশব্দ ব্যবহার সংযত করে
অবাধ উদ্দাম-শোক ;
আমার জিহ্বায় উচ্চারিত হবে নাকো আমার পুত্রদের নাম
যতক্ষণ না নখর আমার নঙ্গর করে তোর চোখের ভিতরে ;
আর আমি, আশাহীন অমনই এক মৃত্যুর সাগরে
হতভাগ্য ক্ষুদ্র পোত এক, ছিন্নপাল, ভিন্ন-রসারসী,
মহাবেগে অগ্রসর হয়ে খণ্ডে খণ্ডে ভেঙে যাই তোর
পাথর-কঠিন বুকে।

রাজা রিচার্ড্ : মাননীয়া আমি এরূপ সমৃদ্ধ হই আমার সাহসী উদ্যমে
আর রক্তাক্ত যুদ্ধের বিপদ-সাফল্যে
যে অতীতে, যে কোন সময়ে, আপনি বা আপনারা
আমার দ্বারা যতই না ক্ষতিগ্রস্ত হন
তা থেকে আপনার বা আপনাদের আরও অধিক
কল্যাণ কামনা করি আমি।

রানী এলিজাবেথ্ : স্বর্গের মুখচ্ছবি-ঢাকা কোন্ সে কল্যাণ,
আবিষ্কার যার আমার মঙ্গল করে ?
রাজা রিচার্ড্ : আপনার সন্তানদের উন্নতি ভদ্রে।
রানী এলিজাবেথ্ : উন্নতি তো কোন বধমঞ্চে, সেখানে যাতে প্রাণ-দণ্ডে
তারা ছিন্নশির হয় ?
রাজা রিচার্ড্ : উন্নতি মর্যাদায় আর সৌভাগ্যের উচ্চতায়,
পার্থিব গৌরবের উচ্চ এক রাজ-নিদর্শনে।
রানী এলিজাবেথ্ : বর্ণনায় তোষণ কর আমার বিষাদে ;
বল, কোন্ পদ, কী মর্যাদা, কোন্ সে সম্মান
দিতে তুই পারিস কোন এক সন্তানে আমার ?
রাজা রিচার্ড্ : এমন কি যা-কিছু আমার আছে, যথা-সর্বস্ব—
আজ্ঞে হ্যাঁ, আর আমার সব-কিছু নিয়ে নিজেকেও,
এই সব দিয়ে আপনারই এক সন্তানকে আমি
যৌতুকে ভূষিত করব ঃ
যাতে, আপনার প্রতি যে-সব অন্যায় আমি করেছি বলে
আপনি কল্পনা করেন—
সেই সব অন্যায়ের দুঃখস্মৃতি সব নিমজ্জিত করেন আপনি
বিস্মৃতির অতল সাগরে।
রানী এলিজাবেথ্ : সংক্ষিপ্ত হ, পাছে তোর করুণার পদ্ধতি
বর্ণনাকাল দীর্ঘতর হয় তোর করুণার কালের অপেক্ষায়।
রাজা রিচার্ড্ : তাহলে জানুন, আমি আমার অন্তর থেকে
আপনার কন্যাকে ভালবাসি।
রানী এলিজাবেথ্ : আমার কন্যার মাতা তাঁর অন্তর দিয়েই বিষয়টি
চিন্তা করেন।
রাজা রিচার্ড্ : কি চিন্তা করেন ?
রানী এলিজাবেথ্ : যে তুই তোর অন্তর থেকেই আমার
কন্যাকে ভালবাসিস,
কাজেই তোর অন্তরের ভালবাসা দিয়েই তুই তার

ভ্রাতাদের ভালবাসতিস,
এবং আমি আমার অন্তরের ভালবাসা থেকেই তোকে
সে জন্য ধন্যবাদ দিই।

রাজা রিচার্ড্: আমার কথার অর্থ বিপর্যস্ত করার জন্য
অত তৎপর হবেন না।
আমার কথার অর্থ, আমি আপনার কন্যাকে আমার অন্তর দিয়েই
ভালবাসি, এবং অভিপ্রায় আমার, তাঁকে ইংলণ্ডের রানী করার।

রানী এলিজাবেথ্: ভাল, তাহলে, কে তার রাজা হবে বলে
তুমি তোমার অর্থে মনে কর?

রাজা রিচার্ড্: বাস্তবিকই যে তাঁকে রানী করে সে-ই তো হবে রাজা।
কে-ই বা হবে আর, আর কারই বা হওয়া উচিত?

রানী এলিজাবেথ্: কী, তুই?

রাজা রিচার্ড্: বাস্তবিকই তাই। এ বিষয়ে আপনি কি চিন্তা করেন?

রানী এলিজাবেথ্: তাকে তুই প্রণয় নিবেদন করবি কি করে?

রাজা রিচার্ড্: ওটা আপনার কাছ থেকে শিখে নেব, যেহেতু
তাঁর মনোভাবের সঙ্গে আপনার সবচেয়ে ভাল পরিচয় আছে।

রানী এলিজাবেথ্: আমার কাছ থেকে শিখবি তাহলে তুই?

রাজা রিচার্ড্: আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে মাননীয়া।

রানী এলিজাবেথ্: তবে তার ভ্রাতাদের হত্যাকারীকে দিয়ে তাকে
একজোড়া বজ্র-নিঃস্রাবি হৃদয় পাঠিয়ে দে,
খোদাই করে লেখা থাক তাদের উপর 'এডোয়ার্ড' আর 'ইয়র্ক্'।
তাহলে হয়তো বা সে কাঁদলেও কাঁদতে পারে;
অতঃপর তাকে উপহার দে—যেমন কোন সময়ে মার্গারেট্ তোর
বাবাকে দিয়েছিল—র‍্যাট্ল্যাণ্ডের রক্তে ভেজা রুমাল একখানা;
বল তাকে, এই-সে-রুমাল তাঁর সুচারু ভ্রাতার দেহের রক্তিম রসসার
নিঃশেষে শুষে নিয়ে শুষ্ক করেছিল,
আর এর উপর তাকে অনুরোধ কর, তার অশ্রুভরা আঁখি
ঐ দিয়ে মুছে নিতে।

যদি এই প্রলোভন তাকে ভালবাসতে লুব্ধ না করে
তবে তোর মহান কাজের-সব তালিকা করে একখানি পত্র
তাকে পাঠা ;
বল তাকে, তুই তার খুল্লতাত ক্ল্যারেন্স্‌কে বিনাশ করেছিস,
বিনাস করেছিস তার খুল্লতাত রিভার্স্‌কে ; হ্যাঁ, আর তারই নিমিত্ত
তার সুভদ্রা খুল্লমাতা অ্যান্‌কে সংহারে দ্রুত অপসৃত করেছিস।

রাজা রিচার্ড্: আপনি আমাকে উপহাস করছেন মাননীয়া, এ তো
উপায় নয় আপনার কন্যাকে পাওয়ার।

রানী এলিজাবেথ্: আর তো কোন উপায় নেই ;
এক যদি তুই অন্য কোন আকার না ধারণ করিস
যে-রিচার্ডের এই-সব কাজ, সে রিচার্ড না হোস্।

রাজা রিচার্ড্: আপনি বলুন তাঁর প্রেমের নিমিত্তই আমি এসব করেছি।

রানী এলিজাবেথ্: না, তাহলে তো বাস্তবিক সে তোকে ঘৃণাই করবে, অন্য কিছু নয়,
যদি প্রেম কিনে ঐমত রক্তলিপ্ত অপচয়ে ক্রয়মূল্য দেয়।

রাজা রিচার্ড্: দেখুন যা করা হয়ে গেছে, তার তো কোন চারা নেই।
মানুষেরা সব অবিমৃষ্য কাজ করে কখনও কখনও
পরবর্তী কালে ঐ সব কাজ অবসর দেয় অনুতাপ করার।
যদি আমি আপনার সন্তানদের থেকে রাজ্য অবৈধে গ্রহণ
করে থাকি তবে শোধন নিমিত্ত আমি তা
আপনার কন্যাকে দেব।
যদি আমি আপনার গর্ভজাত সন্তান হত্যা করে থাকি
তবে আপনার বংশবৃদ্ধি দ্রুত করার নিমিত্ত
আপনারই শোনিতে জন্ম আপনার কন্যার গর্ভে জন্ম দেব
আমার সন্তান।
মাতামহী-নাম স্নেহে আর ভালবাসায় সামান্যই কম
নির্বোধ-স্নেহের বাহুল্য-প্রকাশ মাতার অভিধা থেকে
তারাও তো সন্তান এক ধাপ নীচে মাত্র

এমন কি আপনারই ধাতুতে গড়া, আপনারই রক্তে
একবারই সমস্ত যন্ত্রণা, একবারই আর্ত-ক্রন্দন, মাত্র
একটি রাত্রির নিমিত্ত,
তার জন্য সহ্য করা, তারই জন্য আপনার অনুনয় দুঃখের
প্রতিমাতুল্য।
সন্তানেরা আপনার যৌবনের বিরক্তি ছিল
কিন্তু আপনার বার্ধক্যের সান্ত্বনা হবে আমার সন্তান।
রাজা হোত সন্তান-এক এইমাত্র ক্ষতি আপনার
আপনার কন্যা কিন্তু রানী হয় ঐ ক্ষতির কারণে
আমার আকাঙ্ক্ষামত আপনার ক্ষতি পূরণে আমি সমর্থ নই
তাই যতটুকু অনুগ্রহ আমার সামর্থ্যে সেটুকু গ্রহণ করুন।
ডরসেট্, পুত্র আপনার, ভীত মনে অসন্তুষ্ট পদক্ষেপে অগ্রগামী
বিদেশ ভূমিতে
যথার্থ-এ-মিলন তাকে উচ্চ-সব-পদোন্নতিতে স্বদেশে ফেরাবে
সত্বর বিরাট মর্যাদায়।
রাজা আপনার লাবণ্যময়ী কন্যাকে স্ত্রী বলবেন,
অত্যন্ত ঘনিষ্টের ন্যায় আপনার ডরসেট্‌কে ভাই বলবেন,
আবারও আপনি মাতাই হবেন একজন রাজারই নিকট,
দুর্দৈবের দুঃসময়, যত তার ধ্বংসাবশেষ পরিতৃপ্তির
দ্বিগুণ-সমৃদ্ধিতে হবে সংস্কার।
কি বলেন আপনি। দেখার মত সুদিন আমাদের
অনেক আছে।
অশ্রুর তরলবিন্দু-সব আপনি যে বিসর্জন করেছেন
আবার সব ফিরে আসবে প্রাচ্যের মহার্ঘ মুক্তায়
রূপান্তরিত হয়ে,
ওদের পূর্বের ঋণ সুদে হবে পরিশোধ
দ্বিগুণিত সুখলাভ দশগুণ হয়ে সমূল বর্ধিত হবে।
সুতরাং, মাতা আমার, যান আপনার কন্যার সমীপে যান

আপনার অভিজ্ঞতায় সাহসী করুন লজ্জানম্র বয়ঃক্রম তার ;
এক প্রেমিকের কাহিনী শোনার নিমিত্ত তার শ্রবণ প্রস্তুত করুন ;
স্থাপন করুন তার কোমল হৃদয়ে স্বর্ণময় আধিপত্যের
আকাঙ্ক্ষার শিখা ;
রাজকুমারীকে অবগত করুন বিবাহের আনন্দের নীরব মধুর
মুহূর্ত-সব।
আমার এই বাহু যখন নগণ্য সেই স্থূলমস্তিষ্ক রাজদ্রোহী
বাকিংহামকে দণ্ড দেবে,
বিজয়-মাল্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তখনই আসব আমি
নিয়ে যেতে কন্যাকে আপনার বিজয়ী-শয্যায়,
তাঁরই কাছে বর্ণনা করব আমার বিজয়-কাহিনী সব,
রাজার রাজা, সিজারের সিজার একমাত্র বিজয়িনী তিনি।

রানী এলিজাবেথ্ : সব থেকে ভাল কি বলা যেতে পারে? তারই
পিতার ভ্রাতা হবে তার প্রভু ?
অথবা বলি, খুল্লতাত তার ?
অথবা তার ভ্রাতাদের আর তার খুল্লতাতদের হত্যাকারী
যে সে-ই ?
কোন্ সে অভিধায় অভিহিত করে আমি তোর জন্য
তার প্রণয় প্রার্থনা করব,
যেন বিধাতা আর বিধির বিধান. আমার সম্মান আর
তার প্রেম,
মনোহর মনে হয় তার কাছে তার এই কোমল বয়সে ?

রাজা রিচার্ড্ঃ সিদ্ধান্ত করুন, সৌভাগ্যশালিনী ইংলণ্ডের শান্তি
এ-মিলনে।

রানী এলিজাবেথ্ : যুদ্ধ কিন্তু থামেনি তখনও—এই মূল্যে কেনা হবে
ঐ শান্তি তার।

রাজা রিচার্ড্ : বলুন তাঁকে, রাজা যিনি আদেশ করতে পারেন, তিনি
অনুনয়ে প্রার্থনা করেন।

রানী এলিজাবেথ্ : পরিণয়ে পাণি তাঁর, নিষেধ যেখানে রাজার রাজার।
রাজা রিচার্ড : বলুন প্রবল পরাক্রান্তা অধিশ্বরী হবেন তিনি।
রানী এলিজাবেথ্ : ঐ অভিধা কেবল বিলাপ নিমিত্ত, তাঁর মাতা আজ যা করছেন তারই অনুরূপ।
রাজা রিচার্ড্ : বলুন, আমি তাঁকে চিরকাল ভালবাসব।
রানী এলিজাবেথ্ : কিন্তু ঐ অধিশ্বরী অভিধা চিরকালের মধ্যে কতকালই বা চিরস্থায়ী হবে ?
রাজা রিচার্ড্ : সমধুর অস্তিত্বে বলবৎ থাকবে তাঁর সুন্দর জীবনের শেষ পর্যন্ত।
রানী এলিজাবেথ্ : কিন্তু তাঁর ঐ সুন্দর জীবন কতদিনই বা সুন্দরভাবে স্থায়ী হবে ?
রাজা রিচার্ড্ : যতদিন ঈশ্বর আর প্রকৃতি তা দীর্ঘ করেন।
রানী এলিজাবেথ্ : যতদিন নরক আর রিচার্ড্ তা অভিলাষ করে।
রাজা রিচার্ড্ : বলুন, আমি অধিশ্বর তাঁর, হব তাঁর ইতর প্রজার সমান।
রানী এলিজাবেথ্ : কিন্তু সে, তোমার প্রজা, ঐমত আধিপত্য ঘৃণা করে সে।
রাজা রিচার্ড্ : আমার সপক্ষে তাঁর নিকট মুখর হোন।
রানী এলিজাবেথ্ : সত্য কাহিনী এক সব চেয়ে ভালভাবে দ্রুত বলা যায় সরল কথনে।
রাজা রিচার্ড্ : তবে সরল কথনেই তাঁকে বলুন আমারই প্রেমের কাহিনী।
রানী এলিজাবেথ্ : সরল .অথচ সত্য নয়, এ-ভঙ্গিমা কিন্তু বড়ই কঠিন-কর্কশ।
রাজা রিচার্ড্ : আপনার যুক্তি কিন্তু বড়ই অগভীর, বড়ই ত্বরিত।
রানী এলিজাবেথ্ : ও, না তো, আমার যুক্তিরা সব মৃত আর বড়ই গভীর—
মৃত আর বড়ই গভীর হতভাগ্য শিশুরা-সব তাদের কবরে।
রাজা রিচার্ড্ : ঐ একই তারে ঝঙ্কার নয় মাননীয়া ;
ও তো অতীত।

রানী এলিজাবেথ্ : আমি কিন্তু ঐ একই তারে এখনও ঝঙ্কার দেব,
যতক্ষণ না হৃদয়ের তার সব ছিন্ন হয়ে যায়।

রাজা রিচার্ড্ : কণ্ঠাভরণে ধরে-রাখা-ছবি ড্রাগন-হত্যাকারী সাধু জর্জের
দিব্য, গার্টারের নায়কের সর্বোচ্চ সম্মানের দিব্য, আর দিব্য
আমার রাজমুকুটের—

রানী এলিজাবেথ্ : অধর্মে অপবিত্র, অসম্মানে কলঙ্কিত,
তৃতীয়বার অপহৃত অর্ধেক হরণে।

রাজা রিচার্ড্ : আমি শপথ করি—

রানী এলিজাবেথ্ : কোন কিছু সাক্ষী রেখে নয়, কারণ এটা তো কোন
শপথই নয়ঃ
অপবিত্র তোর জর্জ, তিনি তাঁর ঐশ্বরিক সম্মান হারিয়েছেন ;
কলুষিত তোর গার্টারের সম্মান-বন্ধনী. বন্ধকে রাখা নায়কত্ব-ধর্ম
সেবকের ধর্ম যত তার ;
অবৈধ-হরণে হৃত তোর মুকুট লজ্জিত করেছে তার
রাজোচিত গৌরব।
যদি কোন কিছুর শপথ করে তোকে বিশ্বাস করাতে হয়,
তবে এমন কিছুর নামে শপথ নে, যার প্রতি কোন অন্যায় তুই
করিসনি।

রাজা রিচার্ড্ : তবে তো নিজের নামেই নিতে হয়—

রানী এলিজাবেথ্ : তুই নিজে তো তোর নিজের দ্বারাই
অন্যায় আচরণে আচরিত।

রাজা রিচার্ড্ : তবে এখন পৃথিবীর শপথে—

রানী এলিজাবেথ্ : এ তো ভর্তি তোর জঘন্য অন্যায়ে সব।

রাজা রিচার্ড্ : আমার পিতার মৃত্যুর শপথে—

রানী এলিজাবেথ্ : তোর জীবন সে-মৃত্যুকে অসম্মানিত করেছে—

রাজা রিচার্ড্ : আচ্ছা, তাহলে ঈশ্বরের শপথ—

রানী এলিজাবেথ্ : ঈশ্বরের প্রতি অন্যায় তো সর্বাধিক।
তাঁর সঙ্গে শপথভঙ্গে তুই যদি ভীত হতিস,

তবে অধীশ্বর আমার স্বামীর গঠিত ঐক্য তুই ভাঙতিস না,
আমার ভ্রাতাদের মৃত্যু হোত না।
যদি তুই ঈশ্বরের নামে শপথ-ভঙ্গে ভীত হতিস
তবে ঐ যে রাজোচিত ধাতু বর্তমানে শির তোর বেষ্টন করে
শোভা পেত তা আমার সন্তানের কোমল মস্তকে ;
আর উভয় রাজকুমারই এখানে জীবিত ছিল,
আজ তারা কোমল তুই শয্যাসঙ্গী ধুলার আহার,
নষ্ট-ধর্ম তোর করেছে তাদের কীটের শিকার।
এখন কী নামেই বা শপথে সমর্থ তুই ?

রাজা রিচার্ড্ : আগামী যে কাল।

রানী এলিজাবেথ্ : তার প্রতি অন্যায় করেছিস তুই বিগত অতীতে ;
আর আমার নিজেরও তো অনেক অশ্রু মোছার আছে
বর্তমান-পরবর্তী কালের নিমিত্ত, তোরই অন্যায়ে ক্ষতি-করা
বিগত অতীতের নিমিত্ত।
যে-সব পিতাদের তুই হত্যা করেছিস, তাদের সন্তানেরা
জীবিত এখনও
অশাসিত কিশোর সব, বয়সে উপনীত হবে ঐ সব মৃত্যুর
বিলাপ-নিমিত্ত।
যে-সব সন্তানদের তুই নৃশংস হত্যায় নিহত করেছিস পিতারা
তাদের জীবিত এখনও,
ফলহীন বৃক্ষ-সব, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিলাপ নিমিত্ত।
নিস না শপথ আগামীকালের ;
কারণ অপব্যবহৃত-বিগত-অতীত তাকে ব্যবহার করার পূর্বেই
আগামী-সে-কাল তুই অপব্যবহার করেছিস ।

রাজা রিচার্ড্ : যেহেতু আমি সমৃদ্ধ হতে চাই, অনুতাপ করতে চাই
আমি তো বর্ধিত হই প্রতিকূল-শস্ত্রের বিপদসঙ্কুল সব বিষয়ে
আমার !
নিজে যেন নিজেকে হতবুদ্ধি করি !

ঈশ্বর আর নিয়তি যেন আমাকে অর্গলরুদ্ধ করেন
আমার সুখের সময় থেকে
দিবাকর আপনার আলো আমাকে দেবেন না, না, রাত্রি,
আপনার বিশ্রামও নয় !
সৌভাগ্যের গ্রহসব আমার কার্যপ্রণালীর বিপরীত হোন !
যদি না, অতি প্রিয় অন্তরের প্রেমে, নিষ্কলঙ্ক অনুরাগে,
পবিত্র চিন্তায়
আপনার লাবণ্যবতী রাজোচিতা কন্যাকে পরিগ্রহার্থে
আমি নিজেকে উপস্থিত করি।
ঐ কন্যাতেই রয়েছে সুখ আমার আপনার ;
তিনি ছাড়া, মৃত্যু, উচ্ছেদ, ধ্বংস আর ক্ষয় আমাকে, আপনাকে,
তাঁকে, এই দেশকে আর অনেক-সব ধার্মিক ক্রীশ্চিয়ানকে
অনুসরণ করে।
একমাত্র এ-ছাড়া তো পরিহার করতে পারা যাবে না ;
একমাত্র এ-ছাড়া তো পরিহার করাই যাবে না।
অতএব, প্রিয় মাতা—আমি আপনাকে অবশ্য ঐ বলেই
ডাকব—
তাঁর প্রতি আমার প্রেমের প্রতিনিধি হোন,
পক্ষ সমর্থন করে বলুন আমি কি হব, যা ছিলাম তা নয় ;
আমার পুরস্কার নয়, প্রাপ্তির যোগ্যতা আমার।
প্রয়োজনের কথা, কালের অবস্থার কথা জোর দিয়ে বলুন,
মহৎ সব অভিসন্ধিতে অনুরাগে-কোপন হবেন না।

রানী এলিজাবেথ্ : শয়তানের প্রলোভনে কি এই পদ্ধতিতে প্রলুব্ধ হব ?

রাজা রিচার্ড্ : নিশ্চয়, যদি সে শয়তান আপনাকে
কল্যাণে প্রলুব্ধ করে।

রানী এলিজাবেথ্ : নিজেকে কি ভুলে যাব রেখে দিতে নিজস্ব স্বরূপে ?

রাজা রিচার্ড্ : নিশ্চয়, যদি আপনার স্বরূপের স্মৃতি
আপনার নিজের প্রতি অন্যায় করে।

রানী এলিজাবেথ্ : তবুও তুই তো আমার সন্তানদের হত্যা করেছিস।
রাজা রিচার্ড্ : কিন্তু আপনার কন্যার গর্ভে আমি তাদের থমাধিস্থ করি ;
সেখানে, সেই বাসস্থানে মসলার সুগন্ধী আগারে নিজেদের
জন্ম দেবে তারা আত্মরূপে আপনাকে আবারও আশ্বস্ত করে।
রানী এলিজাবেথ্ : তবে যাব কি আমি তোর আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে
কন্যাকে আমার জয় করে নিতে ?
রাজা রিচার্ড্ : সে কার্য সমাধা করে প্রতিপন্ন হোন সুখী-মাতা রূপে।
রানী এলিজাবেথ্ : যাই, সত্বর আমাকে লিখ,
মন তার বুঝে নেবে আমার উত্তরে।
রাজা রিচার্ড্ : আসুন, আমার প্রকৃত প্রেমের চুম্বন নিয়ে যান
তাঁর কাছে,
তাহলে বিদায়। (বিদায় চুম্বন। প্রস্থান ঃ রানী এলিজাবেথ্)।
ক্রমশঃ নরম হয় দুর্বল, নির্বোধ, অগভীর, অস্থিরমতি
স্ত্রীলোক এক।
(প্রবেশ ঃ র‍্যাট্‌ক্লিফ্ অনুসরণে কেট্‌স্‌বি)
কি অবস্থা এখন ? কি সংবাদ ?
র‍্যাটক্লিফ্ : পরম শক্তিমান অধীশ্বর, পরাক্রান্ত নৌবাহিনী-এক
অগ্রসরমান পশ্চিম উপকূলে ; আমাদের তীরভূমিতে ভীড়
করে সন্দেহজনক কপট বন্ধুরা অনেক,
অস্ত্রাদিতে তারা সজ্জিত নয়, অকৃতসংকল্প তারা পরাজিত
করে ওদের দূর করে দিতে। শোনা যায় পোতাধ্যক্ষ ওদের রিচমণ্ড্ ;
আর অপেক্ষায় ঐ স্থানে ভাসমান ওরা বাকিংহাম্ ওদের তীরে
নামতে স্বাগত-সহায় হবেন এই সে-আশায়।
রাজা রিচার্ড্ : কোন এক ত্বরিতপদ সুভদ্র গমন করুন দ্রুত
নর্‌ফোক্-অধিস্বামী সমীপে।
র‍্যাট্‌ক্লিফ্, আপনি নিজে অথবা কেট্‌স্‌বি। কোথায় তিনি ?
কেট্‌স্‌বি : এখানে সুকৃত প্রভু আমার।
রাজা রিচার্ড্ : কেট্‌স্‌বি, ত্বরিতে অধিস্বামী-সমীপে যাও।

কেট্‌স্‌বি : নিশ্চয় যাব আমি প্রভু, ক্ষিপ্রতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে।

রাজা রিচার্ড্‌ : র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌, আসুন এদিকে, দ্রুত যান

স্যালিস্‌বেরি সমীপে ; হ্যাঁ ওখানে যখন পৌঁছবেন—

(কেট্‌স্‌বিকে) নির্বোধ, অমনোযোগী, শয়তান,

এখনও তুই এখানে কেন, যাসনি, অধিনায়ক-সমীপে ?

কেট্‌স্‌বি : পরাক্রান্ত প্রভু, আগে তো আমায় বলুন আপনার

দেব-অভিরুচি, আপনার মহিমা-সমীপ থেকে কোন্‌-সে বার্তা

তাঁকে অর্পণ করব।

রাজা রিচার্ড্‌ : ও, সত্য বটে সুভদ্র কেট্‌স্‌বি। এই মুহূর্তে

তাঁকে অনুরোধ—তাঁর পক্ষে যতদূর সম্ভব বৃহত্তম সেনাবাহিনী আর

প্রবলতম পরাক্রম সংগ্রহ করে স্যালিস্‌বেরিতে আমার সঙ্গে

একত্র হতে।

কেটস্‌বি : চলি আমি। (প্রস্থান)।

র‍্যাটক্লিফ্‌ : আপনার অভিরুচি মত স্যালিস্‌বেরিতে আমি কি করব ?

রাজা রিচার্ড্‌ : কেন, আমার যাওয়ার পূর্বে আপনি

সেখানে কি করবেন ?

র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌ : আপনার মহিমা আমাকে যে বললেন আমি যেন পূর্বেই

দ্রুত সেখানে উপস্থিত হই।

রাজা রিচার্ড্‌ : আমার মত পরিবর্তিত হয়েছে। (প্রবেশ : মাননীয়

স্ট্যান্‌লে)

স্ট্যান্‌লে, কি সংবাদ নিয়ে এলে তুমি ?

স্ট্যান্‌লে : প্রভু আমার, সুসংবাদ কিছু নয় যা আপনার শ্রবণকে

তুষ্ট করতে পারে ;

আবার কুসংবাদও এমন কিছু নয়, একমাত্র আপনাকে বলতে

হতে পারে, এই যা।

রাজা রিচার্ড্‌ : হো, হো, এ তো হেঁয়ালি দেখি ! সু-ও-নয়, কু-ও নয় !

এর জন্য এত দূর-পায়ে দৌড়বার কি প্রয়োজন ছিল,

তুই যখন কাছাকাছি-পথে তোর গল্পটা বলে দিলেই পারতিস ?

আবারও একবার, কি সংবাদ ?

স্ট্যান্‌লে : সমুদ্র-পথে রিচমণ্ড, সমুদ্রের উপর ।

রাজা রিচার্ড্ : ওখানেই ডুবুক সে, সমুদ্র তার উপরে হোক !

কাপুরুষ পলাতক, কি করে সে ওখানে ?

স্ট্যান্‌লে : আমি জানি না পরাক্রান্ত অধিপতি, কিন্তু

আন্দাজ করতে পারি ।

রাজা রিচার্ড্ : ভাল, তোমার যা আন্দাজ ?

স্ট্যান্‌লে : ডরসেট্, বাকিংহাম্ আর মর্টন —এদের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে

ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করে এখানে আসে মুকুট-দাবিতে ।

রাজা রিচার্ড্ : শূন্য কি আসন ? প্রভুত্বের তরবারি কি আবর্তিত নয় ?

রাজা কি মৃত, সাম্রাজ্য কি অধিকারে নেই ?

ইয়র্কের উত্তরাধিকারী কে-ই বা জীবিত আমরা ব্যতীত ?

আর কে-ই বা ইংলণ্ডের রাজা মহান ইয়র্কের উত্তরাধিকারী ব্যতীত ?

এবার তাহলে আমাকে বল, কি করে সে সমুদ্রের উপর ।

স্ট্যান্‌লে : এক যদি ঐ হল তো হল, না হলে তো আমার আন্দাজে নেই

প্রভু আমার ।

রাজা রিচার্ড্ : এক যদি ঐ হয়, তবে সে আসে তোমার প্রভু হতে,

তুমি আন্দাজ করতে পার না, কি হেতু আসে ঐ ওয়েল্‌শের লোক ।

আমার ভয়, তুই তো বিদ্রোহ করে তার কাছেই পালাবি ।

স্ট্যান্‌লে : না সুকৃত প্রভু আমার, ঐ কারণে আমাকে যেন অবিশ্বাস

করবেন না ।

রাজা রিচার্ড্ : তবে কোথায় গেল তোর শক্তি, যুদ্ধে তাকে

ফিরিয়ে দিতে ?

তোর প্রজারা আর তোর অনুচরেরাই বা কোথায় ?

তারা কি এখন পশ্চিম তীরে নেই—

বিদ্রোহীদের তাদের জাহাজ থেকে পথ দেখিয়ে নিরাপদে নিয়ে

আসার নিমিত্ত ?

স্ট্যান্‌লে : না, সুভদ্র প্রভু আমার বন্ধুরা সব উত্তরে ।

রাজা রিচার্ড্ : অনুষ্ণ-শীতল বন্ধু তারা আমার নিকট।
কি করে উত্তরে তারা,
যখন তাদের অধিপকে পশ্চিমেই তাদের সেবা করাই উচিত?
স্ট্যান্লে ঃ পরাক্রান্ত অধিপতি, তারা কিন্তু ঐমত হয়নি আদিষ্ট।
আমাকে অনুমতি দিতে আপনার রাজমহিমার যেন অনুগ্রহ হয়,
আমি আমার বন্ধুদের একত্র করে, আপনার শোভন-মহিমার
সঙ্গে একত্রিত হই
যে-কোন স্থানে আর যে কোন সময়ে আপনার রাজমহিমার
অভিরুচি।
রাজা রিচার্ড্ : নিশ্চয় নিশ্চয়, তোকে তো যেতেই হবে রিচমণ্ডের
সঙ্গে যোগ দিতে ;
কিন্তু আমি তো তোকে বিশ্বাস করব না।
স্ট্যান্লে : পরাক্রমে প্রবলতম ভূপতি আপনি,
আমার বন্ধুত্বকে সংশয়জনক মনে করার কোন কারণ তো
নেই আপনার
আমি তো কখনও মিথ্যাচাবী ছিলাম না, কখনও তো
মিথ্যাচারী হবও না।
রাজা রিচার্ড্ : যাও তবে, সমবেত কর লোকজন।
কিন্তু রেখে যাও পশ্চাতে জজ স্ট্যান্লে, পুত্রকে তোমার।
নতুবা ওর মাথাটি নিশ্চিন্ত নয়, নিশ্চয়তা অধ্রুব-ভঙ্গুর।
স্ট্যান্লে : তবে তার সঙ্গে সেরূপই ব্যবহার করুন যেরূপ
আমি আপনার প্রতি বিশ্বস্ত প্রমাণিত হই। (প্রস্থান ঃ স্ট্যান্লে।
প্রবেশ ঃ একজন বার্তাবহ)
বার্তাবহ : মহিমান্বিত নৃপতি আমার, বন্ধুরা ভালমতে
জানালেন এখনই ডিভনশায়ারে
মাননীয় এডোয়ার্ড্ কার্টনে আর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
উদ্ধত ধর্মাচার্য—প্রধান, এক্সেটারের ধর্মাধ্যক্ষ,
সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ আরও অনেক মিত্রজন নিয়ে অস্ত্রেতে

সজ্জিত সব।

(প্রবেশ ঃ আর এক বার্তাবহ)

দ্বিতীয় বার্তাবহ : কেন্টে, প্রভু আমার, গিল্‌ফোর্ডরা অস্ত্র ধারণ করেছে ;
সংখ্যায় বর্ধিত হয় প্রতিযোগী সব ঘণ্টায়,
ভিড় করে জড় হয় বিদ্রোহীদের সাথে, আর ক্রমশঃই তাদের
শক্তি বৃদ্ধি পায়। (প্রবেশ ঃ আর এক বার্তাবহ)

তৃতীয় বার্তাবহ : প্রভু আমার, মহান বাকিংহামের সৈন্যদল—

রাজা রিচার্ড : দূর হ, পেচকের দল! কেবলই মৃত্যুর গান,
আর কিছু নয়। (তাকে আঘাত করেন) এই নে, যতক্ষণ
না পর্যন্ত সুসংবাদ আনতে পারিস।

তৃতীয় বার্তাবহ : আপনার রাজমহিমাকে সংবাদ দিতে এসেছি
হঠাৎ বন্যায় আর বৃষ্টিপাতে
বাকিংহামের সৈন্য ছত্রভঙ্গ আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ;
আর তিনি নিজে, একা ঘুরতে ঘুরতে, কেউ জানে না,
কোথায় যেন চলে গেছেন।

রাজা রিচার্ড : তোকে ক্ষমার ঘোষণা আমার।
এই তো টাকার থলি আমার, নিরাময় করে দেবে ও-আঘাত তো।
সুমন্ত্রিত কেউ কি ঘোষণা করেছে পুরস্কার,
বিশ্বাসঘাতককে যে ধরে আনবে, তার নিমিত্ত ?

তৃতীয় বার্তাবহ : ঐরূপ ঘোষণাই করা হয়েছে, প্রভু আমার।
(প্রবেশ ঃ আর এক বার্তাবহ)

চতুর্থ বার্তাবহ : মাননীয় টমাস্ লোভেল্ আর ডর্‌সেটের
মহান উপাধি-নায়ক,
লোকেরা বলছেন, প্রভু আমার, ওঁরা নাকি ইয়র্ক্‌শায়ারে
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।
কিন্তু সুসংবাদের স্বাচ্ছন্দ্য এই এনেছি আমি
আপনার মহান সমীপে
নিক্ষিপ্ত বিট্রানি নৌবাহিনী প্রবল তুফানে।

রিচ্‌মণ্ড ডরসেট্‌শায়ারে তীরভূমির দিকে একটি নৌকা
প্রেরণ করেছিলেন
তীরে যাঁরা অপেক্ষায় তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে
যদি তারা তাঁর সহকারী হন, তবে উত্তর যেন দেন তারা
'হ্যাঁ'—কিংবা—'না'-এ,
উত্তর তাদের, আগত তারা বাকিংহাম্‌-সমীপ থেকে
লক্ষ্য তাদের তাঁর দলের উপর। তিনি তাদের কথায় সন্দেহ
করে পাল তুলে দিয়ে ব্রিটানির দিকে পুনর্যাত্রা করলেন।

রাজা রিচার্ড্‌: অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, যেহেতু যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আমরা ;
যদি বা বিদেশী শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামেতে নয়,
তবু তো বিজিত করি এইসব বিদ্রোহীদের এখানে স্বদেশে।
(পুনঃ প্রবেশ ঃ কেট্‌স্‌বি)

কেট্‌স্‌বি : প্রভু আমার, ধৃত অধিনায়ক বাকিংহাম—
এই হল উষ্ণ-সুসংবাদ অতীব পরম। বাকি ঐ যে—উপাধিনায়ক
রিচমণ্ডের প্রবল শক্তি সহায়ে মিল্‌ফোর্ডে অবতরণ
—তুলনায় শীতলতর সংবাদ-সব, কিন্তু তবু বলতে তো হয়ই।

রাজা রিচার্ড্‌: পথ ধরে হও অগ্রসর স্যালিস্‌বেরির দিকে। যতক্ষণ
আমরা এখানে যুক্তির বিচার করি
রাজকীয় যুদ্ধে এক নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে জয়
আর পরাজয়,
কেউ না কেউ আদেশ নিক, বাকিংহাম্‌কে নিয়ে আসুক
স্যালিস্‌বেরিতে ; বাকিরা অগ্রসর হোক আমার সহিত।
(বাদ্যের আড়ম্বরে প্রস্থান-ঘোষণা। প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য। মাননীয় ডার্‌বির গৃহ

[প্রবেশ ঃ স্ট্যান্‌লে ও মাননীয় ক্রিস্টোফার্‌ উর্‌স্‌উইক্‌।]

স্ট্যান্‌লে: মাননীয় ক্রিস্টোফার্‌, রিচমণ্ড্‌কে আমার এ-কথা বলবেন ঃ
মৃত্যুর মত ভয়াবহ শূকর-এক, তারই খোঁয়াড়ে

জর্জ্ স্ট্যান্‌লে, পুত্র আমার, কারাগারে রয়েছে আবদ্ধ,
যদি আমি বিদ্রোহ করি শির লুপ্ত হবে যুবক জর্জের,
ঐ ভয় দূরে রাখে বর্তমান সাহায্য আমার।
অতএব যান আপনি ; আমার সমর্থনে আপনার
প্রভুর কাছে দু-কথা বলবেন।
ঐ সঙ্গে আরও বলবেন,
তার সঙ্গে তাঁর কন্যা এলিজাবেথের
বিবাহে রানীর আন্তরিক সম্মতি আছে,
কিন্তু আমাকে বলুন, যুবাধিপতি-তুল্য
রিচ্‌মণ্ড এখন কোথায় ?

ক্রিস্টোফার্ : পেম্‌ব্রোকে, কিংবা ওয়েল্‌শে পশ্চিম হের্‌ফোর্ডে।

স্ট্যান্‌লে : নামী লোক কে কে তাঁর দিকে গেছেন ?

ক্রিস্টোফার্ : মাননীয় ওয়াল্‌টার্ হার্‌বার্ট, বিখ্যাত সৈনিক এক :
মাননীয় গিল্‌বার্ট্ ট্যাল্‌বট্, অকস্‌ফোর্ডের মাননীয়
উইলিয়াম স্ট্যান্‌লে দুর্ধর্ষ পেম্‌ব্রোক্, মাননীয় জেম্‌স্ ব্লান্ট্,
আর রাইস্ অ্যাপ্‌টমাস্, সঙ্গে নিয়ে সাহসী নাবিক-দল এক ;
আরও অনেক সব বড় বড় নামী দামী লোক ;
তাঁরা তাঁদের শক্তির নিশানা রাখেন লণ্ডনের দিকে,
তাঁদের আসার পথে যদি সংগ্রামেতে না যেতে হয়, তবে
তো আরও।

স্ট্যান্‌লে : ভাল, ত্বরিত হোন আপনার প্রভুর নিকট
এখান থেকেই আমি তাঁর হস্ত চুম্বন করি ;
আমার পত্রই আমার মন সম্পর্কে তাঁকে প্রতীত করবে।
বিদায়। (প্রস্থান)।

॥ পঞ্চম অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য । স্যালিসবেরি । উন্মুক্ত স্থান

[প্রবেশ ঃ প্রয়োগাধিকারিক ও প্রহরী, সঙ্গে বাকিংহাম্,
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবার নিমিত্ত ।]

বাকিংহাম্ : রাজা রিচার্ড্ কি তাঁর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে
অনুমতি দেবেন না ?

প্রয়োগাধিকারিক : না, সুভদ্র প্রভু আমার, অতএব ধৈর্যশীল হোন ।

বাকিংহাম্ : হেস্টিংস্, আর এডোয়ার্ডের সন্তানেরা, গ্রে, আর রিভার্স,
পূত-পবিত্র রাজা হেন্‌রি, আর আপনার কমনীয় পুত্র এডোয়ার্ড,
ভন্ আর বাকি-সব অসফল অকৃতজীবন যাঁরা
কলুষিত কদর্য অন্যায়ের গোপন চক্রান্তে,
যদি আপনাদের ভারাক্রান্ত অতৃপ্ত মানস-সব
অন্তরীক্ষ ভেদ করে দেখে বর্তমান মুহূর্ত এই
তবে অন্ততঃ প্রতিশোধের নিমিত্ত ও আমার বিনাশকে
উপহাস করুন !
কি মহাশয়, এ-দিন তো পবিত্র-উৎসব দিন
প্রার্থনা, আর ভিক্ষাদান, নরকের পাপীদের যন্ত্রণার
লাঘব-ইচ্ছায় ? তাই নয় কি মহাশয় ?

প্রয়োগাধিকারিক : ঠিক তাই, প্রভু আমার ।

বাকিংহাম্ : আচ্ছা, তবে তো সকল আত্মার প্রতি উৎসর্গিত এ-দিন
আমারও শেষবিচারের দিন ।
এই সেই শেষবিচারের দিন, রাজা এডোয়ার্ডের কালে
তাঁর সন্তানদের প্রতি, আর তাঁর পত্নীর মিত্রদের প্রতি
মিথ্যাচারী প্রতিপন্ন হয়ে
যখন আমি কামনা করেছিলাম, এই দিন নামে যেন আমার উপর
এই-সেই-দিন, আমি যার প্রতি বিশ্বাসী ছিলাম পরম বিশ্বাসে,
তারই অবিশ্বাসে যেদিন কামনা করেছি আমি আমার পতন ;

এই, সমস্ত আত্মার কল্যাণ নিমিত্ত এই সেই দিন আমার
ভীত আত্মার নিকট,
আমার সমস্ত অন্যায়ের নির্ধারিত বিশ্রামের দিন ;
উন্নত সেই সর্বদ্রষ্টা, উপেক্ষায় তাচ্ছিল্য করেছি তাঁকে,
আমার প্রার্থনার ভান বিপরীতে ফেরান তিনি আমার মাথার উপর,
ভিক্ষা যা চেয়েছিলাম ব্যঙ্গে আর উপহাসে, সেই ভিক্ষাই
আজ তাঁর অকপট উৎসুক দান।
এইভাবেই বাধ্য করেন তিনি দুষ্টের তরবারি যত,
ফেরাতে তাদের তরবারি-মুখ তাদের প্রভুদের বুকে।
এইভাবেই মার্গারেটের অভিশাপ-গুরুভার আমার গলায়।
তাঁর কথা, সে যখন দুঃখে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে
তখন মার্গারেটে স্মরণ করো ভবিষ্যদবাদিনী বলে।
এস রাজকর্মচারীগণ, নিয়ে চল ধিক্কারের বধ্যকাষ্ঠে
অন্যায়ে অন্যায় পায়, পাপের প্রাপ্য শুধু পাপ।

দ্বিতীয় দৃশ্য। ট্যাম্‌ওয়ার্থ, সমীপবর্তী শিবির

[প্রবেশ ঃ রিচ্‌মণ্ড, অক্‌স্‌ফোর্ড্‌, মাননীয় জেম্‌স্‌ ব্ল্যাণ্ট্‌,
মাননীয় ওয়াল্‌টার্‌ হারবার্ট্‌ ও অন্যান্যরা, সঙ্গে রণদামামা
ও পতাকা।]

রিচ্‌মণ্ড : রণসাজে সজ্জিত সহচরেরা সব আর আমার
পরম প্রেমময় সুহৃদবর্গ,
পিষ্ট আর চূর্ণ সব নিষ্ঠুর পীড়নের জোয়ালি বন্ধন ভারে,
দেশের মধ্যভাগে বিনা বাধায় এতদূর অগ্রসর আমরা :
এখানে প্রেরিত পিতৃপ্রতিম স্ট্যান্‌লের বার্তায় পেয়েছি আমরা
উৎসাহ আর যথেষ্ট আশ্বাস।
পরস্ব হরণ করে, জঘন্য-অধম, হত্যাকারী এমনই শূকর এক
আপনাদের গ্রীষ্মের উর্বর ক্ষেত্র আর ফলে-ভরা
দ্রাক্ষালতা-সব নষ্ট করে দিল,

আপনাদের উষ্ণ রক্ত মাত্রাধিক পান করে জলের মত,
যেন জল দিয়ে ধুয়ে নেয়,
আর আপনাদের শূন্য-করা বক্ষস্থলের নিভৃত-গোপন জলাধার
করে ঘৃণিত এই অশ্লীল শূকর ;
বাস্তবিকই এখন কিন্তু এই দ্বীপের কেন্দ্রস্থলেই অবস্থান তার,
যতটুকু জানা আছে লিসেস্টার নগরীসমীপে ।
ট্যাস্‌ওয়ার্থ্‌ থেকে ঐ স্থান একদিনের অগ্রসর-পথ মাত্র ।
ঈশ্বরের নাম নিয়ে উল্লাসে অগ্রসর হন বীর বন্ধুরা সব,
তীক্ষ্ণ যুদ্ধের এই এক রক্তাক্ত পরীক্ষায়
চিরস্থায়ী শান্তির ফসল তুলে নিতে ঘরে ।

অক্‌স্‌ফোর্ড্‌ : প্রত্যেকের এক-এক বিবেক এক-এক সহস্র লোক
অপরাধী এই নরহন্তার বিরুদ্ধ-সংগ্রামে ।

হার্‌বার্ট : আমার কিন্তু সংশয় নেই বন্ধুরা তার আমাদের পক্ষেই ফিরবে।

ব্লান্ট্‌ : তার কিন্তু কোন বন্ধু নেই ভয়ের বান্ধব ছাড়া,
তারা কিন্তু ওর চরমতম প্রয়োজনে ওকে ছেড়ে চলে যাবে ।

রিচমণ্ড্‌ : সকলই তো আমাদেরই সুবিধার্থে। তবে ঈশ্বরের নাম নিয়ে
অগ্রসর হই ।
সত্য—আশা দ্রুত আসে-যায়, চাতকের পক্ষ নিয়ে
দ্রুতই উড্ডীন ; রাজাদের দেবতা করে,
রাজা করে ইতর পশুদের । (প্রস্থান) ।

তৃতীয় দৃশ্য । বস্‌ওয়ার্থের যুদ্ধক্ষেত্র

[প্রবেশ : রণসাজে সজ্জিত রাজা রিচার্ড্‌, সঙ্গে নর্‌ফোক্‌,
র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌, সারের উপাধিনায়ক ও অন্যান্যরা ।]

রাজা রিচার্ড্‌ : এখানেই তাঁবু ফেলা যাক, এখানেই,
এই বস্‌ওয়ার্থ্‌ যুদ্ধক্ষেত্রে ।
সারের অধিপ আমার, মুখাকৃতিতে আপনাকে এত
বিষণ্ণ দেখায় কেন ?

সারে : দর্শনে যা মনে হয় তা থেকে দশগুণ প্রসন্ন
কিন্তু হৃদয় আমার।
রাজা রিচার্ড্ : নরফোকের প্রভু আমার!
নরফোক্ : এই তো আমি, পরম মহিমান্বিত প্রভু।
রাজা রিচার্ড্ : নরফোক্, সংঘর্ষে চরম আঘাত দিতেই হবে ;
হ্যাঁ! কি বলেন—হবেনাকো দিতে ?
নরফোক্ : আমাদের দিতেও হবে, নিতেও হবে, প্রেমময় প্রভু আমার।
রাজা রিচার্ড্ : আমার শিবির স্থাপন কর। আজ রাত্রি
এখানেই বিশ্রাম-শয়ন ;
(সৈন্যরা রাজ-শিবির স্থাপন করিতে আরম্ভ করে)।
কিন্তু কাল কোথায় ? ঐ কথা বললে—যে-কোন স্থান—
সবই তো সমান।
কে দেখেছে, সংখ্যায় কত হবে বিশ্বাসঘাতক-সব ?
নরফোক্ : সর্বাধিক শক্তিতে তারা ছয় কিংবা সাত সহস্র হবে।
রাজা রিচার্ড্ : আচ্ছা, আমাদের সৈন্য তো সংখ্যায় তিনগুণ তার ;
এছাড়া এরা চায় আরক্ষা-স্তম্ভ এক প্রতিকূল-বিদ্রোহী-বিপক্ষে
রাজনাম সহায় এদের, শক্তির সু-উচ্চ স্তম্ভ হবে সেই নাম।
শিবির স্থাপন কর। আসুন, মহান ভদ্রগণ,
এই যুদ্ধভূমির অবস্থান-প্রাধান্য পরীক্ষা করে দেখি—
কিছু লোককে ডাকুন, দিকে ঠিক, দিশাজ্ঞানে বিচক্ষণ, অভ্রান্ত যারা।
শৃঙ্খলার অভাব না থাকে, বিলম্ব না হয় ;
কারণ প্রভুগণ, আগামীকাল ব্যস্ত দিন এক। (প্রস্থান)।
(প্রবেশ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রের অপরদিকে, রিচমণ্ড্, মাননীয় উইলিয়াম্
ব্রান্ডন্, অক্স্ফোর্ড্, ডরসেট্ ও অন্যান্য। এদের মধ্যে একজন
রিচমণ্ডের শিবির স্থাপন করে)
রিচমণ্ড্ ঃ ক্লান্ত সূর্য চলে গেছে স্বর্ণ-অস্তাচলে
আগুন-রথের তার অরুণ-উজ্জ্বল পথ
দেয় সে সঙ্কেত, আগামীকাল দিন শুভ হবে।

মাননীয় উইলিয়াম ব্রান্‌ডন্‌, আপনিই আমার রণপতাকা
বহন করবেন।
আমার শিবিরে আমার জন্য কিছু কালি, আর কাগজ রাখুন।
আমাদের এই যুদ্ধের প্রকৃতি আর প্রতিরূপ আমি অঙ্কন করব।
প্রত্যেক নায়ককে তাঁর বিভিন্ন দায়ে দায়িত্ববদ্ধ করুন আর
আমাদের সামান্য শক্তির সমষ্টি ঠিক ঠিক অনুপাতে
ভাগ করে দিন।
মহান অক্‌স্‌ফোর্ড্‌—আপনি, মাননীয় উইলিয়াম্‌ ব্রান্‌ডন্‌
—আর মাননীয় ওয়াল্‌টার্‌ হার্‌বার্ট্‌, আপনি—আপনারা,
আমার সঙ্গে থাকুন।
পেম্‌ব্রোকের উপাধিনায়ক প্রস্তুত রেখেছেন তাঁর সৈন্যদল;
সুভদ্র সেনানায়ক ব্লাণ্ট্‌, আপনি তাঁকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করুন,
আর প্রত্যূষের দ্বিতীয় প্রহরে
উপাধিনায়ককে আমার সঙ্গে আমার শিবিরে সাক্ষাৎ করতে
অভিপ্রেত করুন।
আর একটি কাজ, সুকৃত সেনানায়ক, আপনি আমার জন্য
করুন—
মহান স্ট্যান্‌লে কোথায় সেনানিবেশ করেছেন, জানেন কি?

ব্লাণ্ট্‌: যদি না তাঁর পতাকা খুব একটা ভুল করে থাকি—
আর আমি তো নিশ্চিত, আমি তা করিনি—
তবে তাঁর সৈন্যদল করে অবস্থান
পরাক্রান্ত রাজশক্তি থেকে অর্ধ মাইল দক্ষিণে অন্ততঃ।

রিচ্‌মণ্ড্‌: যদি বিনা বিপদে সম্ভব হয়, সুপ্রিয় ব্লাণ্ট্‌, তবে তাঁর সঙ্গে
আলাপের কোন উত্তম উপায় নির্ধারণ করুন,
আর অতি প্রয়োজনীয় এই লিখিত বার্তা আমার সমীপ থেকে
তাঁকে অর্পণ করুন।

ব্লাণ্ট্‌: আমার জীবনের শপথে প্রভু আমার, আমি
এ-ভার গ্রহণ করি;

আমি তবে, আজ রাত্রি—ঈশ্বর আপনাকে দিন সুস্থির বিশ্রাম !
রিচ্‌মণ্ড্‌ : শুভরাত্রি, সুভদ্র সেনানায়ক ব্লাণ্ট্‌।
আসুন ভদ্রগণ, আগামীকালের কাজ নিয়ে করি আলোচনা।
আসুন, আমার শিবিরে ; আর্দ্র এ শিশির অতীব শীতল।
(তাঁরা শিবিরাভ্যন্তরে সরিয়া যান)।
(রিচার্ড্‌-শিবির। প্রবেশ : রাজা রিচার্ড্‌, নরফোক্‌,
র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌ ও কেট্‌স্‌বি)
রাজা রিচার্ড্‌ : ঘড়িতে সময় কত ?
কেট্‌স্‌বি : নৈশভোজের সময় প্রভু, এখন ন'টা।
রাজা রিচার্ড্‌ : আজ রাতে আমি নৈশভোজে নয়।
আমাকে কিছু কালি আর কাগজ দিন।
কি বলেন, আগে যা ছিল তার চেয়ে সহজ কি সময়
আহার-পানের নিমিত্ত ?
আমার বর্ম আর যুদ্ধাস্ত্র-সব শিবিরে কি রাখা আছে ?
কেট্‌স্‌বি : রাখা আছে প্রভু ; সকলই প্রস্তুত।
রাজা রিচার্ড্‌ : সুভদ্র নর্‌ফোক্‌, সত্বর গমন করুন আপনার দায়িত্বে ;
সযত্ন-লক্ষ্য ব্যবহার করুন, নির্বাচন করুন বিশ্বস্ত প্রহরী সব।
নর্‌ফোক্‌ : এখন তবে আমি যাই প্রভু।
রাজা রিচার্ড্‌ : আগন্তুক ঐ চাতককে সংগ্রামে বিব্রত করুন কাল,
সুভদ্র নর্‌ফোক্‌।
নর্‌ফোক্‌ : আপনাকে নিশ্চিত করি প্রভু। (প্রস্থান)।
রাজা রিচার্ড্‌ : কেট্‌স্‌বি !
কেট্‌স্‌বি : প্রভু আমার ?
রাজা রিচার্ড্‌ : স্ট্যান্‌লের শিবিরে পাঠান অস্ত্রধারী বার্তাবহ এক
বলুক তাঁকে তাঁর সৈন্যশক্তি একত্রে নিয়ে উপস্থিত হন যেন
সূর্যোদয় আগে
নইলে পাছে তাঁর পুত্র জর্জের পতন হয় অনন্ত রাত্রির সেই
অন্ধ গহ্বরে। (প্রস্থান : কেট্‌স্‌বি)।

আমাকে পাত্র পূর্ণ করে মদ দাও, সজাগ পাহারা রাখ
আমার উপর
যুদ্ধক্ষেত্রে কালকের জন্য জিন আঁটো সাদা-ঘোড়া
সারের পিঠেতে
দেখ, আমার যষ্টি-সব যেন ঠিকমত শক্ত হয়
কিন্তু খুব বেশী ভারী নয়।
র‍্যাটক্লিফ্!

র‍্যাট্‌ক্লিফ্: প্রভু আমার?

রাজা রিচার্ড্: আপনি কি বিষণ্ণ নর্দাম্‌বারল্যাণ্ড-মহানকে দেখেছেন?

র‍্যাট্‌ক্লিফ্: সারের উপাধিনায়ক টমাস্ আর উনি নিজে,
সৈন্যদল থেকে সৈন্যদলে, গোটা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঘুরেছেন
সাহসে উৎসাহিত করে সৈন্যদের সব।

রাজা রিচার্ড্: তবে তো সন্তুষ্ট আমি। আমাকে এক পাত্র মদ দিন।
মনের সে তৎপরতা নেই, সে উৎসাহ-আনন্দ নেই, যে-সবে
আমি অভ্যস্ত ছিলাম।
নামিয়ে রাখুন। কালি আর কাগজ প্রস্তুত?

র‍্যাট্‌ক্লিফ্: প্রস্তুত, প্রভু আমার।

রাজা রিচার্ড্: আমার প্রহরীকে লক্ষ্য রাখতে আদেশ করুন।
আমাকে রেখে প্রস্থান করুন।
হ্যাঁ র‍্যাট্‌ক্লিফ্, আপনি কিন্তু মধ্যরাত্রে আমার শিবিরে
আসবেন, আমাকে রণসজ্জায় সাহায্য করতে।
এখন আমাকে রেখে প্রস্থান করুন, আমার আদেশ।
(প্রস্থান ঃ র‍্যাট্‌ক্লিফ্। রিচার্ড নিদ্রা যান)।
(প্রবেশ ঃ ডার্‌বি রিচমণ্ড্-সমীপে, রিচ্‌মণ্ড—শিবিরে,
সঙ্গে অপেক্ষায় অভিজাত নায়কবর্গ)

ডার্‌বি: সৌভাগ্য আর বিজয়লক্ষ্মী আপনার কর্ণধার!

রিচ্‌মণ্ড্: পত্নীর পিতা গুরুজন, মহান, অন্ধকার এই রাত্রি
আপনার শরীরকে যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে,

অন্তত সেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আপনার হোক !
বলুন, আমাদের স্নেহময়ী মাতা কেমন আছেন ?
ডার্‌বি : বৈধ প্রতিনিধিস্বরূপ আমি আপনার মাতার আশীর্বাদ
আপনাকে জানাই
তিনি তো নিরন্তর প্রার্থনায় রিচ্‌মণ্ডের কল্যাণ-কারণে।
এ-সংবাদ এ পর্যন্ত। চুপিসাড়ে চলে যায়। নিস্তব্ধ সময়,
আর পূর্বদিকে অন্ধকার স্তরে স্তরে ভেঙে ভেঙে যায়।
সংক্ষেপে, কারণ সময় আমাদের সংক্ষিপ্ত হতেই আদেশ করে,
যুদ্ধকে প্রস্তুত করুন প্রভাতের প্রত্যূষ মুহূর্তে,
আপনার ভাগ্যকে ছেড়ে দিন
রক্তাক্ত আঘাতের আর মৃত্যু-দৃষ্টি যুদ্ধের নিষ্পত্তি বিচারে।
আমি, আমি যা পারতাম—অর্থাৎ ইচ্ছা ছিল করার,
কিন্তু করতে সক্ষম নই—
সুযোগের উত্তম ব্যবহারে সময়কে প্রতারণা করে
আপনাকে সাহায্য করব সংশয়জনক এই অস্ত্রের সংঘর্ষে ;
কিন্তু আপনাব পক্ষে খুব একটা অগ্রসর হতে হয়তো বা
সক্ষম হব না আমি
পাছে, দেখে ফেলে, হত্যায় নির্বাহ হয় আপনার শ্যালক
কোমল জর্জের প্রাণ তার পিতার দৃষ্টির সমক্ষে।
বিদায় ; বিশ্রামের অবসর আর ভয়াবহ কাল
সংক্ষিপ্ত করে অনুরক্তির শপথের শিষ্টাচার যত
আর চারু-সম্ভাষণের দীর্ঘ-বিনিময়ে
রত থাকে দীর্ঘকাল-সঙ্গছাড়া বান্ধবেরা-সব
ভালবাসার ঐ তো অনুষ্ঠান সব, এসব নিমিত্ত ঈশ্বর
আমাদের অবসর দিন !
আবারও বিদায় ; বীর হোন, নির্বাহে উত্তমরূপে ত্বরান্বিত হোন !
রিচ্‌মণ্ড্ : সুকৃত মাননীয়বর্গ, ওঁর বাহিনী পর্যন্ত সঙ্গে যান পথ প্রদর্শনে।
বিপন্ন চিন্তা-সব নিয়ে আমিও চেষ্টায় থাকি সামান্য তন্দ্রার,

পাছে ভাবি-ঘুম নত করে রাখে কাল অবসাদ-ভারে
যখন আমার উচিত হবে নিজেকে উন্নত করা ভর করে
জয়ের ডানায়।
আবারও শুভরাত্রি, সহৃদয় মাননীয়বর্গ ও ভদ্রগণ।
(প্রস্থান ঃ অন্য সকলে, রিচ্‌মণ্ড্‌ ব্যতীত)
হে ঈশ্বর, আপনার সেনানায়কস্বরূপ আমি নিজেকে গণনা করি,
আমার সৈন্যদের করুণার দৃষ্টিতে দেখুন
তাদের হাতে দিন আপনার ক্রোধের চূর্ণকারী বজ্র-সব
তারা যেন প্রচণ্ড-পাতে আমাদের প্রতিপক্ষের অবৈধ-হৃত
সব শিরস্ত্রাণের গুরুভার পতন ঘটায়।
আমরা যেন আপনার সামনের দণ্ডদাতা দূত হই,
যাতে আমরা আমাদের রণজয়ে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারি!
আমার দৃষ্টির বাতায়ন নিদ্রায় বন্ধ হতে দেবার পূর্বেই
আপনার সমীপে আমি আমার অবহিত-আত্মাকে
সমর্পণ করি।
কিবা নিদ্রায়, কিবা জাগরণে, হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা করুন সর্বদা!
(নিদ্রা যান)।
(প্রবেশ ঃ ষষ্ঠ হেন্‌রির পুত্র যুবক রাজকুমার এডোয়ার্ডের প্রেতমূর্তি)

প্রেত : (রিচার্ড্‌কে) আমি যেন ভারী হয়ে বসি কাল
তোর মনের উপর!
মনে মনে ভাব তুই কিভাবে আমাকে ছুরিকাঘাতে নিহত করেছিলি
টুইক্‌স্‌বেরিতে যৌবনের যৌবন-মুহূর্তে ;
অতএব যুদ্ধজয়ে হতাশ হ তুই, মৃত্যু হোক তোর।
(রিচ্‌মণ্ডকে) উৎফুল্ল হও রিচ্‌মণ্ড্‌ ; নৃশংস হত্যায় হত
রাজপুত্রদের আত্মারা-সব অন্যায়ের শিকার,
তারা তো যুদ্ধ করে তোমার সপক্ষে।
রাজা হেন্‌রির সন্তান, রিচ্‌মণ্ড্‌, তোমাকে আশ্বাস দেয়।
(প্রবেশ ঃ ষষ্ঠ হেন্‌রির প্রেতমূর্তি)

প্রেত : (রিচার্ড্‌কে) যখন জীবিত ছিলাম, আমার অভিষিক্ত দেহ
মৃত্যুর মত ভীষণ সব ছিদ্রে পূর্ণ হয়ে বিক্ষত হয়েছিল
তোরই আঘাতে।
টাওয়ারের কথা চিন্তা কর, আমার কথা চিন্তা কর। হতাশ হ,
মৃত্যু হোক তোর।
হেনরি তোর নৈরাশ্য আর মৃত্যুই কামনা করে।
(রিচ্‌মণ্ড্‌কে) ধার্মিক পবিত্র তুমি, যুদ্ধ জয়ে জয়ী হও
হ্যারির ভবিষ্যদ্‌বাণী রাজা হবে তুমি,
তোমাকে আশ্বাস দিক তোমার নিদ্রায়। জীবিত থাক, সমৃদ্ধ হও।
(প্রবেশ ঃ ক্ল্যারেন্সের প্রেতমূর্তি)
প্রেত : (রিচার্ড্‌কে) কাল রণে আমি যেন তোর মনে ভার হয়ে থাকি !
মদ্যের অশ্লীল আতিশয্যে আমি মৃত্যুতে ধৌত হলাম,
হতভাগ্য ক্ল্যারেন্স্‌, শঠতায় তোর, মৃত্যুতে প্রতারিত আমি !
আর পরাজয়ে নত করিস ধারহীন তরবারি তোর। হতাশ হ,
মৃত্যু হোক তোর !
(রিচ্‌মণ্ড্‌কে) ল্যাঙ্কাস্টার বংশের সন্তান তুমি
অন্যায়ের শিকার ইয়র্কের উত্তরাধিকারী-সব প্রার্থনা করে
তোমার নিমিত্ত
সুভদ্র দেবদূতগণ তোমার আক্রমণ সুরক্ষিত করুন !
জীবিত থাক, সমৃদ্ধ হও !
(প্রবেশ ঃ রিভার্সের, ভনের, গ্রের প্রেতমূর্তিগণ)
রিভার্স্‌ : (রিচার্ড্‌কে) কাল আমি যেন তোর মনে ভার হয়ে থাকি।
রিভার্স্‌ আমি পম্‌ফ্রেটে মৃত্যু হল যার। হতাশ হ,
মৃত্যু হোক তোর !
গ্রে : (রিচার্ড্‌কে) গ্রের কথা চিন্তা কর, মনে তোর নৈরাশ্য আসুক !
ভন্‌ : (রিচার্ডকে) ভনের কথা চিন্তা কর, অপরাধী-ত্রাসে যেন চ্যুত
হয় ভল্ল তোর। হতাশ হ, মৃত্যু হোক তোর !
সকলে (রিচ্‌মণ্ড্‌কে) জাগ, আর মনে কর

আমাদের প্রতি করা অনুচিত-অন্যায়-যত রিচার্ড্ হৃদয়ে-রাখা
তারাই তো ওকে দেবে পরাজয়। উঠ, জাগ, জয়ী হও কাল।
(প্রবেশ ঃ হেস্টিংসের প্রেতমূর্তি)
প্রেত : (রিচার্ড্কে) রক্তাক্ত-হত্যায় অপরাধী তুই,
জেগে ওঠ অপরাধী-বিবেকে,
আর রক্তাক্ত যুদ্ধে-এক শেষ কর্ দিন তোর !
চিন্তা কর্ হেস্টিংস্ সম্পর্কে। হতাশ হ, মৃত্যু হোক তোর।
(রিচ্মণ্ড্কে) শান্ত অক্ষুব্ধ হৃদয় জাগ, জাগ,
অস্ত্র নাও, যুদ্ধ কর, জয়ী হও, সুন্দরী ইংলণ্ড-কল্যাণে।
(প্রবেশ ঃ কিশোর দুই রাজকুমারের প্রেতমূর্তি)
প্রেতদ্বয় (রিচর্ড্কে) স্বপ্ন দেখ টাওয়ারেতে শ্বাসরুদ্ধ
তোর ভ্রাতুষ্পুত্রদের।
আমরা যেন সীসার ভার হয়ে তোর রিচার্ড-হৃদয়ে
অবনত করি তোকে ধ্বংসে, ধিক্কারে, আর অন্তিম বিনাশে ;
তোর ভ্রাতুষ্পুত্রদের আত্মা তোর নৈরাশ্য আর মৃত্যুই কামনা করে।
(রিচ্মণ্ড্কে) নিদ্রা যাও রিচ্মণ্ড্, শান্তিতে নিদ্রা যাও, আর
আনন্দে জাগ্রত হও ;
সুভদ্র দেবদূতগণ তোমাকে শূকরের উৎপাত থেকে রক্ষা করুন।
জীবিত থাক, জন্ম দাও সুখী রাজবংশ-এক !
এডোয়ার্ডের অসুখী পুত্ররা তোমার সমৃদ্ধি কামনা করে।
(প্রবেশ ঃ রিচার্ডের স্ত্রী মাননীয়া অ্যানের প্রেতমূর্তি)
প্রেত : (রিচ্র্ডকে) রিচার্ড্, তোর পত্নী আমি,
পত্নী তোর সেই হতভাগিনী অ্যান্
তোর সঙ্গে নিদ্রায় একটিও শান্ত মুহূর্ত আমি কখনও
অতিবাহিত করিনি
এখন সেই আমি অশান্তিতে পূর্ণ করি তোর নিদ্রার আবেশ।
কাল রণে ভাবিস আমার কথা
আর পরাজয়ে নত করিস ধারহীন তরবারি তোর। হতাশ হ,

মৃত্যু হোক তোর।

(রিচমণ্ডকে) শান্ত হৃদয় তোমার, নিদ্রিত থাক প্রশান্ত নিদ্রায়

চাঞ্চল্যের স্বপ্নে আর বিজয়ের সুখস্বপ্নে !

তোমার প্রতিপক্ষের স্ত্রী তোমার জন্য প্রার্থনা করে।

(প্রবেশ ঃ বাকিংহামের প্রেতমূর্তি)

প্রেত : (রিচার্ড্‌কে) রাজমুকুটে আমিই তোর প্রথম সহায় ;

তোর অত্যাচার-অনুভবে আমিই তো শেষ।

ও, যুদ্ধেতে ভাবিস বাকিংহামের কথা,

মর তুই পাপভয়ে ভীত হয়ে !

স্বপ্ন দেখ মৃত্যুর আর রক্তাক্ত কর্মের

মনেতে দুর্বল হ, নৈরাশ্যে হতাশ,

হতাশায় ত্যাগ কর অন্তিম নিঃশ্বাস।

(রিচ্‌মণ্ড্‌কে) আপনার সাহায্যে আসার পূর্বেই আমার

মৃত্যু হল আশায় আশায় ঃ

তবুও মনেতে উৎফুল্ল হোন আর যুদ্ধভয়ে ভীত হবেন না ঃ

ঈশ্বর আর সুভদ্র দেবদূতেরা সংগ্রামেতে রিচমণ্ড্‌-সহায় ঃ

আর অহংকারে সুউচ্চ শিখর থেকে রিচার্ড্‌-পতন।

(প্রেত মূর্তিগণ অদৃশ্য হয়। রিচার্ড তাঁর স্বপ্ন-নিদ্রা 'থেকে সহসা সচকিত হন)।

রিচার্ড্‌ : অশ্ব দাও আমাকে আর এক ওষধি-বন্ধনে বন্ধ কর

ক্ষতস্থান-যত।

করুণা কর যিশু ! ধীরে ! স্বপ্ন মাত্র দেখেছি আমি।

কাপুরুষ বিবেক আমার, কি যন্ত্রণাই দিতে পার তুমি !

আলো সব নীল হয়ে জ্বলে। মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ-গভীর

নিশীথ-সময় এখন।

ভয়েতে শীতল স্বেতবিন্দু সব করে অবস্থান

কম্পিত শরীরে আমার।

কি ভয় আমার, কারে ভয় ? নিজেকে ? আর তো কেউ নেই।

রিচার্ড্ তো রিচার্ড্কেই ভালবাসে ; অর্থাৎ আমি আছি
আমি হয়ে, আমি আর আমি, আর কেউ নয়।
পালাও তাহলে। কি, নিজেরই কাছ থেকে ? কেন, তার
মস্ত কারণ তো রয়েছে—
পাছে আমি প্রতিশোধ নিই। কি, নিজেই নিজের উপর !
হায়, আমি যে আমাকেই ভালবাসি। কেন, কি নিমিত্ত ?
যে কোন হিতের নিমিত্ত,
আমি যা নিজেই করেছি নিজেরই নিমিত্ত ?
ও, না ! হায়, আমি তো বরং নিজেকেই ঘৃণা করি
ঘৃণ্য যে-সব কাজ আমি নিজেই করেছি, তাদেরই কারণে
আমি এক নারকী-দুর্জন ; তবু মিথ্যা বলি আমি, আমি কিন্তু নই।
নির্বোধ নিজের সম্পর্কে প্রশংসাই কর। মূর্খ, স্তাবক
তা পরিহার কর
বিবেক আমার, জিহ্বা তার অনেক সহস্র,
ভিন্ন এক-কাহিনী আনে প্রত্যেক জিহ্বা ;
আর প্রত্যেক কাহিনী, আমাকে নিন্দিত করে দুর্জন-স্বরূপ।
মিথ্যা শপথ, মিথ্যা শপথ, মিথ্যার সর্বোচ্চ চরমে,
হত্যা, কঠোর নিষ্ঠুর হত্যা অতীব ভীষণ,
ভিন্ন ভিন্ন পাপ-সব, ভিন্ন ভিন্ন মাপে ব্যবহার,
ভিড় করে বিচারমঞ্চেতে, সকলে চিৎকার করে 'পাপী'
আর 'অপরাধী' বলে !
আমি হতাশই হব। কোন প্রাণী নেই আমাকে ভালবাসে ;
আমি যদি মরি কেউ আমাকে করুণা করবে না ঃ
আর কেনই বা করবে, আমি নিজে তো নিজেরই মধ্যে
নিজেরই জন্য কোন করুণারই অস্তিত্ব পাই না !
মনে হয়, আমার হাতে নিহত সকলের আত্মা এসেছিল
শিবিরে আমার
আর প্রত্যেকেই ভীত করে গেছে,

কাল রণে প্রতিশোধ নেমে আসে রিচার্ড্-মস্তকে।

(প্রবেশ ঃ র‍্যাট্‌ক্লিফ্)

র‍্যাট্‌ক্লিফ্ : প্রভু আমার।

রাজা রিচার্ড্ : (ক্রুদ্ধ চিৎকার) হোঃ হো, কে ওখানে ?

র‍্যাট্‌ক্লিফ্ : আমি প্রভু ; গ্রামেতে ভোরের মোরগ প্রভাতকে অভ্যর্থনা করেছে দু'বার ;

আপনার সুহৃদরা সব যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়।

রাজা রিচার্ড্ : ও র‍্যাট্‌ক্লিফ্, ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্ন দেখেছি আমি।

তোমার কি মনে হয়, বন্ধুরা আমাদের সর্বাংশে বিশ্বস্ত হবে ?

র‍্যাট্‌ক্লিফ্ : সন্দেহ নেই প্রভু।

রাজা রিচার্ড্ : ও র‍্যাট্‌ক্লিফ্, তবুও ভীত আমি, ত্রস্ত আমি !

র‍্যাট্‌ক্লিফ্ : না, সুকৃত প্রভু আমার, দুঃস্বপ্নের ছায়ারা সব,

তাদের ভয়ে ভীত না হন প্রভু।

রাজা রিচার্ড্ : প্রেরিত পলের দিব্য, এই রাত্রির ছায়ারা সব

যেই ত্রাসে এস্ত করে রিচার্ড-হৃদয়,

রণসাজে দৃঢ় হয়ে স্বল্পবুদ্ধি রিচ্‌মণ্ড্-নেতৃত্বে দশ সহস্র

সৈন্য সব রক্তমাংসে গড়া

তা থেকে অধিক ত্রাস করে না সঞ্চার।

এখনও তো নিকট নয় দিন। আমার সঙ্গে এস, চল যাই ;

আড়ি পাতা খেলা খেলি শিবিরের নীচে,

দেখি, যদি কেউ আমাতে পরাঙ্মুখ হতে অভিপ্রায় করে।

(প্রস্থান)।

(প্রবেশ ঃ অভিজাতবর্গ। শিবিরে উপবিষ্ট রিচ্‌মণ্ড্-সমীপে)

অভিজাতবর্গ : শুভ প্রাতঃকাল, রিচ্‌মণ্ড্।

রিচমণ্ড্ : অনুকম্পা করুন অভিজাতগণ, অবহিত ভদ্রগণ

মনোনীত করেছেন গতিতে মন্থর, অলস একজন।

অভিজাতবর্গ : সুনিদ্রা কি হয়েছে প্রভু ?

রিচ্‌মণ্ড্ : নিদ্রা সে মধুরতম, ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্নেতে ;

আপনাদের আমার শিবির থেকে প্রস্থানের পর, প্রভুরা আমায়,
আমার স্বপ্ন-দেখা-সব আরও মনোহর,
এ পর্যন্ত যা-কিছু-স্বপ্ন নিদ্রালস মস্তকে করেছে প্রবেশ, তার
অপেক্ষায়।
মনে হল রিচার্ড্ যে-সব দেহ নিহত করেছে, তাদের আত্মারা সব
আমার শিবিরে এসে বিজয় ঘোষণা করে।
আপনাদের সমীপে শপথ নিয়ে বলি হৃদয় আমার উৎফুল্ল অতি
অমন মনোহর এক স্বপ্নের স্মৃতিতে।
প্রাতঃকাল কতদূর অগ্রসর প্রভুগণ ?

অভিজাতবর্গ : চার ঘটিকা পর্যন্ত।

রিচ্‌মণ্ড্ : ওঃ হো! তবে তো যুদ্ধ-সজ্জার সময় হল, সময় হল
নির্দেশ দেবার।
(সৈন্যদের প্রতি তাঁর ভাষণ) যেটুকু বলেছি আমি স্নেহময়
দেশবাসীগণ, সীমাবদ্ধ অবসর আর সময়ের সীমা
নিষিদ্ধ করে তার বেশী বলা ; তবুও স্মরণে রেখ ঃ
ঈশ্বর আর উত্তম অভিপ্রায় যুদ্ধ করেন আমাদের দিকে ঃ
পূতচরিত্র সন্তদের প্রার্থনা আর অন্যায়ে পীড়িত আত্মারা সব
উচ্চে-তোলা প্রাচীরের মত করে অবস্থান আমাদের
মুখের সম্মুখে ;
রিচার্ড্ ব্যতীত, আর যাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম
তারা চায়, তাদের অনুসৃতের অপেক্ষা বরং আমাদেরই জয় হোক।
কারণ, তারা যে তাকে অনুসরণ করে, কি সে ? সত্যই ভদ্রগণ ঃ
রক্তলিপ্সু্ পীড়ক আর নরহন্তা এক,
রক্তপাতে বর্ধিত সে, রক্তপাতেই প্রতিষ্ঠা,
যা পেয়েছে সে যাদের উপায় করে,
হত্যা সে করেছে সাহায্যের সে-সব উপায় ;
নিকৃষ্ট ঘৃণিত প্রস্তরখণ্ড এক মূল্যবান করা
ইংলণ্ডের সিংহাসনে অবৈধে সন্নিবিষ্ট করে ;

এমনই একজন যে ঈশ্বরের শত্রু চিরকাল।
তাহলে তোমরা যদি ঈশ্বর-শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর,
ঈশ্বর তাঁর ন্যায়বিচারে তোমাদের তাঁর সৈন্যস্বরূপ আশ্রয় দেবেন ;
তোমরা যদি স্বেদাক্ত হও অত্যাচারীকে পরাজয় দিতে,
নিদ্রা যাবে শান্তিতে তোমরা পীড়ক নিহত যেহেতু ;
তোমরা যদি যুদ্ধ কর স্বদেশ-শত্রুর বিরুদ্ধে,
স্বদেশের প্রকৃষ্ট ফল পরিশ্রমের মূল্য ধরে দেবে ;
তোমরা যদি যুদ্ধ কর পত্নীদের নিরাপত্তা-নিমিত্ত,
তোমাদের পত্নীরা সব গৃহেতে স্বাগত করবে বিজয়ী-সম্মানে ;
যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের মুক্ত কর তরবারি-শাসন থেকে,
তোমাদের সন্তানদের সন্তানেরা শোধ দেবে এই ঋণ তোমাদের
বয়ঃক্রমকালে।
তবে ঈশ্বরের নামে, আর এই সব অধিকারের শপথে,
অগ্রসর কর যুদ্ধের পতাকা, নিষ্কাশিত কর ইচ্ছুক তরবারি যত।
আমার নিমিত্ত আমার নির্ভীক-প্রচেষ্টায় মুক্তিমূল্যে ধরা
শীতল এই দেহ পৃথিবীর শীতল-ভূমিতে ;
কিন্তু যদি বিজয়ে সমৃদ্ধ হই ; আমাদের চেষ্টার ঋদ্ধি যত
তোমাদের মধ্যে অতি-তুচ্ছ যেই-জন, সেও তার অংশভাগ পাবে।
আনন্দে উৎফুল হয়ে নির্ভীক-সাহসে
তূর্যধ্বনি কর, বাজাও দুন্দুভি ;
ঈশ্বর আর প্রেরিত সাধু জর্জ্! প্রেরিত রিচ্মণ্ড্ আর যুদ্ধ জয়!
(প্রস্থান)।

(পুনঃ প্রবেশ ঃ রাজা রিচার্ড্, র‍্যাট্‌ক্লিফ্, অনুচরবৃন্দ ও সৈন্যরা)

রাজা রিচার্ড্ : রিচ্মণ্ড্ সম্পর্কে নর্দাম্বার্ল্যাণ্ড্ কি বললেন?

র‍্যাট্‌ক্লিফ্ : বললেন তিনি কোনদিনই যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে শিক্ষিত নন।

রাজা রিচার্ড্ : তিনি সত্যই বলেছেন ; তারপর মারে কি বললেন?

র‍্যাটক্লিফ্ : তিনি মৃদু হেসে বললেন আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে অতীব উত্তম।

রাজা রিচার্ড্ : যথার্থই বলেছেন তিনি ; আর বাস্তবিকই তাই। (ঘড়ি বাজে)।

ওখানে ঘড়িতে ক'টা বাজল বল তো। আমাকে একটা দিনপঞ্জী দাও তো। সূর্যকে কি কেউ দেখেছ আজ ?

র‍্যাট্‌ক্লিফ্ : আমি তো নয়, প্রভু আমার।

রাজা রিচার্ড্ : তবে তিনি কিরণ দিতে ঘৃণা বোধ করেন ; কারণ পঞ্জিকা অনুসারে তাঁর তো উচিত ছিল এক ঘণ্টা পূর্বেই
সাহসে সম্মুখীন হওয়া পূর্বের দিগন্তে।
কারো না কারো নিকট এই দিন অন্ধকার কালো দিন হবে।
র‍্যাট্‌ক্লিফ্!

র‍্যাট্‌ক্লিফ্ : প্রভু ?

রাজা রিচার্ড্ : সূর্য তো দেখা যাবে না আজ ;
ক্রোধাচ্ছন্ন আকাশ ভ্রূকুটি করে, অন্ধকার ভ্রূভঙ্গী দেখায়
আমাদের সৈন্যদের উপর।
এই-সব শিশির-অশ্রু যদি ভূমি থেকে নির্গত হোত।
কিরণ দেবে না আজ! ভাল কথা, অধিক কিবা আসে যায়
তাহাতে আমার
রিচমণ্ড্ অপেক্ষায় ? কারণ একই তো আকাশ
আমাকে ভ্রূকুটি করে, দেখে তাকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে।
(প্রবেশ ঃ নরফোক্)

নরফোক্ : অস্ত্র নিন, অস্ত্র নিন প্রভু, যুদ্ধক্ষেত্রে স্পর্ধা করে শত্রুর বাহিনী।

রাজা রিচার্ড্ : এস, ত্বরা কর, ত্বরা কর, আমার অশ্বকে সজ্জিত কর ;
মাননীয় স্ট্যান্‌লেকে আহ্বান কর, অনুরোধ কর তাঁকে
তাঁর সৈন্য আনয়নে।
আমার সৈন্য নিয়ে আমি এই মুহূর্তে সমভূমিতে নামছি,
আর এইমত শৃঙ্খলায় চালিত হবে আমার সংগ্রাম ঃ
অগ্রভাগ-বাহিনী আমার আদৈর্ঘ্য বিস্তৃত হবে ;
বাহিনীতে অশ্বারোহী আর পদাতিক সংখ্যায় সমান হবে ;

মধ্যে যাবে তীরন্দাজ সব
জন্, নর্ফোকের অধিনায়ক, টমাস্, সারের উপাধিনায়ক,
নেতৃত্ব দেবেন এই অশ্বারোহী-পদাতিকের মিশ্রিত বাহিনীর
ওঁরা ঐভাবে চালিত হলে আমরা অনুগামী হব যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্রে,
আমাদের সমূহ-শক্তি অশ্বারোহীবাহিনী মুখ্যে রবে সুরক্ষিত
উভয় পার্শ্বেতে।
এই আর এ ছাড়াও সাধু জর্জ্ ঈশ্বর-প্রেরিত। কি মনে করেন,
নরফোক্ ?

নর্ফোক্ : সুন্দর নির্দেশ, হে যোদ্ধ রাজন।
আজ প্রাতে, আমার শিবিরে এটি আমি পেয়েছি।
(রিচার্ড্‌কে একখণ্ড কাগজ দেখান)।

রাজা রিচার্ড্ : (পাঠ করেন)। 'নর্ফোকের জন্-জকি, না, না,
অতটা সাহস নয়,
কারণ, তোর প্রভু রিচার্ড্, ডিকন্‌কে কেনা-বেচা যায়'।
শত্রুর এ কৌশল।
আসুন ভদ্রগণ, প্রত্যেকে গ্রহণ করি নিজের দায়িত্ব।
আমাদের বাচাল-স্বপ্নের জল্পনা-সব আমাদের হৃদয়কে যেন
ভীত না করে ;
বিবেক এক শব্দ মাত্র কাপুরুষেরা করে ব্যবহার,
উদ্ভাবন প্রথমের শক্তিমানকে ত্রাসে ত্রস্ত রাখার উদ্দেশ্যে।
শক্তিধর বাহু আমাদের বিবেক হোক, তরবারি
আমাদের বিধান হোক।
অগ্রসর হন, আসুন, নির্ভীক-সাহসে, তুমুল হুলস্থুলে আমরা
একত্রে গমন করি ;
যদি না স্বর্গেতে হয়, তবে হাতে হাত দিয়ে নরকে তো বটেই।
(সৈন্য-সমীপে রিচার্ডের ভাষণ)
আমার সিদ্ধান্তের অধিক আর কি বলব ?
ঐ-সঙ্গে স্মরণ রাখবেন, কাদের সঙ্গে আপনাদের সংগ্রাম—

একপ্রকার ভবঘুরে ভিক্ষুক সব, দুরাত্মা-দুর্জন-সব,
পলাতক-অপরাধী-সব,
ব্রিটানীর নোংরা যত গাদ, ইতর চাচাড়ে-দাস সব,
পর্যাপ্তের অধিক বলে স্বদেশ তাদের বমি করে দেয়
হতাশ দুঃসাহসে আর নিশ্চিত বিনাশে।
তোমাদের নিরাপদ নিদ্রায় তারা অস্থিরতা আনে ;
তোমাদের ভূমির অধিকার, সুন্দরী-স্ত্রী-সহবাসে সুখী তোমরা,
একটিকে তারা সীমাবদ্ধ করবে, আর একটিকে কলুষিত করবে।
আর কে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে, না, অকিঞ্চিতকর ছোকরা এক,
দীর্ঘকাল ব্রিটানীতে রাখা আমাদেরই দেশের খরচে ?
দুধে-ভেজা রুটি খণ্ড এক, জুতোর উপর তুষারের হিম ছাড়া
জীবনেতে হিমে কষ্ট পেয়েছ কখনও ?
সমুদ্র পেরিয়ে আসা ভবঘুরে এই-সব,
এস, আমরা এদের চাবকে ফিরিয়ে দিই ;
চাবুক, চাবুক ! কশাঘাতে দূর কর ফ্রান্সের বৃথাভিমানী
এই ছিন্ন-ভিন্ন বস্ত্রখণ্ড সব
জীবনেতে ক্লান্ত সব ক্ষুধার্ত এই ভিক্ষুকের দল ;
এদের কল্পনার প্রিয় এই দুঃসাহসের স্বপ্ন দেখে বেঁচে আছে এরা,
নইলে উপায়-অভাবে, হতভাগা ইঁদুর-সব, নিজেদের ঝুলিয়ে দিত
ফাঁসের দড়িতে ;
আমরা যদি বিজিতই হই, তবে মানুষেরাই যেন
আমাদের পরাজিত করে,
এই জারজ ব্রিটানীরা নয়, এদের তো আমাদের পিতৃপুরুষেরা
এদের স্বদেশেই আঘাতে, প্রহারে এদের জর্জরিত করে
পরাজিত করেছেন,
আর রেখে গেছেন পরিত্যক্ত—অবশেষ এই ধিক্কারের
উত্তরাধিকারী সব ;
এরা কি ভোগ করবে আমাদের ফসলের ক্ষেত, আমাদের

পত্নীদের সঙ্গে শয্যায় শয়ন করবে,
আমাদের কন্যাদের ধর্ষণ করবে? (দূরে দুন্দুভি-নিনাদ)
ঐ শোন! ঐ শুনি ওদের দুন্দুভি-নিনাদ।
যুদ্ধ কর ইংলণ্ডের ভদ্রগণ! যুদ্ধ কর সাহসী সৈনিকসব।
তীরন্দাজ সব, আমস্তক টান তীর!
তোমাদের দর্পদৃপ্ত অশ্বদের সব উত্তেজিত কর কাঁটার কঠিনে,
রক্তস্নান-আরোহণে হও অগ্রসর;
নভোমণ্ডল বিস্মিত কর ভগ্নদণ্ডে সব। (প্রবেশ : এক বার্তাবহ)
মাননীয় স্ট্যানলে কি বলেন? তিনি কি তাঁর শক্তি সন্নিবেশ
করবেন?

বার্তাবহ : প্রভু আমার, তিনি আসতে অস্বীকার করেন।

রাজা রিচার্ড্ : তাঁর পুত্র জর্জের শিরশ্ছেদ কর!

নরফোক্ : প্রভু, শত্রুরা জলাভূমি অতিক্রম করেছে।
যুদ্ধের পর জর্জ্ স্ট্যান্লের মৃত্যু হোক।

রাজা রিচার্ড্ : এক নয়, এক সহস্র হৃদয় বীর্যবান হয়
আমার বুকের ভিতর।
রণচিহ্ন আমাদের অগ্রগামী কর, আমাদের শত্রুকে আক্রমণ কর;
আমাদের বীর্যের প্রাচীন প্রতীক-শব্দ, প্রেরিত সাধু জর্জের নাম,
অগ্নিবর্ষী ড্রাগনের ক্রোধে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক!
আক্রমণে ঝাঁপ দিই ওদের উপর, বিজয় বসিয়া আছে
আমাদেরই তরীকর্ণে আজ। (প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য । যুদ্ধক্ষেত্রের অপর এক অংশ । ঘণ্টাধ্বনি

[সৈন্যদের এদিক-ওদিক গমনাগমন। প্রবেশ : নরফোক্ ও
সৈন্যরা; সমীপে কেট্‌স্‌বি।]

কেট্‌স্‌বি : উদ্ধার করুন, মাননীয় নর্‌ফোক্-প্রধান, উদ্ধার করুন, উদ্ধার
করুন!
প্রত্যেকটি বিপদের প্রতিপক্ষ-মুহূর্তে,

যুদ্ধ করেন রাজা একাধিক বিস্ময় যেন, এক মানুষে যা
কখনো সম্ভব নয়।
নিহত অশ্ব তাঁর, যুদ্ধ করেন তিনি সম্পূর্ণ পায়ে ভর দিয়ে,
মৃত্যুগ্রাসে অবস্থান করে রিচ্‌মণ্ড্‌ সন্ধানে।
ন্যায়াধীশ প্রভু, উদ্ধার করুন, নতুবা পরাজয়ে হৃত হবে দিন।
(ঘণ্টাধ্বনি। প্রবেশ ঃ রাজা রিচার্ড্‌)

রাজা রিচার্ড্‌ : অশ্ব এক! অশ্ব এক! দেব রাজ্য, অশ্ব শুধু এক!

কেট্‌স্‌বি : সরে আসুন প্রভু; আমি আপনাকে অশ্বেতে সাহায্য করি।

রাজা রিচার্ড্‌ : শোন্‌ ওরে দাস, জীবন রেখেছি বাজি দানের উপর
ঝুঁকি তো নিতেই হবে নিক্ষিপ্ত পাশার।
মনে হয় রণে ছিল ছয় রিচ্‌মণ্ড্‌
পাঁচ আমি নিহত করেছি আজ, শুধু সেই-রিচ্‌মণ্ড্‌ বাদে।
অশ্ব এক! অশ্ব এক! দেব রাজ্য, অশ্ব শুধু এক! (প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের অপর এক অংশ। ঘণ্টাধ্বনি

[প্রবেশ ঃ রিচার্ড্‌ ও রিচ্‌মণ্ড্‌; পরস্পর যুদ্ধ করেন। রিচার্ড্‌ নিহত হন। সৈন্যাপসরণ ও বাদ্যাড়ম্বর। প্রবেশ ঃ রিচ্‌মণ্ড্‌, অন্যান্য অভিজাতবর্গ সমভিব্যহারে মুকুট-সহ ডার্‌বি।]

রিচ্‌মণ্ড্‌ : হে বিজয়ী সুহৃদবর্গ, ঈশ্বর আর আপনাদের যুদ্ধাস্ত্র-সব
শংসিত হোক;
আমাদেরই দিন আজ, মৃত সেই রক্তলিপ্সু কুকুর!

ডার্‌বি : বীর রিচ্‌মণ্ড্‌, চারু-সম্পাদনে নিষ্পন্ন করেছেন আপনি
অর্পিত কাজের ভার!
এই দেখুন, এই তো এখানে রাজকীয়-প্রতীক-সেই দীর্ঘকাল
হৃত ছিল অবৈধ হরণে;
তুলে তো এনেছি আমি রক্তলিপ্সু দুরাত্মার মৃতশির থেকে
শোভা দিতে আপনার ললাটে তাহার অধিক!

পরিধান করুন, উপভোগ করুন, যথাযথ ব্যবহারে সযত্নে
রাখুন।
রিচ্‌মণ্ড্‌ঃ স্বর্গের মহান ঈশ্বর, সকলকে তথাস্তু বলুন!
কিন্তু বলুন আপনারা আমাকে, যুবক জর্জ্‌ স্ট্যান্‌লে কি
জীবিত এখনও।
ডার্‌বি : তিনি তো জীবিত প্রভু, আর নিরাপদ আছেন তিনি
লিসেস্টার্‌ নগরে,
যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, আপনার অভিরুচি মত
স্থানে এখন আমরা আমাদের সরিয়ে নিতে পারি।
রিচ্‌মণ্ড্‌: প্রথিতযশা কোন কোন ব্যক্তি উভয়পক্ষে নিহত?
ডার্‌বি ঃ জন্‌, নরফোকের অধিনায়ক, মাননীয় ওয়াল্‌টার ফেরার্‌স্‌,
মাননীয় রবার্ট্‌ ব্র্যাকেন্‌বেরি, আর মাননীয় উইলিয়াম ব্র্যান্‌ডন্‌।
রিচ্‌মণ্ড্‌: জন্মসূত্রের উপযুক্ত মর্যাদায় তাঁদের দেহ সমাধিস্থ করুন।
পলাতক সৈনিকদের প্রতি মার্জনা ঘোষণা করুন,
ফিরে আসে যেন তারা অনুগত হয়ে আমাদেরই দিকে।
তারপর যেতেতু আমরা পবিত্র শপথে বাধ্য,
সাদা আর লাল গোলাপ, এই দুই আমরা এক ক'রে দেব।
রমণীয় এ-মিলনে প্রসন্ন হয়ে স্বর্গ যেন মৃদু হাসি হাসে
এদের বৈরিতায় দীর্ঘকাল দৃষ্টি তাঁর ভ্রূকুটি-কুটিল ছিল!
কোন্‌ সে বিশ্বাসঘাতক সব আমাকে শ্রবণ করে অথচ
বলে না তথাস্তু?
উন্মত্ত এ ইংলণ্ড্‌ বহুদিন, ক্ষতবিক্ষত করেছে নিজেকে
দীর্ঘকাল ধরে, ভাই করে ভ্রষ্টাচারে ভ্রাতৃরক্তপাত,
অবিমৃষ্য-হত্যায় পিতায় নিহত করে নিজের পুত্রকে,
বাধ্য হয়ে পুত্রও কসাই হয় জনকের প্রতি;
ইয়র্ক আর ল্যাঙ্কাস্টার্‌ বিভক্ত আজ এসব বিভেদে
বিভক্ত আজ তারা ভীষণ বিবাদে,
ও, এখন আপনারা অনুমতি করুন, রিচ্‌মণ্ড্‌ আর এলিজাবেথ্‌,

জন্মসূত্রে পাওয়া এই দুই রাজবংশের সত্য উত্তরাধিকার,
এরা যেন ঈশ্বরের ন্যায়ধর্মাদেশে একত্রে মিলিত হয়
শুভ পরিণয়ে !
আর, ঈশ্বর, যদি আপনার ঐমত ইচ্ছা হয়,
এদের উত্তরপুরুষ যেন ধনী করে উত্তরকাল শান্তমুখ
শান্তির মসৃণে, অপর্যাপ্ত মৃদুহাস্যে আর রমণীয় দিনের ঋদ্ধিতে !
বিশ্বাসঘাতকদের অতীক্ষ্ণ করে দিন মহিমান্বিত প্রভু,
বিলুপ্ত করে দিন রক্তাক্ত এই-সব দিন, যেন
আবারও না ফিরে আসে,
হতভাগিনী ইংলণ্ড্ রক্তস্রোতে ভেসে আবারও না কাঁদে !
জীবিত যেন না থাকে এরা এদেশের উন্নতি-বিলাসে
রমণীয় এই মাতৃভূমির শান্তি এরা তো রাজদ্রোহে
বিক্ষত করবে ।
বর্তমানে বন্ধ হল গৃহযুদ্ধের ক্ষতমুখ সব, শান্তি
আবারও বিরাজে—
দীর্ঘকাল থাকুক সে এখানে, ঈশ্বর তথাস্তু বলুন । (প্রস্থান) ।

যবনিকা